সম্বুদ্ধ জাতক

অগ্নিমিত্র

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

SAMBUDDHA JATAK

A biographical Novel based on the life of The Buddha

by

AGNIMITRA

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়-পূর্ণিমা, ১৩৬৮

প্রচ্ছদ :
দেবদত্ত নন্দী

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

জননী
ঊষারানী দেবীর
স্মৃতির উদ্দেশে।

॥ ১ ॥

কপিলবাস্তু নগরে সেদিন বপ্রমঙ্গল উৎসব।

নববর্ষাসমাগমের প্রারম্ভে সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে বীজবপনের সূচনা-উৎসবেরই নাম বপ্রমঙ্গল।

উত্তরে ধ্যানমৌনীর দেহাবরণস্বরূপ আদিগন্তবিস্তৃত অরণ্যানী। পর্বতসানুদেশ ক্রমোচ্চ শিলাস্তরে ব্যাপ্ত এবং উচ্চ হ'তে হ'তে দূরে—বহুদূরে যেখানে গিয়ে মিলিত হ'য়েছে, সেখানে বহু উচ্চে হিমবন্তের অভ্রংলিহ চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গনিচয়ে সদ্য-প্রতিফলিত প্রভাতারুণের স্বর্ণরশ্মি বিচ্ছুরিত হ'তে আরম্ভ ক'রেছে। পর্বতসানু-দেশের অরণ্যপ্রান্তরে বৃক্ষ-লতা-গুল্মের হরিৎ পত্রপল্লবে বিকীর্ণ হ'তে আরম্ভ ক'রেছে সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণ প্রভূতি-কিরণের সুস্নিগ্ধ বিচ্ছুরণ। অজস্র পক্ষীর কলকাকলিতে মুখর হ'য়ে উঠেছে কপিলবাস্তু নগরের উদ্যানরাজি এবং পুষ্পবিতান। উৎসব-সমারোহের আনন্দ-কোলাহলে উচ্চকিত হ'য়ে উঠেছে নগরের হর্ম্য-কুটির-রাজপথ।

শাক্যরাজ্যের প্রধান নগর কপিলবাস্তু, দ্বিতীয় নগর দেবদহ।

দেবদহের শাক্যপ্রধানগণও উৎসবে যোগদানের জন্য রাজ্যের প্রধান নগর কপিল-বাস্তুতে সমাগত। কেউ বা দু'একদিন পূর্বেই এসে উপস্থিত হ'য়েছেন। কেউ বা রাত্রির শেষযামে দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে দেবদহ থেকে যাত্রা ক'রে সূর্যোদয়ের পূর্বেই কপিলবাস্তু নগরের সংস্থাগার প্রাঙ্গণে উপস্থিত। কারণ, সংস্থাগার প্রাঙ্গণ থেকেই শাক্যরাজন শুদ্ধোদনের নেতৃত্বে বপ্রমঙ্গল উৎসব সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে নগর-উপান্তে শাক্যগণের কৃষিভূমির দিকে সমবেতভাবে হবে মাঙ্গলিক যাত্রারম্ভ।

কৃষিকর্মই শাক্যক্ষত্রিয়গণের বিত্ত-বিলাস-বৈভবের মূল উৎস। নগরের উপকণ্ঠে সমতলভূমি থেকে আরম্ভ ক'রে পর্বতগাত্র পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ কয়েক যোজন কর্ষণক্ষেত্রের উর্বর লোহিতবর্ণাভ মৃত্তিকাই নিয়ন্ত্রণ করে শাক্যক্ষত্রিয়গণের জীবন-চর্যার বিবিধ গতিধারাকে। এবং সেই শস্যপ্রদায়িনী মৃত্তিকার উর্বরতাকে উজ্জীবিত করে হিমবন্ত-নিঃসৃতা স্রোতোস্বিনী রোহিণী।

হিমবন্তের অসংখ্য লীলাচপলা উচ্ছলা নদী-দুহিতার মধ্যে রোহিণীও অন্যতমা। যদিও গঙ্গা অথবা অচিরবতীর ন্যায় রোহিণী অত প্রশস্ত কিম্বা দীর্ঘপ্রবাহিনী নয়, তবু তারই স্রোতোধারা শাক্যগণের নিকট সুপ্রাচীন কাল থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সেই নাতিপ্রশস্ত নদীই নির্ধারিত ক'রে রেখেছে শাক্য এবং কোলিয় রাজ্যের সীমানা। কোলিয় ক্ষত্রিয়গণ শাক্যদেরই জ্ঞাতি। রোহিণীর পূর্বদিকে কোলিয়-রাজ্য, পশ্চিমদিকে শাক্যরাজ্য। রোহিণীর জলধারা আবহমানকাল যাবৎ উর্বর ক'রে আসছে শাক্য এবং কোলিয়—উভয় রাজ্যেরই কৃষিক্ষেত্রকে, পুষ্ট ক'রে আসছে সেই কৃষিক্ষেত্রের শস্যসম্পদকে। পুরুষানুক্রমে শাক্য এবং কোলিয়গণ রোহিণীর নিকট কৃতজ্ঞ।

নববস্ত্রপরিধান বপ্রমঙ্গল উৎসবের অবশ্যপালনীয় অঙ্গ।

শাক্যক্ষত্রিয়গণের বর্তমান 'রাজন্' শুদ্ধোদনের জন্য প্রতিবৎসরই বারাণসী থেকে

আসে সুবর্ণতন্তুখচিত মহার্ঘ পট্টবস্ত্র। এবারেও এসেছে। বারাণসীর পট্টবস্ত্র কেবলমাত্র রাজনের জন্যেই নয় ; সংস্থাগারের সকল সদস্য অর্থাৎ 'রাজা' এবং অভিজাত বংশীয় সকল শাক্যনায়কগণের পরিবারস্থ নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই এদিন বারাণসী থেকে আনীত পট্টবস্ত্র পরিধান করেন। রাজন সহোদর শুক্লোদন, শাক্যোদন, ধৌতোদন এবং অমৃতোদন তাঁদের জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট থেকে উৎসববস্ত্র পেয়েছেন। রাজন্ শুদ্ধোদনের কনিষ্ঠা এবং একমাত্র সহোদরা ভগ্নী অমিতা বিবাহসূত্রে দেবদহের সুপ্রবুদ্ধ শাক্যের বনিতা। তাঁর জন্যেও বারাণসী থেকে আনীত সুবর্ণতন্তুখচিত পট্টবস্ত্র এবং দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়দেশে থেকে সংগৃহীত সুগন্ধি চন্দন ইত্যাদি প্রেরণ ক'রেছেন শুদ্ধোদন।

দেবদহের সুপ্রবুদ্ধ শাক্য কেবলমাত্র অমিতার স্বামী ব'লেই নয়, আরো দু'টি নিকট সম্বন্ধে শুদ্ধোদনের সঙ্গে আবদ্ধ। অঞ্জন শাক্যের দুই পুত্র—দণ্ডপাণি এবং সুপ্রবুদ্ধ। দুই কন্যা মায়াদেবী এবং গৌতমী। দেবদহের শাক্যশ্রেষ্ঠ অঞ্জন শাক্য আজ আর জীবিত নেই। তাঁর জেষ্ঠ্যা কন্যা মায়াদেবী ছিলেন শুদ্ধোদনের প্রথমা মহিষী। আজ থেকে প্রায় ষড়বিংশ বর্ষ পূর্বে কপিলবাস্তু নগরের উপান্তে মনোরম লুম্বিনী উদ্যানে এক বৈশাখী পূর্ণিমায় প্রথম এবং একমাত্র সন্তান কুমার সিদ্ধার্থকে জন্মদানের মাত্র সপ্ত দিবস পরে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তার অল্পকাল পরেই সদ্যোজাত সেই শিশুকে লালন-পালন করবার দায়িত্বগ্রহণ ক'রে মায়াদেবীর কনিষ্ঠা ভগ্নী গৌতমী রাজন্ শুদ্ধোদনকে পতিত্বে বরণ করেন। তাই দুই ভগ্নীর বিবাহ-সূত্রেই শুদ্ধোদন সুপ্রবুদ্ধের ভগ্নীপতি।

উভয়ের অন্য সম্পর্কস্থাপন পরবর্তীকালের কথা।

সুপ্রবুদ্ধ এবং অমিতার একমাত্র কন্যা পরমা রূপলাবণ্যময়ী যশোধরাকে শুদ্ধোদন যেদিন জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার সিদ্ধার্থের বধূরূপে বরণ ক'রে দেবদহ থেকে কপিলবাস্তুর রাজন্ভবনের অন্তঃপুরে নিয়ে এলেন, নতুন সম্পর্ক সেইদিন হ'ল স্থাপিত। সুপ্রবুদ্ধ হ'লেন শুদ্ধোদনের বৈবাহিক এবং সহোদরা অমিতা বৈবাহিকা।

যশোধরা একাধারে কুমার সিদ্ধার্থের মাতুল এবং পিতৃষ্বসা-কন্যা। কুমার সিদ্ধার্থও যশোধরার পিতৃষ্বসা-পুত্র। কনিষ্ঠা পিতৃষ্বসা গৌতমী তখন যশোধরার শ্বশ্রূমাতা।

সুলক্ষণা, সুমঙ্গলা বধূ!

সুকল্যাণী যশোধরা কুমার সিদ্ধার্থের বধূরূপে শুদ্ধোদনের ভবনে পদার্পণ করবার পর থেকেই যেন এ-ভবনের সকল পরিবেশকেই সুস্নিগ্ধ কমনীয় উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছে! যেমন স্নিগ্ধ, প্রশান্ত মমতাময় আচরণ কুমারের, ঠিক তেমনই আচরণ বধূ যশোধরার। কুমারের নামকরণ করা হ'য়েছিল সিদ্ধার্থ। কিন্তু জন্মমাত্রে মাতৃহীন শিশুকে বক্ষে তুলে নিয়ে অন্তরের নিবিড় মমতায় তাঁকে পালন ক'রেছেন গৌতমী। তাই তাঁর নামানুসারে গৌতম নামেও কুমার পরিচিত। ভবনের পরিচারক-পরিচারিকাবৃন্দ পর্যন্ত কুমার সিদ্ধার্থ গৌতমের সস্নেহ মমতাস্নিগ্ধ আচরণে ছিল মুগ্ধ। বধূ যশোধরার আগমনের পর তারও সহৃদয় সহানুভূতির স্পর্শে তারা মুগ্ধ, অনুগত, উচ্ছ্বসিত।

কপিলবাস্তু নগরের রাজপথে জনকোলাহল ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নববস্ত্রপরিহিত, গন্ধমাল্যে সুসজ্জিত শাক্য নাগরিকবৃন্দ এগিয়ে চ'লেছে সংস্থাগার প্রাঙ্গণে।

উৎসব সূচনা করবেন রাজন শুদ্ধোদন।

যদিও শাক্যরাজ্যে সংস্থাগারের সদস্যরূপে নির্বাচিত প্রত্যেক শাক্যনায়কই 'রাজা' উপাধির অধিকারী তৎসত্ত্বেও তাঁদেরই মধ্যে যিনি শীর্ষস্থানীয়রূপে নির্বাচিত, তিনিই শাক্যগণের 'রাজন' অর্থাৎ প্রধান রাজা এবং সেই সূত্রে অতিরিক্ত পদমর্যাদা এবং সম্ভ্রম তাঁরই প্রাপ্য। শুদ্ধোদন সেই পদমর্যাদায় ভূষিত। তিনি যেমন সংস্থাগারের অধিবেশনে সভাপতিপদের দায়িত্ব বহন করেন, তেমনি যে-কোনো মাঙ্গলিক কর্মে তাঁরই অগ্রাধিকার।

বপ্রমঙ্গল উৎসবে প্রায় একই সঙ্গে কর্ষণক্ষেত্রের মৃত্তিকা স্পর্শ ক'রবে সহস্র সংখ্যক হল। সর্বপ্রথম রাজনের হস্তধৃত সুবর্ণপত্র মণ্ডিত হলটি কর্ষণ ক'রবে মৃত্তিকা-বক্ষ, তার পর ভূমি স্পর্শ করবে অবশিষ্ট হলরাজি। রাজনের জন্য নির্দিষ্ট হলটিই কেবল সুবর্ণপত্রমণ্ডিত নয়, হলাকর্ষক সুপুষ্ট, তেজস্বী বলীবর্দদ্বয়েরও শৃঙ্গচতুষ্টয় অনুরূপভাবে সুবর্ণপত্রমণ্ডিত। সাতগত নিরানব্বুইটি হল রৌপ্যপত্র মণ্ডিত। সেগুলি চালনা ক'রবেন সংস্থাগারের সদস্য রাজন্যবৃন্দ এবং অন্যান্য অভিজাত শাক্যপ্রধান। অবশিষ্ট দুইশত হল এবং সেই হলাকর্ষক চারিশত বলীবর্দ সম্পূর্ণ অনলংকৃত। সেই দুইশত হল চালনা করবার দায়িত্ব পালন করবে সম্বৎসর শাক্যগণের আজ্ঞাবহ কৃষকগণের ভিতর থেকে বিশেষভাবে নির্বাচিত দুইশত ভূমিদাস। তাদের হস্তধৃত হল ভূমি স্পর্শ করবে সর্বশেষে।

সুদীর্ঘকাল ধ'রে অপরিবর্তিত রীতিতে এইভাবেই বপ্রমঙ্গল উৎসবের অনুষ্ঠান হ'য়ে আসছে। শাক্যক্ষত্রিয়দের গণশাসিত রাজ্যের সেই অতীত গৌরবের দিন যদিও আজ আর নেই, যদিও অতীতের শৌর্য-বীর্য-বিত্ত-বৈভবের তুলনায় বর্তমানে কোশল রাজের পদানত করদ শাক্যরাজ্যের অবস্থা নিতান্তই নিষ্প্রভ, তৎসত্ত্বেও এই বপ্রমঙ্গল উৎসবের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ'তে দেয়নি শাক্যসমাজ। কারণ, কৃষি-সম্পদই তাদের একমাত্র সম্বল!

উৎসব উপলক্ষ্যে নগরসজ্জা পূর্বদিনই সম্পূর্ণ হ'য়েছে।

বহুবর্ণের বিচিত্র পতাকামালায় সজ্জিত রাজন্-ভবন, সংস্থাগার এবং রাজপথ ঝল্‌মল্ ক'রছে। নগরের প্রতিটি গৃহশীর্ষ, অলিন্দ, বাতায়ন এবং প্রবেশদ্বার সজ্জিত হ'য়েছে উজ্জ্বলবর্ণের পতাকা এবং পুষ্পপল্লবে। নগরাভ্যন্তরস্থ সপুষ্প বৃক্ষলতা-শোভিত উদ্যানরাজি প্রকৃতির নিজহস্তেই সজ্জিতা। কুটজ-কেতকী-চম্পক-মাধবী এবং অচিরপ্রস্ফুট নবকদম্বে গ্রীষ্ম-সমাপ্তি এবং বর্ষাসমাগমের ইঙ্গিত সূচিত।

পুরাঙ্গনাগণের অঙ্গে নববসন। কাঞ্চী-কেয়ূর--কঙ্কন-কুণ্ডলে বরতনু অলঙ্কৃত। কণ্ঠে, বক্ষোদেশে সুগন্ধি কুসুমমাল্য, প্রসাধিত কেশপাশে শুভ্র কুসুমগুচ্ছ। কিঙ্কিনী-মেখলাশোভিত নীবিবন্ধে স্বর্ণালংকারের সঙ্গে পুষ্পাভরণ। কর্ণকুণ্ডলও পুষ্প-অবতংসে সজ্জিত। নূপুরনিক্কণের সুমিষ্ট ধ্বনিতে প্রতিটি গৃহাঙ্গন মুখরিত। অলিন্দে, বাতায়নে, গৃহশীর্ষে প্রতীক্ষারতা পুরনারীকুল। তাদের কণ্ঠনিঃসৃত মৃদু গুঞ্জনের সঙ্গে তাদের পদযুগলের নূপুর শিঞ্জিনীর ধ্বনি মিশ্রিত হ'য়ে সেই প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলিকে যেন আরো চঞ্চল ক'রে তুলেছে।

এই পথ দিয়ে কখন যাবে রাজন শুদ্ধোদনের রথ? কখন সেই রথে দৃষ্টিগোচর হবেন রাজপার্শ্বে উপবিষ্ট কন্দর্পকান্তি কুমার সিদ্ধার্থ গৌতম? সুগৌরবর্ণ, ঊর্ণালংকৃত-ভ্রূমধ্যসমন্বিত প্রশস্ত ললাট, উন্নতনাসা, সুগভীর নীল নেত্র, কুঞ্চিত ঘন কেশদামসমন্বিত, একাধারে সিংহ এবং এণমৃগের ন্যায় দেহসৌষ্ঠবসম্পন্ন সেই হৃদয়রঞ্জন পুরুষশ্রেষ্ঠ—যাঁর অঙ্কশায়িনী হওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন ক'রে নিজের নারীজন্মকে কৃতার্থ ক'রতে সক্ষম হয়েছে সুপ্রবুদ্ধতনয়া যশোধরা!

পূর্বরাত্রির শেষ যামে কিঞ্চিৎ বৃষ্টিপাত হ'য়েছিল। কিন্তু সূর্যোদয়ের পূর্বে ঊষালগ্ন থেকেই নভোমণ্ডল মেঘমুক্ত, নির্মল। রৌদ্রকরোজ্জ্বল সেই নির্মল আকাশের পটভূমিকায় হিমবন্তের তুষারকিরীট শৃঙ্গনিচয়ের শুভ্রতা যেন অধিকতর বিচ্ছুরিত। বৃষ্টিস্নাত সর্জবীথিকা এবং নগরকেন্দ্রে কমলসরোবর-সংলগ্ন জম্বুবনের শ্যামলিমা প্রোজ্জ্বল। রাজপথের মৃত্তিকা ঈষৎ সিক্ত হ'লেও কর্দমাক্ত হয়নি। পরন্তু কপিলবর্ণের সেই মৃত্তিকার অঙ্গে এসেছে লোহিতচন্দনের সুষমা!

বপ্রমঙ্গল উৎসবদিবসে প্রভাতপ্রকৃতির রূপদর্শনে নয়ন-মন পরিতৃপ্ত। কিন্তু কখন সেই নয়নবিমোহন শাক্যকুমারকে নিমেষমাত্র দর্শনে নয়নযুগল অধিকতর পরিতৃপ্তি লাভ ক'রবে?......কখন?

কুলিকশাক্য অন্যতম অভিজাত শাক্যপ্রধান। নগরের প্রধান রাজপথের পার্শ্বেই তাঁর উপবনসমন্বিত বিশাল হর্ম্য। কুলিকশাক্যের অষ্টাদশী দুহিতা মৃগজা সেই কখন থেকে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় অলিন্দে দণ্ডায়মানা। তার কঞ্চুলিকাশৃঙ্খলিত কুচযুগসমুন্নত বক্ষোদেশের অন্তঃস্তল থেকে একটি মৃদু দীর্ঘশ্বাস উৎসারিত হ'ল।

......হায়! রাত্রি শেষযামের বর্ষণ যদি প্রবলতর হ'ত! এই রাজপথ যদি হ'ত কর্দমাক্ত, তবে হয়তো রথের গতি হ'ত মন্থর। সেই মন্থরগতি রাজরথে উপবিষ্ট আমার স্বপ্নলোকের আকাঙ্ক্ষিত অনুপম পুরুষশ্রেষ্ঠকে অধিকতর কয়েকমুহূর্ত দর্শন ক'রে ধন্য হ'তে পারতাম!

সংস্থাগারপ্রাঙ্গণে ততক্ষণে প্রায় অধিকাংশ শাক্যনায়কই উপস্থিত হ'য়েছেন। অভিজাতবংশীয় শাক্যযুবকগণও সমাগত। রাজমন্ত্রী কালুদায়ি এসেছেন সর্বপ্রথম। কিন্তু যাঁর নেতৃত্বে শোভাযাত্রা সহকারে শাক্যগণ নগর-উপান্তে কৃষিভূমির দিকে যাত্রা ক'রবে, সেই রাজন্ শুদ্ধোদনই তখনো অনুপস্থিত!

কয়েকজন শাক্যযুবক মৃদুগুঞ্জনে ক্ষণে ক্ষণেই বিরক্তি প্রকাশ করছিল। তাদের মধ্যে সুপ্রবুদ্ধ শাক্যের পুত্র দেবদত্তের কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ সোচ্চার। উৎসবের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ অথচ স্বয়ং রাজন্ বিলম্ব ক'রছেন! সূর্যরশ্মির উত্তাপও বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ ক'রেছে। তবে কি শাক্যসমাজের চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন ক'রে দিবা দ্বিপ্রহরে হবে আজ বপ্রমঙ্গল উৎসব?

প্রকাশ্যে বিরক্তি প্রকাশ না ক'রলেও সমাগত শাক্যনায়কগণের অধিকাংশেরই দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন বিরক্তি এবং উষ্মার চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে প্রবীণ মন্ত্রী কালুদায়ি বললেন, মাননীয় রাজন্যবর্গের অনুমতি পেলে আমি বরঞ্চ একবার সংবাদ নিয়ে আসি, রাজন্ শুদ্ধোদনের এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?

দেবদত্ত সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তকণ্ঠে বললে, আপনার অভিলাষ হয়, আপনি কারণানু-

সন্ধানে যেতে পারেন মন্ত্রিবর! তবে আজ এই প্রসঙ্গে এস্থলে উপস্থিত প্রবীণ, বিচক্ষণ শাক্যনায়কবৃন্দের সমীপে আমার একটি নিবেদন আছে। রাজন শুদ্ধোদন প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম ক'রে বার্ধক্যে পদক্ষেপ ক'রতে চ'লেছেন। সম্ভবত তিনি পূর্বের ন্যায় আর দ্রুত কর্মক্ষম ন'ন। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয়, আমাদের শাক্যসমাজকে উপযুক্ত নেতৃত্বদানের জন্য বোধ হয় এখন থেকেই যোগ্যতর অন্য কোনো শাক্যপ্রধানকে রাজনরূপে নির্বাচনের কথা চিন্তা করা কর্তব্য!

প্রস্থানোদ্যত কালুদায়ির গতি হ'ল স্তব্ধ। উপস্থিত সকল শাক্যনায়কই সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত ক'রলেন দেবদত্তের প্রতি। তেজে, বীর্যে, শস্ত্রপারদর্শিতায় যথেষ্ট গুণসম্পন্ন হ'লেও রূঢ়ভাষী এবং দুর্বিনীত স্বভাবসম্পন্ন ব'লে শাক্যযুবকগণের মধ্যে দেবদত্তের পরিচয় তাঁদের অজ্ঞাত নয়। রাজন্ শুদ্ধোদনের বিলম্বের জন্য তাঁরাও মনে মনে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ। কিন্তু বপ্রমঙ্গলের মতো শুভ উৎসবের দিনে দেবদত্তের এই উক্তি তাঁদের সকলকেই মুহূর্তের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে বিস্মিত ক'রেছে।

দেবদত্তের পিতা সুপ্রবুদ্ধ এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা দণ্ডপাণি শাক্যও সেস্থলে উপস্থিত। সুপ্রবুদ্ধ নিতান্ত অপ্রতিভভাবে অন্যান্য শাক্যনায়কগণের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে দৃষ্টি আনত ক'রলেন। একটিই মাত্র পুত্র তাঁর এই দেবদত্ত। কিন্তু সে পিতার নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত।...দেবদত্ত কি বিস্মৃত হ'য়ে গেল, তার পরলোকগতা পিতৃষ্বসা মায়াদেবী এবং এখনো জীবিতা পিতৃষ্বসা গৌতমী ওই রাজনেরই মহিষী? তাঁদের প্রসঙ্গও যদি সে বিস্মৃত হয়, কিন্তু তার সহোদরা ভগ্নীর কথা? দেবদত্তের জ্যেষ্ঠা সহোদরা যশোধরা যে কুমার সিদ্ধার্থ গৌতমের বনিতা—রাজন্ শুদ্ধোদনের পুত্রবধূ! এবং সেই রাজনেরই সহোদরা ভগিনী স্বয়ং এই দেবদত্তের গর্ভধারিণী জননী সকল সম্পর্ক বিস্মৃত হল দেবদত্ত?

কুমার সিদ্ধার্থ গৌতম সম্বন্ধে দেবদত্তের মনে প্রচণ্ড ঈর্ষার কথা সুপ্রবুদ্ধের অজ্ঞাত নয়। কেবল তিনিই নন, দেবদত্তের সেই ঈর্ষাকাতর মনোভাবের কথা শাক্যসমাজে সর্বজনবিদিত। এমন কি, শাক্যদের প্রতিবাসী কোলিয়, মল্ল এবং মোরিয় রাজ্যেও বহুজনেই সে-বিষয়ে অবগত।

শাক্যরাজ্যে যুবকসম্প্রদায়ের জন্য প্রতিবৎসর বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। অশ্বচালনা, রথচালনা, অসিবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে যুবকবৃন্দের কৃতিত্বের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যই সেই সকল প্রতিযোগিতার আয়োজন। বিগত কয়েকবৎসর আর সকল শাক্যযুবকের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ক'রেছে দেবদত্ত। প্রমাণ ক'রতে পারেনি একমাত্র কুমার গৌতমের কাছে। আশ্চর্যের বিষয়, একই শিক্ষাদাতা গুরুর নিকট শিক্ষাগ্রহণ ক'রেও প্রতিযোগিতার সময় কুমার গৌতমের নিকট প্রতিবারই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে দেবদত্ত। সেই সূত্র থেকে ঈর্ষার সূচনা। সে ঈর্ষা-বিদ্বেষ আগে ছিল সংগোপন কিন্তু বর্তমানে অতি নগ্নভাবে প্রকট। সবই জানেন দেবদত্তের শ্রদ্ধেয় শাক্যনায়ক সুপ্রবুদ্ধ। কিন্তু উদ্ধত, দুর্বিনীত পুত্রকে সর্বসমক্ষে কিছু ব'লতেও তিনি সশঙ্কিত। হয়তো সর্বজনসমক্ষে নিজের জন্মদাতা পিতাকেই অপমানজনক উত্তরে সে লাঞ্ছিত ক'রবে! সুপ্রবুদ্ধ তাই নির্বাক।

উপস্থিত শাক্যপ্রধানগণের মধ্যে শুদ্ধোদনের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃচতুষ্টয় শুক্লোদন, শাক্যোদন, ধৌতোদন এবং অমৃতোদনও ছিলেন। দেবদত্তের উক্তিতে তাঁরা ক্ষুব্ধ।

কালুদায়ি একবার সকল শাক্যপ্রধানের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে নিয়ে দৃষ্টি স্থির ক'রলেন দেবদত্তের দিকে।

—ভদ্র দেবদত্ত! তুমি বয়সে নিতান্ত নবীন। আজ শাক্যরাজ্যের এই সংস্থাগার-প্রাঙ্গণে সমবেত শাক্যনায়কবৃন্দের সম্মুখে তোমাব প্রতি এই রাজমন্ত্রীর প্রথম উপদেশ—রসনা সংযমের অভ্যাস তোমার পক্ষে অতীব প্রয়োজন! তুমি জেনে রাখো, নতুন রাজন্ নির্বাচনের সময় এখনো আসেনি। যখন সময় হবে তখন এই সংস্থাগারেই নবীন-প্রবীণ রাজন্যবর্গের সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতেই সম্পন্ন হবে নির্বাচন। তোমার একক প্রস্তাবে নয়!

উত্তেজিতস্বরে দেবদত্ত বললে, আমি তো গোপন ষড়যন্ত্র করছি না? উপস্থিত রাজন্যবৃন্দ এবং শাক্যপ্রধানগণের সম্মুখে এই সংস্থাগার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েই প্রস্তাব ক'রেছি।

—নিষ্ফল প্রস্তাব, দেবদত্ত! কেন নিষ্ফল সে-কথা পূর্বেই তোমাকে বলেছি। তা ভিন্ন, আজ তো সংস্থাগারের অধিবেশন দিবস নয়। আজ বপ্রমঙ্গল উৎসব। সুতরাং তোমার প্রস্তাব আজ অর্থহীন!

—রাজমন্ত্রীর নিকট আমার যে-কোনো প্রস্তাবই অর্থহীন, তা আমি জানি।

—মিথ্যা ধারণা তোমার! সাধু প্রস্তাব সর্বদাই রাজমন্ত্রীর নিকট আদৃত হয়। সে যাইহোক, তুমি নিতান্ত বালক নও। তুমি নিশ্চয়ই জানো, অতীতকালের মতো শাক্যক্ষত্রিয়দের স্বয়ংশাসিত গণরাজ্যের সে-স্বাধীনতা, সে-কর্তৃত্ব, সে-অধিকার বর্তমানে আর নেই? রাজতন্ত্রী কোশল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর মহাকোশল বর্তমানে আমাদের মাননীয় সম্রাট। শাক্যগণরাজ্য এখন কোশল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ একটি করদরাজ্য মাত্র! সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্তে কোনো ব্যক্তিকে আমরা রাজন্ নির্বাচন ক'রলেও কোশল সম্রাটের অনুমোদন ব্যতীত সে-নির্বাচন কার্যকর হবে না।

—অসহ্য!—দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ক'রে দেবদত্ত বললে, ইক্ষ্বাকুবংশজাত আদিত্য-গোত্রীয় ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শাক্যগণের পক্ষে এর চেয়ে কলঙ্কের বিষয় আর কিছু হ'তে পারে? অন্ত্যজ হীনবংশীয় মাতঙ্গের বংশধর মহাকোশল আজ কোশল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর আর ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় শাক্যেরা তার পদানত প্রজা! মাতঙ্গবংশ আমাদের নিকট অস্পৃশ্য অনার্য চণ্ডাল জাতির সমতুল্য। তথাপি তাদেরই একজনের অনুমোদনসাপেক্ষে আমাদের ক'রতে হবে রাজ্যশাসন?

এক নিঃশ্বাসে দ্রুতগতিতে কথাগুলি ব'লে গেল দেবদত্ত। সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই চোখে-মুখে ফুটে উঠলো আতঙ্কের চিহ্ন। এই দুর্বিনীত, উদ্ধত, অবিবেচক যুবক কি শেষ পর্যন্ত শাক্যগণের চূড়ান্ত সর্বনাশ ডেকে না এনে ছাড়বে না? সম্রাট মহাকোশল অতীব শক্তিমান। তাঁর নিযুক্ত শৌভিক এবং গুপ্তচরেরা নানা বেশে, নানা পরিচয়ে তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। কে ব'লতে পারে, এই জনারণ্যে কোশল সম্রাটের বেতনভোগী কোনো গুপ্তচর নেই? দেবদত্তের উচ্চারিত বাক্যগুলির অংশমাত্র কোশল সম্রাটের কর্ণগোচর হ'লে শাক্যরাজ্যের উপর যে এক প্রচণ্ড দুর্বিপাক ঘনীভূত হ'য়ে আসবে!

কথাগুলি বলবার পরমুহূর্তেই সম্ভবত তার গুরুত্ব অনুধাবন ক'রতে সমর্থ হ'য়েছে দেবদত্ত। নীরবে কয়েকমুহূর্ত অতিবাহিত হওয়ার পর নিতান্ত শান্ত এবং সংযত কণ্ঠে সে ব'ললে, হ্যাঁ মন্ত্রিবর, আপনার কথা যথার্থ। বর্তমান অবস্থায়

সর্ববিষয়েই কোশলরাজের অনুমোদন প্রয়োজন, তা আমি জানি। কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন আছে। বহু দূরেও নয়—আমাদেরই শাক্যরাজ্যের মাত্র কয়েক যোজন পূর্বদিকে বৃজিগণরাজ্যের লিচ্ছবিসমাজ আজও পর্যন্ত মগধ, কোশল, কাশীর মতো ক্ষমতাশীল রাজতন্ত্রকে ভ্রূকুটি প্রদর্শন ক'রে উন্নতমস্তকে তাদের সুপ্রাচীন গণতন্ত্রের স্বাধীনতা এবং ঐতিহ্যকে বিপুল গৌরবে রক্ষা ক'রতে সমর্থ রয়েছে, কিন্তু আমরা তা পারিনি কেন?

বেদনার্তকণ্ঠে কালুদায়ি উত্তর দিলেন, তোমার এ-প্রশ্নের উত্তরদানে আমি অক্ষম, দেবদত্ত! আত্মকলহে লিপ্ত হ'য়ে ক্রমাগত শক্তিক্ষয় ক'রতে ক'রতে যাঁরা স্বাধীন শাক্যগণরাজ্যের ভিত্তিকে দুর্বল ক'রে ফেলেছিলেন, আমাদের সেই পূর্বপুরুষেরা জীবিত থাকলে তাঁরা হয়তো তোমার এ-প্রশ্নের উত্তর দান ক'রতে পারতেন!

দেবদত্ত ব'ললে, সুতরাং এ-আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু মন্ত্রিবর! কিছুদিন যাবৎ একটি প্রশ্ন বারংবার আমার মনে উদিত হচ্ছে।

—কী প্রশ্ন?

--আমরা এই শাক্যেরা কি গণতন্ত্রের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে ত্যাগ ক'রে ধীরে ধীরে সুকৌশলে রাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছি?

—তোমার এ-সন্দেহের কারণ?—প্রতিপ্রশ্ন ক'রলেন কালুদায়ি।

—কারণ সুস্পষ্ট।—দেবদত্তের কণ্ঠস্বরে পুনরায় সেই বিদ্বেষের আভাস,—কপিলবাস্তু, দেবদহ এবং শাক্যরাজ্যের বহুজনপদে একটি জনরব ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে যে, রাজন্ শুদ্ধোদনের পরে তাঁর উত্তরাধিকারী রূপে কুমার সিদ্ধার্থই নাকি হবে শাক্যগণরাজ্যের রাজন্। অর্থাৎ অদূরভবিষ্যতে কোশল, কাশী, মগধ, বৎস কিম্বা অবন্তী রাজ্যের মতো শাক্যরাজ্যেও স্থায়ী হবে একটি রাজবংশ এবং নির্বাচনের পরিবর্তে সেই বংশের ভাগ্যবান জাতকেরাই পুরুষানুক্রমে ক'রে চ'লবে রাজ্যশাসন!

—এ-জাতীয় কল্পিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে তোমার কি যথার্থই কোনো লাভ হবে দেবদত্ত?

—আমার লাভ-ক্ষতির কথা চিন্তা ক'রে এ-কথা আমি জিজ্ঞাসা করছি না মন্ত্রিবর! আমি শাক্যজাতির কথাই ভাবছি। রাজন্ শুদ্ধোদনের পর সিদ্ধার্থ, সিদ্ধার্থের পর তার পুত্র—

দেবদত্তের কথায় বাধা দিয়ে অন্য দিক থেকে একটি যুবক শ্লেষের সঙ্গে ব'ললে, দেবদত্ত! তোমার সম্ভবত স্মরণই নেই যে আমাদের কুমার সিদ্ধার্থ গৌতমের এখনো কোনো সন্তান হয়নি! আশ্চর্য! তোমার সহোদরা ভগ্নী এখন পর্যন্ত সন্তানের জননী হননি, ঈর্ষাবশে এটুকুও তুমি বিস্মৃত হয়েছ?

বক্তা যুবকটির প্রতি রোষকষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ক্রুদ্ধস্বরে দেবদত্ত ব'ললে, নির্বোধের ন্যায় বিদ্রূপ ক'রো না সুভূতি! সন্তান হয়নি এ-কথা সত্য কিন্তু সন্তানের জন্মদানের সময় এখনো অতিক্রান্ত হয়নি! সিদ্ধার্থ এবং আমার অগ্রজা যশোধরা—উভয়েরই বয়স এখন ষড়্বিংশ বর্ষ মাত্র!

কালুদায়ি তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রলেন দেবদত্তের দিকে। শান্ত-স্বরে ব'ললেন, শোনো দেবদত্ত, শাক্যরাজন্যবৃন্দ কোন্ ব্যক্তিকে পরবর্তী রাজন্‌রূপে নির্বাচিত ক'রবেন, তা আমি জ্ঞাত নই। কিন্তু কুমার সিদ্ধার্থই যদি ভবিষ্যতে সেই নির্বাচিত রাজন্‌রূপে বৃত হন তাহ'লে তাঁর যোগ্যতার পরিচয়েই তা হবেন ব'লে

আমি বিশ্বাস করি। শাস্ত্রবিদ্যায়, শস্ত্রবিদ্যায় এবং বল-বীর্যে তিনিই যে বর্তমানে শাক্যযুবকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তা একাধিকবার নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হ'য়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষা এবং প্রতিযোগিতায় অনন্যসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় তিনিই দিয়েছেন। আর তোমরা অন্যান্য শাক্যযুবক তাঁর নিকট প্রত্যেকবার শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হ'য়েছ। বিশেষত, তুমি অন্তত কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর যোগ্যতার তুলনায় নিজেকে নিতান্ত নিকৃষ্ট প্রমাণ করা ভিন্ন আর কিছু ক'রতে পেরেছ কি?

সর্বসমক্ষে এই প্রচণ্ড অপমানে দেবদত্তের মুখমণ্ডল ক্রোধে, উত্তেজনায় রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠলো। নিষ্ফল আক্রোশে ক্ষিপ্তের মতো চিৎকার ক'রে সে ব'ললে, সে-বিষয়ে আমার বক্তব্য আছে। অসিবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা কিম্বা অন্য যে-কোনো বিদ্যায় শিক্ষাদাতা সুলভ শাক্য এবং সহদেব শাক্যের নিকট সিদ্ধার্থ যে আন্তরিক যত্ন পেয়েছে, আমরা কেউ তা পাইনি। দুই শিক্ষাদাতারই আচরণ ছিল পক্ষপাতমূলক!

—সম্পূর্ণ মিথ্যা! অমার্জনীয় অপরাধ ক'রলে তুমি, দেবদত্ত!—প্রবীণ শাক্যনায়কগণের ভিতর থেকে প্রবল উত্তেজিত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন সেনাপতি সুলভ শাক্য।—আমার এই দেহে বিশুদ্ধ শাক্যশোণিত প্রবহমান। শস্ত্রশিক্ষাদানকালে জীবনে কোনোদিনই আমি কোনো শাক্যযুবকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিনি! প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি সমদৃষ্টি নিয়ে আজ পর্যন্ত আমি শিক্ষাদান ক'রে চ'লেছি।

—তোমরা যারা যোগ্যতার অভাবে যথাযথ শিক্ষাগ্রহণে বারংবার অসমর্থ হয়েছ, এ-জাতীয় ঘৃণ্য উক্তি তাদের ঈর্ষাকাতর সংকীর্ণ মনোভাবেরই প্রতিফলনমাত্র!—সমভাবে উত্তেজিত কণ্ঠে ব'ললেন ধনুর্বিদ্যাবিশারদ সহদেব শাক্য।—শোনো দেবদত্ত, কুমার সিদ্ধার্থের নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা অতুলনীয়। সেই কারণেই তিনি আমাদের প্রদত্ত শিক্ষা সম্যকভাবে গ্রহণ ক'রতে সক্ষম হ'য়েছেন। ধনুর্বিদ্যা, অসিবিদ্যায় তিনি তোমাদের চেয়ে বহুগুণে পারদর্শী। তোমরা কেউ তাঁর সমকক্ষ নও!

দেবদত্তের কণ্ঠস্বর ঈষৎ স্তিমিত হ'লেও বিক্ষোভ-উদ্গীরণের এত বড়ো সুযোগ সে পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক হ'ল না। তীব্র শ্লেষজড়িত কণ্ঠে সে ব'ললে, আপনাদের উভয়ের উক্তি শুনে মনে হচ্ছে, একমাত্র সিদ্ধার্থ ভিন্ন অপর সকল শাক্য-যুবকই শস্ত্রবিদ্যায় অযোগ্য, অপদার্থ! তাই যদি হয় তাহ'লে গত বর্ষে কোলিয়গণের সঙ্গে সংগ্রামে শাক্যদের জন্য জয়মাল্য অর্জন করেছিল কারা? এই অযোগ্য, অপদার্থ শাক্যযুবকেরাই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগদান ক'রে তা সম্ভব করেনি কি? আপনাদের যোগ্যতম শিষ্য কুমার সিদ্ধার্থ এত বড়ো নিপুণ শস্ত্রবিশারদ, কিন্তু সে তো যুদ্ধক্ষেত্রে যায়নি? যে এত ভীরু, কী লাভ তার শস্ত্রশিক্ষায়?

দেবদত্তের এই উক্তিতে সুলভ শাক্য এবং সহদেব শাক্য উভয়েই অপ্রতিভ। হ্যাঁ, কুমার সিদ্ধার্থ অস্ত্রধারণে তীব্র অনীহা প্রকাশ ক'রেছিলেন!

অপ্রতিভ শস্ত্রশিক্ষাদাতাগণের নীরবতা লক্ষ্য ক'রে দেবদত্তের কথার উত্তর দিলেন কালুদায়ি।

—দেবদত্ত! কুমার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, এ-কথা সত্য। কিন্তু তার কারণ ভীরুতা নয়—রক্তপাতে বিতৃষ্ণা। তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমাদের অন্যতম উৎসব বিহারযাত্রাতেও গত কয়েকবর্ষ যাবৎ তিনি আর অংশগ্রহণ করেন না? কারণ বিহারযাত্রা উৎসব মৃগয়ার উৎসব। জীবহননই সে উৎসবের লক্ষ্য। সেই কারণেই তাঁর অনীহা।

দেবদত্ত তার কণ্ঠের সমস্ত শ্লেষ ঢেলে দিয়ে ব'ললে, অতীব চমৎকার!

জীবহননে শাক্যক্ষত্রিয়ের অনীহা! তাহ'লে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণে তার কী প্রয়োজন ছিল? মন্ত্রিবর! আমি জানি, সিদ্ধার্থের প্রতি অন্ধ পক্ষপাতের জন্যেই তার দোষস্খালনে আপনারা প্রত্যেকেই নির্লজ্জভাবে মুখর!

—দেবদত্ত!—প্রচণ্ড বজ্রনির্ঘোষে বললেন দেবদত্তের জ্যেষ্ঠতাত দণ্ডপাণিশাক্য।—সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে তোমার হীন প্রগল্‌ভতা এই মুহূর্তে স্তব্ধ করো! নতুবা এই স্থান পরিত্যাগ করো। আর একটি কথাও নয়!

জ্যেষ্ঠতাতের কঠোর গম্ভীর স্বরে বিচলিত হ'ল দেবদত্ত। কিন্তু মনের যথার্থ ভাব গোপন ক'রে স্বভাবসিদ্ধ রূঢ়, কর্কশ স্বরেই সে ব'ললে, জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ শিরোধার্য! আমি এ-স্থান ত্যাগ ক'রছি।

দ্রুতপদে নিকটস্থ জম্বুকাননের দিকে চ'লে গেল দেবদত্ত। তার অন্তরঙ্গ সঙ্গী কোকিলক, সগরদত্ত, খণ্ডধ্বজ এবং আরো কয়েকজনকে আহ্বান করা সত্ত্বেও তারা কিন্তু স্থানত্যাগ করলে না। এমনিতেই দেবদত্তের ঘনিষ্ঠ সুহৃদরূপে তাদের কিঞ্চিৎ অপযশ আছে। সেক্ষেত্রে এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে শাক্যনায়কগণের দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে দেবদত্তের অনুগমন ক'রে নিজেদের অপযশকে তারা আরো প্রকট ক'রে তোলা সমীচীন বোধ ক'রলে না।

দেবদত্তের প্রস্থানের কয়েকমুহূর্ত পরে শাক্যনায়কগণের সম্মতিগ্রহণ ক'রে শুদ্ধোদন-ভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা ক'রলেন কালুদায়ি।

কুমার সিদ্ধার্থ গৌতমের বাসভবন।

রাজবাটিকাসংলগ্ন বৃক্ষ-লতা-পুষ্পশোভিত নাতিবিস্তৃত ভূমির একপ্রান্তে কুমারের জন্যেই এই পৃথক দ্বিতল ভবনটি নির্মিত হয়েছে। ভবনের প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গনের সম্মুখভাগে সযত্নবর্ধিত পুষ্পকুঞ্জ এবং লতাবিতান। পশ্চাদ্ভাগে কুটজ, কদম্ব, শেফালিকা, চম্পক, অশোক, কিংশুক, কর্ণিকার ইত্যাদি পুষ্পবৃক্ষ সমন্বিত উদ্যান। উদ্যান সীমানার শেষে দীর্ঘিকা। বর্ষায় কুমুদ কহ্লার এবং শরতে পদ্মরাজি শোভাবর্ধন করে সে-দীর্ঘিকার।

রাজন্ শুদ্ধোদন অভিজাত শাক্যপ্রধানগণের মধ্যে কৃষিসম্পদে সর্বাপেক্ষা সম্পন্ন। জ্যেষ্ঠকুমার সিদ্ধার্থের জন্যে বিশেষ কারণেই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী বিলাস-ব্যসন উপকরণের যথাসাধ্য আয়োজন ক'রেছেন তিনি।

দিনের আলো তখনো স্পষ্ট হয়নি।

কিন্তু প্রতিদিনের মতোই আসন্ন প্রত্যূষকালে পক্ষীর কলকূজনে যথারীতি নিদ্রাভঙ্গ হ'য়েছে কুমার গৌতমের। শয্যায় তখন যশোধরা নেই। কেন নেই, তা কুমারের অজ্ঞাত নয়। বপ্রমঙ্গল উৎসবে কুমারকে যথাসময়ে যোগদান ক'রতে হবে। স্বামীর প্রস্তুতির জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা করবার উদ্দেশ্যে আজ অন্যদিনের চেয়েও আগে শয্যাত্যাগ ক'রেছে যশোধরা।

কক্ষের উত্তর-বাতায়ন সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন কুমার।

প্রত্যূষের অপসৃয়মান তরল অন্ধকার এবং প্রকাশোন্মুখ আলোকাভাসে পুষ্পকুঞ্জে গুচ্ছে গুচ্ছে প্রস্ফুটিত যূথিকা, মল্লিকা আর মাধবীপুষ্প তাঁর দৃষ্টিগোচর হ'ল। তুষারশুভ্র কুটজকুসুমের গুচ্ছে প্রত্যূষের সুস্নিগ্ধ মলয় হিল্লোল স্পর্শ।

ভবন-সংলগ্ন পূর্বদিকের উদ্যান থেকে ভেসে আসছে সুবর্ণচম্পক এবং কুটজকুসুমের অনুপম মিশ্র সুরভি।

স্বামীর নিদ্রাভঙ্গের কিয়ৎকাল পূর্বেই নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল যশোধরার। সন্তর্পণে শয্যাত্যাগ ক'রে নিদ্রামগ্ন স্বামীর পদপ্রান্তে একটি প্রণাম রেখে সে কক্ষত্যাগ ক'রেছে। তার সখী-সদৃশা পরিচারিকা উত্তরা রাত্রির শেষ যামেই স্নানকক্ষে অগুরু চন্দন সুরভিত জলে যশোধরার স্নানের আয়োজন ক'রে রেখেছিল। স্নান সমাপনান্তে সুবর্ণতন্তুখচিত নবপট্টবস্ত্র পরিধান ক'রে উত্তরাকে সঙ্গে নিয়ে রন্ধনশালায় চ'লে গেছে যশোধরা। সূপকারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পূর্বেই দেওয়া ছিল। তথাপি অন্যদিনের তুলনায় তার ব্যস্ততা অধিক।

কুমারের নিদ্রাভঙ্গের পর কিছু সময় অতিবাহিত হ'য়েছে।

বাতায়নসম্মুখে দণ্ডায়মান কুমার তন্ময়ভাবে অভ্রভেদী হিমবন্তের রূপ দর্শন ক'রছিলেন। পর্বতসানুদেশ থেকে কত দূর পর্যন্ত বৃক্ষাচ্ছাদিত শৈলশ্রেণীর স্নিগ্ধশ্যামলিমা! দূরে কত শত যোজনব্যাপী তুষারকিরীট গিরিশৃঙ্গনিচয়ের নিত্যস্থায়ী অকলঙ্ক পবিত্র শুভ্রতা! উদয়াচলে বিভাবসুর উদয়-ইঙ্গিতে রজত-গিরিমালা অতিদ্রুত তপ্ত কাঞ্চনবর্ণে রঞ্জিত হ'য়ে উঠছে! স্বচ্ছ নীল আকাশের বুকে সম্মিলিত নর্তকীবৃন্দের নূপুরনিক্কণ সদৃশ ধ্বনি জাগিয়ে পরিযায়ী এক কারণ্ডব-বলাকা উড়ে চ'লেছে কোনো জলাশয়ের উদ্দেশ্যে। ভবনের চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃক্ষ-লতা-গুল্মে মুখরিত হ'য়ে উঠেছে কত বিচিত্র সুন্দর পক্ষীর কলকাকলিতে।... এরা বন্ধনহীন মুক্ত বিহঙ্গ!

বিভোর কুমারের কর্ণে প্রবেশ ক'রলো অতিপরিচিত নূপুরশিঞ্জিনীধ্বনি।

উত্তরাকে সঙ্গে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ ক'রছে যশোধরা। তার হস্তে সুবর্ণপাত্রে সদ্যধূমায়িত আহার্যসম্ভার, উত্তরার হস্তে সুবর্ণনির্মিত জলভৃঙ্গার। অঙ্গে সুস্নিগ্ধ স্রকচন্দনের সুবাস যশোধরার।

কুমার গৌতমের আয়ত নয়নযুগল নিমেষে কেমন যেন বিষণ্ন হ'য়ে গেল। মৃদু স্বরে তিনি ব'ললেন, আমি তো তোমাকে নিষেধ ক'রেছিলাম! তবুও কেন তুমি সুবর্ণপাত্রে আমার আহার্য নিয়ে এলে যশোধরা?

সদ্যস্নাতা যশোধরার প্রসাধিত স্নিগ্ধ মুখমণ্ডল মুহূর্তে মলিন হ'য়ে গেল। দৃষ্টিতে শঙ্কা, কণ্ঠস্বরে করুণ আর্তি।

—আর্যপুত্র! আজ যে আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন!

—তা আমি জানি, যশোধরা। কিন্তু সুবর্ণপাত্রে আহার্য গ্রহণ না করলেই কি উৎসব পালন করা যায় না?

কম্পিতস্বরে যশোধরা বললে, পিতা আমাকে বারংবার বিশেষভাবে এই নির্দেশ প্রেরণ ক'রেছেন, আর্যপুত্র!

—পিতার নির্দেশ!—স্বগতোক্তির ন্যায় উচ্চারণ ক'রলেন কুমার গৌতম। তারপর ম্লান, বিষণ্ন হাসি হেসে ব'ললেন, পিতা শাক্যকুলের রাজন্। রাজন্‌পদে অধিষ্ঠিত অবস্থায় শাক্যকুলের চিরাচরিত রীতি তাঁর পক্ষে পালনীয়। তিনি সুবর্ণপাত্রে আহার্য গ্রহণ ক'রতে পারেন। কিন্তু আমি কে? তাঁর পুত্র—এই আমার পরিচয়। আমার পক্ষে এ-রীতি অবশ্যপালনীয় হবে কেন যশোধরা?

—তুমি জ্যেষ্ঠ শাক্যরাজকুমার। ভবিষ্যতে তুমিই যে হবে শাক্যসমাজের রাজন্!

—এ-কথা তোমাকে কে ব'লেছে? ভবিষ্যতের রাজন্ নির্বাচন করবেন রাজন্যবৃন্দ। তাঁরা কোন্ ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেন সে তাঁদেরই বিবেচ্য।

—তাঁরা যদি তোমাকেই নির্বাচন করেন?

—তাহ'লে তাঁরা ভুল ক'রবেন।

—কেন, আর্যপুত্র?

—তোমার এ-প্রশ্নের উত্তরদানে আজ আমি অক্ষম, যশোধরা!

যশোধরার আয়ত পদ্মপলাশলোচন অশ্রুসজল হ'য়ে উঠলো। বিগত কয়েক বর্ষ যাবৎ তার হৃদয়ে সর্বদাই এক আশংকা। সেই একই আশংকা প্রৌঢ় রাজন্ শুদ্ধোদন এবং কুমারের পালিকা-মাতা গৌতমীরও অন্তরে।

ষড়বিংশতি বর্ষ আগে এক বৈশাখী পূর্ণিমায় লুম্বিনী উপবনে এক সর্জবৃক্ষতলে কুমার সিদ্ধার্থ গৌতমকে জন্মদান করবার মাত্র সপ্তদিবস অন্তে অগ্রজা মায়াদেবী যেদিন প্রাণত্যাগ করেন, সেইদিনই প্রাণ কেঁদে উঠেছিল গৌতমীর। সেদিনকার কুমারী গৌতমী প্রায় স্বেচ্ছায় সেই সদ্যোজাত শিশুকে পালন করবার ব্যাকুলতা নিয়ে শুদ্ধোদনের মহিষীরূপে দেবদহ থেকে এসেছিলেন কপিলবাস্তুর রাজ-অন্তঃপুরে। মাতৃহীন শিশুকে জননীর মমতা দিয়েই বক্ষে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। তারপর তাঁর গর্ভে এসেছে দু'টি সন্তান—পুত্র নন্দ এবং কন্যা রূপানন্দা। কিন্তু কুমার সিদ্ধার্থের প্রতি তাঁর হৃদয়োৎসারিত মাতৃস্নেহে আজ পর্যন্ত কোনো তারতম্য ঘটেনি। পরন্তু, নিজগর্ভজাত পুত্র-কন্যার চেয়েও হয়তো মাতৃহীন সিদ্ধার্থের প্রতিই তাঁর স্নেহরস অধিকতর সিঞ্চিত হয়েছে। তাইতো লোকে কুমারকে গৌতমী-পুত্র গৌতম ব'লেই জানে!

কুমার নন্দের জন্য কোনো দুশ্চিন্তা নেই গৌতমীর। কারণ, তার আচার-আচরণ, বিলাস-ব্যসনপ্রিয়তা সকল কিছুই যে কোনো অভিজাত শাক্যযুবকের ন্যায় স্বাভাবিক। পরন্তু, পরমা রূপবতী যুবতী পত্নী সুন্দরীকে কেন্দ্র ক'রে ভোগ সুখে সে উচ্ছল। কন্যা রূপানন্দা বর্তমানে পঞ্চদশী তরুণী। কপিলবাস্তুতে অন্যতমা রূপবতী কন্যা রূপে এরই মধ্যে তার নাম পরিচিত হ'য়ে গেছে। সে নিজেও সে-সম্বন্ধে পূর্ণসচেতন গরবিনী।

কিন্তু কুমার গৌতম?

সে সর্ববিষয়ে বিপরীত। সে স্বতন্ত্র। তাই তাকে নিয়েই যত দুশ্চিন্তা, যত ভয়, যত আশংকা। বিশেষত, কুমারের ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্প কয়েকদিন পর মহর্ষি অসিত দেবল এবং তার প্রথম শৈশবে রাজজ্যোতিষীমণ্ডলীর ভবিষ্যদ্বাণী সর্বক্ষণই আশঙ্কিত ক'রে রেখেছে রাজন শুদ্ধোদন এবং মহিষী গৌতমীকে। এখন তাঁদের একমাত্র ভরসাস্থল বধূ যশোধরা।

যশোধরা রূপবতী। যথার্থ দৈহিক রূপলাবণ্যের অধিকারিণী সে। বিদ্যুল্লতার ন্যায় সুতীব্র ঔজ্জ্বল্য এবং কুবলয়ের ন্যায় স্নিগ্ধ লাবণ্যের সম্মিলনে অনিন্দ্যসুন্দর রূপমাধুর্যে তার সর্বাবয়ব উদ্ভাসিত। সে রূপবতী, সে মাধুর্যময়ী। হৃদয়ের অনুপম সম্পদে উপচিতা। কুমার গৌতমের জন্য যে ধরনের বধূ চেয়েছিলেন শুদ্ধোদন, যশোধরা হয়তো তার চেয়েও আশাতীত।

নিকট-সম্পর্কিত ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহে শাক্যসমাজে বাধা নেই। জনশ্রুতি, শাক্যবংশের প্রতিষ্ঠাকালে আদিত্যগোত্রীয় এই ক্ষত্রিয়সমাজে সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ হ'য়ে প'ড়েছিল অপরিহার্য। বর্তমান কালে সে প্রথা অবশ্য লুপ্ত হ'য়ে গেছে কিন্তু অতি নিকট-সম্পর্কিত ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ এখনো সমাজ-সিদ্ধ! এ-বিষয়ে শাক্যদের নিকটতম জ্ঞাতি রামগ্রামের কোলিয় ক্ষত্রিয়গণ শাক্যদের যথেষ্ট বিদ্রূপ করে কিন্তু হীনবল কোলিয়দের সে-বিদ্রূপকে তারা গ্রাহ্য করে না।

ভগ্নী অমিতার কন্যা রূপসী এবং বিদূষী যশোধরাকে পরমসমাদরে পুত্র-বধূরূপে গৃহে বরণ ক'রে এনেছিলেন শুদ্ধোদন। যশোধরার প্রতি শুদ্ধোদন এবং গৌতমী উভয়েরই সকরুণ অনুজ্ঞা ছিল, ভোগ-বিলাসের সুতীব্র মোহ-মদিরায় বিবশ-বিহ্বল ক'রে দিতে হবে কুমারকে। উগ্র আসব যেমন ক'রে রক্তকণায় মিশ্রিত হ'য়ে প্রতি শিরা, প্রতি ধমনীতে দ্রুত সঞ্চারিত ক্রিয়ায় দেহ-মনকে বিবশ ক'রে তোলে—তেমনিভাবেই দেহসঙ্গের মদিরায় কুমারকে ক'রে তুলতে হবে প্রমত্ত, বিবশ। এই সংসার-জীবনের প্রতি তার আকর্ষণকে ক'রে তুলতে হবে দুর্বার।

যশোধরা চেষ্টার ত্রুটি করেনি।

শাক্যকুলে শ্রেষ্ঠ যুবক কুমার সিদ্ধার্থকে সে স্বামীরূপে পেয়েছে। আর কোন্ শাক্যযুবতী তার মতো ভাগ্যবতী?

কিন্তু যশোধরা নিজেই জানে না, তার স্বামীকে সে কিভাবে চায়! বিবাহের পর এতগুলি বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সে বুঝতে পারেনি, প্রিয়তম স্বামী তার প্রতি যথার্থ আসক্ত কিম্বা অনাসক্ত!

একদিন যশোধরার পরিচয় ছিল কুমারের মাতুলতনয়া ভগ্নী। এখন সে কুমারের বনিতা। বয়সও তাদের দু'জনেরই এক। ষড়বিংশ বর্ষ আগে একই বৈশাখী পূর্ণিমায় উভয়ের জন্ম।

কুমার গৌতমের বিদ্যাশিক্ষা কপিলবাস্তুর সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রের তত্ত্বাবধানে। আর যশোধরা তার বাল্যকাল থেকেই দেবদহের প্রবীণতম ব্রাহ্মণ আচার্য সম্বুলের তত্ত্বাবধানে ক'রেছে বিদ্যাভ্যাস। ব্রাহ্মণ হ'লেও আচার্য সম্বুল অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ন্যায় ক্ষত্রিয়ের তোষামোদকারীও ন'ন, সংকীর্ণ-চেতাও ন'ন। নির্ভীক, নির্লোভ ব্রাহ্মণ ব'লে আজও তিনি সম্মানিত।

আচার্য সম্বুল কেবল মাত্র শ্রুতির সূক্ত এবং বেদান্তের টীকাভাষ্য কণ্ঠস্থ করিয়েই শিষ্যার প্রতি তাঁর কর্তব্য সমাধা করেননি। প্রখর মেধার অধিকারিণী এবং তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিশালিনী শিষ্যা যশোধরাকে তিনি যেমন পাঠদান ক'রেছেন—সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিদ্বারা গ্রহণ বা খণ্ডনের অধিকার প্রয়োগের শিক্ষাও দান ক'রেছেন। দীক্ষা দিয়েছেন শিষ্যার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকুশলতায়। কন্যাসমা শিষ্যাকে আশীর্বাদ ক'রেছেন, বৎসে! কেবল জ্ঞানমার্গদ্বারা জীবনের সকল সত্যকে অবগত হওয়া যায় না। সেই হেতু, জীবনের বাস্তব সত্য এবং মনোজগতের সকল চিন্তা-ভাবনাকে নিজস্ব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা গ্রহণ অথবা বর্জন ক'রতে সক্ষম হও, এই আমার আশীর্বাদ!

বেদান্তের কূট জ্ঞানমার্গে যে নবোদ্ভিন্না যুবতী তার নিজস্ব যুক্তিতর্কজাল-বিস্তারে আচার্য সম্বুলের ন্যায় বেদান্ত-জ্ঞানী পণ্ডিতকেও বিস্মিত ক'রে দিয়েছিল, সেই একই তরুণী আজ ষড়বিংশতি বর্ষ বয়সে পূর্ণযৌবনে তার প্রিয়তম

স্বামী কুমার গৌতমের চিন্তা-ভাবনাকে সম্যক উপলব্ধি ক'রতে ব্যর্থ! স্বামীর সামান্যতম তুষ্টিবিধানের জন্য সে নিজের জীবনকেও উৎসর্গ ক'রতে প্রস্তুত। কিন্তু কোথায় সে অবকাশ? তার স্বামী যখন স্নিগ্ধ, প্রশান্ত কণ্ঠে বাক্যালাপ করেন তখন সেইটুকুতেই যশোধরার হৃদয় যেন আপ্লুত হ'য়ে যায়। তাঁর প্রেমচুম্বনে বিবশ হ'য়ে যায় সর্বাংগ। কুমার তাঁর পত্নীর প্রতি যৌবনধর্মোচিত আচরণেও সম্পূর্ণ অনাসক্ত ন'ন। স্বামীর প্রণয়রসের উচ্ছ্বসিত নির্ঝরতরঙ্গে অবগাহন ক'রে নিজের নারী-জন্মকে সার্থক ক'রতে পেরেছে যশোধরা। তবু প্রতিমুহূর্তে তার মনে হয়, এত সুনিবিড় অন্তরংগতা সত্ত্বেও প্রিয়তম স্বামীর সংগে কোথায় যেন তার একটি অদৃশ্য ব্যবধান রচিত হ'য়ে আছে!

—তুমি যে নীরব হ'য়ে রইলে যশোধরা?

কুমার গৌতমের মৃদু, স্নিগ্ধ স্বরে যশোধরা সম্বিৎ ফিরে পেলো। উত্তরাসংগ-প্রান্তে নয়নদ্বয় মার্জিত ক'রে নিয়ে সে দৃষ্টিপাত ক'রলে স্বামীর প্রতি। ইংগিতে উত্তরাকে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার আদেশ জানিয়ে তারপর নতমুখে ব'ললে, আমার অপরাধ ক্ষমা করো, আর্যপুত্র!

—নীরবতা কোনো অপরাধ নয়, যশোধরা! আমার যেন মনে হ'ল অকস্মাৎ কোনো কারণে তুমি অন্যমনস্কা হ'য়েছ।

—তোমার অনুমান যথার্থ প্রিয়তম। হ্যাঁ, আমি কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম। এখন আমার প্রার্থনা, সত্বর আহার্য গ্রহণ ক'রে তুমি প্রস্তুত হ'য়ে নাও। পিতা নিশ্চয়ই তোমার প্রতীক্ষায় ব'সে আছেন।

কুমার গৌতমের বক্ষস্তল থেকে নির্গত হ'ল একটি দীর্ঘশ্বাস।—হ্যাঁ, আমাকেও পিতার সংগে যেতে হবে কর্ষণক্ষেত্রে! রজতমণ্ডিত একটি হল চালনার আনুষ্ঠানিক দায়িত্বও পালন ক'রতে হবে! কি হাস্যকর বিড়ম্বনা!

—তুমি প্রতিবৎসরই এ-কথা বলো কেন আর্যপুত্র?

—আমার নিকট বিড়ম্বনা ব'লে বোধ হয় তাই বলি। কৈশোরে নবমবর্ষ বয়সে যেদিন পিতার সংগে প্রথম আমি কৃষিক্ষেত্রে গিয়েছিলাম, সেইদিনই নিষ্ঠুরতার সজীব চিত্র আমাকে নির্বাক ক'রে দিয়েছিল! তখন থেকে আজ পর্যন্ত বহুবার পিতাকে আমি ওই নিষ্ঠুর কৃষিকর্ম থেকে বিরত হওয়ার জন্যে আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু নিষ্ফল সে আবেদন!

মাতা গৌতমীর নিকট অনেক কাহিনীই শোনা আছে যশোধরার। তা সত্ত্বেও বিস্মিতার ভান ক'রে সে ব'ললে, এ কী কথা, আর্যপুত্র? কৃষিকর্মের উপর নির্ভর ক'রেই তো আমাদের শাক্যকুল পুরুষপরম্পরায় জীবননির্বাহ ক'রে আসছে। ভূমি শস্যদায়িনী। আমাদের জীবনধারণের জন্য তিনি শস্য দান করেন। আমি তোমার এ-অভিমত সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি যে, নির্বিচারে মৃগয়া উপলক্ষ্যে আমাদের বিহারযাত্রা উৎসব নিষ্ঠুর এবং পৈশাচিক, কিন্তু কৃষিকর্মের মধ্যে নিষ্ঠুরতা কোথায়?

যশোধরার সপ্রশ্ন মুখের দিকে একবার ম্লান, বিষণ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রলেন কুমার। তারপর উদাস দৃষ্টিকে বাতায়নপথে নিবদ্ধ ক'রে বেদনার্ত কণ্ঠে ব'ললেন, যশোধরা, তুমি অন্তঃপুরচারিণী। বহির্জগতের কঠোর নির্মম বাস্তব সত্যের সংগে

পরিচিত হওয়ার অবকাশ তোমার নেই। বপ্রমঙ্গল উৎসব উপলক্ষ্যে নগরে আজ এই যে সাড়ম্বর আয়োজন, এর অন্তরালে সম্বৎসরের কত বিলাপ-বেদনা যে পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে, তা কি তুমি অনুমান ক'রতে পারো? আমরা শাক্যেরা আজ বিপুল আড়ম্বরে সুবর্ণ এবং রজতমণ্ডিত হল দ্বারা সামান্য মাত্র ভূমি কর্ষণ ক'রে এ-বর্ষের কৃষিকর্মের মাঙ্গলিক সূচনা ক'রে আসবো। আমাদের কর্তব্য সেইসঙ্গেই সমাপ্ত। কিন্তু তারপর থেকে সম্বৎসর যাবৎ আতপ্ত নিদাঘে, অবিশ্রান্ত বর্ষণে এবং শিশিরঋতুতে শীত-জর্জরিত অবশ, অশক্ত হাতে ভূমিকর্ষণ ক'রে শস্যপ্রাচুর্যে আমাদের ভাণ্ডার উপচিত ক'রে দেওয়ার দায়িত্ব বহন করে কারা?

—যারা এতকাল যাবৎ সে-দায়িত্ব পালন ক'রে আসছে, সেই দাস-ভৃত্যেরাই তা করে, সে-কথা আমি জানি, প্রিয়তম!

—কেবল দাসমাত্র নয় যশোধরা, তারা আমাদের নিকট আত্মবিক্রীত ক্রীতদাস! ভূমির অধিকারী আমরা, উৎপন্ন শস্যের অধিকারী আমরা, সেই শস্যসম্পদ ভোগ এবং বিক্রয়লব্ধ বিপুল পরিমাণ আর্থিক-সম্পদের অধিকারী আমরা। আর সেই হতভাগ্য ভূমিদাসগণ? তারা কেবল আমাদের আজ্ঞাবহ, অসহায়, অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত, নিরুপায় জনসমষ্টি! তারা শূদ্র চণ্ডাল। আমাদের ক্ষাত্রগর্বের নির্মম উন্নাসিকতায় তারা অস্পৃশ্য। অথচ তাদেরই স্বেদ এবং শোনিত-নিঃসারী দুঃসহ পরিশ্রমলব্ধ সম্পদে আমাদের এত বিলাস-বৈভবের দম্ভ! আমরা ক্ষত্রিয় শাক্যেরা তাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছি নগর থেকে দূরে শ্বাপদসংকুল পর্বতসানুদেশে কিম্বা কৃষিক্ষেত্রের পার্শ্বে কতগুলি জীর্ণ কুটিরে! তাদের বেদনা, তাদের জীবন-যাপনের গ্লানি কি আমাদের কিছুমাত্র চিন্তিত করে?

স্বামীর প্রতি অপলক দৃষ্টিপাত ক'রেই তাঁর কথাগুলি শুনছিল যশোধরা। সে স্পষ্ট দেখতে পেলো, করুণাঘন বেদনায় কুমারের আয়ত লোচনযুগল অশ্রুসজল হ'য়ে উঠেছে। আহার্যগ্রহণরত দক্ষিণহস্ত বিরত।

কম্পিত হ'ল যশোধরার বক্ষ। পুনর্বার সেই লক্ষণ! কারো দুঃখ-বেদনার প্রসঙ্গমাত্রেই এইভাবে উন্মনা হ'য়ে যান কুমার। কী যেন এক দুঃসহ হৃদয়মথিত মর্মান্তিক অনুভবে একান্ত আত্মমগ্ন। তাঁর বিচলিত কণ্ঠস্বরে তখন উত্তেজনার চিহ্নমাত্র বিদ্যমান থাকে না—থাকে সুগভীর কারুণ্যের আর্তি!

এ-গৃহে বধূরূপে পদার্পণ করবার পরই কুমারের এই মানসিকতা সম্বন্ধে যশোধরাকে বারম্বার সচেতন ক'রে দিয়েছিলেন মাতা গৌতমী—সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন রাজন শুদ্ধোদন। সে সতর্কীকরণের একটি মাত্র উদ্দেশ্য—কুমারের হৃদয় থেকে কারুণ্যবৃত্তির উৎসারিত এই বেগবতী নির্ঝরিণীকে বিশুষ্ক না হোক, অন্ততঃ বিশীর্ণ ক'রে দিতে হবে! পরিবর্তে তার হৃদয়কেন্দ্র থেকে প্রবাহিত করাতে হবে ভোগস্পৃহার দুর্দমতর খরস্রোত। কুলপ্লাবী সেই বন্ধহীন ঊর্মিমালা যেন তার দুর্বার ভঙ্গ-বিভঙ্গে বিভ্রান্ত ক'রে দিয়ে কুমারকে ওই প্রচণ্ড শংকা-সৃজক ভাবান্তর থেকে মুক্ত ক'রতে পারে!

প্রয়াসের ত্রুটি করেনি যশোধরা। একটি অশুভ আশংকা যে তার বক্ষকেও অহর্নিশি উদ্বেল ভীতিবিহ্বল ক'রে রেখেছে! কিন্তু সে তো নগরনটী নয়! পণ্যাঙ্গনার মোহিনী মায়া তার অজ্ঞাত। স্বামীপদে উৎসর্গিত হৃদয়ের প্রেমই তার, একমাত্র অবলম্বন।

কুমার সিদ্ধার্থ গৌতম সম্বন্ধে রাজজ্যোতিষীগণের গণনার ফলাফল একদিকে বড়ো আনন্দের, অন্যদিকে প্রচণ্ড আশংকার!

......জাতক তাঁর জীবনে হবেন হয় প্রবল প্রতিষ্ঠাশালী রাজচক্রবর্তী নতুবা সংসারত্যাগী পরিব্রাজক শ্রমণ!

রাজচক্রবর্তী অথবা শ্রমণ?......তাও কি হয়?......কিন্তু রাজজ্যোতিষীবৃন্দ সর্বসম্মতভাবেই নাকি এই ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞাপন ক'রেছিলেন!

কুমার গৌতম......যশোধরার প্রিয়তম...তার হৃদয়সর্বস্ব! তিনি সংসার ত্যাগ ক'রে অঙ্গে ধারণ ক'রবেন শ্রমণ-ভিক্ষুর রুক্ষ চীবর? তাঁর হাতে থাকবে ভিক্ষুর ভিক্ষা-করঙ্ক?

এ-কথা ভাবতেই বিদীর্ণ হয় যশোধরার বক্ষ, ত্রাসে সর্বাঙ্গ হয় কম্পমান। এ কী নিষ্ঠুর ভবিষ্যদ্বাণী? এই ভবিষ্যদ্বাণীকে ব্যর্থ ক'রে দিতে পারবে না যশোধরা? সম্ভব ক'রে তুলতে পারবে না জ্যোতিষীমণ্ডলীর ঘোষিত প্রথম ভবিতব্যকে?... সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর রাজচক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ গৌতম!...হ্যাঁ, সেইটিই সত্য হোক! ভগবান ব্রহ্মদেব যেন তাই করেন! সহায় হোন ভগবান শাক্যবর্ধন!

আজ ভূমিদাসদের প্রসঙ্গে কুমারের নয়ন অশ্রুসজল। কিন্তু সে তো আজই প্রথম নয়!

মাতা গৌতমীর নিকট শ্রুত একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে যশোধরার।

পিতার নির্দেশে কিশোর গৌতম একদিন একাকী কৃষিক্ষেত্রে গমন ক'রেছিলেন। সেখানে উপস্থিত হ'য়ে তিনি দেখলেন, অনাবৃত দেহ, জীর্ণবস্ত্রখণ্ডে কটিমাত্র আবৃত শূদ্র ভূমিদাসগণ প্রখর রৌদ্রতাপে ঘর্মাক্ত কলেবরে ভূমিকর্ষণ ক'রছে। তাদের রুগ্ন হস্তের শিরা-উপশিরাগুলি ত্বগাবরণের উপর থেকেই প্রকটভাবে দৃশ্যমান। পরিদৃশ্যমান তাদের অস্থিপঞ্জর। হলাকর্ষণকারী বলীবর্দসমূহের অবস্থা অধিকতর মর্মান্তিক! কর্ষক দাসগণ হস্তধৃত লৌহদণ্ডদ্বারা মুহুর্মুহু তাদের ক্লান্ত দেহে আঘাত ক'রছে। এবং সে-আঘাতে তাদের ককুদ, স্কন্ধদেশ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে নির্গত হচ্ছে শোণিতধারা। কিন্তু তারা নিরুপায়। আঘাতকারী কর্ষক-দাসগণও উপায়বিহীন। কারণ, তখনো ভূমিকর্ষণকার্য রয়েছে অসম্পূর্ণ। অথচ সে-অসমাপ্ত কার্যটুকু দিবাবসানের পূর্বেই তাদের সম্পূর্ণ ক'রতে হবে!

সুগভীর বেদনামথিত করুণায় বিচলিত হ'য়ে উঠলো কুমার গৌতমের হৃদয়। কর্ষকদাসগণের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, তোমরা কি এই উপায়েই প্রতিদিন কৃষিকর্ম করো?

—হ্যাঁ, প্রভু! আজন্মকাল আমরা এইভাবেই তো কাজ ক'রে আসছি।—উত্তর দিলে একজন বর্ষীয়ান দাস। রাজন্ শুদ্ধোদনের পুত্রকে সে চিনতে পেরেছে।

—অদূরে ওইতো ছায়াসমন্বিত বৃক্ষতল। তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ করো, বলীবর্দগুলিকে বিশ্রাম ক'রতে দাও!

—উপায় নেই প্রভু! বিশ্রাম গ্রহণ করলে আজকের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি কর্ষণ করা হবে না। আমরা আপনার পিতা রাজন্ শুদ্ধোদনের ক্রীতদাস। তাঁরই অধিকারভুক্ত সম্পদের অংশমাত্র। তাঁর নির্দেশ পালন ক'রতে আমরা বাধ্য।

কুমার তখন পর্যন্ত জানতেন না, ক্রীতদাস কাকে বলে। সেইদিনই তিনি প্রথম জানলেন, মানুষ হ'লেও ক্রীতদাসের কোনো স্বাধীনতা নেই!

—আমার পিতার ক্রীতদাস! তাঁর সম্পদের অংশ!—বিস্ময়ে মুহ্যমান কণ্ঠে আপনমনেই কথা কয়টি ব'ললেন কিশোরবয়স্ক গৌতম।...মানুষ কি মানুষের সম্পদের অংশ হ'তে পারে?...কোথায় আছে সে-বিধান?...কোথায়?

কুমার কয়েকমুহূর্ত কী যেন ভাবলেন। তাঁর বিস্ময়াহত কিশোর হৃদয়ের অনুভূতিতে তখন এক প্রচণ্ড আলোড়ন চ'লছে। অশ্রুসজল করুণাপ্লুত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ভূমিদাসগণের উদ্দেশ্যে কুমার বললেন, ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি রাজন্ শুদ্ধোদনের পুত্র। সেই অধিকারে আজ এই মুহূর্ত থেকে আমি তোমাদের মুক্তিদান করছি। তোমরা কারো দাস নও, তোমরা মুক্ত মানব। তোমরা স্বাধীন! যাও, স্বাধীন মুক্ত মানবের ন্যায় তোমাদের পরিবারবর্গকে নিয়ে যেস্থানে অভিরুচি গমন করো!

ভূমিদাসগণ বিস্ময়ে বিমূঢ়। তারা কি সত্যই মুক্ত? আজ থেকে তারা সত্যই স্বাধীন? এ যে অকল্পনীয়! বংশানুক্রমে শাক্য প্রভুগণের সেবা-ই তাদের চিরাচরিত কর্তব্য। রাজন শুদ্ধোদনের পুত্র তাদের এ কী অবিশ্বাস্য কথা বললেন? এ-কথা তারা কেমন করে বিশ্বাস করবে! ইনি কি যথার্থই শুদ্ধোদনের পুত্র, অথবা অন্য কেউ?

পরিশ্রান্ত, রক্তাক্তকলেবর বলীবর্দগুলিকেও হলযুগ থেকে নিজ হস্তে বন্ধন-মুক্ত ক'রে সস্নেহ মমতায় তাদের গাত্রে হস্তস্পর্শ দিয়ে কুমার বললেন, আজ থেকে তোমরাও বন্ধনমুক্ত। যাও, মুক্ত, স্বাধীন জীবের ন্যায় প্রকৃতির রাজ্যে আপন আনন্দে সুমিষ্ট শ্যামল তৃণ-শষ্প ভূমিতে বিচরণ করো! স্নিগ্ধ বায়ু তোমাদের অঙ্গের ক্ষত নিরাময় করুক!

সে-ঘটনার পর কুমারকে আর কোনোদিন কর্ষণভূমিতে প্রেরণ করেননি শুদ্ধোদন। ভূমিদাসগণ যাতে কুমারের দৃষ্টিপথে পতিত না হয়, সর্বপ্রযত্নে সেই ব্যবস্থা-ই ক'রেছেন তিনি।

প্রায় অর্ধদণ্ড অতিবাহিত হ'য়েছে।

দক্ষিণ বাতায়নপথে দৃষ্ট একটি কুটজবৃক্ষের শাখান্তরাল থেকে কয়েকটি শিঞ্জীরিকা পক্ষীর আনন্দ-কাকলি ভেসে আসছে। পর্যাপ্ত মধুপানের তৃপ্তিতেই সম্ভবত তাদের কণ্ঠে সেই সুমিষ্ট সংগীত।

কক্ষের নীরবতা ভংগ করলে যশোধরা। অতিমৃদুস্বরে সে ব'ললে, আর্যপুত্র! তুমি তো আহার্যগ্রহণ করছো না! পিতা এতক্ষণে হয়তো তোমার প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছেন!

আত্মসমাহিত কুমার সম্বিৎ ফিরে পেলেন। একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে ব'ললেন, আচ্ছা যশোধরা, শরীররক্ষার নিমিত্তেই তো আহার্যের প্রয়োজন, তাই নয়? প্রতিটি শাক্যগৃহে পরিচারক-পরিচারিকাগণ কিরূপ আহার্য গ্রহণ করে?

যশোধরার ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ নির্গম হচ্ছে। প্রভাতকালের স্নিগ্ধশীতল বায়ুহিল্লোলও তার সদ্যস্নাত চন্দনপঙ্কপ্রলেপিত বরতনু থেকে স্বেদনির্গমন অপনোদন ক'রতে সক্ষম হচ্ছে না।

কম্পিত ত্রস্তস্বরে সে ব'ললে, এখন এইসকল বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন কী?

অতি মৃদু বিষাদময় হাস্যরেখা ফুটে উঠলো কুমার গৌতমের ওষ্ঠাধরে।

ব'ললেন, সেই দাস-দাসীগণ দিবারাত্রি পরিচর্যা করে তাদের প্রভুপরিবারকে। তারা কিন্তু মৃৎপাত্রে আহার্যগ্রহণে বাধ্য এবং অভ্যস্ত। সে আহার্যের মান কত নিম্ন! সেই নিম্নমানের আহার্য গ্রহণ ক'রেও যদি তারা এত কঠোর পরিশ্রম ক'রতে সক্ষম হয় তাহ'লে এ তো প্রত্যক্ষ সত্য যে তার দ্বারাও শরীর রক্ষা করা সম্ভব! তোমাকে যদি অনুরোধ করি যে এর পর থেকে তুমি আমাকে সেইপ্রকার আহার্যই পরিবেশন ক'রবে?

উদ্গত ক্রন্দনাবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গেল যশোধরার। দেহবল্লরী বেতসপত্রের ন্যায় কম্পমানা।' অশ্রুরুদ্ধস্বরে সে ব'ললে, এ নিষ্ঠুর আদেশ কেন, প্রিয়তম?

—আদেশ নয় যশোধরা, অনুরোধ। তুমিও অবশ্যই শৈশবকাল থেকে দেখেছ যে শাক্যপ্রভুপরিবারের প্রত্যেকটি নর-নারীর জন্যে যখন কুন্দশুভ্র, সুচিক্কণ, শালিধান্যজাত সুগন্ধি অন্ন, ঘৃতপক্ক মাংস এবং অন্যান্য সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয় তখন একই রন্ধনশালায় দাস-দাসীবৃন্দের জন্যে রন্ধন করা হয় বিড়ংগমিশ্রিত কণাজক? শাক্যপ্রভুর আহার্য শালিধান্যের অন্ন আর দাস-দাসীগণের আহার্য অতি নিকৃষ্ট ধান্যজাত তণ্ডুল! তাও সে-তণ্ডুলের সম্পূর্ণাংশও নয়—তার পরিত্যক্ত, ভগ্ন কণাজকসমূহ মাত্র!

অশ্রুবাষ্পনিরুদ্ধস্বরে যশোধরা ব'ললে, এ-ভবনে তা হয় না, প্রিয়তম!

—তা আমি জানি, যশোধরা। কিন্তু প্রতিটি শাক্যগৃহে এই-ই তো প্রচলিত রীতি! দাস-দাসীগণ যদি দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর বিড়ঙ্গের ন্যায় নিকৃষ্ট কন্দ এবং তণ্ডুলের কণাজক দ্বারা দেহকে কর্মক্ষম রাখতে সক্ষম হয়, তাহ'লে আমিই বা কেন তা পারবো না?

যশোধরার কপোল বেয়ে তখন অশ্রুধারা নেমেছে। সুতীব্র বেদনামথিত এক ক্রন্দনাবেগে তার রুদ্ধ কণ্ঠ ভেদ ক'রে এই কথাটি বেরিয়ে এলো, না, না, না, তা সম্ভব নয় প্রিয়তম! তা আমি পারবো না—পারবো না—

দ্বারপ্রান্ত থেকে উত্তরার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, দেবি! আমাকে মার্জনা ক'রবেন। কুমারের বিলম্ব দেখে স্বয়ং মহামন্ত্রী তাঁর সংবাদ জানতে এসেছেন।

যশোধরা নিরুত্তর।

কুমার নিজে উত্তর দিলেন, তুমি যাও, উত্তরা। মহামন্ত্রী কালুদায়িকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন ক'রে বলো, তিনি যেন পিতার নিকট প্রত্যাগমন করেন। আমি যথাসম্ভব সত্বর যাত্রা করছি।

কুমার কয়েকমুহূর্ত নীরবে উত্তর গবাক্ষপথে তুষারমৌলী হিমবন্তের দিকে নির্নিমেষ নয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে রইলেন। তারপর পত্নীর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে শান্তস্বরে বললেন, আমি আহার্য গ্রহণ করছি। তুমি আমার উৎসব সজ্জার বস্ত্র নিয়ে এসো।

॥ ২ ॥

কয়েকদিন আগে জলদজালসমাচ্ছন্ন আকাশের মুক্তি ঘটেছে।

বর্ষা ঋতু এ-বর্ষের মতো সমাপ্ত। কদম্ব, কুটজ, কুরুবকের শাখায় শাখায় পুষ্প-বিদায়বেদনার বিষণ্ণতা। প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত পুষ্পরাশি অবগুণ্ঠন মোচন

ক'রেছে সপ্তপর্ণী, শেফালিকা, কোবিদার শাখায় আর প্রিয়ঙ্গুলতায়। শারদস্পর্শে উজ্জীবিত নবযৌবনা কুবলয়ের তুলনায় বর্ষার কুমুদ-কহ্লার এখন ম্লান। পুঞ্জ পুঞ্জ ধবলমেঘখচিত শারদাকাশের আদিগন্ত সীমানায় বারিবর্ষী কৃষ্ণমেঘের চিহ্নমাত্র নেই। সর্বব্যাপী নয়নরঞ্জন স্নিগ্ধ নীলিমার সমারোহ।

কিন্তু শাক্যরাজন শুদ্ধোদনের হৃদয়াকাশে দুশ্চিন্তার ঘনকৃষ্ণমেঘের সঞ্চার ক্রমবর্ধমান। তাঁর দুশ্চিন্তার সম-অংশভাগিনী মহিষী গৌতমী।

সূর্য অস্তাচলগামী। দিবালোক অবসৃতপ্রায়।

নিজ কক্ষে পর্যঙ্কের উপর উপবিষ্ট রাজন শুদ্ধোদন। তাঁর বিপরীতদিকে গবাক্ষতলে নাতিউচ্চ একখানি চন্দনকাষ্ঠাসনে উপবিষ্টা গৌতমী। উভয়ের দৃষ্টিতেই পরস্পরের প্রতি উদ্বিগ্ন প্রশ্ন। কিন্তু সমাধানের সূত্র উভয়েরই অজ্ঞাত। স্বাভাবিকভাবে কথোপকথনের গতিও তাই মধ্যে মধ্যে ব্যাহত।

নির্বাক শুদ্ধোদন। নির্বাক গৌতমী। উভয়েরই মনে জ্যোতিষীবৃন্দের সেই গণনার সিদ্ধান্ত কেবলই আলোড়ন তুলে চ'লেছে।...কী সে ভবিতব্য?

......রাজচক্রবর্তী অথবা সংসারত্যাগী শ্রমণ?

পশ্চিম গবাক্ষপথে গৌতমীর মস্তকের উপর দিয়ে অস্তায়মান সূর্যরশ্মির ক্ষীণ, পাণ্ডুর একটি জালিকারেখাসমষ্টি এসে প'ড়েছে শুদ্ধোদনের মুখমণ্ডলে। সেই পাণ্ডুর আলোকে যেন আরো অধিক বয়স্ক ব'লে মনে হচ্ছে তাঁকে। প্রৌঢ়ত্বের সীমা সদ্য অতিক্রম ক'রেছেন শুদ্ধোদন। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, অসময়ে তাঁকে গ্রাস করবার জন্যে পূর্ণ বাধর্ক্য যেন সুস্পষ্ট ছায়াসঞ্চার ক'রেছে।

কক্ষের নীরবতা ভঙ্গ ক'রে করুণ, কম্পিত কণ্ঠে শুদ্ধোদন ব'ললেন, কুমারকে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্তীরূপে অধিষ্ঠিত দেখে নয়ন-মন সার্থক করবার এত আশা কি তবে আমাদের ব্যর্থই হবে গৌতমী?

—কি জানি! হয়তো কেবল ভগবান শাক্যবর্ধনই তা জানেন, প্রভু!—দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে স্তিমিতস্বরে ব'ললেন গৌতমী।

—বধূ যশোধরা আমাদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হ'য়েছে!

—অকারণে তাকে দায়ী ক'রে লাভ কী প্রভু?

—অকারণে কেন ব'লছো গৌতমী?—শুদ্ধোদনের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত।—অত রূপবতী হ'য়েও কুমারকে সে ভোগরসে আসক্ত ক'রতে সক্ষম হ'ল না?

গৌতমীর ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে উঠলো একটু ম্লান, বিষণ্ণ হাসি। মৃদুস্বরে তিনি বললেন, প্রভু, সে অক্ষমতা তার অদৃষ্টের। রূপলাবণ্যের অধিকারিণী হ'লেই কোনো যুবতী পত্নী যদি তার স্বামীকে প্রেমের নিবিড় বন্ধনে একান্ত নিজের অধিকারে আকর্ষণ ক'রে রাখবার ক্ষমতাময়ী হ'ত তাহ'লে এই শাক্যসমাজের অধিকাংশ রমণীই সম্ভবত নিজেকে ধন্যা মনে ক'রতে পারতো! তোমার অনুজ শুক্লোদন, শাক্যোদনের পত্নীগণও কি অনিন্দ্য রূপবতী নয়? তবুও তারা কিসের আকর্ষণে তাদের পূর্ণযৌবনে রূপসী রাজগণিকা শুভার গৃহে ধাবিত হ'ত? আমি নিজে রূপগরবিণী নই। কিন্তু প্রথম যৌবনে দেবদহনগরের প্রত্যেকেই অঞ্জনশাক্যের এই দ্বিতীয়া কন্যা গৌতমীকে দেবকন্যার সঙ্গে উপমা দিয়েছে ব'লে শুনেছি। আমার জ্যেষ্ঠাও ছিলেন পরম রূপলাবণ্যবতী। তাঁর অকালমৃত্যুতে সদ্য মাতৃহীন ওই শিশু গৌতমকে লালন-পালন করবার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে স্বেচ্ছায়

আমি তোমার মহিষীরূপে এই ভবনে এসেছিলাম। তুমি আমাকে দু'টি সন্তান দান ক'রেছ, এ-কথা সত্য। কিন্তু রাজন্, আমিতো আমার সর্বস্ব নিবেদন ক'রেও রাজগণিকার মাদক আকর্ষণ থেকে তোমাকে নিবৃত্ত ক'রতে সক্ষম হইনি!

কয়েকমুহূর্ত নীরবে অধোবদনে ব'সে রইলেন শুদ্ধোদন। তারপর মৃদুকণ্ঠে ব'ললেন, তোমার বক্তব্যের একটি বাক্যও অসত্য নয় গৌতমী! কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, রাজগণিকার গৃহে গমন অভিজাত শাক্যগণের একটি চিরাচরিত প্রথামাত্র! হ্যাঁ, যৌবনে আমি বহুবারই শুভা এবং পরবর্তীকালে নবীনা রাজগণিকা অঞ্জনার গৃহে গমন করেছি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তোমার প্রেমে আমার হৃদয় কিম্বা দেহজ আসঙ্গতৃষ্ণা ছিল অপরিতৃপ্ত।

এবারে গৌতমীর অধরোষ্ঠে ফুটে উঠলো অন্যতর হাসির রেখা। সে-হাসির অন্তরালে কোথাও যেন সুস্নিগ্ধ তৃপ্তি আর গৌরববোধের আভাস।

—প্রভু! বর্তমানের শাক্যরাজন্যবৃন্দ এবং অভিজাত বংশীয় যুবকেরাও চিরাচরিত প্রথা রক্ষার নামে অতীব আগ্রহী। শুভা কিম্বা অঞ্জনা বিগতযৌবনা। তাদের পরিবর্তে নগরে এখন নবযৌবনা রাজগণিকার গৃহে প্রতি রজনী প্রমোদ কলরোলে মুখরিত থাকে। সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি! কিন্তু আমার কুমার গৌতম স্বতন্ত্র। কুমারের জন্যে তাই আমার এত গর্ব! সে যে তোমাদের শাক্যপুরুষদের বহুনারীসম্ভোগের তথাকথিত রীতিকে ভঙ্গ করবার সাহস এবং সংযমের অধিকারী, এ কি কম কথা? নিজের পরমারূপসী পূর্ণযৌবনা পত্নীও তাকে ভোগরসে নিমজ্জিত ক'রতে পারেনি! সে স্বতন্ত্র—সত্যই সে স্বতন্ত্র!

উত্তেজিত কণ্ঠে শুদ্ধোদন ব'ললেন, সে স্বতন্ত্র ব'লেই তো তাকে কেন্দ্র ক'রে উদ্বেগে আকুল হ'য়ে উঠেছি! একই কারণে তুমিও উদ্বিগ্না, অথচ তার এই অনাসক্তির জন্য তুমি গর্ববোধ করছো গৌতমী? তুমি কি চাও না, আমাদের কুমার সমগ্র ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্তী হ'য়ে সর্বজনপূজিত হোক?

– হ্যাঁ, চাই।

– কিন্তু তাহ'লে তোমার এই রহস্যময় বিপরীত গৌরব প্রকাশের অর্থ কী?

– এ গৌরব আমার মাতৃহৃদয়ের। পুরুষ হ'য়ে সে তুমি বুঝতে পারবে না, প্রভু!

—এখন রহস্যের সময় নয় গৌতমী। কুমারের সাম্প্রতিক আচরণ সম্বন্ধে উদ্বিগ্না হ'য়ে বিশদভাবে অবগত হওয়ার জন্য তুমিই না যশোধরাকে আজ এই ভবনে আহ্বান ক'রেছো?

—হ্যাঁ, প্রভু। আমি উদ্বিগ্না—একথা সত্য।

—তোমার মুখে এই কথাই শুনতে চাই আমি!—সোৎসাহে শুদ্ধোদন ব'ললেন, তুমি জানো, আমার পরবর্তী রাজনরূপে শাক্যসংস্থাগারে কুমারের নির্বাচন প্রায় অবধারিত। শুক্লোদনের জ্যেষ্ঠপুত্র মহানাম কুমার সিদ্ধার্থের বয়োজ্যেষ্ঠ। মহানাম ভিন্ন কুমার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ অন্ততঃ আরো সাত-আটজন যোগ্য শাক্যযুবক আছে যারা রাজনপদে নির্বাচিত হওয়ার অভিলাষী। তথাপি অধিকাংশ শাক্যরাজন্যই কুমারকে নির্বাচন ক'রতে অভিলাষী, এ-কথা আমি জানি। কারণ, তারা যোগ্য হ'লেও কুমার সিদ্ধার্থ তাদের অপেক্ষা যোগ্যতর—এমন কি, যোগ্যতম। মহামন্ত্রী কালুদায়ি গুপ্তচর মাধ্যমে এ-সংবাদ প্রাপ্ত

হ'য়েছেন। গোতমী, কালুদায়ির নিকট এ-সংবাদ শ্রবণের পর আমি স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ ক'রেছি। আমি জাগর-স্বপ্ন দেখি, এই ক্ষুদ্র শাক্যরাজ্যের নবীন রাজন্ সিদ্ধার্থ গোতম একদিন হীন মাতঙ্গবংশীয় কোশলরাজের শাসনপাশ থেকে মুক্ত করবে এই রাজ্যকে ; সে পুনরুদ্ধার ক'রবে শাক্যক্ষত্রিয়ের লুপ্ত গৌরব! তারপর নববীর্যে বলীয়ান শাক্যগণ তাদের মহাশক্তিমান নবীন রাজন্ সিদ্ধার্থ গোতমের নেতৃত্বে একে একে অঙ্গ, বৃজি, মল্ল, মগধ, কাশী, পাঞ্চাল, শূরসেন, মদ্র, অশ্বক, অবন্তী—এমন কি সুদূর গন্ধার রাজ্য পর্যন্ত ষোড়শ মহাজনপদের প্রত্যেকটি রাজ্যকে পদানত ক'রে প্রতিষ্ঠা ক'রবে এক সুবিশাল ভারতসাম্রাজ্য! ভারতবর্ষের একচ্ছত্র রাজচক্রবর্তী হ'য়ে সিংহাসনে উপবেশন করবে মহারাজাধিরাজ সিদ্ধার্থ গোতম!...এ-স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমি রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠি গোতমী! কিন্তু অধুনা কুমারের ক্রমবর্ধমান বিপরীত আচরণ আমার দিবারাত্রির প্রতিমুহূর্তকে দুঃস্বপ্নে দুঃসহ ক'রে তুলেছে! গোতমী, বধূ যশোধরা আমারও স্নেহের পাত্রী। কিন্তু আমি নিরুপায়! আমি পুনরায় কুমারের বিবাহ দেবো ভাবছি। এবং সেই সঙ্গে নিয়োগ ক'রবো চটুলতমা লাস্যময়ী কয়েকজন নর্তকী। তাদের নূপুর-নিক্কনে, অঙ্গহিল্লোলে, বিলোল কটাক্ষে, মদির আলিঙ্গনে তারা উদ্দীপ্ত ক'রে তুলুক কুমারের বয়সোচিত যৌবনচেতনাকে। কন্দর্পের পুষ্পশরে স্বর্গের দেবতা-গণও পরাভূত হন, আর সামান্য মানবযুবক পরাভূত হবে না?

কক্ষের রুদ্ধদ্বারের বাইরে সুমিষ্ট, কোমল নূপুরশিঞ্জিনী শোনা গেল।

উৎকর্ণ গোতমী বললেন, ওই বোধহয় যশোধরা এসেছে। এ তারই নূপুরধ্বনি। প্রভু, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তোমার যা যা জ্ঞাতব্য তুমি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রো, কিন্তু অভাগিনীকে যেন কোনো গঞ্জনা দিও না! আমার এ অনুরোধ রক্ষা ক'রবে তো প্রভু?

—ক'রবো গোতমী।—শুদ্ধোদনের কণ্ঠস্বরে ক্ষণপূর্বের হতাশ বিরক্তির চিহ্নমাত্র নেই। অতি কোমল স্নেহার্দ্র কণ্ঠে তিনি ব'ললেন, প্রিয়ে, আজ পর্যন্ত একটি দিনও কি তাকে আমি কোনো গঞ্জনা দিয়েছি? তার কী দোষ? সবই আমাদের অদৃষ্ট! যা ব'লেছি তা আমার উদ্বিগ্ন, অবসন্ন হৃদয়ের নিষ্ফল মুখর অভিব্যক্তিমাত্র! যাও, তুমি তাকে সস্নেহে নিয়ে এসো।

কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন গোতমী। এবং ক্ষণকালপরেই ম্লানমুখী যশোধরাকে সঙ্গে নিয়ে কক্ষে পুনঃপ্রবেশ ক'রলেন।

নতজানু হ'য়ে শুদ্ধোদন এবং গোতমীর পাদবন্দনা করলে যশোধরা। পূর্ণ-প্রস্ফুটিত পদ্মকে যেমন ঈষৎ রৌদ্রতাপেই বিশুষ্ক দেখায়, তার মুখমণ্ডলকেও যেন সেইরূপই দেখাচ্ছে। স্নেহে, মমতায় উদ্বেল হ'য়ে উঠলো শুদ্ধোদনের হৃদয়।

যশোধরার জন্যে আর একখানি চন্দনকাষ্ঠাসন রক্ষিত ছিল। স্নেহার্দ্রস্বরে গোতমী ব'ললেন, বৎসে, উপবেশন করো।

যশোধরা নতমস্তকে গোতমীর অনুজ্ঞার প্রতি সম্ভ্রম জ্ঞাপন ক'রলে কিন্তু উপবেশন না ক'রে তাঁর প্রতি-বক্তব্যের অপেক্ষায় করযোড়ে দণ্ডায়মানা রইলো।

কয়েকমুহূর্ত যশোধরার সেই চিত্রার্পিতসদৃশ স্থির, নিশ্চল, নতমুখী মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন শুদ্ধোদন। তারপর করুণ, স্নেহসিক্ত কণ্ঠে ব'ললেন, বৎসে! অতিশয় চিন্তা-সঙ্কটে বিহ্বল হ'য়ে আজ আমরা তোমাকে এই ভবনে আহ্বান

করেছি। কুমার সম্পর্কে আমরা বিচলিত, বিভ্রান্ত। কয়েকদিবস পূর্বে আমি জ্ঞাত হ'লাম, কুমার নাকি বিগত কয়েকমাস যাবৎ মধ্যে মধ্যে নগরসন্নিহিত অরণ্যে তপস্বী ভরণ্ডু কালামের তপোবনে গমনাগমন ক'রছে।—এ-কথা কি সত্য?

—হ্যাঁ, আর্য!—উত্তর দিলে যশোধরা।

—কেন? কী তার উদ্দেশ্য?

—তা আমি অবগত নই, পিতা। তবে তাঁর প্রিয়তম সুহৃদ সারথী ছন্দক সহ প্রায়শই তিনি যে তপস্বীর তপোবনে গমনাগমন করেন, সে-কথা তাঁর নিকটই আমি জ্ঞাত হ'য়েছি।

—কুমার নিজেই তোমাকে ব'লেছে? গোপন করেনি?—কিঞ্চিৎ বিস্মিতকণ্ঠেই বললেন শুদ্ধোদন, কিন্তু মা, তুমি কি একবারও তাকে প্রশ্ন করোনি, সংসারত্যাগী একজন যোগী তপস্বীর নিকট তার কী প্রয়োজন?

—জিজ্ঞাসা ক'রেছি, পিতা! তিনি বলেন, নগরের জনকোলাহলের সংশ্রববিহীন তপোবনের কলুষমুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর ভালো লাগে। তাঁকে মুগ্ধ করে তপোবনের মুক্ত, উদার প্রশান্তি।

—তাকে মুগ্ধ করে!—আপনমনেই উচ্চারণ ক'রলেন শুদ্ধোদন। তারপর আরো উদ্বেগাকুল কণ্ঠে ব'ললেন, তপস্বীর সঙ্গে তার কোনো কথোপকথন হয় কিনা, তা প্রশ্ন করোনি?

যশোধরা নতমুখে উত্তর দিলে, যোগী ভরণ্ডু কালাম মৌনব্রতধারী তপস্বী। তিনি কদাপি বাক্যোচ্চারণ করেন না, তা আমি আমার কৈশোরকাল থেকেই জানি, পিতা। সুতরাং সে-প্রশ্ন কখনো করিনি আমি।

এবারে কথা ব'ললেন গৌতমী।—বৎসে! তোমার ধারণা সম্ভবত ভ্রান্ত। তপস্বী ভরণ্ডু কালাম সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি, তিনি বৈশালির প্রখ্যাত সাংখ্যদর্শনবেত্তা মুনিবর অলাড় কালামের শিষ্য। নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যদর্শনে আস্থাবান মহাতপস্বী অলাড় কালাম স্বয়ং মৌনব্রতধারী ন'ন। তিনি বাক্যোচ্চারণের সাহায্যেই তাঁর শিষ্যবৃন্দকে শিক্ষাদান করেন। সুতরাং অলাড় কালামের শিষ্যের পক্ষে মৌনব্রত ধারণের কোনো হেতু নেই। সম্ভবত, ভিক্ষাগ্রহণকালেই তিনি মৌন অবলম্বন করেন, অন্য সময় নয়। বৎসে, গতকল্য তিনি কি ভিক্ষার্থে তোমার ভবনে আগমন ক'রেছিলেন?

—হ্যাঁ, মাতঃ! তবে তিনি তাঁর রীতি অনুযায়ী ভবনসীমার মধ্যে প্রবেশ করেননি। প্রাচীরের বহির্দেশেই দণ্ডায়মান ছিলেন।

তুমি তাঁকে যথাবিধি আহার্য পরিবেশন ক'রেছ?

—হ্যাঁ, মাতঃ!

—স্বেচ্ছায় না কুমারের নির্দেশে?—প্রশ্ন করলেন শুদ্ধোদন।

—দুই-ই সত্য, পিতা! তাঁর নির্দেশ আমি পালন ক'রেছি। অপরদিকে গৃহবধূরূপে গৃহীজীবনের অনুশাসন পালনও যে আমার কর্তব্য! ভিক্ষার্থে গৃহদ্বারে সমাগত যোগী-ভিক্ষু-শ্রমণ-আজীবিকগণকে আহার্যপ্রদানের রীতিকে আমি লঙ্ঘন ক'রতে অসমর্থা! যখন দেবদহে পিতৃগৃহে আমি কুমারী কন্যা তখনো কয়েকবার দ্বীপীচর্মপরিহিত যোগী ভরণ্ডু কালামকে আমি ভিক্ষাদান ক'রেছি। আমি তখন থেকেই জানি, কোনোপ্রকার ভিক্ষা-করঙ্কও তিনি ব্যবহার করেন না।

তিনি আহার্য গ্রহণ করেন অঞ্জলিবদ্ধ করপুটে। গতকল্য আমি তাঁর করপুটে কদলীপত্র স্থাপন ক'রে তারই উপর আহার্য পরিবেশন ক'রেছি। করাঞ্জলিপুটেই দিয়েছি পানীয় জল।

শুদ্ধোদন অধৈর্য হ'য়ে পড়ছিলেন। ব্যাকুলকণ্ঠে তিনি প্রশ্ন ক'রলেন, ও-সকল বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই, বৎসে! আমি জানতে চাই, কুমার সম্পর্কে তিনি কি কোনো আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছিলেন?

—না, পিতা। তাঁকে পূর্বে যেরূপ মৌনী দেখেছি, গতকল্যও সেই একই রূপ। অধিকন্তু, ভিক্ষাগ্রহণকালে তাঁর দৃষ্টি থাকে মৃত্তিকার দিকে নিবদ্ধ। তিনি কদাপি নারীজাতির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। তিনি যথারীতি নতমুখ ছিলেন; আমার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেননি। সুতরাং কোনো বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশের প্রশ্ন ওঠে না।

কয়েকমুহূর্ত বিভ্রান্তের মতো নির্বাক হ'য়ে রইলেন শুদ্ধোদন। এর পর আর কী প্রশ্ন ক'রবেন, তা তিনি স্থির ক'রতে পারছেন না। কিছুক্ষণ পরে রূঢ়কন্ঠে স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ ক'রলেন, না, অন্য উপায় নেই। শাক্যরাজ্যে অবিলম্বে এই সকল সংসারত্যাগী যোগী, ভিক্ষু, শ্রমণ, আজীবিকের অবস্থান এবং আগম-নির্গম নিষিদ্ধ ক'রে দিতে হবে!

সবিস্ময়ে গৌতমী ব'ললেন, এ কী কথা, রাজন! এই বিশাল ভারতবর্ষের সর্বরাজ্যেই শ্রমণ, ভিক্ষু, তপস্বীগণের অবারিত দ্বার। যে কোশলরাজ বর্তমানে আমাদেরও প্রভু, সেই কোশলরাজের সমগ্র রাজ্যে, এমন কি—রাজধানী শ্রাবস্তী নগরেও শ্রমণ-ভিক্ষুদের অবস্থান কিম্বা আগম-নির্গমে কোনো বাধা নেই। তুমি যদি এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করবার প্রয়াসে লিপ্ত হও, কোশলরাজ মহাকোশল তা কোনোক্রমেই অনুমোদন ক'রবেন না। যদি করেনও, তাহ'লে সকল রাজ্য ধিক্কার দেবে শাক্যরাজ্যকে।

—দিক ধিক্কার।—উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন শুদ্ধোদন।

—বৃথা উত্তেজনা প্রশমন করো প্রভু! তপস্বী শ্রমণগণের অবমাননা ক'রলে শাক্যরাজ্যের উপর যে দেবরোষ বর্ষিত হবে!

—কেন বর্ষিত হবে দেবরোষ?—আরো উত্তেজিত কণ্ঠে শুদ্ধোদন বললেন, মুষ্টিমেয় বেদান্তবাদী এবং অগ্নিহোত্রী তপস্বী ভিন্ন বর্তমানকালে প্রচলিত দ্বিষষ্ঠিসংখ্যক শ্রমণপন্থার অধিকাংশ শ্রমণ-ভিক্ষু-আজীবিকই নিরীশ্বরবাদী। ঈশ্বরকে তারা স্বীকার করে না, দেবতা তাদের বিদ্রুপের পাত্র! আমাদের পূজিত দেবতা শাক্যবর্ধন কিম্বা ব্রহ্মদেবকেও তারা অস্বীকার করে। যে দেবতাকে তারা বিশ্বাসই করে না, সেই দেবতা এই কারণে কেন শাক্যরাজ্যের উপর রোষাগ্নি বর্ষণ করবেন?

উত্তেজিত স্বামীর প্রতি স্থির, প্রশান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে গৌতমী ব'ললেন, রাজন্! তোমার মানসিক অবস্থা বর্তমানে নিতান্ত অশান্ত। উত্তেজনা প্রশমন ক'রে শান্ত হৃদয়ে ভেবে দ্যাখো তো, তাঁরা আমাদের পূজ্য দেবতাকে অবহেলা করেন ব'লে আমরাও কি তাঁদের পূজ্য দেবতার অবমাননা ক'রবো?

—কোথায় তাদের পূজ্য দেবতা? তাঁরা কোনো দেবতাকেই স্বীকার করে না। তারা তো নিরীশ্বরবাদী!

গৌতমী পূর্বের মতোই স্থির, প্রশান্ত স্বরে ব'ললেন, এ-বিষয়ে আমার জ্ঞান নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, রাজন্! সুতরাং তোমার সঙ্গে আলোচনায় আমি অক্ষম। তুমি যদি অনুমতি দান করো তাহ'লে বধূমাতা যশোধরার সঙ্গে কক্ষান্তরে আমি কিঞ্চিৎ নিভৃত আলাপন ক'রতে চাই।

—হ্যাঁ, তাই করো। আমি কোনো পথের সন্ধান পাচ্ছি না গৌতমী!—হতাশ, ভগ্নকণ্ঠে ব'ললেন শুদ্ধোদন।—কিংকরীকে আদেশ দান ক'রে যাও, আমাকে এই মুহূর্তে যেন উগ্র গৌড়ী সুরা পরিবেশন ক'রে যায়।

গৌতমী নীরবে মস্তকসঞ্চালনে সম্মতি জ্ঞাপন ক'রলেন।

যশোধরাকে সঙ্গে নিয়ে নিজ কক্ষে এসে দ্বার রুদ্ধ ক'রলেন গৌতমী।

সস্নেহ মমতায় নিজের পার্শ্বে বসালেন যশোধরাকে। নিবিড় আন্তরিকতায় সুস্নিগ্ধ স্বরে ব'ললেন, বৎসে! আমি তোমার পিতৃষ্বসা এবং শশ্রূমাতা। আমি নারী, তুমিও নারী। নারীর হৃদয়বেদনা নারীই মাত্র উপলব্ধি ক'রতে পারে। আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে। প্রশ্নের উত্তরে কোনো সত্যকে গোপন ক'রো না, বৎসে! তোমার যৌবন এখন পূর্ণবিকশিত। প্রস্ফুটিত যৌবনের অবশিষ্টকাল অতিক্রান্ত হ'তে এখনো বহু বর্ষ তোমার সম্মুখে অপেক্ষমান। যশোধরা! মাতৃহীন কুমার গৌতমকে আমিই বক্ষে নিয়ে লালন-পালন ক'রেছি। শৈশবকাল থেকেই সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, সে-কথা আমার অপেক্ষা অধিক আর কে জানে? কিন্তু জীবনে এমন একটি সময় আসে যখন মাতা অপেক্ষা দয়িতাই পুরুষকে অধিকতর নিবিড়ভাবে জ্ঞাত হওয়ার সুযোগপ্রাপ্ত হয়। কুমারের জীবনে এখন সে-সুযোগের অধিকারিণী একমাত্র তুমি! কুমার স্বতন্ত্র প্রকৃতির তা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও এই পূর্ণ যৌবনে সে যে সংসারজীবনে এতখানি অনাসক্ত, উদাসীন থাকবে, তা আমি কল্পনাও ক'রতে পারিনি। মাতার নিকট কন্যার ন্যায় অকপটে বলো যশোধরা, কুমার কি তোমার এই প্রস্ফুট রূপযৌবনকে সমুচিত মর্যাদাদানে প্রকৃতই অনভীষ্ঙ্গ?

যশোধরার অধরোষ্ঠ এবং দেহবল্লরী এই প্রশ্নে আকস্মিক বায়ুহিল্লোলে তাড়িত সুচিক্কণ, নবীন বেণুপত্রের ন্যায় কম্পমানা হ'তে লাগলো। উদ্গত ক্রন্দনাবেগে উত্তাল হল তার বক্ষস্তল। স্নায়ুতন্ত্রী বিবশপ্রায়।

সেই বিবশ, বিহ্বল অবস্থাকে সম্বরণ ক'রে নিতে কয়েকমুহূর্ত সময় লাগলো তার। সুদুঃসহ আত্মসম্বরণে হৃদয়ের যে প্রগাঢ় বেদনানুভূতি অনুক্ত র'য়ে গেল, তার অতি ক্ষীণ আভাসমাত্র পরিস্ফুট হ'ল যশোধরার অশ্রুসিক্ত নয়নযুগলের অনুচ্চারিত করুণ ভাষায়। সে-ভাষার মর্মোদ্ধার ক'রতে বিশেষ কষ্ট হ'ল না গৌতমীর। সুনিবিড় মমতায় যশোধরার আনত মুখখানি তুলে ধ'রে গৌতমী ব'ললেন, আমি মা। অসঙ্কোচে নিজমুখে আমার নিকট ব্যক্ত করো, বৎসে!

এর পর আর আত্মসম্বরণে সমর্থা হ'ল না যশোধরা। অব্যক্ত বেদনায় কম্পমানা তার দেহবল্লরী লুটিয়ে পড়লো গৌতমীর বক্ষে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে ব'ললে, আপনার নিকট গোপন করবার সামর্থ্য আমার আর নেই, মা! তাঁর প্রেমে আমি ধন্যা। তাঁর হৃদয় নারীহৃদয় অপেক্ষাও কোমল। আমাকে তিনি আজ পর্যন্ত কোনোদিনই অমর্যাদা করেননি। আমার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনও তাঁর চরিত্রধর্ম। আমি তাঁকে 'প্রভু' সম্বোধন ক'রে তৃপ্তি পাই। কিন্তু 'প্রভু' সম্বোধনে তাঁর তীব্র

অনীহা। তাঁর ন্যায় স্বামীলাভে আমার নারীজীবন সার্থক! কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন তিনি যৌবনবিষয়ে অনাসক্ত হ'য়ে উঠেছেন। হয়তো জ্যোতিষ-গণনার দ্বিতীয়টিই সত্য হবে—

ক্রন্দনাবেগ সম্বরণ ক'রতে না পেরে গৌতমীর বক্ষে মুখ লুকিয়েই ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো যশোধরা। তার অশ্রুজলে সিক্ত হ'তে লাগলো গৌতমীর বক্ষস্তল।

—যশোধরা!—অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রগাঢ় বেদনামথিত স্বরে গৌতমী ব'ললেন, না, না, সে ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হ'লে আমি সহ্য ক'রতে পারবো না! শোনো মা, অনাসক্ত কুমারকে আসক্ত করবার দায়িত্ব যেমন ক'রেই হোক, তোমাকেই পালন ক'রতে হবে!

—আমি ব্যর্থকামা! জানি না, অন্য কোনো নারী তাঁকে সাংসারিক জীবনের রূপে-রসে আকৃষ্ট ক'রতে সক্ষম হবে কিনা!

—না, অন্য কোনো নারী সক্ষম হবে না। সক্ষম হ'লে একমাত্র তুমিই হবে কারণ স্বামীর প্রতি তুমি শ্রদ্ধাশীলা, প্রেমময়ী। বৎসে, হতাশ হ'য়ো না। আরো মানসিক শক্তি সঞ্চয় ক'রে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হও—তাকে দুশ্ছেদ্য বন্ধনজালে আবদ্ধ করো!

—আমি তো অনুক্ষণ তাঁকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করি। শয্যায় কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হয়! তিনিও বিনিদ্র। আমি অনুভব ক'রতে পারি, তিনি তখন অন্যজগতে। আমি অকপটে স্বীকার করছি, সেই আত্মবিভোর স্বামীকে স্পর্শ ক'রতে পর্যন্ত তখন শংকা হয় আমার। আমি হৃদয়ে উপলব্ধি করি, তিনি আমার প্রতি নির্দয় ন'ন। তবু তাঁকে স্পর্শ ক'রতে পারি না। একই পর্যঙ্কে শায়িত দু'জনের মধ্যে এক হস্তের ব্যবধানকে মনে হয় যেন শত সহস্র যোজনের ব্যবধান!

গৌতমীর বক্ষ থেকে নির্গত হ'ল একটি মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস। তারপর নিজের উত্তরাসঙ্গপ্রান্তে যশোধরার নয়নযুগল থেকে অশ্রুমার্জন ক'রে দিয়ে তিনি বললেন, আসঙ্গতৃষ্ণার প্রলোভনে তাকে বিচলিত করা যাবে না তা বুঝতে পারছি। সে-পথে হয়তো বিপরীত ফলেরই সম্ভাবনা। কিন্তু মা, তার হৃদয় তো কুসুম-কোমল। তোমার প্রতি তার সম্ভ্রমবোধও আছে। মাতৃত্বেই যে নারীজীবনের চরম সার্থকতা, এ-কথা সে অস্বীকার ক'রতে পারবে না ব'লেই মনে করি। তুমি এই পথেই অগ্রসর হও বৎসে! আসঙ্গতৃষ্ণার উদ্দেশ্যে নয়, নিজের নারীত্বকে সার্থক করবার প্রয়োজনেই তুমি তার নিকট সন্তান প্রার্থনা করো।—একটি সন্তান!

—সন্তান!—কম্পমান ওষ্ঠে অস্ফুটভাবে কথাটি উচ্চারণ ক'রলে যশোধরা।

—হ্যাঁ, বৎসে! একটি সন্তান। স্নেহপ্রেমপ্রীতির পবিত্রতম প্রতীক একটি সন্তান। তোমরা উভয়েই বিগত বৈশাখী পূর্ণিমায় ষড়বিংশ বর্ষ অতিক্রম ক'রেছ। আর বিলম্ব নয়। যত সত্বর সম্ভব তোমার ক্রোড়ে একটি সন্তানের আগমন হোক, এই আমার অভিলাষ। তোমার কাছে এই-ই আমার একান্ত প্রার্থনা! সেই সন্তানই হবে বন্ধনসেতু। হয়তো সেই শিশুই উদাসীনকে ক'রবে জীবনমুখী, অনাসক্তকে আসক্ত!

কম্পিত হ'তে লাগলো যশোধরার বরতনু। প্রবল পুলক-শিহরণ তার সর্বাঙ্গকে যেন সেই মুহূর্তে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলেছে। মাতা গৌতমী তো জানেন না, কত বিনিদ্র রজনীতে এই বন্ধনসেতুই এখনো তার জাগর স্বপ্ন!

গৌতমী পুনর্বার ব'ললেন, সন্তানের জননী তোমাকে হ'তেই হবে যশোধরা! কুমার গৌতম উদাসীন হ'তে পারে, কিন্তু নির্দয় তো সে নয়! তার কাছে একটি সন্তান তুমি প্রার্থনা করো। গৌতম কোনোদিন জ্যোতিষগণার ওই নিষ্ঠুর ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য প্রতিপন্ন ক'রে সংসারত্যাগীর অনির্দেশ্য পথে যাত্রা ক'রবে, সে দৃশ্য আমি সহ্য ক'রতে পারবো না, মা! তুমি তাকে আবদ্ধ করো! সে রাজচক্রবর্তীই হোক—সংসারত্যাগী শ্রমণ নয়!

গৌতমীর কণ্ঠস্বরে বিচলিত আর্তি। অশ্রুবাষ্পে চক্ষু পরিপূর্ণ। যশোধরাকে আরো নিবিড়ভাবে বক্ষে আশ্লিষ্ট ক'রে রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি ব'ললেন, আশীর্বাদ করি অবিলম্বে তুমি সন্তানবতী হও! সন্তান-সেতু দিয়ে আমার নয়নমণি গৌতমকে সংসারে আবদ্ধ করো মা!

॥ ৩ ॥

কপিলবাস্তু নগরসীমানার বহির্দেশে দক্ষিণবাহিনী রোহিণী নদীর তীরসন্নিহিত পথ ধ'রে নগরাভিমুখে প্রত্যাগমনরত দুই অশ্বারোহী। তুষারধবল অশ্ব কন্থকের পৃষ্ঠে কুমার গৌতম এবং পিঙ্গলবর্ণের অপর অশ্বটির পৃষ্ঠে কুমারের অন্তরঙ্গতম সঙ্গী সারথী ছন্দক। দিবা তখন তৃতীয় প্রহর।

কন্থক কেবল কুমারের বাহনমাত্রই নয়, যেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। কন্থকের সুপুষ্ট শক্তিসমৃদ্ধ দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে স্বাস্থ্যের লাবণ্য সর্বদাই বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মানুষের মতো বাক্য উচ্চারণের ক্ষমতা না থাকলেও প্রাণের উল্লাস ব্যক্ত করবার জন্য তার আছে হ্রেষাধ্বনি। অশ্বপালক যখনই তার পৃষ্ঠে পল্যায়ন স্থাপন করে তখনই সে বুঝতে পারে যে তার প্রিয় প্রভু পরিভ্রমণে বহির্গত হবেন। বারম্বার উল্লসিত হ্রেষাধ্বনি দ্বারা সে জানিয়ে দেয়, সে-ও প্রস্তুত। কুমার তাঁর প্রিয় অশ্ব কন্থকের পৃষ্ঠে আরোহণের পূর্বে সাদরে তার গ্রীবাদেশ আলিঙ্গন ক'রে মমতার স্পর্শ দান করেন। কুমারের উচ্চারিত প্রতিটি কথাই যেন বুঝতে পারে কন্থক। কোন্ গতিছন্দে চ'লতে হবে তা-ও যেন ইঙ্গিত ব্যতিরেকেই সে বুঝে নেয়।

ছন্দক একদিন ব'লেছিল, কুমার! আমি বিস্মিত হ'য়ে বহুবার লক্ষ্য ক'রেছি, আপনি রথারোহণে নগর-পরিক্রমা ত্যাগ করবার পর থেকে কন্থক যেন সর্বাপেক্ষা সুখী। ওর পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে আপনি পরিভ্রমণ ক'রবেন, এই আনন্দে কন্থক অধীর হ'য়ে ওঠে!

কুমার স্মিত হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, আমি ওকে ভালোবাসি ব'লেই তো ও আমাকে ভালোবাসে, ছন্দক! অরণ্যের পশু-পক্ষী এমন কি বৃক্ষলতাও প্রীতির স্পর্শ অনুভব ক'রতে পারে আর পালিত অশ্ব তা পারবে না?

সদ্য বসন্ত-সমাগমে শিশির ঋতুর অবসান সূচিত হ'য়েছে।

অশ্বদ্বয়ের গতি মন্থর। তৎসত্ত্বেও তাদের ক্ষুরাঘাতে পথের কপিলবর্ণের মৃত্তিকা থেকে ধূলিকণা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে।

দক্ষিণে প্রান্তরব্যাপী শাক্য কৃষিভূমি যব এবং সর্ষপে পরিপূর্ণ। সর্ষপের

উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণের পুষ্পসমারোহে আদিগন্ত উদ্ভাসিত। পথিপার্শ্বে মধ্যে মধ্যে শকবৃক্ষ, সর্জবৃক্ষ অথবা আম্রবৃক্ষ। কোথাও কয়েকটি জীর্ণ কুটির-সম্বলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চণ্ডালপল্লী। পল্লীর প্রত্যেক চণ্ডালই শাক্যদের ভূমিদাস। অস্পৃশ্য ব'লে তাদের বাসস্থান নগর থেকে দূরে। চণ্ডাল ভূমিদাসগণের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যই কুমারের এই পরিক্রমা। প্রত্যাগমনরত কুমারের মুখমণ্ডলে বেদনার ঘনীভূত ছায়া, নয়নযুগলে গভীর বিষণ্ণতা।

বামে বসন্তকালীন ক্ষীণস্রোতা রোহিণী।

অজস্র উপলখণ্ডে সমাকীর্ণ নদীখাতের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিভক্ত ধারায় উচ্ছলা সলিলরাশি প্রবাহিত হ'য়ে চ'লেছে। দুরন্ত শিশিরঋতুর স্পর্শাহত পথিপার্শ্বস্থ অধিকাংশ বৃক্ষের পত্রই বিবর্ণ। অন্যান্য মোচিত-পর্ণ বৃক্ষশাখায় বসন্তস্পর্শে নব কিশলয়ের উদ্গম-আয়োজন। শিশিরঋতুর নির্মম স্পর্শাভিঘাতে শাল্মলী এবং কিংশুক বৃক্ষরাজি তাদের শেষ পর্ণটি পর্যন্ত বিসর্জন দিতে বাধ্য হ'য়েছিল। তারা পর্ণহীন হ'য়েও সুন্দর। আরক্তিম পুষ্পসম্ভারে সর্বাঙ্গ সজ্জিত ক'রে ঋতুরাজ বসন্তের সম্বর্ধনায় এরই ভিতর তারা প্রস্তুত হ'য়ে নিয়েছে। মধুকবৃক্ষের শাখাগ্রভাগে পুষ্পমঞ্জরী সদ্য বিকশিত। সুমঞ্জরিত আম্রমুকুলে অবিশ্রান্ত মধুপ গুঞ্জন। অশোক এবং কর্ণিকার পুষ্পগুচ্ছ বসন্ত-আলিঙ্গন কামনায় উদ্ভিন্নযৌবনা মুগ্ধা নবানুরাগিনীর ন্যায় ব্যাকুলা।

দিবা তৃতীয় প্রহরের সূর্যালোকে কিছুক্ষণ পূর্বে অপরাহ্নের ম্লান, বিষণ্ণ রশ্মির স্পর্শ লেগেছে। সূর্যতাপ অপেক্ষাকৃত স্তিমিত। বৃক্ষরাজির শাখায় শাখায় অবিশ্রান্ত পক্ষীকূজন। পিককণ্ঠনিঃসৃত সুমিষ্ট ধ্বনির সঙ্গে কখনো শারিকা, কখনো ভরতপক্ষী, কখনো বা দধিবালপক্ষীর অনুপম সুমিষ্ট ধ্বনিতে নদীর উভয়তীর মুখরিত।

কুমার গৌতম বিভোর, অন্যমনস্ক। তাঁর যেন কোনো ব্যস্ততাই নেই। কন্থকও যেন তার প্রিয় প্রভুর মনোভাব অনুভব ক'রে অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে মৃদু, বিনীত কণ্ঠে ছন্দক ব'ললে, কুমার, অশ্বের গতি আর কিঞ্চিৎ বর্ধিত ক'রলে হ'ত না?

—কেন, ছন্দক?

—নগরতোরণ এখনো এক যোজনের অধিক পথ।

—তার জন্য চিন্তার কী আছে? গতিবৃদ্ধির অনুরোধ ক'রো না বন্ধু! প্রকৃতির এই উদার, উন্মুক্ত সৌন্দর্য নগরে দুর্লভ। আমার নয়ন-মন তৃপ্তি আহরণ ক'রছে। ভূমিদাসগণের পল্লীতে মনুষ্যজীবনের প্রতি যে নির্মম ব্যঙ্গ প্রত্যক্ষ ক'রে এলাম, তাও হয়তো আমার গতিবেগ মন্থর ক'রে দিয়েছে!

—কেনই বা আপনি এদিকে আসতে ইচ্ছুক হ'লেন কুমার? আমি তো জানতাম, চণ্ডালদের জীবনযাপন প্রত্যক্ষ ক'রলে আপনার কেবল বেদনাবৃদ্ধিই হবে!

—হোক। জীবনের বাস্তব সত্য যে কত রূঢ়, কত নির্মম হ'তে পারে, তা প্রত্যক্ষ করা যে আমার প্রয়োজন!

—আমার বিনীত অনুরোধ, আপনি আর কোনোদিন এই চণ্ডালপল্লীর দিকে পরিভ্রমণে আসবেন না!

কুমারের ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে উঠলো অতি বিষণ্ণ একটু হাসির রেখা। প্রগাঢ়

বেদনার্ত কণ্ঠে ব'ললেন, না, ছন্দক! আমি আজ কতটুকু জানতে সক্ষম হয়েছি! আমাকে আবার আসতে হবে—আবার আসতে হবে!

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সম্মুখে একটি অচিরজাত কিশলয়সজ্জিত বৃক্ষশাখায় উজ্জ্বল পীতবর্ণের একটি অপরিচিত পক্ষী দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ স্বরে কুমার ব'ললেন, অপূর্ব! ছন্দক, এই পক্ষীটির নাম-পরিচয় তুমি জানো কি?

—জানি, কুমার। ওটি পীত খঞ্জরীট পক্ষী। আমরা নিম্নে অবস্থান ক'রছি ব'লে পক্ষীটির কেবল উদরদেশ এবং বক্ষের ওই নয়নাভিরাম উজ্জ্বল পীতবর্ণমাত্র দেখতে সমর্থ হচ্ছি। ওদের দেহে অভিনব বর্ণসুষমা। মস্তক নীলাভ-ধূসর, পক্ষদ্বয় ধূসর-পিঙ্গল। প্রতি ঋতুতে ওদের বর্ণপরিবর্তন হয়। তবে নিম্নভাগের ওই পীতবর্ণ অপরিবর্তিতই থাকে।

বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে পক্ষীটিকে নিরীক্ষণ করছিলেন কুমার। আপনমনেই ব'ললেন, আশ্চর্য! এই পক্ষী এতকাল যাবৎ কোনোদিন আমি দেখিনি!

ছন্দক ব'ললে, ওরা পরিযায়ী পক্ষী, কুমার! সম্বৎসর এখানে থাকে না। হেমন্তশেষে আসে এবং বর্ষাঋতুতেই পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে ওদের আদিবাসে।

—কোথায় ওদের আদিবাস?

- সঠিক জানি না কুমার। শুনেছি, হিমবন্তের হেমকূট সীমানারও উত্তরে অতি শীতল কোনো অঞ্চল। শীতের প্রকোপেই ওরা আমাদের রাজ্যের ন্যায় অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চল সমূহে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে।

—পরিযায়ী পক্ষী! পুনর্বার আপনমনেই উচ্চারণ করলেন গৌতম।—স্থায়ী কোনো বন্ধন থেকে মুক্ত বিহঙ্গ! হয়তো সেই কারণেই ওদের দেহে প্রব্রজিত ভিক্ষুর ন্যায় পীতবর্ণের আবরণ!

কয়েকমুহূর্ত পরেই খঞ্জরীট পক্ষীটি বৃক্ষান্তরে উড়ে গেল।

এতক্ষণ কুমারের ইঙ্গিতে কন্থকের গতি স্তব্ধ ছিল। প্রভুর ইঙ্গিত পেয়ে পুনর্বার সে গতিশীল হ'ল।

কিছুক্ষণ পরে বিনীত কণ্ঠে ছন্দক ব'ললে, একটি প্রশ্ন ক'রবো কুমার? প্রশ্নটি আমার ক্রমবর্ধমান কৌতূহল-সঞ্জাত।

—কী তোমার কৌতূহল?

—কিছুকাল যাবৎ আমি লক্ষ্য ক'রছি, পীতবর্ণ চীবরধারী কোনো শ্রমণ কিম্বা ভিক্ষুর দর্শনমাত্রেই আপনার কেমন যেন ভাবান্তর হয়। আজও লক্ষ্য ক'রলাম, পীতবর্ণের খঞ্জরীট পক্ষীটি পর্যন্ত আপনাকে কয়েকমুহূর্ত আবিষ্ট ক'রে রেখেছিল। পীতবর্ণের প্রতি আপনার এই আকর্ষণ আমাকে কেন যেন প্রচণ্ডভাবে শঙ্কিত করে, কুমার! কেন আপনার এই আকর্ষণ?

কয়েকমুহূর্ত নীরবতার পর কুমার ব'ললেন, তুমি যা লক্ষ্য ক'রেছ, তা যথার্থ। কিন্তু কেন এই আকর্ষণ তা আমি ব্যাখ্যা ক'রতে অক্ষম। কেবল এইটুকুই ব'লতে পারি, পীত চীবরধারী শ্রমণগণকে আমি বিস্মিতদৃষ্টিতে দেখি আর উপলব্ধির চেষ্টা করি, কোন্ সত্যানুসন্ধানের দুর্নিবার আকর্ষণে তাঁরা সংসারের মোহবন্ধন ছিন্ন ক'রে ওই সুকঠোর ব্রত গ্রহণ ক'রেছেন!

—আত্মমোক্ষলাভই তাঁদের লক্ষ্য।—ব'ললে ছন্দক।

—কেবল আত্মমোক্ষ? তার অধিক কিছু নয়?

—হৃদয়ের যথার্থ ভাব সঙ্গোপন না ক'রে যদি আমাকে প্রকাশের অনুমতি দান করেন তাহ'লে ব'লবো, হ্যাঁ, কেবলমাত্র আত্মমোক্ষই তাঁদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য। তাঁরা স্বার্থপর—সংসার থেকে ভীরু পলাতক।

—স্বার্থপর! ভীরু পলাতক! তুমি কী বলছো ছন্দক?

—আমাকে মার্জনা ক'রবেন, কুমার! এ ভিন্ন অন্য কোনো অভিমত পোষণে আমি অক্ষম। এ-সংসারে শোক-দুঃখ-বিষাদ যেমন আছে, তেমনি আছে মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রেম-প্রীতির আনন্দ। সংসারত্যাগী শ্রমণগণ সংসারের ওই শোক-দুঃখ-বেদনাকেই একমাত্র সত্য জ্ঞান ক'রে ভীত হ'য়ে পড়েন। সেই ভয় থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে তাঁরা সংসার ত্যাগ ক'রে অরণ্যে গিয়ে আধ্যাত্মিক তপশ্চর্যায় স্বার্থপরের ন্যায় কেবলমাত্র নিজ-আত্মার মুক্তিসাধনে প্রয়াসী হন। তাই তাঁদের স্বার্থপর ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতে আমি অক্ষম, কুমার! তাঁদের তপস্যাব্রত নিতান্ত স্বার্থপর!

কুমার তাঁর আয়ত দৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন ছন্দকের দিকে। তারপর শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন ক'রলেন, নিঃস্বার্থ তপস্যা কি নেই, ছন্দক?

—কেমন ক'রে ব'লবো কুমার? আমি তো তপস্যা করিনি। তবু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা অনুভব করি, তাই-ই ব্যক্ত ক'রলাম। কুমার! একজন সংসারত্যাগী যোগীর সঙ্গে একজন দরিদ্র কৃষকের তুলনা ক'রলে দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিকেই আমার মনে হয় উদারচেতা সাহসী এবং নির্ভীক।

—তার কারণ?—উদ্গ্রীব আগ্রহে প্রশ্ন ক'রলেন কুমার।

—তার কারণ, কৃষক তার শোচনীয় দারিদ্র্যকে জেনেও তাকে ভয় পায় না। পরন্তু, প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে সে অগ্রসর হয় এবং তার উপর নির্ভরশীল পরিবার-পরিজনের গ্রাসাচ্ছাদনের কঠোর দায়িত্ব অম্লান বদনে পালন করে। দারিদ্র্য যত তীব্রই হোক, সে কিন্তু সাংসারিক দায়িত্ব পালনের কর্তব্য বিসর্জন দিয়ে স্বার্থপরের ন্যায় সংসারত্যাগী হ'য়ে অরণ্যে ব'সে আত্মমোক্ষের তপস্যা করে না।

ছন্দকের মুখের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন কুমার। তারপর স্নিগ্ধ, প্রশান্ত স্বরে ব'ললেন, তোমার এই অভিমতকে আমি আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছি ছন্দক! কিন্তু আমারও একটি প্রশ্ন আছে। সকল শ্রমণই কি আত্মমোক্ষে স্বার্থপর? জীবজগতের সামগ্রিক কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে তপস্যা-ব্রতধারী একজনও কি নেই?

—কেউ আছেন কিনা তা আমি জানি না, কুমার!

কুমার গৌতম ব'ললেন, এই কয়েক বর্ষে নগরপরিক্রমণকালে নগরের রাজপথে আমি বিভিন্ন পন্থার যোগী-ভিক্ষু দেখেছি। তাঁদের কেউ মৌনী, কেউ বাঙ্ময়, কেউ পীত চীবরধারী, কেউ বা কাষ্ঠকৌপিনমাত্রে আবৃত কটিদেশ, কেউ বা সম্পূর্ণ নগ্ন। এঁদের কার কী মত, কার কী পথ, আমি জানি না। তুমি কি জানো?

—না, কুমার। কিন্তু একটি তথ্য আপনাকে জানাতে পারি। কিছুদিন পূর্বে এক আজীবিক শ্রমণ ভিক্ষার্থে আমার গৃহে আগমন ক'রেছিলেন। সেদিন তাঁর মুখে শুনেছি, সমগ্র দেশে বর্তমানে দ্বিষষ্ঠিসংখ্যক শ্রমণ-পন্থা প্রচলিত। এত সংখ্যক সম্প্রদায়ের মধ্যে কার কী মত, কার কী পথ, তা কি আমার ন্যায় সামান্য একজন সারথীর পক্ষে জানা সম্ভব?

স্মিত হাসি হেসে কুমার ব'ললেন, সম্যক ধারণা তোমার যখন নেই, তখন কেমন ক'রে ব'ললে যে, সংসারত্যাগীমাত্রেই আত্মমোক্ষকামী স্বার্থপর তপস্বী? যদি তোমার সিদ্ধান্তই সত্য হয় তাহ'লে নিঃসন্দেহে সেই দ্বিষষ্ঠিসংখ্যক শ্রমণপন্থা নিন্দনীয়। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন দুঃখ-প্রপীড়িত সমগ্র জীবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নতুন কোনো শ্রমণপন্থার প্রতিষ্ঠা হয়, তখনো কি তুমি এই সিদ্ধান্তেই অবিচল থাকবে?

—আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন কুমার! আমার বিশ্বাস, তা কখনো সম্ভব হবে না। আপনার হৃদয় পরদুঃখে বিচলিত ব'লেই আপনি এরূপ কল্পনা ক'রছেন!

কুমার অস্ফুট মৃদুস্বরে ব'ললেন, কি জানি!

কিছুক্ষণ নীরবতার পর অন্যপ্রসঙ্গে কথা ব'লতে ব'লতে দু'জনেই নগরসীমানার অনেকখানি নিকটবর্তী হ'য়েছেন। অদূরেই রোহিণীতীরে শাক্যগণের শ্মশানভূমি।

হঠাৎ চতুর্দিক উচ্চকিত ক'রে একটি নারীকণ্ঠের আহ্বান আর্তনাদের মতো ভেসে এলো!—দাঁড়াও!—একটু দাঁড়াও!

সঙ্গে সঙ্গে কন্থকের গতিরোধ ক'রলেন কুমার। ছন্দকও সংযত ক'রলে তার অশ্বকে। ব্যাকুল উৎকণ্ঠিত স্বরে কুমার ব'ললেন, মনে হচ্ছে, কোনো নারী বিপন্না!

পথিপার্শ্বের ভূমি-অবতলে নিম্নাভিমুখী ভূমিপৃষ্ঠ যেখানে গিয়ে আংশিক সমতল হ'য়েছে, সেখানেই শ্মশান। নারীকণ্ঠ অনুসরণ ক'রে সেদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে কুমার দেখলেন, শিলা, কঙ্কর, অঙ্গার, অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠ এবং অস্থিখণ্ডে সমাকীর্ণ শ্মশানভূমির একটি অর্কগাছের পার্শ্বে উপবিষ্টা শীর্ণদেহা এক প্রৌঢ়া নারী।

—একটু দাঁড়াও, বৎস, একটু দাঁড়াও! আমি বড়ো দুঃখিনী—

পুনর্বার আর্তস্বরে অনুনয় জ্ঞাপন ক'রলে প্রৌঢ়া নারী। কন্থকের পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ ক'রে কুমার ব'ললেন, ওই দুঃখিনী নারী অবশ্যই কিছু ব'লতে চায়। চলো তো ছন্দক—

উভয়ে উপলাকীর্ণ অবতলভূমির দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রৌঢ়া নারী হস্ত উত্তোলন ক'রে কুমারের উদ্দেশ্যে চীৎকার ক'রে ব'ললে, না, না, আর কেউ নয়, আর কেউ নয়, কেবল তুমিই এ-অভাগিনীর কাছে এসো, বৎস! আমার দুঃখের কথা আমি কেবল তোমাকেই ব'লবো!

প্রৌঢ়া নারীর ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। কণ্ঠস্বর এবং অঙ্গসঞ্চালনে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ। দূরত্বের জন্য তার চক্ষুর দৃষ্টি স্পষ্ট দেখা না গেলেও অন্যান্য লক্ষণ থেকে তার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা স্পষ্ট প্রতীয়মান।

কুমার বললেন, ছন্দক, তুমি অপেক্ষা করো। আমি ওই নারীর বক্তব্য শুনে আসি।

কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে ছন্দক ব'ললে, আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু কুমার, ওই নারীর ঔদ্ধত্য দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। নিজে স্বস্থানে উপবিষ্টা থেকে আপনাকে ওর নিকটে উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ ক'রছে?

—আদেশ নয় ছন্দক, আবেদন। আদেশ হ'লেই বা কী ক্ষতি ছিল? উনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠা। আর, বুঝতে পারছো না, অভাগিনী নারীর অবস্থা স্বাভাবিক নয়?

—তা বুঝতে পারছি। বিশেষত, সে-কারণেও ওই উন্মাদিনীর নিকট আপনাকে একাকী যেতে দিতে আমি ভরসা পাচ্ছি না।

—কোনো ভয় নেই, ছন্দক। উন্মাদিনী হয়তো তার দুঃখের কাহিনী ব'লে নিজের হৃদয়ের ভার লাঘব ক'রতে চায়।

—তা চায় আপনি শুনুন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আপনার প্রতি ওর এই আচরণ অপমানজনক। কুমার, আমার বিনীত অনুরোধ, ওই বীভৎস শ্মশানভূমিতে অবতরণ না ক'রে নারীকে আপনি উঠে আসতে আজ্ঞা করুন!

ছন্দকের প্রতি কুমার গৌতম এমন এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রলেন, যে-দৃষ্টি পূর্বে কখনো সে দেখেনি।

—কেন ছন্দক, আমি রাজন্ শুদ্ধোদনের পুত্র ব'লেই কি নারীর ব্যবহারে তোমার এই উষ্মা?

—অবশ্যই কুমার! জনৈকা সাধারণ নারী এইভাবে আপনাকে আদেশ দানের ধৃষ্টতা প্রদর্শন ক'রবে কেন?

কুমারের ওষ্ঠাধরে পুনরায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সৌম্য, প্রশান্ত, স্নিগ্ধ হাস্যরেখা ফুটে উঠলো। ব'ললেন, ছন্দক! সম্মুখেই শ্মশানভূমি। জীবনাবসানে যেদিন এখানে আসতে হবে সেদিন কি রাজন্‌পুত্র এবং একজন সাধারণ পুরুষ কিম্বা নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে? তুমি বৃথা উত্তেজিত হচ্ছ, বন্ধু! তুমি লক্ষ্য করোনি, ওই প্রৌঢ়া নারীর কেশপাশ বিস্রস্ত, ঊর্ধাঙ্গ অনাবৃত? হয়তো লজ্জা-নিবারণের উপযুক্ত সম্পূর্ণ পরিচ্ছদও ওঁর অঙ্গে নেই। এমনও তো হ'তে পারে যে, সেই কারণেই নিরুপায় অবস্থায় গুল্মান্তরালে উপবিষ্টা থেকে সকাতরে আমাকে আহ্বান ক'রছেন? তা ভিন্ন, ওঁর অবয়ব, ওঁর কণ্ঠস্বরই সাক্ষ্য দান ক'রছে, বয়সে উনি প্রবীণা—আমার মতো যুবকের মাতৃস্থানীয়া। সর্বোপরি, উনি দুঃখিনী। ওঁর এই নিরুপায় করুণ আবেদন কর্ণপাত না ক'রলে আমিই যে মানবতার অবমাননার দায়ে দায়ী হবো, ছন্দক!—তুমি বিশ্রাম ক'রো, আমি ওঁর আবেদন শুনে আসি।

ছন্দক আর কোনো কথা ব'ললে না।

কণ্টকগুল্মসমাচ্ছন্ন উপলাস্তীর্ণ অবতলভূমিপথে নিম্নে শ্মশান-সমতলে অবতরণ ক'রলেন কুমার গৌতম।

চতুষ্পার্শ্বে অঙ্গাররাশি এবং অস্থিখণ্ডের মধ্যে অর্কগুল্মের পার্শ্বে একখানি একদা-মহার্ঘ অধুনা জীর্ণ, বিবর্ণ কাশীবস্ত্রকে আসনরূপে স্থাপন ক'রে তারই উপর উপবিষ্টা সেই প্রৌঢ়া নারী। নিম্নাঙ্গের পরিধানে বস্ত্রখণ্ডও অতি জীর্ণ একদা-মহার্ঘ কাশীবস্ত্র। নিকটবর্তী হ'য়ে নারীর দৃষ্টিবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ক'রেই কুমার বুঝতে পারলেন, প্রৌঢ়া প্রকৃতই উন্মাদিনী।

কুমারকে এত নিকটে দেখে শীর্ণা, প্রৌঢ়া নারীর কোটরগত চক্ষুদ্বয়ের অস্বাভাবিক দৃষ্টি কি এক বিচিত্র আনন্দের অভিব্যক্তিতে আকস্মিকভাবে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

কয়েকমুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে কুমারের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ ক'রলে উন্মাদিনী। তারপর আপনমনেই ব'লতে লাগলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই মুখ, সেই চোখ, সেই অবয়বগঠন! কিন্তু তার চেয়েও অনেক কমনীয়, অনেক তেজোদৃপ্ত, অনেক সুন্দর—বহুগুণে

সুন্দর! কত বলিষ্ঠ কিন্তু কত কমনীয় কান্তি! না, না, আমি চিনতে ভুল করিনি —আমি ভুল করিনি!

—আপনি কার কথা বলছেন, ভদ্রে?

—রাজন শুদ্ধোদনের কথা। বৎস, তুমিই না তাঁর পুত্র সিদ্ধার্থ?

—হ্যাঁ ভদ্রে! আপনার ধারণা যথার্থ।

উত্তেজিত আবেগে নারী ব'ললে, কত দূর দিয়ে যাচ্ছিলে, তবুও কিন্তু তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি! তাও লোকে বলে, শুভা নাকি উন্মাদিনী। রাজকুমার, তুমিই বলো তো, উন্মাদিনী হ'লে আমি তোমাকে চিনতে পারতাম?

কথাটি ব'লেই সরবে হেসে উঠলে নারী। সে হাসি উন্মাদিনীরই হাসি। হাসতে হাসতে অকস্মাৎ স্তব্ধ হ'য়ে পরক্ষণেই উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন। নিমেষে ভাবান্তর। ক্রন্দনাবেগে আকুল অবস্থায় হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ক্রন্দনবিকৃত স্বরে সে বল'তে লাগলো, বৎস রাজকুমার, তুমি কি জানো, এই অভাগিনীর নাম শুভা? আমাকে দেখে তুমি কি কল্পনাও ক'রতে পারবে যে এই হতভাগিনী একদা ছিল কপিলবাস্তুর অভিজাত রাজন্যবর্গের ভোগ্যা রাজগণিকা? পারবে না, কিছুতেই পারবে না। কেমন ক'রে পারবে? তোমার তো তখন শৈশবকাল। বৎস, তোমার কিশোর বয়সে নগরের রাজপথে তোমাকে আমি কতবার দেখেছি! তুমি তোমার পিতার চেয়ে শতগুণে সুন্দরকান্তি! তোমাকে দেখে কেন এই অভাগিনীর বক্ষ উদ্বেল হ'য়ে উঠলো রাজকুমার? কেন মনে হচ্ছে, তুমি আমারই সন্তান?

—ভদ্রে, আমি অবশ্যই আপনার সন্তানতুল্য।

—না, না, না, কেবলমাত্র সন্তানতুল্য নয়, আমারই গর্ভজাত সন্তান তুমি! কিন্তু আমি যে পাপীয়সী! তাই প্রসব ক'রেও তোমাকে আমি সেই মুহূর্তেই ত্যাগ ক'রেছিলাম! আমি যে জীবনে কত পাপ ক'রেছি কুমার, তা শুনলে ঘৃণায় তুমি শিহরিত হ'য়ে উঠবে! জানো, এই নিষ্ঠুরা দানবীর গর্ভে একে একে ষোলোটি সন্তান এসেছিল? বারোটি পুত্র, চারটি কন্যা। তাদের প্রত্যেকেই কিন্তু কপিলবাস্তু এবং দেবদহের অভিজাত শাক্যনায়কগণের দান! উঃ, কি ভীষণ! কি নির্মম! আমি সেই নিষ্পাপ শিশুদের গর্ভে ধারণ ক'রেছি, সুতীব্র প্রসবযন্ত্রণা সহ্য ক'রে তাদের জন্মদান ক'রেছি, কিন্তু তাদের একজনকেও স্তন্যপান করিয়ে আমার মাতৃত্বকে সার্থক ক'রতে পারিনি! আমি ভয়ংকরী দানবী! আমি পিশাচিনী!—ভীতি—আতংক! রাজগণিকাপদ থেকে পদচ্যুতির ভয়! হ্যাঁ, ভয়বিহ্বল হৃদয়ে সেই ষোলোটি পুষ্প-কোমল সদ্যোজাত নিষ্পাপ জীবন্ত শিশুকে তুলে দিয়েছি রাজন্যবর্গের নিয়োজিত কিংকর-কিংকরীগণের হাতে। কর্কশ বস্ত্রখণ্ডে আবৃত ক'রে সেই শিশুগুলিকে নিয়ে তারা প্রস্থান ক'রেছে রাত্রির অন্ধকারে। যখন তারা ফিরে এসেছে, তখন আমি একবারও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করবার সাহস পাইনি, আমার সেই সদ্যফোটা ফুলগুলিকে তারা কোথায় ফেলে এলো! আমি তো জানতাম, সেই কচি দেহগুলিকে কণ্ঠরোধে নিষ্প্রাণ ক'রে দিতে তাদের একমুহূর্তের অধিক সময় লাগবে না! তারপর সেই অতি ক্ষুদ্র নিষ্প্রাণ দেহ ডুবে যাবে এই রোহিণীর জলে। উঃ, কি নৃশংস! কি ভয়ঙ্করী দানবী আমি! কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো রাজকুমার, এ ভিন্ন রাজগণিকার অন্য কোনো উপায় ছিল না—

ব'লতে ব'লতে উন্মাদিনী শুভা মর্মান্তিক ক্রন্দন-উচ্ছ্বাসে আর্তনাদ ক'রে

লুটিয়ে পড়লে অর্ধদগ্ধ একখানি কাষ্ঠখণ্ডের উপর। কপাল বেয়ে তার রক্ত ঝ'রতে লাগলো।

কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। পরক্ষণেই তার দৃষ্টিতে ফিরে এলো কিছু পূর্বেকার সেই অসংলগ্ন অপ্রকৃতিস্থতার চিহ্ন। দৃষ্টি অস্বাভাবিক কিন্তু মুখের কথা সেই অনুপাতে অসংলগ্ন নয়।

—রাজকুমার! তোমাদের শাক্যরাজনবৃন্দের রীতি কেন এত নির্মম? প্রধানা রাজগণিকা কেবল তাঁদের ভোগ্যা রমণীমাত্র? সন্তানের জননী হ'য়েও জননীত্বে তার অধিকার নেই? কতবার মন বিদ্রোহ ক'রেছে, কিন্তু হার মেনেছি! কতবার ভেবেছিলাম, অন্তত, একটি সন্তানকে জীবিত রেখে বৈশালি, চম্পা কিম্বা মগধের রাজগৃহ নগরে সঙ্গোপনে পাঠিয়ে দিই। আমি গণিকা হ'লেও যে সন্তানের জননী, তার একটি নিদর্শন অন্তত থাক! কিন্তু ওই যে ব'ললাম, সাহস পাইনি! আমি যে জানতাম, পরিচারিকার ছদ্মবেশে আমারই ভবনে কর্মনিরত কোনো না কোনো দানবী গুপ্তচরের মাধ্যমে সে-সংবাদ চ'লে যাবে যথাস্থানে। তারপর কী হত, জানো? রাজগণিকার সুরম্য ভবন থেকে পদাঘাতে আমাকে বিতাড়িত করা হ'ত। উঃ রাজকুমার, রূপযৌবনের অধিকার সেদিন আমাকে কি নির্মম লুব্ধা পিশাচিনীই না ক'রে রেখেছিল! বিলাস-ব্যসন আর সম্পদের মোহ আমি ত্যাগ ক'রতে পারিনি। যৌবন-মদে উন্মত্তা শুভা সেদিন কি ক্ষণকালের জন্যেও ভেবেছে যে, রূপযৌবন চিরদিন থাকে না, থাকবে না!—আজ কোথায় সে রূপ, কোথায় সে যৌবন? আজ আমি বিগতযৌবনা, লোলচর্মা কুৎসিত এক ভিখারিণী নারী!...হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে! এই তো আমার প্রাপ্য দণ্ড! এখন আমাকে ভিক্ষান্নে জীবনধারণ ক'রতে হয়। ওই যে নদীর অপরতীরে কোলিয়গণের নগর রামগ্রাম, ওখানেও আমি ভিক্ষা ক'রতে যাই। ওরা আমাকে দেখে হাসে, বিদ্রূপ করে, অঙ্গে নিক্ষেপ করে নিষ্ঠীবন। কেন ক'রবে না? শাক্যেরা যে ওদের শত্রু! আর, আমি ছিলাম শাক্যপ্রভুদের আদরিণী বিলাস-সঙ্গিনী!—তবু জানো রাজকুমার, ওই যে অস্পৃশ্য শূদ্র চণ্ডাল পল্লীগুলি দেখছো, ওখানে গেলে তবু কিঞ্চিৎ খাদ্য-সংস্থান হয়। ওরা নিজেরাই প্রায়-অভুক্ত; তবু ওদের হৃদয় আছে! কিন্তু বারম্বার ওদের কুটিরদ্বারে গেলে ওদেরই যে বিব্রত করা হয়। ওরাই বা প্রতিদিন কেমন ক'রে আমাকে খাদ্য দেবে? তাই আর যাই না।......জানো, আজ দু'দিন আমি অভুক্ত? খাদ্যও আমি পাইনি কুমার!

অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলো শুভা।

কুমার গৌতম নির্বাক, নিশ্চল। আয়তলোচনযুগল অশ্রুবাষ্পে পরিপূরিত। বেদনায় তাঁর সকল অনুভূতিই যেন অসাড় হ'য়ে গেছে।

কয়েকমুহূর্তের ব্যবধানেই পুনর্বার উচ্চকণ্ঠে উন্মাদিনীর হাসি হেসে উঠলো শুভা। তার সেই উচ্চকিত হাসিতে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো শ্মশানপ্রান্তর।

—রাজকুমার, আজ বোধ হয় কেউ বিশ্বাস ক'রবে না, বিগতযৌবনা, পলিতকেশা, ধূলিধূসর দেহ এই ঘৃণ্যা নারীকে সুরাপ্রমত্ততার উচ্ছ্বাসে কত শাক্য প্রধানই না পত্নীর মর্যাদা দান ক'রতে চেয়েছেন! দৈহিক রূপে আমি যে ছিলাম অসামান্য রূপবতী! তোমার পিতা শুদ্ধোদন, পিতৃব্য শাক্যোদন, রাজভিষক্ সঞ্জয়, সেনাপতি সুলভশাক্য, সহদেবশাক্য, রাজন্য কুলিকশাক্য—কোন্ অভিজাত শাক্য নায়ক আমার পরিচিত নয়? তাঁরা প্রত্যেকেই এই শুভার ভবনে কতবার পদধূলি দান

ক'রেছেন! আর আজ? রাজপথ দিয়ে তাঁদের রথ চ'লে যায়—আর ভিখারিণী শুভা পথের পাশে ব'সে তাঁদের দেখে। তাঁরা শুভাকে আর চিনতে পারেন না, চিনতে চান না। আমার চোখে জল আসে।......কিন্তু কেন আসবে জল? এই তো জগতের নিয়ম! তাহ'লে আমি দুঃখ করি কেন, বলোতো? কিন্তু তাঁরাও তো সেদিন মনে রাখেননি, যৌবন ক্ষণস্থায়ী? মনে রাখেননি, জরা, বার্ধক্য তাঁদেরও একদিন অনিবার্যভাবে গ্রাস ক'রবে? যে-দেহসুখের জন্যে প্রমত্ত আকাঙ্ক্ষা, সেই দেহও একদিন মৃত্যুর স্পর্শে হ'য়ে যাবে নিস্পন্দ। তারপর আসতে হবে এই শ্মশানভূমিতে!

কথা ব'লতে ব'লতে অকস্মাৎ নিজের রুক্ষ, শীর্ণ, মলিন করতলে কুমার গৌতমের একখানি হস্ত নিবিড়ভাবে আকর্ষণ ক'রে প্রগাঢ় আবেগে শুভা ব'ললে, রাজকুমার! আমার মন ব'লছে, তুমি আমারই গর্ভজাত সন্তান! ষোলোটি পুত্র-কন্যার মধ্যে আমার একটি পুত্র নিশ্চয়ই সেই নিষ্ঠুরা কিঙ্করীগণের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল! সে তুমি—সে নিশ্চয়ই তুমি!—আমাকে একবার মা ব'লে ডাকবে রাজকুমার? একবার কেবল বলো, মা—

—আপনি আমার মাতৃস্থানীয়া। কিন্তু মা, আমি অবশ্যই রাজন্ শুদ্ধোদনের পুত্র, কিন্তু আমার জন্মদাত্রী জননী ছিলেন মায়াদেবী।

—কে মায়াদেবী? না, না, কোনো মায়াদেবী নয়। তুমি রাজন্ শুদ্ধোদনের পুত্র, তোমাকে গর্ভে ধারণ ক'রেছিলাম আমি! তুমি আমার পুত্র—হ্যাঁ, আমারই!... তুমি যদি আমার পুত্রই হও তাহ'লে পুত্রের নিকট কিছু প্রার্থনা ক'রতে মায়ের লজ্জা কী? কয়েকটি কার্ষাপণ আমাকে ভিক্ষা দেবে কুমার? বড়ো জঠরজ্বালা—

সুগভীর বেদনাবিহ্বল একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে ক্রন্দনরতা শুভার হস্তে দু'টি সুবর্ণমুদ্রা দিলেন কুমার। তারপর নীরবে স্থানত্যাগ ক'রে প্রতীক্ষমান ছন্দকের উদ্দেশ্যে উপরদিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন।

কয়েকমুহূর্ত পরে হঠাৎ নিম্নের শ্মশানভূমি থেকে কণ্টকগুল্ম এবং উপলখণ্ডের ভিতর দিয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্যার মতো উপরদিকে ধাবিত হ'তে হ'তে বিকৃতস্বরে উন্মাদিনী শুভা চিৎকার ক'রতে লাগলো, এ সুবর্ণমুদ্রা তুমি নিয়ে যাও বৎস, এ তুমি নিয়ে যাও—

কুমার দাঁড়িয়ে প'ড়লেন।

শুভা ততক্ষণে তাঁর নিকটে চ'লে এসেছে। পরিধেয় জীর্ণ বস্ত্রখানি কণ্টকাঘাতে ছিন্নপ্রায়। কপাল থেকে তখনো রক্তধারা ঝ'রছে।

—এই নাও রাজকুমার, নিয়ে নাও সুবর্ণমুদ্রা। এ আমি চাই না—

—কেন মা? জঠরজ্বালা নিবারণের জন্য আপনার তো প্রয়োজন!

—জঠরজ্বালা! তোমার প্রদত্ত এ মুদ্রায় কিছুদিনের জন্য হয়তো আমার জঠর-জ্বালা শান্ত হবে, কিন্তু তারপর? আমার মনের এ দুঃসহ জ্বালা নিবৃত্ত হবে কিসে? শুনলে না, আমি মহাপাপিষ্ঠা? কৃতকর্মের দুঃসহ দহনে আমার হৃদয় দিবারাত্রি জ্বলছে! আমি এ সুবর্ণমুদ্রা চাই না রাজকুমার, আমি শান্তি চাই! হৃদয়ের এই অসহ্য দহনজ্বালা থেকে কেমন ক'রে মুক্তিলাভ ক'রবো, আমাকে সেই কথা ব'লে যাও—

আর্তনাদ ক'রে শুভা আবার লুটিয়ে পড়লে উপলাস্তীর্ণ ভূমিতলে। সুবর্ণমুদ্রা

দূরে নিক্ষেপ ক'রে উন্মাদিনী কাঁদতে লাগলো, বলো বৎস, আমাকে উপায় ব'লে দিয়ে যাও ! এ-জ্বালা আমি যে আর সহ্য ক'রতে পারছি না—

বেদনাঘন অশ্রুসজল দৃষ্টিপাত ক'রে কুমার ব'ললেন, সে-মুক্তির উপায় তো আমি জানি না মা!

ভূলুণ্ঠিতা উন্মাদিনী তখনো ভগ্নস্বরে চীৎকার ক'রে চ'লেছে, এ-জ্বালা বড়ো নির্মম, বড়ো নির্দয়। এ-জ্বালা আমাকে উন্মাদ ক'রে দিয়েছে। আর সহ্য ক'রতে পারছি না—আর পারছি না—

অশ্রুসজল নেত্রে অভাগিনীর দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত ক'রলেন কুমার। তারপর অবসন্নের মতো উপর দিকে উঠতে লাগলেন।

অবশিষ্ট পথ কুমার সম্পূর্ণ নির্বাক।

সূর্য অস্তমিত হ'লেও দিনশেষের ম্লান আলো তখনো সম্পূর্ণ অন্ধকারে আবৃত হয়নি। তোরণদ্বার অতিক্রম ক'রে নগরে প্রবেশ ক'রলেন কুমার। সংস্থাগার-সন্নিহিত পদ্মসরোবর-সমন্বিত রমণীয় জম্বুকাননের নিকটবর্তী হ'তেই সম্মিলিত পুরুষকণ্ঠের একটি বিশৃঙ্খল কলরব শ্রুত হ'ল।

—কী ব্যাপার ছন্দক? মনে হয়, কোনো বাদ-বিসম্বাদ চ'লছে!

—কিছুই বুঝতে পারছি না, কুমার! তবে ওরই ভিতর উচ্চগ্রামে একটি কণ্ঠস্বর মনে হচ্ছে আপনার শ্যালক দেবদত্তের।

—অশ্বের গতিবৃদ্ধি করো! সত্বর চলো—

দুটি অশ্বেরই গতিবৃদ্ধি হ'ল।

কিছু পথ দ্রুত অতিক্রম ক'রে কলরব-উৎসের নিকটবর্তী হ'তেই কুমার দেখলেন, পথিপার্শ্বস্থ জম্বুকাননের একেবারে প্রান্তে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি সহ একদল শাক্য-যুবক এক কাষ্ঠকৌপীনধারী যোগীর প্রতি বিভিন্ন অশ্লীল মন্তব্য নিক্ষেপ ক'রছে এবং সজোরে হেসে উঠছে। তাদেরই সম্মুখে যোগীর জটাজুট সবলে মুষ্টিবদ্ধ ক'রে দেবদত্ত বীরবিক্রমে দণ্ডায়মান। তার বামহস্ত যোগীর মস্তকে, দক্ষিণ হস্তে উন্মুক্ত তরবারি।

যোগীর উদ্দেশ্যে দেবদত্তের সগর্জন উক্তি কুমার গৌতমের কর্ণে প্রবিষ্ট হ'ল, হে জিতেন্দ্রিয় পরম জিন! কামপ্রবৃত্তিকে যদি জয় ক'রেই থাকো তাহ'লে এত ভীতি কেন? কাষ্ঠকৌপীন পরিধান ক'রলেই ইন্দ্রিয় জয় করা যায় নাকি? নগ্ন শ্রমণ-গণের ন্যায় ওই তুচ্ছ আবরণটিও পরিত্যাগ ক'রতে আপত্তি কী? যদি এ-কথাই সত্য হয় যে তুমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ক'রেছ তাহ'লে তোমার তো নারী-পুরুষ ভেদাভেদ-জ্ঞানও লুপ্ত হওয়ার কথা! তাহ'লে আমার আদেশ পালনে তোমার বাধা কোথায়? শোনো যোগী, আমার নাম দেবদত্তশাক্য। আমি যা অভিলাষ করি, তা পূর্ণ না ক'রে পশ্চাদ্‌পদ হওয়া আমার স্বভাবে নেই। আমি তোমাকে যথেষ্ট সময় দান ক'রেছি, আর বিলম্ব নয়! আমাদের সকলের সমক্ষে ওই সুন্দরী গণিকা রমণীকে বিবস্ত্রা ক'রে প্রথমে তাকে পূজা করো তারপর ক'রবে আলিঙ্গন! তোমার চিন্তা নেই। কিঞ্চিৎ অর্থমূল্যে ওই নারী রাজপথে প্রকাশ্য আলোকে নগ্নিকা হ'তে সম্মত হ'য়েছে। অর্থমূল্য আমিই দান ক'রেছি, তোমাকে ক'রতে হবে না। তুমি কেবল পূজা এবং

আলিঙ্গন ক'রবে, এই আমার আদেশ। আমরা সেই রমণীয় কৌতুকদৃশ্য উপভোগ ক'রতে চাই!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না।—সোৎসাহে চীৎকার ক'রে ব'ললে দেবদত্তের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সঙ্গী কোকিলক।—দেবদত্তের আদেশ পালন না করলে আজ তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে যোগী! সারারাত্রি তোমাকে ওই গণিকার গৃহে আবদ্ধ ক'রে রাখা হবে!

হা হা ক'রে অট্টহাস্যে জম্বুকাননকে মুখরিত ক'রে তুললে খণ্ডধ্বজ, সগরদত্ত প্রমুখ দেবদত্তের অন্যান্য সঙ্গী।

কুমার গৌতম তখনো অশ্বপৃষ্ঠে। ভীত চকিত অসহায় যোগীর দিক থেকে দৃষ্টিপরিবর্তন ক'রে তিনি দেখলেন, অদূরে দণ্ডায়মানা এক নগর-গণিকা। তার ওষ্ঠাধরে কৌতুকের হাসি। অপাঙ্গে সে এক-একবার যোগীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রছে আর মৃদু মৃদু হাসছে।

দেবদত্তের অধৈর্য কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় আরো উচ্চগ্রামে উঠলো।

—বহু সময় অকারণে নষ্ট ক'রেছ যোগী, আর নয়। আমি অর্থব্যয় ক'রেছি সুতরাং ইচ্ছাপূরণ ক'রবোই! তোমাকে আর এক পল মাত্র সময় দিচ্ছি। হয় স্বেচ্ছায় আমার আদেশ পালন করো নতুবা আমি তোমাকে তা ক'রতে বাধ্য ক'রবো! প্রস্তুত হও—

আর কথা বলবার অবকাশ পেলো না দেবদত্ত। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতীর্ণ দ্রুতধাবিত কুমার গৌতমের অতি প্রচণ্ড একটি মুষ্ট্যাঘাত এসে পড়লো তার গণ্ডদেশে। সঙ্গে সঙ্গে ভূপাতিত হ'ল দেবদত্ত—অসি হস্তচ্যুত।

এই ঘটনার আকস্মিকতায় কয়েকমুহূর্তের জন্য বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছিল দেবদত্ত। কিন্তু কুমার গৌতমকে দেখতে পেয়েই সলম্ফে সে উঠে দাঁড়ালে। তার চোখ দু'টি তখন হিংস্র শ্বাপদের মতো জ্ব'লছে।

দেবদত্তের সঙ্গীবৃন্দ এই আকস্মিক রসভঙ্গে হতচকিত। গণিকা যুবতীও ত্রস্ত, বিভ্রান্ত। সভয়ে সে কিঞ্চিৎ দূরে স'রে গেল। দেবদত্তকে আঘাতকারী যুবক যে রাজন্ শুদ্ধোদনের পুত্র কুমার গৌতম, তা সে বুঝতে পেরেছে। কারণ, রথারোহণে নগর-পরিক্রমারত কুমারকে সে নিজগৃহের অলিন্দ থেকে কয়েকবার দেখেছে!...... তার বক্ষ কম্পিত হ'তে লাগলো। কে জানে, অদৃষ্টে কী আছে!

কুমার স্বস্থানে দণ্ডায়মান। অবিচলিত, নিষ্কম্প, নির্ভয়।

ছন্দক বিদ্যুৎবেগে কুমারের পার্শ্বে এসে স্থান গ্রহণ ক'রলে। কারণ, ক্ষিপ্ত দেবদত্ত ততক্ষণে হস্তচ্যুত অসিখানি পুনরায় হস্তে নিয়ে আঘাতে উদ্যত কিন্তু কুমার নিরস্ত্র।

—সিদ্ধার্থ! তোমার এত দুঃসাহস যে তুমি আমাকে মুষ্ট্যাঘাত ক'রলে?

—তোমাকে নয় দেবদত্ত! যে অশুভ পিশাচ তোমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, আমি আঘাত ক'রেছি তাকে।

—স্তব্ধ হও! তোমার এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত উত্তর তোমাকে পেতেই হবে!

—দেবদত্ত! এই নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত যোগী কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী সাধক। তাঁকে এই কদর্যপন্থায় অপমান ক'রে কৌতুকবোধে উল্লসিত হ'তে তোমার শুভবুদ্ধিতে মুহূর্তের জন্য অস্বস্তিবোধ হ'ল না?

—না—না—না!—তীব্র, কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলো দেবদত্ত।—তোমার জ্ঞানদানের স্পৃহা সম্বরণ করো, সিদ্ধার্থ! আজ পর্যন্ত কেউ আমার কেশাগ্র স্পর্শ করবার ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সাহসী হয়নি আর তুমি কিনা আমাকে প্রকাশ্যে এইভাবে আঘাত ক'রলে? তুমি রাজপুত্র ব'লেই কি তোমার এই দুঃসাহস?

—দুঃসাহস নয় দেবদত্ত, সৎসাহস। রাজপুত্র পরিচয়ে তোমাকে আঘাত করিনি—সিদ্ধার্থ গৌতম পরিচয়েই মুষ্ট্যাঘাত ক'রেছি।

—সিদ্ধার্থ গৌতম! মহান শাক্যযুবক!—শ্লেষের সুতীব্র বিষ নিঃসৃত হ'ল দেবদত্তের মুখ থেকে।—শোনো সিদ্ধার্থ গৌতম, তোমার ভণ্ডসুলভ আচরণে শাক্যনায়কগণ বিভ্রান্ত হ'তে পারেন, আমি হবো না! তুমি আমার জ্যেষ্ঠাভগিনীর স্বামী হ'লেও এ-আচরণ আমি বিস্মৃত হবো না তা জেনে রাখো। এ-অপমানের প্রতিশোধ একদিন আমি গ্রহণ ক'রবোই! আজ হোক, কাল হোক কিম্বা বর্ষ-বর্ষান্তরে হোক, আমারই হস্তে তোমার নিধন! এই আমার প্রতিজ্ঞা!

—আমাকে নিধন ক'রতে চাও, করো দেবদত্ত। কিন্তু তার পূর্বে যে অশুচি এক কুৎসিত দানব এই মুহূর্তে তোমার বিবেকবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, সেই দানবকে সংযত করো।

—এই যে ক'রছি।

উন্মুক্ত অসি হস্তে চকিতে কুমারের দিকে ধাবিত হ'ল দেবদত্ত। কিন্তু ছন্দকও সেই মুহূর্তে নিজের অসিকোষ থেকে অসি নিষ্কাষিত ক'রে প্রস্তুত। কুমারকে অন্তরাল ক'রে সে নিজেই দণ্ডায়মান হ'ল দেবদত্তের উদ্যত অসির সম্মুখে। কিন্তু কুমার গৌতম মুহূর্তের মধ্যে ছন্দকের হস্ত থেকে অসিখানি নিজ দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ ক'রে বামহস্তে ছন্দককে পার্শ্বে সরিয়ে দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে নিবারিত ক'রলেন দেবদত্তের শাণিত তরবারি।

কুমার গৌতম এবং দেবদত্তের অসি-যুদ্ধের ঝঞ্ঝনায় সচকিত হ'য়ে উঠলো সায়ংসন্ধ্যার রাজপথ। দেবদত্তের সঙ্গীবৃন্দ রুদ্ধশ্বাসে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দণ্ডায়মান হ'ল।

অসিযুদ্ধের স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক পল।

তারপরই কুমার গৌতমের সুকৌশল কৃপাণাঘাতে হস্তচ্যুত হ'ল দেবদত্তের অসি। জ্যা-মুক্ত শরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে সেই অসির শাণিত অগ্রভাগ গিয়ে বিদ্ধ হ'ল নিকটস্থ একটি নবীন জম্বুবৃক্ষের কাণ্ডে। বৃক্ষে বিদ্ধ অসি ঈষৎ আন্দোলিত হ'তে লাগলো।

দেবদত্ত অসহায় দৃষ্টিপাতের পর নত ক'রলে তার চূড়ান্ত গ্লানিধিকৃত মুখ।

—তোমার প্রতিজ্ঞা আজ পূর্ণ হ'ল না দেবদত্ত!—প্রশান্ত, নিরুত্তাপ কণ্ঠে কুমার গৌতম ব'ললেন, আমি পুনর্বার তোমাকে অনুনয় করছি, শুভবুদ্ধিকে এইভাবে যেন বিকারগ্রস্ত হ'তে দিও না! অশুভ বুদ্ধি কোনো কল্যাণসাধন করে না ; হৃদয়কে তা কেবল কলুষিত-ই করে।

দেবদত্ত তখন নিষ্ফল ক্রোধে নির্বাক। সেই সঙ্গে এত সংক্ষিপ্ত সময়ে শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি। নীরবে, নতমুখে জম্বুবৃক্ষকাণ্ডে বিদ্ধ তরবারিখানি মুক্ত ক'রে কোষবদ্ধ ক'রতে ক'রতে সঙ্গীগণ সহ সে দ্রুত স্থানত্যাগ ক'রলে।

যোগী বিমূঢ়ভাবে দণ্ডায়মান। গণিকা যুবতী ভীত, কম্পিত চিত্তে নিশ্চল।

যোগীর উদ্দেশে কুমার ব'ললেন, ভদন্ত! ওদের বুদ্ধিভ্রংশ বশত ওরা আপনাকে এই লাঞ্ছনা ক'রেছে। আপনার উদার হৃদয় দিয়ে ওদের আপনি ক্ষমা ক'রবেন!

কৃতজ্ঞচিত্তে কুমারকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন ক'রে প্রস্থান ক'রলেন যোগী।

কুমার অতঃপর গণিকা যুবতীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। যুবতীর মুখমণ্ডল তখন ভয়ে বিবর্ণ, পাংশু হ'য়ে গেছে। কুমারের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রতেও সে সক্ষম হ'ল না।

—ভগ্নী!—কুমারের স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর।

প্রচণ্ড বিস্ময়াহত যুবতীর সর্বাঙ্গ কম্পিত হ'তে লাগলো। এ কী সম্বোধন! তার গণিকা-জীবনে কোনো যুবকের মুখে এ-সম্বোধন সে শোনেনি।

—তুমিও তোমার আলয়ে প্রত্যাবর্তন করো ভগ্নী! তুমি গণিকা হ'লেও তো মাতৃজাতি! তোমার প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, যে আচরণে নির্দোষ, নিষ্পাপ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়, কিঞ্চিৎ অর্থলোভে সে-আচরণে যেন কদাপি প্রবৃত্ত হ'য়ো না!

গণিকা যুবতীর কপোল বেয়ে তখন অশ্রুধারা নেমেছে। বাক্‌স্ফুরণের ক্ষমতা লুপ্ত। নতমুখে কুমারের উদ্দেশ্যে প্রণাম জ্ঞাপন ক'রে সে ত্রস্তার ন্যায় প্রস্থান ক'রলে।

ছন্দকের হস্তে অসি প্রত্যর্পণ ক'রলেন কুমার। নয়নযুগল অশ্রুসজল।

—আপনার চোখে জল কেন, কুমার?

—হ্যাঁ ছন্দক, আমি অশ্রুবেশ সম্বরণ ক'রতে পারছি না। আজ এই মাত্র কয়েক-মুহূর্তের মধ্যে আমি অনুভব ক'রলাম, ক্রোধবৃত্তিকে সংযত করবার সামর্থ্য আমি অর্জন করিনি।

—কিন্তু এ-অবস্থায় অন্য কোনো উপায় তো ছিল না, কুমার!

—কি জানি! কিন্তু যুক্তিপূর্ণ বাক্যে দেবদত্তকে নিরস্ত করবার পরিবর্তে আমি যে ক্রোধের বশীভূত হ'য়ে উগ্র আচরণ ক'রেছি, এ-কথা তো বাস্তব সত্য! নিজ হস্তকে কলুষিত বোধ হচ্ছে। সত্বর পদ্ম-সরোবরে চলো, ছন্দক। সর্বাগ্রে আমার এই কলুষিত হস্তকে নির্মল সলিলে প্রক্ষালন ক'রতে হবে!

॥ ৪ ॥

কত উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার পর উদ্বেগের অবসান!

গৌতমী যেদিন জ্ঞাত হ'লেন, বধূ যশোধরার মাতৃত্ব-সম্ভাবনা সূচিত হয়েছে, সেদিন তাঁর পরিতৃপ্তির সীমা ছিল না। সাড়ম্বরে নগরদেবতা শাক্যবর্ধনের পূজা দিয়েছেন তিনি। দেব শাক্যবর্ধন প্রসন্ন হোন! প্রসন্ন হোন ব্রহ্মদেব! এতদিনে অভীপ্সিত বন্ধন-সূত্র তার আগমন-সঙ্কেত জ্ঞাপন ক'রেছে। পরমা রূপবতী যুবতী ভার্যার উপচিত রূপ-যৌবন, বিবিধ প্রমোদ-উপকরণ, বিভিন্ন উৎসবসমারোহ—কোনো কিছুই যাকে এতদিন পরিপূর্ণরূপে সংসারে আসক্ত ক'রতে সক্ষম হয়নি, এইবার সেই অনাসক্ত গৌতম আবদ্ধ হবে অপত্যস্নেহের দুশ্ছেদ্য মায়াজালবন্ধনে!

বধূ যশোধরা এতদিনে বিজয়িনী। নিস্পৃহ স্বামীকে অনুরাগস্পর্শে উদ্বুদ্ধ ক'রেছে সে। দেবশিশুর ন্যায় অনিন্দ্যকান্তি নবজাতকের আগমন হোক যশোধরার

ক্রোড়ে! সেই ভাবিষ্য-জাতক যেন বসন্ত-সমাগমে নিষ্ঠুর শিশিরঋতু বিদূরণের ন্যায় তার জনকের হৃদয় থেকে অনীহা, অনাসক্তির সর্বশেষ স্পর্শটুকুকেও নিঃশেষে নিষ্ক্রিয় ক'রতে সক্ষম হয়! সফল হোক রাজজ্যোতিষীবৃন্দের সেই গণনা—প্রবল পরাক্রান্ত রাজচক্রবর্তী হবেন সিদ্ধার্থ গৌতম। অমিতপরাক্রমে তিনি প্রতিষ্ঠা ক'রবেন সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য।

আনন্দাশ্রুবিগলিত নয়নে সদ্য অন্তর্বত্নী যশোধরাকে আশীর্বাদ ক'রেছেন গৌতমী। নিবিড় মমতায় তাকে বক্ষে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রেছেন। মস্তকচুম্বন ক'রে আশীর্বাণী উচ্চারণ ক'রেছেন, সার্থক জননী হও, বৎসে! হও চিরভাগ্যবতী রাজচক্রবর্তীমহিষী!

যশোধরা রোমাঞ্চ-পুলকে অধীরা। তার হৃদয়াবেগ যেন পূর্ণবর্ষায় প্রমত্তা রোহিণী নদীর কুলপ্লাবী স্রোতোধারার ন্যায় দিশাহারা।

অজস্র বিকশিত কুবলয়ের বর্ণসুষমায় ভবনোদ্যানসংলগ্ন সরোবর উজ্জ্বল। উদ্যানে কুরুবককুঞ্জে শুভ্রতার সমারোহ। সর্জবীথিসংলগ্ন কাননে বন্ধুক, শেফালিকা, সপ্তপর্ণীর শাখায় শাখায় পুষ্পসমারোহ। প্রিয়ঙ্গুলতাও শরৎ-অভ্যর্থনায় সজ্জিতা হয়েছে পুষ্পসম্ভারে। উজ্জ্বল নীলাকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র মেঘখণ্ড সতত সঞ্চরমান।

এ-সবই ঋতুচক্রের আবর্তনে প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম। শরৎ-সমাগমে এই প্রসন্ন উজ্জ্বলতা এ-বর্ষেই প্রথম নয়। কিন্তু যশোধরার প্রতিদিন মনে হয়, এর পূর্বে শরৎ ঋতু এমন প্রাণবন্ত হ'য়ে কখনো আসেনি। এ-বর্ষে সকল কিছুই অভিনব সুন্দর!

যশোধরার প্রিয় রঞ্জনীবীণাটি এতদিন অবহেলিত হ'য়ে প'ড়ে ছিল। ধূলি-মলিন সেই বীণার তন্ত্রীতে আবার লেগেছে যশোধরার করস্পর্শ। সুর-ঝঙ্কার উৎসারিত হ'তে আরম্ভ ক'রেছে রঞ্জনীবীণায়।

সেদিন শারদ-পূর্ণিমা।

প্রদোষকালের পূর্বেই অঙ্গরাগ প্রসাধন সমাপন ক'রেছে যশোধরা। রত্ন আভরণবর্জিত পুষ্প প্রসাধন। কুমার গৌতম পুষ্প প্রসাধনই ভালোবাসেন।

কণ্ঠে শুভ্র মালতীমালিকা, রত্নখচিত সুবর্ণকেয়ূরের স্থান গ্রহণ ক'রেছে উত্তরার সযত্নরচিত কুটজকুসুমের কেয়ূর। যদিও বর্ষান্তে কুটজকুসুম বিরল, কিন্তু ভবন-সংলগ্ন উদ্যানে কয়েকটি কুটজবৃক্ষে পুষ্পসম্ভার এখনো নিঃশেষিত হয়নি। অতি সন্তর্পণে উদ্যান থেকে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন ক'রে এনেছে উত্তরা। যশোধরার কেশদাম সজ্জিত করবার জন্য সংগ্রহ ক'রেছে সুস্নিগ্ধ মাদকগন্ধী যোজনগন্ধার স্তবক। সপ্তপর্ণী পুষ্পগুচ্ছে রচিত হয়েছে সীমন্ত-মালিকা। সর্বাঙ্গে প্রিয়ঙ্গু-পরাগ।

অগুরুচন্দন গন্ধে কক্ষ আমোদিত। দক্ষিণ বাতায়নতলে সুবর্ণপাত্রে রক্ষিত হ'য়েছে চন্দনপঙ্কপ্রলিপ্ত কুন্দ ও মল্লিকা পুষ্পরাশি। সুগন্ধবহ সেই পুষ্পরাজির সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়েছে পুষ্পাভরণসমূহের সুস্নিগ্ধ সুবাস।

কুমার আজ অন্যত্র গমন না ক'রে পুরোদ্যানেই বিচরণরত। আর অল্পকাল পরেই দিবসালোক অবসৃত হ'য়ে পূর্বাকাশ থেকে প্রস্ফুট হবে শারদপূর্ণিমার চন্দ্রালোক।

কুমারের প্রত্যাগমনের সময় হ'য়েছে। তার পূর্বেই রঞ্জনীবীণায় সুর-আলাপনে ব্যাপৃতা হয়েছে যশোধরা। বীণাযন্ত্রে তন্ময় যশোধরার দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল উত্তরা। তারপর প্রভুপত্নীর অগোচরে তার উদ্দেশ্যে

করযোড়ে একটি প্রণাম নিবেদন ক'রে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে সে কার্যান্তরে গমন ক'রেছে।

প্রদোষকাল সমাগত।

যশোধরার করস্পর্শে রঞ্জনীবীণানিঃসৃত সুরঝঙ্কারে কক্ষাভ্যন্তরের পরিমণ্ডল সদ্য সুমিষ্টধ্বনিতরঙ্গে তরঙ্গায়িত হ'তে আরম্ভ ক'রেছে, এমন সময় ব্যগ্র, ত্রস্ত-ভঙ্গিতে দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হ'ল উত্তরা।

—দেবি!

উত্তরার আকস্মিক ত্রস্ত-কম্পিত সম্বোধনে মনোযোগ খণ্ডিত হ'ল যশোধরার। বীণাতন্ত্রীতে করাঙ্গুলি বিরত ক'রে সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন ক'রলে, কী সংবাদ উত্তরা? কন্ঠস্বর কম্পিত কেন?

—কুমার আসছেন, দেবি!

—আসছেন!—যশোধরার কণ্ঠস্বর উদ্বেল আবেগে পরিপূর্ণ।

—কিন্তু দেবি! কুমারের সঙ্গে একটি কৃষ্ণকায় বালক। দূর থেকে দেখে অনুমান হ'ল, বালকটি সম্ভবত চণ্ডালবংশীয়। এবং কুমার সেই অস্পৃশ্য বালকটির হস্তধারণ ক'রে ভবন অভিমুখে আসছেন।

—সে কি!

—হ্যাঁ, দেবি! বাতায়নপথে নিরীক্ষণ করুন, প্রাচীরদ্বার অতিক্রম ক'রে পুষ্প-বিতানের পথে কুমার প্রায় ভবন-সন্নিকটে এসে উপনীত হ'য়েছেন!

কয়েক মুহূর্ত যেন বিমূঢ় হ'য়ে রইলো যশোধরা। তারপর ত্রস্তপদে বাতায়ন-সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, উত্তরার বিবরণ সত্য। জীর্ণবস্ত্রখণ্ডপরিহিত কৃষ্ণকায় এক চণ্ডালবালকের হস্তধারণ ক'রে এগিয়ে আসছেন কুমার।

দ্রুতপদে দ্বিতল থেকে অবতরণ ক'রলে যশোধরা। সে যখন সোপানশ্রেণীর নিম্নপ্রান্তে এসে উপনীত হ'য়েছে ঠিক তখনই সোপান সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন কুমার। শীর্ণদেহ এক চণ্ডালবালকের একখানি হস্ত তখনো তাঁর করধৃত। বালকটির মুখমণ্ডল বিশুষ্ক ; দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক ভীতির চিহ্ন এবং ভীতি-জনিত অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার কৃশদেহ কম্পমান।

যশোধরার বিস্ময়বিমূঢ়তা লক্ষ্য ক'রলেন কুমার। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব'ললেন, এই বালকটি নিরতিশয় ক্ষুধার্ত, যশোধরা। রন্ধনশালার পশ্চাতে উচ্ছিষ্টকুণ্ড থেকে ও খাদ্যসংগ্রহের চেষ্টা করছিল। কিন্তু কিঙ্করগণ ওকে বন্দী ক'রে আমার নিকটে উপস্থিত ক'রেছে। তুমি সত্বর ওকে আবশ্যকমতো আহার্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করো!

যশোধরা অস্ফুটস্বরে ব'ললে, চণ্ডাল বালককে আহার্য পরিবেশন ক'রতে হবে?

কুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্মিতহাস্যের দীপ্তি-উদ্ভাসিত দৃষ্টি মেলে ব'ললেন, হ্যাঁ যশোধরা, বালকটি চণ্ডালবংশীয়ই বটে। কিন্তু আমাদেরই ন্যায় মানবসন্তান!

মুহূর্তের মধ্যে আত্মসম্বরণ ক'রে নিয়ে যশোধরা ব'ললে, তোমার আদেশ আমার নিকট অবশ্যই অলঙ্ঘ্যনীয়। তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার প্রভু!

—এ-জগতে কেউ কারো প্রভু নয়, যশোধরা। আমি তোমাকে আদেশ করিনি, ক'রেছি অনুরোধ।

—তোমার অভিপ্রায় অবশ্যই পালিত হবে, আর্যপুত্র! আমি এই মুহূর্তেই এই

ক্ষুধিত বালকের জন্য আহার্যের আয়োজন করছি। উত্তরা! সূপকারের নিকট থেকে কদলীপত্রে এই বালকের উপযুক্ত কিছু আহার্যসামগ্রী নিয়ে আয়—

উত্তরা প্রস্থানোদ্যত হ'ল। তাকে হস্তের ইঙ্গিতে নিষেধ ক'রে যশোধরার দিকে পুনর্বার দৃষ্টিপাত ক'রলেন কুমার।—কদলীপত্রে কেন যশোধরা? কেন ধাতুপাত্র নয়?

যশোধরা নিতান্ত অসহায় করুণ নেত্রে একবার স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে নয়নদ্বয় আনত ক'রলো।......এ কী অভাবিত অসম্ভব আদেশ! ক্ষত্রিয়গৃহের তৈজসপত্রে অস্পৃশ্য চণ্ডালবালককে আহার্য দান ক'রলে অচিরে সে-বৃত্তান্ত প্রচারিত হবে নগরে। তারপর উঠবে বিক্ষোভের প্রবল ঝঞ্ঝা! সে ঝঞ্ঝা কেবল কপিলবাস্তুর নয়, দেবদহের শাক্যগণকেও ক'রে তুলবে উত্তাল!

আজ এই স্নিগ্ধ শারদ-পূর্ণিমা সন্ধ্যায় যশোধরাকে এ কী কঠিন পরীক্ষার সম্মুখে নিক্ষেপ ক'রলেন তার প্রিয়তম স্বামী!

কম্পমান চণ্ডালবালকের নিকট সমস্ত ব্যাপারটি এত আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত যে ভীতির পরিবর্তে বিস্ময়ে সে তখন হতবাক। রাজকুমার তাহ'লে দণ্ডদানের জন্য তাকে বন্দী করেননি? বরঞ্চ তার বিপরীত! রাজকুমার তাকে রাজভোজ্য দানের জন্য বন্দী ক'রেছেন! চণ্ডালের পক্ষে সে যে অকল্পনীয়—স্বপ্নেরও অতীত!

শৈশব থেকেই উদরপূর্তি তার অজ্ঞাত। কীটদষ্ট যবচূর্ণ, নিকৃষ্ট তণ্ডুলের ভগ্ন কণাজক, কয়েকপ্রকারের শাক এবং ক্বচিৎ-কদাচিৎ কোনো বন্যফল—এই আহার্যেই সে অভ্যস্ত। তাও আবার কখনো কখনো অর্ধাশন।

এই বালকটি বিগত বর্ষাঋতুতে তার ভূমিদাস পিতার সঙ্গে নগরে এসে একদিন পথ হারিয়ে ফেলেছিল। রাজপথপার্শ্বস্থ এক শকবৃক্ষতলে একাকী অনাহারে একটি রাত্রি যাপন ক'রেছে। পরের দিন ক্ষুধার জ্বালায় বিচরণ ক'রতে ক'রতে দিনশেষে কুমারের ভবনপ্রাচীরের পশ্চাদ্দিকে উচ্ছিষ্টকুণ্ডের সন্ধান পেয়ে প্রাণের আনন্দে সে ক্ষুধানিবৃত্তি ক'রেছিল। তার অনভিজ্ঞ রসনায় প্রত্যেকটি ভুক্তাবশেষ উচ্ছিষ্টই অনাস্বাদিতপূর্ব! পরিত্যক্ত মাংসের অস্থি, মৎস্যের কণ্টক, ঘৃতপক্ব অন্ন—কি সুস্বাদু! কি সুগন্ধি!

তারপর থেকেই ওই উচ্ছিষ্টকুণ্ডের আকর্ষণে অর্ধযোজনের কিঞ্চিদধিক দূরস্থ চণ্ডালপল্লী থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারে সে প্রায়ই আসে। পরিত্যক্ত খাদ্যের যতখানি সম্ভব নিজে আহার করে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ উচ্ছিষ্ট তার জীর্ণ বসনপ্রান্তে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যায় পিতা-মাতা এবং ভ্রাতা-ভগ্নীর জন্য। আজও সেই উদ্দেশ্যেই সে এসেছিল। বন্দী হওয়ার পর সে অর্ধমৃতপ্রায় হ'য়ে প'ড়েছিল। কঠোর দণ্ড অবধারিত। হয়তো শিরচ্ছেদও হ'তে পারে। কিন্তু তার পরিবর্তে এ কী! স্বপ্ন নয় তো? নতুবা এ-রকম অদ্ভুত ঘটনা কেমন ক'রে সম্ভব হয়? এ রাজকুমার কেমন রাজকুমার?

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে উত্তরা। যশোধরার নয়ন অশ্রুসজল। একদিকে স্বামীর আদেশ, অন্যদিকে শাক্যক্ষত্রিয়কুলের অনমনীয় সংস্কারজাত উগ্র রোষের ভীতি। এখন সে কী ক'রবে?

কয়েক পল নীরবে অতিবাহিত হ'ল।

অবশেষে নিজের বক্তব্য মনে মনে একবার আবৃত্তি ক'রে নিয়ে বিনম্র, স্নিগ্ধ স্বরে কুমারের উদ্দেশ্যে যশোধরা ব'ললে, আর্যপুত্র! তোমার অভিলাষকে অবহেলা করবার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবু আমার একটি মাত্র প্রার্থনা, ধাতুপাত্রের উপর কদলীপত্র স্থাপন ক'রে তাতে যদি ওই বালককে আহার্য দান করা হয়, সেক্ষেত্রে তোমার সম্মতি লাভ ক'রবো কি?

কুমার কয়েকমুহূর্ত নীরব রইলেন। তারপর বললেন, তাই হোক। সেই ব্যবস্থাই করো, উত্তরা!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে রন্ধনশালার উদ্দেশ্যে যাত্রা ক'রলে উত্তরা। যশোধরা সেই একই স্থানে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

কুমার এবার চণ্ডাল বালকটিকে প্রশ্ন ক'রলেন, কোন্ চণ্ডালপল্লীতে তোমার বাস?

—আগে রোহিণীনদীর তীরে নগরের সবচেয়ে নিকটে প্রথম পল্লীতেই আমাদের বাস ছিল, প্রভু! কিন্তু গত বৎসর অসুস্থ থাকার জন্য আমার পিতার ভূমিকর্ষণ উত্তমরূপ হয়নি। সেই কারণে আমার পিতার প্রভু আমাদের দণ্ডদান ক'রেছেন। নদীতীর থেকে বহুদূরে চতুর্থ পল্লীতে অরণ্যপ্রান্তে একটি জীর্ণকুটিরে আমাদের চ'লে যেতে হ'য়েছে। কুটির ভেঙে পড়তে পারে এই আশংকায় রাত্রিকালে আমরা বৃক্ষতলে শয়ন করি।

—তোমাদের প্রভু কে?

—আমি তাঁকে দেখিনি প্রভু! পিতার নিকট শুনেছি, তাঁর নাম মহানাম শাক্য।

একটি গভীর ব্যথাহত দীর্ঘশ্বাস নির্গত হ'ল কুমারের বক্ষ থেকে। যশোধরার স্তব্ধ, নীরব মূর্তির দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রলেন তিনি। পিতৃব্য শুক্লোদনের জ্যেষ্ঠপুত্র মহানাম।

চণ্ডাল বালকটির ভীতি বিহ্বলতা ততক্ষণে প্রায় নিশ্চিহ্ন হ'য়েছে। তবু শেষবারের মতো নিশ্চিন্ত হওয়ার আশায় কুমারের পদপ্রান্তে পতিত হ'য়ে করুণ স্বরে সে ব'ললে, আমি অপরাধী। আপনি কি আমাকে দণ্ডদান ক'রবেন, রাজকুমার?

—না, বৎস!—চণ্ডালবালকের মস্তকে হস্তস্পর্শ ক'রে কুমার ব'ললেন, তুমি কোনো অপরাধ করোনি। নির্ভয়চিত্তে তুমি আহার করো।

কপিলবাস্তু নগরের দণ্ডভেরীবাদনে ত্রিযামার প্রথম প্রহর সমাপ্তি এবং দ্বিতীয় প্রহর সূচনার সংকেত ঘোষিত হ'ল।

শয্যামন্দিরের একপ্রান্তে জ্বলছে ঘৃতপ্রদীপ। উদ্যান থেকে মধ্যে মধ্যে ভেসে আসছে নিশাচর কোনো শলভাশ পক্ষীর সুমিষ্ট ধ্বনি।

আহার শেষে চণ্ডালবালকটিকে বিদায় দিয়ে যশোধরা যে কতক্ষণ সেই সোপানের উপরেই জড়পুত্তলীবৎ স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা ছিল, তা সে নিজেই জানে না। আজ এই শারদপূর্ণিমারাত্রি যাপনের কত মধুর কল্পনাই ছিল তার! সব যেন কেমন বিবর্ণ, ধূসর হ'য়ে গেছে। অথচ, আহার্যগ্রহণরত দরিদ্র চণ্ডালবালকটির উল্লসিত পরিতৃপ্ত মুখখানিও সে ভুলতে পারছে না! এবং সেইসঙ্গে স্বামীর স্নেহ-কারুণ্যময় দৃষ্টির অপরিসীম প্রসন্নতা! কুমার তন্ময় হ'য়ে দেখছিলেন আহাররত সেই বালকটিকে। দৃষ্টিতে অনির্বচনীয় আনন্দের উদ্ভাস!

পর্যঙ্কে নীরবে উপবিষ্টা যশোধরা।

সুবর্ণপাত্রে কুন্দ ও মল্লিকাপুষ্পরাজি অনাদরেই প'ড়ে আছে দক্ষিণবাতায়নতলে। রঞ্জনীবীণাটি সেই কখন থেকে স্তব্ধ। যশোধরার করাঙ্গুলি স্পর্শে আর তাতে সুর ঝংকৃত হয়নি। পূর্ণিমার উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে চতুর্দিক পরিপ্লাবিত। তবু যশোধরার মনে হচ্ছে, আজ এ পূর্ণিমা যেন বিবর্ণ, পাণ্ডুর।

কক্ষের অভ্যন্তরে কুমার কখনো অত্যন্ত মৃদুগতিতে পদচারণা ক'রছেন, কখনো বাতায়নের সমীপবর্তী হ'য়ে নিশ্চল প্রস্তরমূর্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। দৃষ্টি নিবদ্ধ জ্যোৎস্নালোকবিধৌত হিমবন্তের প্রতি। তাঁর অভিব্যক্তিতেই প্রকাশ, কোনো একটি বিশেষ চিন্তায় তিনি সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন।

দণ্ডভেরীবাদনের কিছুক্ষণ পরে শয্যাপর্যঙ্ক থেকে নিঃশব্দে অবতরণ ক'রলে যশোধরা। ধীরপদসঞ্চারে বাতায়নসমীপে দণ্ডায়মান কুমারের নিকটবর্তী হ'ল। উজ্জ্বল পূর্ণিমালোকে বহু শত যোজন দূরে হিমবন্তের তুষারমৌলিনিচয় তখন স্বপ্নমায়াজড়িত অনুপম সৌন্দর্যে সমুদ্ভাসিত।

অংসদেশে মৃদু করপল্লবস্পর্শে সহসা সচকিত হ'য়ে পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রলেন কুমার।

যশোধরা স্নিগ্ধস্বরে ব'ললে, রাত্রি দ্বিতীয় যাম আরম্ভ হ'য়ে গেছে। তোমার চোখে আজ নিদ্রা নেই?

প্রেমময়ী পত্নীর কোমল করপল্লবে নিজ হস্তস্পর্শ দিয়ে কুমার ব'ললেন, এখনো নিদ্রার স্পর্শ লাগেনি, যশোধরা!

—কী এত চিন্তা ক'রছো আজ?—যশোধরার বিনীত প্রশ্ন।

—আমার অনুভূতি তোমাকে কেমন ক'রে বোঝাবো, যশোধরা? ভাবছি, মাতাপিতার অপত্যস্নেহ আর তোমার সুনিবিড় পবিত্র প্রেম আমাকে এখন পর্যন্ত এই সংসারে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে! অথচ, আর এক দুর্বার শক্তি দিবারাত্রি যেন আমাকে আর এক অনির্দেশ্য পথে সুতীব্রভাবে আকর্ষণ ক'রছে!

প্রবল বক্ষোস্পন্দন আরম্ভ হ'ল যশোধরার। রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন ক'রলে, কী সে শক্তি?

—জানি না যশোধরা!

—জানো, তুমি নিশ্চয়ই জানো!—অশ্রুজড়িত কম্পিতস্বরে ব'ললে যশোধরা, আমি তোমার কাছে অনুনয় ক'রছি, তুমি বলো, কী সে শক্তি? আরো বলো, কেবল মাতাপিতার স্নেহ আর আমার প্রেমই তোমাকে আবদ্ধ ক'রে রাখছে? আর কিছু নয়? কিন্তু তোমারই উপহারস্বরূপ যে শিশু আমাকে মাতৃত্বের সম্মানে অভিষিক্ত করবার জন্য আগমন প্রতীক্ষারত—তার প্রতি কোনো আকর্ষণই অনুভব ক'রছো না তুমি?

—সে এখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি। কিন্তু আমি স্পষ্ট উপলব্ধি ক'রছি, যেদিন সে ভূমিষ্ঠ হবে, সেদিন সে-ও আমাকে প্রবল মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করবে। সে-কথা ভেবে আমি আরো বিচলিত বোধ করছি!

—বিচলিত?

—হ্যাঁ, যশোধরা। অপত্যস্নেহের আকর্ষণ যে কত প্রবল, সে তো আমি আমার পিতা এবং মাতা গৌতমীর আচরণে প্রতিমুহূর্তেই অনুভব করি! মাতা গৌতমী আমাকে গর্ভেও ধারণ করেননি, কিন্তু তাঁর অপত্যস্নেহ কি গর্ভধারিণী জননীর

স্নেহ অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন? যশোধরা, যে অনাগত মানবক ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রতীক্ষায় তোমার জঠরে বিবর্ধিত হচ্ছে, তার জন্য এরই মধ্যে স্নেহরসে আমার হৃদয় দুর্বল হ'তে আরম্ভ ক'রেছে! সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অপত্যস্নেহের দুর্বলতা আমাকে কোথায়, কোন্ পথে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যাবে তা আমি উপলব্ধি ক'রতে পারছি না! আরো স্পষ্ট সত্য, সেই অনাগত শিশুকে কেন্দ্র ক'রে তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ এবং কর্তব্যবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাও আমি স্পষ্টভাবে অনুভব ক'রতে পারছি।

যশোধরার ম্লান মুখখানি চকিতে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো। আরো নিবিড় ক'রে স্বামীর হাতখানি নিজহাতে আবদ্ধ ক'রে আবেগকম্পিত স্বরে সে ব'ললে, তোমার প্রেমে আমি পরিপূর্ণা! শাক্যনারীগণের মধ্যে নিজেকে আমি সর্বাপেক্ষা সুখিনী ব'লেই বিশ্বাস করি, প্রিয়তম! আমাদের সন্তান যদি আমার প্রতি তোমার প্রেমকে নিবিড়তর করে তবে আমার এই নারীজন্ম হবে চিরকৃতার্থ, আমার মাতৃত্ব হবে সার্থক!

স্বামীর প্রশস্ত বক্ষের উপর মস্তক ন্যস্ত ক'রলে যশোধরা। সুগভীর মমতায় তাকে বাহুপাশে বেঁধে নিয়ে কুমার ব'ললেন, তোমার পবিত্র প্রেম আমাকে আমার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার শক্তি দান করুক, যশোধরা!

—কোন্ লক্ষ্য তোমার উদ্দিষ্ট, প্রিয়তম?

—তৃষ্ণাজয়।

সচকিতভাবে মুখ তুলে যশোধরা প্রশ্ন ক'রলে, তৃষ্ণাজয়? কোন্ তৃষ্ণা?

—কামনা-বাসনার তৃষ্ণা—সুখ-সম্ভোগের তৃষ্ণা।

ব্যাকুলস্বরে যশোধরা ব'ললে, কেন? সে তো জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ—যৌবনের পালনীয় ধর্ম! সে-তৃষ্ণাকে যৌবনেই জয় করবার জন্য তোমার এ-আকুলতা কেন?

যশোধরার কয়েকমুহূর্ত পূর্বেকার অনুরাগবিহ্বল অনুভূতি আকস্মিক একটি আঘাতে তখন প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হ'য়ে উঠেছে।

সুস্নিগ্ধ স্পর্শে যশোধরার কম্পমানা দেহবল্লরীকে সযত্নে বক্ষে আকর্ষণ ক'রে কুমার ব'ললেন, অস্থির হ'য়ো না প্রিয়তমে! প্রাকৃতিক বিধানে নর-নারীর আসংগ-তৃষ্ণা অবশ্যই যৌবনের ধর্ম। কিন্তু যৌবন অতিক্রান্ত হ'লেও কি সে-তৃষ্ণার নিবৃত্তি ঘটে? তা যদি হ'ত তাহ'লে নগরের গণিকালয়ে প্রৌঢ়ত্ব-অতিক্রান্ত শত শত পুরুষকে দেখা যায় কেন? অথচ তাদের প্রত্যেকেরই অন্তঃপুরে হয়তো বিবাহিতা পত্নী বিদ্যমান।

যশোধরা নীরব।

কুমার ব'লতে লাগলেন, কেবল কাম-তৃষ্ণা কেন, কোনো তৃষ্ণারই সমাপ্তি নেই, যশোধরা! ভূমির অধিকার, সম্পদের প্রাচুর্য, খ্যাতি, কর্তৃত্ব—সকল কিছুর জন্য অন্তহীন তৃষ্ণা মানুষকে উন্মাদের ন্যায় সমগ্র জীবন তাড়িত করে। তাই এত বিরোধ, এত সংঘাত, এত হিংসা, এত রক্তপাত, এত নিষ্ঠুরতা!

কম্পিতস্বরে যশোধরা ব'ললে, তোমার প্রত্যেকটি কথাই সত্য, প্রিয়তম! কিন্তু সেই আবহমানকাল যাবৎ এইভাবেই তো জগৎ চ'লে আসছে!

—আবহমানকাল যাবৎ চ'লে আসছে বলে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎকালেও তা চ'লতে থাকবে?

—এর অবসানই কাম্য। কিন্তু জীব-স্বভাবের ক্ষেত্রে এ-রীতির ব্যতিক্রম কি সম্ভব?

—সম্ভব কিনা, তা জ্ঞাত হওয়াই আমার লক্ষ্য, যশোধরা!

—কোথায় পাবে সে-জ্ঞানের সন্ধান?

—কোথায় তা জানি না, কিন্তু অন্বেষণ আমাকে ক'রতেই হবে! যশোধরা, তুমি-আমি স্বাচ্ছল্য এবং বিত্তবৈভবের পরিবেশে প্রতিপালিত। কিন্তু এই পরিবেশের বাইরে লক্ষ লক্ষ মানুষ যে কিভাবে দারিদ্র্য, নিপীড়ন, ঘৃণা, বঞ্চনা আর নিষ্পেষণে জর্জরিত তার সংবাদ কি আমাদের এই সুরম্য, সুসজ্জিত ভবনে প্রবেশ করে? আজ সায়ংকালেই তো সেই চণ্ডালবালকের মুখে তাদের জীবনযাপনের কাহিনী শুনেছ! অনুমান ক'রে নাও, বালকটি শতসহস্র নির্যাতিত মানুষের একটি প্রতীকমাত্র।

—আজ এ-সব কথা থাক, প্রিয়তম!—যশোধরা করুণ আবেদন জানালো।

—কেন, তুমি বিচলিত বোধ ক'রছো?

—হ্যাঁ, আমি বিচলিত।

—কিন্তু এই তো জীবনের বাস্তব সত্য! আমি ভূমিদাসগণের জীবন দেখেছি—দেখেছি চণ্ডালপল্লী। মানুষের সন্তান মানুষের ক্রীতদাস! স্বার্থপরতার কি বিচিত্র রূপ! ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্যের নিকট শূদ্র চণ্ডালজাতি অস্পৃশ্য। অথচ সেই অস্পৃশ্য চণ্ডাল ভূমিদাসগণের কায়িক পরিশ্রমের উপরেই নির্ভর ক'রে আছে বর্ণগবীগণের বিত্ত-বৈভবের উৎস। ক্ষত্রিয়ের দেহেও মানুষের রক্ত প্রবহমান, সেই একই গুণবিশিষ্ট রক্তধারা প্রবাহিত শূদ্র-চণ্ডালের দেহেও। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বিচারকর্তা কারা? বহু পূর্ব থেকেই কৌশল অথবা শক্তিতে যারা সমাজের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে সফল হ'য়েছিল, তারাই এ-রীতির প্রবর্তক! ওই শূদ্র চণ্ডালেরাই যদি পূর্বে তা ক'রতে সক্ষম হ'ত তাহ'লে আমাদের ন্যায় বর্ণগবীগণকেই হয়তো ঠিক এইভাবে অস্পৃশ্য হ'য়ে জীবনযাপনের গ্লানি বহন ক'রতে হ'ত!

—এ-সব তুমি কী ব'লছো আর্যপুত্র? শাস্ত্র অনুসারে বর্ণবিভাগতো স্বর্গ-লোকের দেবগণের সৃষ্টি!

—স্বর্গলোকের দেবগণ? কোথায় স্বর্গলোক, তা আমি জানি না যশোধরা। দেবগণ কবে এই হীন, সংকীর্ণ বর্ণবিভাগ ক'রেছেন, তাও আমার জানা নেই। যশোধরা, এ-অবিচারের সৃষ্টি মানুষেরই! বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কল্পিত দেবগণকে উপলক্ষ্য করা হ'য়েছে, এই আমার সিদ্ধান্ত।

কথা ব'লতে ব'লতে অন্যমনস্কভাবে কখন পর্যঙ্কে এসে উপবেশন ক'রেছেন কুমার। এবং যশোধরাও তাঁর অনুগামিনী হ'য়ে পর্যঙ্কে উঠে উপবেশন ক'রেছে।

কয়েকমুহূর্ত নীরবে অতিবাহিত হ'ল।

তারপর সুস্নিগ্ধস্বরে যশোধরা ব'ললে, রাত্রির দ্বিতীয় যামও সমাপ্ত হ'তে চ'লেছে। এবার তুমি শয্যাগ্রহণ করো, প্রিয়তম! আমি তোমার পদসেবা ক'রছি।

—পদসেবা!—না, না, আর নয়, যশোধরা। বিবাহের পর থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্যবার তুমি আমার পদসেবা ক'রেছ। আর নয়—

—কেন প্রিয়তম, আমি কী অপরাধ ক'রেছি?

—অপরাধ তুমি করোনি, অপরাধ হ'য়েছে আমার। একজন সুস্থসমর্থ ব্যক্তি কেন অপর ব্যক্তির পদসেবা গ্রহণ ক'রবে?

—এ কেমন কথা, প্রিয়তম? তুমি পুরুষ, আমি নারী। তুমি স্বামী, আমি তোমার ভার্যা। স্বামীর প্রতি এ যে নারীর কর্তব্য!

—পুরুষ প্রভুস্বরূপ আর নারী তার দাসী? এ-বিধানও স্বার্থপর পুরুষ-জাতির সৃষ্টি! নারী মাতৃজাতি। কোন্ কারণে সে পুরুষের চেয়ে হীন? বরঞ্চ, নারীই পুরুষের প্রণম্যা। শোনো যশোধরা, আমি মনে করি, এতকাল যাবৎ তোমার পদসেবা গ্রহণ ক'রে আমিই অপরাধী হ'য়েছি।

—প্রিয়তম! তোমার পদসেবায় আমার মানসিক তৃপ্তি হয়। সে-তৃপ্তি থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত ক'রো না!

—তোমার পরিতৃপ্তির কথা চিন্তা ক'রে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ-যাবৎ আমি বহু বিষয়ে নীরবে সম্মত হ'য়েছি, যশোধরা! কিন্তু পদসেবা আর নয়! আজ আমি তোমার নিকট অকপটে স্বীকার করছি, সর্বপ্রযত্নে অসম্পৃক্ত থাকবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেহজ কাম-তৃষ্ণার আকর্ষণ এখনো আমাকে পরাভূত করে। অবশ্য, তার জন্য তোমাকে আমি লেশমাত্র দায়ী করি না। কারণ, এখনো আমি সংসার জীবনে আবদ্ধ। সাংসারিক রীতি অনুসারে তোমাকে বিবাহ ক'রেছি। সুতরাং পরিণীতা ভার্যার প্রতি মানসিক এবং জৈবিক কর্তব্যপালনে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। যশোধরা, এ-তৃষ্ণায় আমার শান্তি নেই, তবু কিন্তু আমি পরিতৃপ্ত যে তোমার প্রেম কেবলমাত্র দেহজ কামতৃষ্ণাতেই সীমাবদ্ধ নয়, তা অপেক্ষা শ্রেয়। তোমার প্রেমে আছে হৃদয়ের ব্যাপ্ত প্রসার। তোমার প্রেমবন্ধন আমার হৃদয়কে পরিশীলিত করে। কিন্তু প্রিয়তমে, যৌবনেই তো জীবনের সমাপ্তি নয়। এর পর আসবে জরা, বার্ধক্য, মৃত্যু। প্রকৃতির নিয়মে সে-বিবর্তনও যে অনিবার্য! হৃদয়ের স্পর্শ সত্ত্বেও নর-নারীর প্রেম তৃষ্ণাজনিত আকর্ষণ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তৃষ্ণা যে প্রগাঢ় দুঃখময়!

অশ্রুবাষ্পরুদ্ধস্বরে যশোধরা ব'ললে, তোমার নিজের জীবনকেও কি দুঃখময় ব'লে মনে করো তুমি?

ম্লান হাসি হেসে কুমার গৌতম ব'ললেন, কার জীবন দুঃখবিমুক্ত, যশোধরা? জন্ম যখন হ'য়েছে তখন প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য, জরা—সকল স্তরগুলিই জীবনে আসবে। সর্বশেষে মৃত্যুতে তার অবসান। তবু মানুষ তা বিস্মৃত হয়! আকণ্ঠ তৃষ্ণার তাড়নায় সে যত ধাবিত হ'তে থাকে, দুঃখের অগ্নিশিখাও তত প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে ওঠে। যশোধরা, ব্যবহারিক জীবনে অপ্রাপ্তির ভিত্তিতে যাকে দুঃখ ব'লে অভিহিত করা হয়, এখনো পর্যন্ত সে-দুঃখ আমাকে দহন করেনি, তা সত্য। কিন্তু তথাপি যে আমি সুস্থির থাকতে সক্ষম হচ্ছি না। কেবল আমার ব্যক্তিগত জীবনের প্রশ্ন তো নয়! সমগ্র জীবজগৎকে কেন্দ্র ক'রেই এ-প্রশ্ন। জীবজগতের সর্বত্র অনুক্ষণ তৃষ্ণা-সঞ্জাত যে দুঃখের হাহাকার, সে-দুঃখ থেকে পরিত্রাণের কি কোনো উপায় নেই?

যশোধরার কণ্ঠস্বরে যেন ক্রন্দনের ধ্বনি।—প্রিয়তম, এ-সকল চিন্তা তোমার হৃদয়ের প্রশান্তিকে নষ্ট ক'রতে উদ্যত হ'য়েছে। এ-চিন্তা তুমি ত্যাগ করো—ত্যাগ করো প্রিয়তম! তুমি তো জানো, জীবজগতের অমোঘ নিয়মকে স্বীকার ক'রে নেওয়া ভিন্ন অন্য কোনো উপায় নেই!

—উপায় আছে কিনা, তার অনুসন্ধানই আমার অভীষ্ট লক্ষ্য! হ্যাঁ, জরা কিম্বা মৃত্যুর ন্যায় অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের নিকট জীব অসহায়। কিন্তু হিংসা, অসূয়া,

ঘৃণা, লোভ, নির্মম স্বার্থপরতা? এ-বৃত্তিগুলিও কি প্রকৃতির অমোঘ বিধান? না, প্রকৃতি এই বৃত্তিগুলিকে দান করেনি—এগুলি জীবেরই সৃষ্টি। শক্তিমানের প্রবঞ্চনায় লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, হাহাকার প্রতিনিয়ত কে সৃষ্টি করে? আমাদের এই ক্ষুদ্র শাক্যরাজ্যে মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার-অবিচারের যে নিদর্শন দেখেছি এবং দেখছি,—বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে তা আরও কত ব্যাপক আমি জানি না। নিপীড়িত মানুষের সেই দুঃখের গভীরতাকে আমি উপলব্ধি ক'রতে চাই। দুঃখ থেকে জীবের পরিত্রাণের পন্থা অন্বেষণই আমার লক্ষ্য!

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা।

যশোধরা স্পষ্ট অনুভব ক'রছে, প্রিয়তম স্বামীর হৃদয়ে কোনো আঘাত না দিয়ে তাকে তর্কে প্রবৃত্ত হ'তেই হবে! তার নিজের ভবিষ্যৎ......জন্মপ্রতীক্ষারত সন্তানের ভবিষ্যৎ......সংসারের ভবিষ্যৎ! কম্পমান বক্ষোস্পন্দনে প্রতিমুহূর্তে যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রাজজ্যোতিষীবৃন্দের ভবিষ্যদ্বাণী......জাতক হবেন প্রবল পরাক্রমশালী রাজচক্রবর্তী অথবা সংসারত্যাগী শ্রমণ......রাজচক্রবর্তী অথবা শ্রমণ!—এ কী বৈপরীত্য? এ কী দুঃসহ উদ্বেগসৃষ্টিকারী ভবিষ্যদ্বাণী?

অশ্রুবাষ্পে নয়নযুগল পরিপূরিত হ'লেও কণ্ঠস্বরে সাধ্যমতো শক্তিসঞ্চয় ক'রে যশোধরা ব'ললে, পৃথিবীর সকল জীবের দুঃখমোচন কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে কেমন ক'রে সম্ভব? সত্যদ্রষ্টা প্রাচীন মুনিঋষিগণ-রচিত শাস্ত্র বলে, জীব তার পূর্বকৃত কর্মফল অনুসারেই সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে। আচার্য বিশ্বামিত্রের ন্যায় শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট তুমি বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন ক'রেছো। শাস্ত্রকথিত তত্ত্ব তোমার অজ্ঞাত নয়!

—শাস্ত্রের প্রচারিত ব্যাখ্যা আমি অধ্যয়ন ক'রেছি সত্য, কিন্তু সেই ব্যাখ্যাই যে সর্বকালের পক্ষে অভ্রান্ত, এ-বিশ্বাস আমি অর্জন ক'রতে পারিনি, যশোধরা!

—কিন্তু আর্যপুত্র, সেই তত্ত্বের উপর ভিত্তি ক'রেই তো চ'লছে আমাদের সামাজিক অনুশাসন!

—তার অর্থ কি এই যে, সেই তত্ত্ব চির-অভ্রান্ত? তুমিও শাস্ত্রপাঠ ক'রেছ আচার্য সম্বুলের ন্যায় উদারচেতা স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের শিষ্যারূপে। স্বাধীন চিন্তাবৃত্তি প্রয়োগের শিক্ষা তোমার আছে। ভেবে দ্যাখো তো, শাস্ত্রীয় সকল তত্ত্বই কি এখন তার আদিরূপের ন্যায় অবিকৃতভাবে বিদ্যমান? মানুষের সুপ্রাচীন সকল বিশ্বাসই কি এখনো অপরিবর্তিত? উদাহরণ স্বরূপ আমাদের শাক্যসমাজের কথাই চিন্তা করো। আমাদের পূর্বপুরুষগণের পূজিত আদি এবং একমাত্র দেবতা ছিলেন যক্ষদেব শাক্যবর্ধন। নগরকেন্দ্রে মন্দিরে তাঁর বিগ্রহ এখনো বর্তমান, কিন্তু আজ কি শাক্যেরা তাঁকে সেই প্রধান দেবতারূপে গণ্য করে? অবশ্য, নবজাত শিশুকে নিয়ে দেব শাক্যবর্ধনের মন্দিরে গমন ক'রে আশীর্বাদ-প্রার্থনার রীতি আজও প্রচলিত আছে, তা সত্য। কিন্তু সে তো নিতান্তই আনুষ্ঠানিক! শাক্যদের নিকটেই সেই সর্বশক্তিমান শাক্যবর্ধনের অতীত প্রাধান্য লুপ্তপ্রায়। তার পরিবর্তে উত্তরাঞ্চলের কুরু, পাঞ্চাল, মদ্র থেকে আগত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আনয়ন করেছেন শক্রদেব এবং ব্রহ্মদেব। এই দেবতাদ্বয়ের তুলনায় শাক্যবর্ধন বর্তমানে ম্লান এবং নিষ্প্রভ, তাই নয় কি?

যশোধরা মৃদুস্বরে ব'ললে, হ্যাঁ, এ-কথা স্বীকার্য।

কুমার ব'লতে লাগলেন, যে বেদ এবং উপনিষদ সূত্রে এই দুই দেবতার আগমন, সেই বেদ-উপনিষদেও কিন্তু তত্ত্ব এবং বিশ্বাসে বিপুল পার্থক্য সংঘটিত হ'য়েছে। ঋগ্বেদে সর্বশক্তিমান দেবতাস্বরূপ ছিলেন মিত্র, বরুণ, নাসত্য। পরবর্তীকালে তাঁদের প্রাধান্য সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণ ক'রে দিয়ে প্রধান দেবতা হ'য়ে উঠেছেন শক্রদেব অর্থাৎ ইন্দ্র! তাহ'লে কোন্ তত্ত্ব চির-অভ্রান্ত? কোন্ বিশ্বাস অপরিবর্তনীয়?

যশোধরা নিরুত্তর।

কয়েকমুহূর্ত পরে কুমার গৌতম ব'ললেন, তুমি ভাগ্যবতী, যশোধরা! কারণ, ব্রাহ্মণ হ'লেও আচার্য সম্বুল ব্রহ্মণ্য-রক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত। তাই তিনি তোমাকে বেদান্ত এবং দর্শন পাঠের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন চিন্তাবৃত্তি, বিচার-বিশ্লেষণের শিক্ষাও দান ক'রেছেন। আমার আচার্য শ্রদ্ধেয় বিশ্বামিত্র কপিলবাস্তুর শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, পাঠদানকালে প্রতিমুহূর্তেই তিনি আমার মনে এই বিশ্বাসই উৎপাদন করবার প্রয়াস করতেন যে, বেদ-বেদান্তের তত্ত্বই জ্ঞান এবং সত্যের অন্ত। তার অতিরিক্ত অন্য কোনো জ্ঞানের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আমার মনে উদ্ভুত বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সম্যক্ উত্তর তিনি কদাপি দান করেননি। আমার শিক্ষণীয় বিষয়গুলি থেকে তিনি সাংখ্য এবং লোকায়ত দর্শনকে সযত্নে বর্জন ক'রেছেন।

যশোধরা ব'ললে, মহর্ষি কপিলের সাংখ্যদর্শন এবং চার্বাকের লোকায়ত দর্শন তো নিরীশ্বরবাদী দর্শন, আর্যপুত্র! সে-দর্শন পাঠ ক'রে জ্ঞানভাণ্ডার কতখানি সমৃদ্ধ হওয়া সম্ভব?

—তা জানি না। কিন্তু কেবলমাত্র ব্রহ্মবাদী দর্শন পাঠ ক'রলেই কি জ্ঞানভাণ্ডারের সম্পূর্ণতা সম্ভব? জীবের আত্মাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন অভিমত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাঠ ক'রেছি, পুরুষরূপী আত্মা মনোময়, ভাস্বর ও সত্য-স্বরূপ। অন্তর্হৃদয়ে অবস্থিত সেই আত্মার আকৃতি ব্রীহি কিম্বা যবের ন্যায় ক্ষুদ্র। ছান্দোগ্য উপনিষদ অনুসারে, আত্মার আকৃতি ব্রীহি, যব, সর্ষপ কিম্বা শ্যামাকতণ্ডুল অপেক্ষাও ক্ষুদ্র! কঠোপনিষদে আত্মার আকৃতিকে বর্ণনা করা হ'য়েছে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ! আমার আচার্যকে আমি প্রশ্ন ক'রেছিলাম, উপনিষদ-রচয়িতা ঋষিগণ কি আত্মার আকৃতি প্রত্যক্ষ ক'রতে সমর্থ হ'য়েছিলেন? আচার্য বিরক্তি প্রকাশ ক'রেছিলেন, সদুত্তর দান করেননি।—তুমিও তো উপনিষদ পাঠ ক'রেছো যশোধরা, তোমার ধারণা কিরূপ?

—আমি কতটুকু জানি, প্রিয়তম?—মৃদু, স্নিগ্ধস্বরে ব'ললে যশোধরা, আমার অতি সংক্ষিপ্ত জ্ঞান নিয়ে শাস্ত্রপ্রসঙ্গে তোমার সঙ্গে আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া ধৃষ্টতামাত্র!

যশোধরার সুকোমল করপল্লব নিজ হস্তে গ্রহণ ক'রে কুমার গৌতম বললেন, তোমার শাস্ত্রজ্ঞান সংক্ষিপ্ত, এ-কথা আমার পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবুও তর্ক-বিতর্ক এখন নিষ্ফল।

কয়েকমুহূর্ত উভয়েই নির্বাক।

একটু পরে কুমার গৌতম ব'ললেন, যে-জ্ঞান কেবল অহঙ্কারকে মাত্র চরিতার্থ করে, প্রত্যক্ষ জীবন এবং উপলব্ধির সঙ্গে যার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, সে-জ্ঞানের তত্ত্ব নিয়ে নিষ্ফল বিতর্কে অযথা শক্তিক্ষয়। জানো যশোধরা, আচার্য বিশ্বামিত্রের পাদমূলে ব'সে আমি আন্তরিক মনোযোগেই পাঠ গ্রহণ ক'রেছি তা সত্য। কিন্তু

প্রতিমুহূর্তেই আমার মনে হ'ত, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ব্যতিরেকে জ্ঞান সম্পূর্ণ নিষ্ফল! এই যে আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন ক'রছি, করপল্লব স্পর্শ ক'রছি—এ আমার উপলব্ধিজাত জ্ঞান। তোমার অস্তিত্ব আমার অনুভবসাধ্য! কিন্তু যশোধরা, সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে, মানুষের মন কত আত্মবিস্মৃত! আমি পূর্ণযুবক ব'লে এই মুহূর্তে জীবনের অন্য নির্মম সত্যটিকে বিস্মৃত হ'য়ে ব'সে আছি যে, তোমার এই কমনীয় করাঙ্গুলি ভবিষ্যতে চিরদিন এরূপ কমনীয় থাকবে না! জরার স্পর্শে তিরোহিত হবে এই লাবণ্য, এই উজ্জ্বলতা! জরাজীর্ণ সেই দেহে সেদিন আর বর্তমানের যৌবন-উচ্ছ্বলিত এই দুই নর-নারীকে প্রত্যক্ষ করা যাবে না!

যশোধরা ব্যাকুলস্বরে ব'ললে, সেই দূর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে আজ কী লাভ? আজ কেন মনকে ক'রবো বিষণ্ণ?

—কিন্তু আমাকে যে এই চিন্তাই দিবারাত্রি বিষণ্ণ ক'রে রেখেছে, যশোধরা!

যশোধরা নীরব। প্রিয়তমের করস্পর্শে তার এই অনির্বচনীয় রোমাঞ্চের আস্বাদনকে একটিমাত্র অনুপলের জন্যও সে ক্ষুণ্ণ হ'তে দিতে চায় না। কী হবে শাস্ত্রবিচারের কূটতর্কে? তার চেয়ে পরম প্রেয় এই ক'টি মুহূর্ত আরো সুন্দর, বর্ণসুষমায় আরো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক!

স্বামীর ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত ক'রে আবেশজড়িত স্বরে যশোধরা ব'ললে, আজ রাত্রিটুকু অন্তত ও-সব প্রসঙ্গ বিস্মৃত হও, প্রিয়তম! এই মুহূর্তে আমি আমার শ্রেষ্ঠতম উপাধানে শয়ন ক'রেছি। আমাকে এই স্বর্গসুখ উপভোগ ক'রতে দাও!

কুমার গৌতম নির্বাক রইলেন।

আরো অধিক আবেশজড়িত স্বরে যশোধরা ব'ললে, তুমি তো জানো প্রিয়তম, অন্তর্বত্নী দয়িতার মনোগত সাধ-পূরণ দয়িতের কর্তব্য? একটি চুম্বনদানে আমার এই মুহূর্তের ঐকান্তিক সাধ পূর্ণ ক'রবে?

কুমার গৌতমের দেহ যেন ঈষৎ কম্পিত হ'ল। তিনি নিরুত্তর।

অভিমানের অনুভূতি বহুদিন পূর্বেই বিস্মৃত হ'য়েছে যশোধরা। কিন্তু নিরুত্তর স্বামীর নিশ্চলতায় সেই সুপ্ত, বিস্মৃত অভিমান যেন জাগ্রত হ'ল।

কিংশুকপত্ররাজির ভিতর দিয়ে পশ্চিম বাতায়নপথে রাত্রি তৃতীয় যামের পূর্ণ-চন্দ্ররশ্মি এসে আলুলায়িত হ'য়ে প'ড়েছে শয্যাপর্যঙ্কে। সে-রশ্মির আংশিক স্পর্শে যশোধরার অভিমানাহত আবেশবিহ্বল মুখমণ্ডল ছায়াঘনালোকে কিঞ্চিৎ আলোকিত।

কুমার বাতায়নপথে শারদ-পূর্ণিমার উদ্ভাসিত চন্দ্রের প্রতি কয়েকমুহূর্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রইলেন। তারপর মস্তক নত ক'রে ক্রোড়ে শায়িতা যশোধরার অশ্রুসজল মুখখানি দুই হস্তে ধারণ ক'রে তার অধরোষ্ঠে নিবিড় চুম্বনের স্পর্শ দিলেন।

কম্পিত হ'য়ে উঠলো যশোধরার সর্বাঙ্গ। বক্ষোস্পন্দন অশান্ত। আবেশপুলকে নয়নযুগল নিমীলিত। অভিমানের অশ্রুবিন্দু নিমেষে রূপান্তরিত হ'ল আনন্দাশ্রু-ধারায়। সিক্ত হ'ল কপোল, সিক্ত হ'ল গণ্ডদেশ। সিক্ত হ'তে লাগলো পুষ্পাভরণে ভূষিত নিবিড় ঘনকৃষ্ণ কুন্তলদাম।......যশোধরা প্রায় বিবশা! প্রিয়তম স্বামী যে তার প্রতি আরো অনুরক্ত হ'য়ে উঠছেন, এই তো তার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি!

কিংশুক এবং কোবিদার শাখার পত্ররাজির ভিতর দিয়ে দৃশ্যমান পূর্ণিমার সুবৃত্ত চন্দ্র যেন সেই মুহূর্তে প্রোজ্জ্বলতর চন্দ্রিমায় তৃপ্ত-কৃতার্থ যশোধরার মুখমণ্ডলকে উদ্ভাসিত ক'রতে লাগলো।

॥ ৫ ॥

কয়েকদিন পরেই সমাজ-উৎসব।

নববসন্তসমাগমে প্রতিবর্ষেই হয় সমাজ-উৎসবের অনুষ্ঠান। নির্বাধ প্রমোদ-স্রোতের প্লাবনে উৎসবের দিনগুলিতে নিমজ্জিত হ'য়ে যায় শাক্য নর-নারী।

নববর্ষায় বপ্রমঙ্গল, শরৎঋতুতে মৃগয়া উপলক্ষ্যে বিহারযাত্রা আর বসন্তে সমাজ-উৎসব শাক্যসমাজে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত। এই তিনটিই প্রকৃতপক্ষে শাক্য-সমাজের সাড়ম্বর উৎসব।

কেবল শাক্যসমাজেরই নয়, সমাজ-উৎসবের রীতি প্রচলিত প্রতিবেশী রাজ্য-গুলিতেও। এ-উৎসব বসন্ত-বন্দনা।

কপিলবাস্তু নগরে আরম্ভ হ'য়ে গেছে উৎসবযাপনের সাড়ম্বর প্রস্তুতি। আরম্ভ হ'য়েছে কোলিয়গণের রামগ্রামে, মল্লগণের পাবা নগরে, লিচ্ছবিগণের বৈশালি নগরে। যদিও একমাত্র বৃজিগণরাজ্য ব্যতীত অন্য কোনো গণরাজ্যেরই পূর্বতন গৌরব আজ আর অটুট নেই, তথাপি শাক্য, কোলিয়, মল্ল, বর্গ, মোরিয়—সকল জনগোষ্ঠীতেই এ উৎসব পালনের সময় এবং রীতি প্রায় একইপ্রকার। সামর্থ্যানুসারে আড়ম্বরের মাত্রা অল্প কিম্বা অধিক। সর্বাপেক্ষা আড়ম্বর বৃজিগণরাজ্যের কেন্দ্র বৈশালি নগরে। কারণ অষ্টবৃজি সমন্বয়ে গঠিত বৃজিগণরাজ্যের প্রধানতম স্তম্ভ বৈশালির লিচ্ছবিগণ একদিকে যেমন গণরাজ্যের পূর্ব গৌরব এখনো পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হ'য়েছে, অন্যদিকে সম্পদপ্রাচুর্যে তারা অগ্রগণ্য। বৈশালির আড়ম্বর কপিল-বাস্তুর তুলনায় বহুগুণে ব্যাপক কিন্তু প্রমোদমত্ততার মধ্যেও লিচ্ছবিগণের আছে কিঞ্চিৎ মাত্রাবোধ, আছে সংযম।

কপিলবাস্তুর উৎসব-উদ্‌যাপন মাত্রাবোধহীন।

পান-ভোজন, নৃত্য-গীত এবং অবারিত কামকেলিতে উৎসবের দিন কয়টি শাক্যসমাজ যেন উন্মত্ত হ'য়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে এ-উৎসবে কোনো ভেদ-বাধা থাকে না। উগ্র আসবের প্রচণ্ড মাদকতায় বিভোর হ'য়ে যায় শাক্য নরনারী। যৌবন-ভারাবনতা কামক্লিষ্টা যুবতী নির্দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করে কামোন্মাদ অপরিচিত যুবকের তৃষিত আলিঙ্গনে। তীব্র মাদক সুরাপ্রভাবের বৈক্লব্যে উৎসব-প্রমত্তা শাক্য-নারীগণের অঙ্গাবরণ বিস্রস্ত, কাঞ্চী-মেখলাদাম স্খলিত। উৎসবসঙ্গী পুরুষের আশ্লেষবন্ধনে বিশৃঙ্খল তাদের কুন্তলদাম, দেহমন নিঃশেষে বিবশা। নগর-গণিকাগণের গৃহাঙ্গনে নিরবধি জনসমাগম। কেবল প্রমোদ আর উল্লাস! বাধাবন্ধহীন আচরণই যেন উৎসবের উদ্দেশ্য। তাই প্রোষিতভর্তৃকা নারীর তনুমনও উৎসব-সমাগমে হ'য়ে ওঠে একান্ত অধীরা।

অপরিমিত সুরাপান এবং অবারিত আসঙ্গ-তৃষ্ণা চরিতার্থতায় উন্মত্ত, বিবশ হ'লেও একটি বিষয়ে শাক্যক্ষত্রিয়েরা কিন্তু পূর্ণ সচেতন। তারা ইক্ষ্বাকু বংশীয় আদিত্য গোত্রজাত বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। শোণিত-বিশুদ্ধিই শাক্যের প্রধানতম গর্ব! গণিকা অশাক্য হ'তে পারে কিন্তু পত্নী হবে কেবলমাত্র শাক্য অথবা কোলিয় বংশজাতা। রূপবতী ব্রাহ্মণকন্যা, বৈশ্যকন্যা—এমন কি অস্পৃশ্যা শূদ্রাও অগম্যা নয়, কিন্তু কেবলমাত্র শাক্য অথবা কোলিয় রমণীই শাক্যগৃহে বধূরূপে আগমনের

অধিকারিণী। উৎসবকালের ক্ষণসঙ্গিনীকে অবশ্য বধূরূপে গ্রহণের কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। সে সঙ্গিনী ব্রাহ্মণকন্যাই হোক আর শূদ্রকন্যাই হোক—উৎসব সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কেরও সমাপ্তি।

কোলিয়গণকে শাক্যেরা করুণার দৃষ্টিতে দেখে। করুণাও নয়—অবহেলা। কারণ, কোলিয়গণ তুলনায় সংখ্যাল্প এবং সমরশক্তিতে দুর্বল। রোহিণী নদীর জলভাগের অধিকারকে কেন্দ্র ক'রে শাক্য এবং কোলিয়গণের বিরোধ-বিসম্বাদের ইতিহাস সুপ্রাচীন। তৎসত্ত্বেও কোলিয় রমণী বধূরূপে শাক্যগৃহে গ্রহণযোগ্য তার একমাত্র কারণ, তারা শাক্যগণের সঙ্গে রক্তসম্পর্কে সম্পর্কিত একমাত্র ক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠী। তাই কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের প্রয়োজনে রোহিণী নদীর জল-প্রসঙ্গে কোলিয় জ্ঞাতিগণের সঙ্গে যত বিরোধই থাকুক না কেন, রক্তশুদ্ধিবিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন শাক্যেরা অন্য কোনো ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনে পরাঙ্মুখ।

আদিত্য গোত্রজাত বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব শাক্যগণের প্রধানতম গৌরবস্থল। এই বিশুদ্ধি রক্ষার উদ্দেশ্যে শাক্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা সহোদর ভ্রাতৃচতুষ্টয় নিরুপায়ভাবে যে পদ্ধতি অবলম্বন ক'রেছিলেন, তা প্রতিবাসী অন্যান্য গণগোষ্ঠীর নিকট আজও নিন্দা এবং পরিহাসের উপাদান! এমন কি, জ্ঞাতিসম্পর্কিত কোলিয়গণ পর্যন্ত বিদ্রূপ করে শাক্যবংশের উদ্ভব নিয়ে। কিন্তু অপরের নিন্দা, বিদ্রূপ, উপহাসকে গ্রাহ্য করে না শাক্যগণ। তাদের শোণিত বিশুদ্ধি যে আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত, এই তাদের পরম গৌরব! কোলিয় ক্ষত্রিয়গণ জ্ঞাতি, তাঁদের সঙ্গে বিরোধের ইতিহাসও সুপ্রাচীন। পুরুষানুক্রমিক জ্ঞাতিবিরোধ সত্ত্বেও সমাজ উৎসবে কপিলবাস্তু থেকে আমন্ত্রণলিপি প্রেরিত হয় কোলিয় রাজধানী রামগ্রামে।

শাক্যক্ষত্রিয়ের সেই শোণিত বিশুদ্ধি যথার্থই কি এখনো রক্ষিত? শত শত বর্ষ অতিক্রান্ত হ'য়ে গেছে! কোলিয় ভিন্ন অন্য কোনো রক্তই কি মিশ্রিত হয়নি শাক্যরক্তে?

আপনমনেই চিন্তা করেন শুদ্ধোদন। কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, কে জানে!

সে এক সুপরিচিত কিম্বদন্তী।

সুদীর্ঘ অতীতের কথা। পশ্চিম সাকেত রাজ্যের সম্রাট তখন আদিত্যগোত্রীয় ইক্ষ্বাকু। রাজ অন্তঃপুরে ইক্ষ্বাকুর পরমা রূপবতী চার মহিষী।

ভট্টা, চিত্রা, জালিনী এবং বিশাখা।

একমাত্র জ্যেষ্ঠা মহিষী ভট্টা ছিলেন সন্তানবতী। অপর তিন মহিষী নিঃসন্তানা।

মহিষী ভট্টা নয়টি সন্তানের জননী। চারপুত্র এবং পঞ্চকন্যা। চারপুত্রের নাম উল্কামুখ, করকর্ণ, হস্তীনিক, শ্রীনূপুর। পঞ্চকন্যার নাম প্রিয়া, সুপ্রিয়া, আনন্দা, বিজিতা এবং বিজিতসেনা। ভ্রাতাভগ্নীগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা প্রথমা কন্যা প্রিয়া।

কনিষ্ঠা কন্যা বিজিতসেনার জন্মের অল্পকাল পরেই দেহত্যাগ ক'রলেন জ্যেষ্ঠা মহিষী ভট্টা। অপরা তিন মহিষী নিঃসন্তানা ; তাঁরা অনাদৃতা। ভট্টার মৃত্যুতে তাঁরা উৎফুল্লা হ'লেন, এবার হয়তো তাঁদের অদৃষ্টে কিছু সুখের সম্ভাবনা! স্বামীর অনুরাগের কিছু অংশও হয়তো বর্ষিত হবে তাঁদের প্রতি। বিশেষত, কনিষ্ঠা

মহিষী বিশাখা তখন পূর্ণযৌবনা। জালিনীর দেহ থেকেও রূপ-যৌবন অবসৃত হয়নি।

কিন্তু মহিষীত্রয়ের অদৃষ্ট ছিল নির্মম।

সম্রাট ইক্ষ্বাকুর প্রমোদকাননে বহুসংখ্যক রূপবতী পরিচারিকা এবং বিলাস-সঙ্গিনী। তার মধ্যে রূপযৌবনে উপচিতা যুবতীর নাম জয়ন্তী। যৌবনভার যেন তার অঙ্গে ধরে না! জয়ন্তী ক্ষত্রিয়া নয়, বৈশ্যকন্যা। যৌবনভারে তার অঙ্গ যেমন বর্ষার কূলপ্লাবী নদীর মতো, কামকলার বিবিধ বৈচিত্র্যেও সে অসাধারণ পারদর্শিনী।

জয়ন্তী তার বিলোল কটাক্ষে, মদির চুম্বনে, উত্তপ্ত আলিঙ্গনে বিবশ-বিহ্বল ক'রে তুললো সদ্য শোকগ্রস্ত রাজা ইক্ষ্বাকুকে। জয়ন্তীর এই সাহচর্যই অল্প কিছুকালের মধ্যে যেন ইক্ষ্বাকুর নিকট অপরিহার্য হ'য়ে উঠ্‌লো। প্রমোদসঙ্গিনী লাভ ক'রলো রাজমহিষীর মর্যাদা। কনিষ্ঠতমা রাজমহিষীরূপে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ ক'রলো জয়ন্তী। তার জন্য নির্মিত হ'ল সুসজ্জিত পৃথক হর্ম্য-প্রাসাদ। নর্তকী-বৃন্দের নূপুরনিক্বণে, বীণাযন্ত্রের সুরমূর্ছনায় সে-প্রাসাদ হ'য়ে উঠলো মুখর। নিত্য নূতন সুরার আস্বাদন, নিত্যনূতন বিলাস-প্রসাধনে প্রসাধিতা জয়ন্তীর তপ্ত মদির আলিঙ্গন রাজা ইক্ষ্বাকুকে যেন উন্মত্ত ক'রে তুল্‌লো। প্রধান অন্তঃপুরে ব্যর্থ প্রতীক্ষারতা মহিষীত্রয় চিত্রা, জালিনী এবং বিশাখার বক্ষোভেদী দীর্ঘশ্বাস বায়ুমণ্ডলকেই বিষণ্ণ ক'রলো মাত্র! তাঁদের মর্মবেদনা ইক্ষ্বাকুর অজ্ঞাতই র'য়ে গেল!

জয়ন্তীর ক্রোড়ে এলো এক পুত্রসন্তান।

মাতৃ-পরিচয়ে নবজাতকের নাম হ'ল জয়ন্ত। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য উভয় রক্ত দেহে নিয়ে ভূমিষ্ঠ হ'য়েছে জয়ন্ত। তারই সূত্রে একদা প্রমোদসঙ্গিনী জয়ন্তী আজ রাজসন্তানের জননী!

ইক্ষ্বাকু আনন্দে আত্মহারা। অনিন্দ্যকান্তি কনিষ্ঠতম রাজপুত্রের জন্মদান ক'রে মহিষী জয়ন্তী তাঁকে ক'রেছেন নবীন সৌভাগ্যের অধিকারী!

কনিষ্ঠতম পুত্রের জন্মের পঞ্চম দিবসে পুত্রমুখসন্দর্শনে পরিতৃপ্ত আত্মহারা ইক্ষ্বাকু ভাবাবেগে জয়ন্তীকে ব'ললেন, প্রিয়তমে! অপার আনন্দে তুমি উদ্বেল করেছ আমার হৃদয়কে! তোমার যে-কোনো অভিলাষ অকপটে তুমি ব্যক্ত করো! আমি প্রতিশ্রুতি দান ক'রছি, তোমার অভিলাষ আমি অবশ্যই পূর্ণ ক'রবো! বর প্রার্থনা করো তুমি!

জয়ন্তী প্রখর বুদ্ধিশালিনী।

করযোড়ে ব'ললেন, মহারাজ! আপনার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত ক'রতে পেরেছি, এই-ই আমার পরম গৌরব! বরদানে যদি আপনার আনন্দবৃদ্ধি হয়, বরগ্রহণে আমিও নিজেকে ধন্যা মনে ক'রবো! কিন্তু অনুগ্রহপূর্বক বরপ্রার্থনার জন্য আমাকে কয়েকটি দিন অবকাশ প্রদান করুন!

—অবশ্যই!—ব'ললেন ইক্ষ্বাকু, তুমি এখন সদ্য জননী। তোমার বিশ্রাম এবং চিন্তার জন্য অবকাশ নিশ্চয়ই প্রয়োজন! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো প্রিয়তমে, যত দুষ্প্রাপ্য কিম্বা মূল্যবান বস্তুই হোক না কেন, তোমার প্রার্থিত সেই বস্তু সংগ্রহ ক'রে এনে তোমাকে উপহার দিয়ে আমি কৃতার্থ হবো!

কয়েকপক্ষ অতিক্রান্ত হ'ল।

এরই মধ্যে নবজাত পুত্রসহ কয়েকদিনের জন্য পিতৃগৃহে বাস ক'রে এলেন মহিষী জয়ন্তী।

অবশেষে এলো সেই নির্ধারিত দিন, যেদিন জয়ন্তী বরপ্রার্থনা ক'রবেন।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। অসিতবর্ণা গগনে নক্ষত্রমালিকা। পুষ্পোদ্যানে সুগন্ধবহ মৃদু বায়ুহিল্লোল।

জয়ন্তীর সুরম্যভবনে প্রবেশ ক'রলেন উচ্ছ্বসিত আবিষ্টহৃদয় ইক্ষ্বাকু।

সর্বোত্তম বসন-ভূষণে সেদিন নিজেকে সজ্জিতা করেছে জয়ন্তী। অধরোষ্ঠে মাদক হাস্যরেখা, দৃষ্টিতে বিলোল কটাক্ষ। স্বচ্ছপ্রায় সুচিক্কণ তন্তুনির্মিত বসনে আবৃত দেহের যৌবন যেন প্রৌঢ় রাজাকে বিহ্বল করবার জন্যই পণ ক'রেছে!

উগ্রতম সুরার পাত্র রাজার হাতে তুলে দিলেন জয়ন্তী।

ইক্ষ্বাকুও সেদিন যেন বিবশ-বিহ্বলই হ'য়ে যেতে আগ্রহী। উগ্র আসবের মাদকতা যখন তাঁর স্নায়ুতে স্নায়ুতে সদ্য বিবশতার স্পর্শ দিয়েছে ঠিক তখনই তাঁর দেহে নিজ দেহভার ন্যস্ত ক'রে স্বেচ্ছাকৃত শিথিলবন্ধ কঞ্চুলিকাকে কুচযুগ থেকে স্খলিত হওয়ার অবকাশ দিলেন জয়ন্তী। ইক্ষ্বাকুর কামজর্জর দেহকে উত্তপ্ত আলিঙ্গনে বেষ্টন ক'রে প্রগাঢ় চুম্বনে তাঁকে চূড়ান্ত বিবশ ক'রলেন তিনি। তারপর সেই আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই সুমধুর স্বরে ব'ললেন, মহারাজ! বরদানের প্রতিশ্রুতি আপনার স্মরণে আছে?

—নিশ্চয়ই স্মরণে আছে প্রিয়তমে!—মোহবিহ্বল, আসব-মত্ত জড়িত স্বরে ব'ললেন ইক্ষ্বাকু, অকপটে ব্যক্ত করো তোমার অভিলাষ! কোন্ মহার্ঘ বস্তু তোমার আকাঙ্ক্ষিত?

—কোনো মহার্ঘ বস্তুতে আমার অভিলাষ নেই, মহারাজ!

—সে কি! তাহ'লে তোমাকে আমি কেমন ক'রে বরদান ক'রবো, প্রিয়তমে?

—উপায় অবশ্যই আছে, মহারাজ! মহার্ঘ বস্তু ভিন্নও তো অন্য কোনো প্রার্থনা থাকা সম্ভব?

—কী সে প্রার্থনা?

—মহারাজ! প্রমোদকাননের নর্মসঙ্গিনীকে রাজমহিষীর সম্মানদানে আপনি ধন্যা ক'রেছেন! রাজমহিষী জয়ন্তীর একমাত্র অভিলাষ, সে-ই হবে ভবিষ্যতে এই রাজ্যের রাজমাতা!

সুরাচ্ছন্ন হ'লেও ইক্ষ্বাকু সহসা যেন বিপুল বিস্ময়ের অভিঘাতে কিঞ্চিৎ সচেতন হ'লেন। বক্ষোলগ্না জয়ন্তীর উদ্দেশ্যে বিমূঢ় প্রশ্ন ক'রলেন, এ-কথার অর্থ?

—অর্থ সম্পূর্ণ স্পষ্ট, মহারাজ! আমি এই বর প্রার্থনা ক'রছি যে, আমার পুত্র জয়ন্তকে ক'রতে হবে আপনার রাজসিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী!

......উত্তরাধিকারী!......একমাত্র উত্তরাধিকারী!

কুলিশাহতের ন্যায় নিশ্চল হ'য়ে গেলেন সম্রাট ইক্ষ্বাকু।

এ কী অপ্রত্যাশিত, অসম্ভব বরপ্রার্থনা! ক্ষত্রিয়া মহিষী ভট্টার গর্ভজাত পুত্রগণ জীবিত থাকতে বৈশ্যা-মহিষীর গর্ভজাত পুত্রকে দান ক'রতে হবে রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার?

সুরার মাদকতা দূর হ'য়ে গেল ইক্ষ্বাকুর।—এ বর প্রদান কেমন ক'রে সম্ভব?

—মহারাজ, নীরব হ'য়ে রইলেন যে?—জয়ন্তীর কণ্ঠে মৃদু কিন্তু শাণিত প্রশ্ন।

—এ-প্রার্থনা পূর্ণ করা অসম্ভব, জয়ন্তী!

—কেন মহারাজ?

—আমি আদিত্যগোত্রীয় শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বংশজাত। এ-রাজ্য পুরুষানুক্রমে সেই শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বংশ দ্বারাই শাসিত। তোমার তো অজ্ঞাত নয় যে, আমার ক্ষত্রিয়া মহিষীর গর্ভজাত কুমারগণ সুস্থদেহে জীবিত। এমন কি, জ্যেষ্ঠপুত্র উল্কামুখ এখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার উপযুক্ত হ'য়েছে। এই অবস্থায় তোমার এই অনুচিত অভিলাষ পূর্ণ করা যে আমার সাধ্যাতীত!

—কিন্তু মহারাজ, আমি তো স্বেচ্ছায় বরপ্রার্থনা করিনি? আপনি স্বেচ্ছায় আমাকে বরপ্রদানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন ক'রেছিলেন!

—আমি স্বীকার করছি জয়ন্তী, আমি সানন্দচিত্তে প্রতিশ্রুতি দান ক'রেছিলাম! কিন্তু আমিতো স্বপ্নেও চিন্তা ক'রতে পারিনি, তুমি এই অসম্ভব নির্মম বর-প্রার্থনা ক'রবে?

—অসম্ভব এবং নির্মম?—ইক্ষ্বাকুর বক্ষ থেকে দ্রুত নিজ দেহ উত্তোলন করলো জয়ন্তী। দৃষ্টি তার শ্লেষাগ্নিপূরিত।

করুণ, অসহায় আর্তি মুহূর্তে ম্লান ক'রে তুলেছে ইক্ষ্বাকুর মুখমণ্ডল। স্তিমিত, নির্জীব কণ্ঠে তিনি ব'ললেন, জয়ন্তী! প্রিয়তমে! আমি তোমাকে রাজমহিষীর মর্যাদা দান ক'রেছি! আমি প্রতিশ্রুতি দান ক'রছি, তোমার পুত্রের জন্য আমি বিলাস-ব্যসন, বিত্ত-বৈভবের পর্যাপ্ত আয়োজন ক'রে দেবো! কিন্তু রাজমাতা হওয়ার অভিলাষ তুমি প্রত্যাহার করো!

—কোন্ রাজমহিষী না রাজমাতা হওয়ার অভিলাষ করে, মহারাজ? আপনার তিন মহিষী নিঃসন্তানা। তাঁদের সে অভিলাষের প্রশ্ন অবান্তর। যে-মহিষীর গর্ভজাত পুত্রকন্যা জীবিত, তিনি স্বয়ং পরলোকগমন ক'রেছেন। এই অবস্থায় আমার পক্ষে রাজামাতা হওয়ার অভিলাষ কি একান্তই স্বাভাবিক নয়?

—তোমার পক্ষে হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমার পক্ষে এ বর প্রদান অকল্পিত! আমি তোমাকে অনুনয় ক'রছি জয়ন্তী, তুমি অন্য যে-কোনো বর প্রার্থনা করো!

জয়ন্তীর ওষ্ঠাধরে স্ফুরিত হ'ল তীব্রতর শ্লেষজড়িত হাস্যরেখা। দৃষ্টিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কাঠিন্য। কণ্ঠস্বরে কঠোর গঞ্জনার কর্কশতা।

—অধীনার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন, মহারাজ! জয়ন্তী ক্ষত্রিয়া নয়, বৈশ্য পিতামাতার সন্তান। তা সত্ত্বেও কিন্তু একদা আপনার প্রমোদকুঞ্জের কেলিসঙ্গিনী করবার জন্য এক পঞ্চদশী কন্যাকে তার পিতৃগৃহ থেকে আপনি উৎপাটন ক'রে এনেছিলেন। আপনি শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বংশজাত পুরুষ। কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর প্রমোদকাননের কেলিকক্ষে এই নীচবংশীয়া যুবতীর দেহসরোবরে অবগাহন ক'রতে আপনার আদিত্যগোত্রীয় ক্ষত্রিয়ত্বের সচেতন হৃদয়ে এক মুহূর্তের জন্যও তো দ্বিধার সৃষ্টি হয়নি? এই অক্ষত্রিয়া যুবতী প্রমোদকাননের ভোগ্যারূপে তার বিধিলিপি স্বীকার ক'রে নিয়েই জীবনযাপন ক'রে যেতো। মহিষীপদের প্রতি তার প্রলোভন তখন ছিল দুরাশা মাত্র। আপনি স্বেচ্ছায় তাকে মহিষীরূপে গ্রহণ ক'রেছেন, তাই নয় কি?

—হ্যাঁ, সত্য। তোমার প্রত্যেকটি কথাই সত্য, জয়ন্তী!—শিথিল, বিবশ কণ্ঠে বললেন ইক্ষ্বাকু।—তোমার প্রতি আসক্তির বিহ্বলতায় আমি তা ক'রেছি!

—মহারাজ! অতীতের আচরণ অতীত হ'য়ে গেছে। বর্তমানে আমি আদিত্য-বংশীয় ক্ষত্রিয়রাজেরই মহিষী। উপরন্তু, আমার গর্ভজাত পুত্রের দেহে আপনারই দেহের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় শোণিত প্রবহমান!

—তা জানি জয়ন্তী, তা আমি স্বীকার করছি! কিন্তু আমি অসহায়! আমার প্রতি তোমার হৃদয়ে যদি কিছুমাত্র প্রেম থাকে, তাহ'লে আমার অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা ক'রে আমার প্রতি সদয়া হও! তুমি অন্য যে কোনো বরপ্রার্থনা করো, প্রিয়তমে!

জয়ন্তীর দু'খানি হাত জড়িয়ে ধ'রলেন ইক্ষ্বাকু। জয়ন্তী স্পষ্ট অনুভব করতে পারলো, মহারাজের হাত কম্পমান।

জয়ন্তী অবিচল। ব'ললে, আমাকে মার্জনা করুন মহারাজ, অন্য বর প্রার্থনায় আমার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই।

—কোনো দুষ্প্রাপ্য বস্তুও নেই, যা এখনো তোমার অনায়ত্ত?—মর্মভেদী করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রলেন ইক্ষ্বাকু।

—সে-কথা আমি আগেই ব'লেছি, মহারাজ!—অবিলম্বিত উত্তর জয়ন্তীর।

—কিন্তু তোমার প্রার্থিত বর দানে আমি অক্ষম।—ভগ্নস্বরে ব'ললেন ইক্ষ্বাকু।

—মহারাজ! এই যদি আপনার শেষ কথা হয় তাহ'লে আমাকেও দুঃখের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ ক'রতে হচ্ছে যে, আদিত্যগোত্রীয় ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মহারাজ ইক্ষ্বাকুর প্রতিশ্রুতি নিতান্তই মূল্যহীন!

—না জয়ন্তী, না!—আর্তনাদের স্বরে ব'ললেন ইক্ষ্বাকু, আমার প্রতিশ্রুতি মূল্যহীন নয়! কিন্তু আমার ক্ষত্রিয় পুত্রগণ জীবিত থাকতে তোমাকে এই বরদানের অধিকার আমার নেই।

—অধিকার অবশ্যই আছে, মহারাজ! কিন্তু আপনার একান্ত অনীহাই আপনার এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের প্রকৃত কারণ, তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আমিও আমার শেষ নিবেদন জ্ঞাপন করছি, মহারাজ! সর্বজনমান্য সম্রাটরূপে আপনি যদি আজ আপনার প্রতিশ্রুতির মর্যাদারক্ষায় সচেতন হন তাহ'লে আমার প্রার্থিত বরই আপনি প্রদান ক'রবেন! অন্যথায় আমি আমার বর-লাভের প্রত্যাশাকে প্রত্যাহার ক'রে নেবো। রাজ্যের প্রজাবৃন্দ জানবে, মহরাজ ইক্ষ্বাকু নিজমুখে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞাকে লঙ্ঘন ক'রে সত্যনিষ্ঠার পবিত্র মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত ক'রতে অসাধারণ পারদর্শী!

মর্মান্তিক করুণ দৃষ্টিতে একবার জয়ন্তীর সুতীব্র বিদ্রুপবিচ্ছুরিত মুখমণ্ডল অবলোকন ক'রে কয়েকমুহূর্ত নতমুখে, নীরবে নিশ্চল হ'য়ে রইলেন ইক্ষ্বাকু। তারপর অব্যর্থ লক্ষ্যে শরাহত মুমূর্ষু জীবের ন্যায় ক্ষীণ, আর্তকণ্ঠে ব'ললেন, না জয়ন্তী, ক্ষত্রিয় ইক্ষ্বাকু সত্যভঙ্গ ক'রে আদিত্যবংশে কলঙ্ক লেপন ক'রবে না! বক্ষ যত বিদীর্ণই হোক, তোমার প্রার্থিত বরে আমি সম্মতি দান ক'রছি। আমার মৃত্যুর পর এই সদ্যোজাত শিশু জয়ন্তই হবে এ-রাজ্যের সম্রাট। সফল হোক তোমার আকাঙ্ক্ষা! রাজমাতা হওয়ার তীব্র বাসনাই তোমার তৃপ্ত হোক জয়ন্তী!

সুরাপানের মাদকতা তখন দেহে আর বিন্দুমাত্র ছিল না ইক্ষ্বাকুর। কিন্তু

উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় স্খলিতপদে কনিষ্ঠতমা মহিষী জয়ন্তীর প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে তিনি যাত্রা ক'রলেন।

সাফল্যের হাস্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো জয়ন্তীর মুখমণ্ডল। সে বিজয়িনী!

মহারাজ ইক্ষ্বাকুর এই বরদানের সংবাদ প্রচারিত হ'তেই আরম্ভ হ'ল রাজ্যব্যাপী বিস্ময়-বিক্ষোভ। রাজমন্ত্রী, সেনাপতি, অমাত্যবর্গ, প্রজাবৃন্দ সকলেই বিক্ষুব্ধ। বিশেষত, ক্ষত্রিয়গণ বিক্ষোভে উত্তাল। রাজপুত্রগণ পিতার প্রতি বিক্ষুব্ধ অভিমানে কম্পিতকলেবর। রাজকুমারীবৃন্দ অশ্রুবেগসম্বরণে অসমর্থা।

এত বিস্ময়, এত বিক্ষোভ, কিন্তু বিদ্রোহ নেই!

রাজকুমারগণ সংকল্পবদ্ধ। তাঁরা এ-রাজ্য পরিত্যাগ ক'রবেন। কিন্তু পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রবেন না। রাজকুমারীগণও ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে রাজ্যত্যাগে হ'লেন দৃঢ়সংকল্প।

উদ্‌ভ্রান্ত ইক্ষ্বাকু অন্ন জল প্রায় পরিত্যাগ ক'রেছেন।

নিজেকেই প্রতিমুহূর্তে অভিসম্পাত দান ক'রে চ'লেছেন তিনি। অথবা তিনি জন্মকাল থেকেই অভিশপ্ত? নতুবা, প্রৌঢ়ত্বেও অবিবেচক কামুকের ন্যায় এ-আচরণ তিনি ক'রলেন কেন? মহিষী ভট্টা জীবিতা নেই কিন্তু অপর তিন মহিষীতো রাজ-অন্তঃপুরেই দিনযাপন করেন। মহিষী চিত্রা, জালিনী এবং বিশাখা তাঁরই বিবাহিতা ধর্মপত্নী। কনিষ্ঠা বিশাখা এখনো পূর্ণযৌবনের লাবণ্যে পরিপ্লুতা। জয়ন্তী কি তাঁর চেয়েও রূপবতী? কেন এ মতিভ্রম হ'ল ইক্ষ্বাকুর? কেন প্রমোদকাননের বিলাসসঙ্গিনীকে তিনি দান ক'রলেন আদিত্য গোত্রজ পরম ক্ষত্রিয় বংশের রাজমহিষীর মর্যাদা?

জয়ন্তী মায়াবিনী!

মায়াজাল বিস্তার ক'রে ইক্ষ্বাকুকে সে মোহমুগ্ধ ক'রেছিল। মোহভ্রান্ত ইক্ষ্বাকু তাকে বিবাহ ক'রেছেন তারই মায়াপ্রভাবে! অধিকার প্রাপ্তির পর একটি পুত্রসন্তানও সে অতি সহজেই ক্রোড়স্থ ক'রতে সমর্থা হ'য়েছে। হ্যাঁ, জয়ন্ত ইক্ষ্বাকুরই সন্তান! কিন্তু সন্তানটি পুত্র না হ'য়ে কন্যাও তো হ'তে পারতো? তা হয়নি কারণ মায়াবিনী যে পুত্রসন্তানের জননীই হ'তে ইচ্ছুক। তার মায়াজাল-বিস্তার সফল!

আত্মগ্লানির অনুশোচনায় কয়েকদিন অতিবাহিত হ'ল ইক্ষ্বাকুর।

রাজমন্ত্রী একদিন একান্তে ব'ললেন, মহারাজ! আপনার কোনো দুর্বল মুহূর্তের সুযোগে কনিষ্ঠা রাজমহিষী আপনার নিকট থেকে এই অবাস্তব, অকল্পনীয় বর অর্জন ক'রে নিয়েছেন। কোনো ব্যক্তি আপনার এ প্রতিশ্রুতি দানের সাক্ষ্যও নেই। সুতরাং আমার বিবেচনায় এই প্রতিশ্রুতি পালন না ক'রলে সত্যভঙ্গ হবে না।

করুণ, নির্জীব কণ্ঠে ইক্ষ্বাকু ব'ললেন, সত্যভঙ্গ অবশ্যই হবে মন্ত্রিবর! অন্য কেউ সাক্ষ্য না থাকলেও আমি নিজেই তো সাক্ষ্যস্বরূপ! আমি জানি, বিদীর্ণ হৃদয়ে এই বর আমি দান ক'রেছি। আমার হৃদয় এখন এক ভগ্নস্তূপ। আমি স্পষ্ট অনুভব করছি, আমার আয়ুষ্কাল সমাপ্তপ্রায়। আমার অদৃষ্টে যা হয় হোক, সত্যভঙ্গ করতে আমি পারবো না।

মন্ত্রী ব'ললেন, কিন্তু মহারাজ, ক্ষুব্ধহৃদয় রাজকুমার এবং রাজকুমারীবৃন্দ অচিরে এ-রাজ্য পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হ'য়েছেন, এ-সংবাদ আপনি কি জ্ঞাত?

—হ্যাঁ মন্ত্রিবর! তাদের এ সংকল্পে আমি সম্মতি দান ক'রেছি।

—আপনি সম্মতিদান করেছেন মহারাজ! অবিলম্বে তাঁদের নিবৃত্ত করুন!

—না।—সাশ্রুনয়নে ইক্ষ্বাকু ব'ললেন, তাদের নিবৃত্ত করবার নৈতিক অধিকার আমার নেই! কোন্ মর্যাদায় ভবিষ্যতে এই রাজ্যে তারা বাস ক'রবে? পুত্রকন্যাগণ আমার প্রাণাধিক। তাদের সংকল্পে সম্মতি দান ক'রতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়েছে। কিন্তু উপায় নেই! আমি তাদের ব'লেছি, এই বিশাল জম্বুদ্বীপে স্থানাভাব হবে না। কোথাও না কোথাও নতুন রাজ্য স্থাপনের উপযুক্ত ভূখন্ড তারা নিশ্চয়ই লাভ ক'রবে। তাদের আমি নির্দেশ দান ক'রেছি, যত হস্তী, যত অশ্ব, যত রথ তাদের প্রয়োজন, তা তারা পাবে। প্রয়োজনীয় সম্পদের জন্য রাজকোষাগার তাদের সম্মুখে থাকবে উন্মুক্ত। মন্ত্রিবর, আমার প্রাণাধিক পুত্রকন্যাগণ যত সত্ত্বর সম্ভব এই অভিশপ্ত রাজ্য ত্যাগ করুক, তাই আমার একান্ত কামনা! শুনেছি স্বল্প সংখ্যক কয়েকজন প্রবীণ অমাত্য আমার প্রতি প্রচণ্ড বিরক্তিবশত আমার পুত্র-কন্যার সঙ্গে এ-রাজ্য ত্যাগে অভিলাষী। আমি তাতে আনন্দিত! তাঁরা অন্তত অভিভাবকস্বরূপ আমার পুত্রকন্যার তত্ত্বাবধান ক'রতে পারবেন। সম্ভব হ'লে আমার পুত্রগণ ক্ষাত্রগৌরবে প্রতিষ্ঠা করুক নতুন কোনো রাজ্য। তারপর যেদিন তারা আমার দেহান্তের সংবাদ শ্রবণ ক'রবে, সেইদিনই যেন এ-রাজ্যে প্রত্যাবর্তন ক'রে অমিতবিক্রমে রাজকর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করে! সেদিন আমার পাপ-প্রতিশ্রুতি হ'য়ে যাবে মূল্যহীন। সে দিন আত্মরক্ষা এবং পুত্ররক্ষার দায়িত্ব ওই মায়াবিনী জয়ন্তীকেই পালন ক'রতে হবে! আমি জানি, সে তা পারবে না। কারণ, সেনাবাহিনী, প্রজাবৃন্দ সকলেই স্বাগত জানাবে আমার কুমারগণকে। মন্ত্রিবর! এই একান্ত বিশ্বাস মনে নিয়েই আমি দেহত্যাগ ক'রবো যে, আমার এই অভিশপ্ত রাজ্য অদূর ভবিষ্যতে কোনোদিন আমার বীর কুমারগণের কর্তৃত্বে বিশুদ্ধ হবে। মুক্ত হবে এই পাপ থেকে! আমার পুত্রকন্যা আমারই প্রতি তীব্র অভিমানে আমাকে ত্যাগ ক'রে অজ্ঞাতবাসে যাত্রা ক'রতে চ'লেছে, এ-কথা ভাবতেও বক্ষ আমার বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে! তবুও তাদের আমি আশীর্বাদ ক'রছি! দৃষ্টির অগোচরেও তাদের প্রতি আমার আশীর্বাদ অনুক্ষণ বর্ষিত হবে!

কয়েকদিনের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক প্রবীণ অমাত্যসহ পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ ক'রে পঞ্চকুমারী এবং কুমারচতুষ্টয় যাত্রা ক'রলেন উত্তরাভিমুখে। পিতার করুণ অনুনয়েও হস্তী কিম্বা রথ তাঁরা গ্রহণ ক'রলেন না। অল্প কিছুসংখ্যক অশ্ব-অশ্বিনী এবং যৎসামান্য সুবর্ণমুদ্রা গ্রহণ ক'রলেন তাঁরা। রাজ্যত্যাগী কুমার-কুমারীগণ জানতে পারলেন না যে তাঁদের সেই অনির্দেশ্য যাত্রায় প্রধানতম পাথেয় রইলো তাঁদের অনুতাপদগ্ধ হতভাগ্য পিতার আশীর্বাদ!

কোশলরাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের বহির্দেশে অভ্রংলিহ হিমালয়ের সানুদেশে বিশাল এক শকবৃক্ষের অরণ্যে এসে একদিন উপনীত হ'লেন তাঁরা।

স্থানটি মনোরম। মুগ্ধ হ'লেন রাজকুমার-রাজকুমারীবৃন্দ।

অরণ্যের প্রান্তে সুস্নিগ্ধ এক পদ্মসরোবরের তীরে মহর্ষি কপিলের তপোবন।

অদূরে হিমবন্তনিঃসৃতা স্বচ্ছতোয়া উচ্ছল স্রোতোস্বিনী রোহিণী পূর্ব-দক্ষিণ গতিপথে প্রবাহিতা। পর্বতসানুদেশ থেকে শকবৃক্ষারণ্য পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শস্যপ্রসূ উর্বর মৃত্তিকা। নিকটবর্তী কোনো কোনো অঞ্চলের কৃষ্ণকায় এবং পীতকায় অনার্য অধিবাসীবৃন্দ প্রচুর শস্য উৎপাদন করে সেই উর্বর মৃত্তিকায়। তারা অক্ষত্রিয় এবং অনার্য। কিন্তু নবাগত স্বল্পসংখ্যক অপরিচিত নর-নারীর প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষভাব প্রদর্শন ক'রলো না। পরন্তু, সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত ক'রে দিলে নবাগত অতিথিবৃন্দের প্রতি।'অমাত্যগণ পরামর্শ দিলেন, এই স্থানই বসবাসের পক্ষে উত্তম। কিন্তু মহর্ষি কপিলের সম্মতি প্রয়োজন!

সম্মতিলাভে বিঘ্ন হ'ল না।

উদারহৃদয় পরন্তপা ঋষি সানন্দে সম্মতি দান ক'রলেন।

কপিলের তপোবনসন্নিহিত সেই শকবৃক্ষারণ্যে পর্ণকুটির নির্মাণ ক'রে আরম্ভ হ'ল ইক্ষ্বাকুর স্বেচ্ছানির্বাসিত পুত্রকন্যাগণের স্থায়ী উপনিবেশ।

স্থানটির মৃত্তিকা কপিলবর্ণ। পরন্তু মহর্ষি কপিল সেস্থানে তপস্যানিরত। মহর্ষির প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার পরিসীমা নেই তাঁদের। সেই কারণেই নবজনপদের নাম হ'ল কপিলবাস্তু। কালক্রমে শকবৃক্ষারণ্যের অধিবাসীরূপে আগন্তুকেরা শাক্য নামে পরিচিত হ'লেন। জাতিপরিচয় এবং উপনিবেশ নামকরণের এই হ'ল আদি উৎস।

কুমার-কুমারীগণ বিবাহযোগ্য বয়সে উপনীত। পিতৃরাজ্যত্যাগের পূর্বে জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী প্রিয়া এবং তাঁর অনুজা সুপ্রিয়া বিবাহযোগ্যাই ছিলেন। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার উল্কামুখ এবং তাঁর অনুজ করকর্ণও ছিলেন বিবাহযোগ্য। অপর দুই রাজকুমার এবং তিন রাজকুমারীও বয়ঃসন্ধি অতিক্রম করে পদার্পণ ক'রেছেন যৌবনে।

কিন্তু কোথায় কুমারীগণের উপযুক্ত যুবাপুরুষ? কোথায়ই বা কুমারগণের বিবাহযোগ্যা নারী?

প্রতিবাসী কৃষ্ণাঙ্গ এবং পীতাঙ্গগণ ক্ষত্রিয় নয়। তাদের জনপদে যুবকও আছে, যুবতীও আছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে বিবাহসম্পর্ক স্থাপন আদিত্যগোত্রীয় ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে অসম্ভব। কারণ, তার ফলে জাতিসংদোষ অবধারিত। অথচ কুমার-কুমারীগণের বিবাহ এবং নিষ্কলুষ, বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জনসংখ্যাবৃদ্ধি সর্বাগ্রে প্রয়োজন! কুমার-কুমারীগণের বিবাহ একমাত্র সম্ভব পরিত্যক্ত পিতৃরাজ্যে। কিন্তু প্রতিজ্ঞাকঠোর কুমার-কুমারীগণের পক্ষে সেইটিই সর্বাপেক্ষা অসম্ভব কার্য! পিতৃরাজ্যে তাঁরা জীবৎকালে প্রত্যাবর্তন করবেন না।

তবে কি চির-অনূঢ় থাকবেন কুমারবৃন্দ? কুমারীবৃন্দ থাকবেন চির-অনূঢ়া? এই বিপুল সম্ভাবনাময় নবজনপদে কোনোদিনই প্রতিষ্ঠিত হবে না আদিত্যগোত্রীয় পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়কুলের নবরাজ্য?

নিরুপায় অমাত্যগণ দীর্ঘ আলোচনা অন্তে উপনীত হ'লেন একটি সিদ্ধান্তে। শোণিতবিশুদ্ধি রক্ষা ক'রতেই হবে! রাজকুমারগণই বিবাহ করুন তাঁদের সহোদরা ভগ্নীকে!

সহোদর-সহোদরার বিবাহ! পতি-পত্নীর সম্পর্কস্থাপন?

এ ভিন্ন শোণিতবিশুদ্ধি রক্ষার অন্য কোনো উপায় নেই! একমাত্র এই উপায় দ্বারাই তা সম্ভব। এবং সম্ভব আদিত্যগোত্রীয় ক্ষত্রিয় জনসংখ্যাবৃদ্ধি।

অবশেষে সম্মত হ'লেন ভ্রাতা-ভগ্নীবৃন্দ। কিন্তু ভ্রাতার সংখ্যা চার, ভগ্নীর সংখ্যা পাঁচ। সেক্ষেত্রে উপায়?

উপায় রাজকুমারগণই নির্ধারণ ক'রলেন। প্রিয়া সর্বজ্যেষ্ঠা ভগ্নী। তিনি বৃতা হ'লেন মাতৃপদে। সহোদর উল্কামুখের অঙ্কশায়িনী হ'লেন সুপ্রিয়া, করকর্ণের হ'লেন আনন্দা, হস্তীনিকের জায়াস্থান গ্রহণ ক'রলেন বিজিতা এবং সর্বকনিষ্ঠ শ্রীনূপুর ভার্যারূপে লাভ ক'রলেন সর্বকনিষ্ঠা সহোদরা বিজিতসেনাকে।

অনূঢ়া রইলেন একমাত্র জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী প্রিয়া।

কিন্তু তাঁকেও অধিককাল অনূঢ়া থাকতে হয়নি। রোহিণী নদীর পূর্বতীরে তিনি একাকীই জীবনযাপন আরম্ভ ক'রেছিলেন। কাশী থেকে নির্বাসিত কোল নামক এক ক্ষত্রিয় রাজা একদা সেস্থানে এসে উপস্থিত। প্রাণ-সংশয়ী ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'লেন তিনি। নবজীবন লাভ ক'রলেন কুমারী প্রিয়ার হৃদয়উৎসারিত সেবা-পরিচর্যায়। রাজা কোল আদিত্যগোত্রীয় নন, কিন্তু ক্ষত্রিয়। তাঁকে পতিত্বে বরণ ক'রলেন প্রিয়া।

রোহিণীর পশ্চিমতীরে শকারণ্যবাসী সহোদর-সহোদরা দম্পতির সন্তান-সন্ততিরই বংশধর শাক্যজাতি। কোল এবং প্রিয়ার সূত্রে কোলিয় ক্ষত্রিয়গণের উদ্ভব। তাই কোলিয়সমাজ আদিত্যগোত্রজাত না হ'লেও মাতৃশোণিতসম্পর্কে শাক্য-সমাজের নিকট জ্ঞাতিরূপে স্বীকৃত।

এ-কাহিনী পুরুষানুক্রমে প্রচলিত।

আপনমনেই কিংবদন্তীর কাহিনীটি স্মরণ ক'রছিলেন শুদ্ধোদন।

আদিপর্বে সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ! বর্তমানে সে রীতি প্রচলিত নেই সত্য, কিন্তু অতি নিকট-সম্পর্কিত ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ কি সূচিত করে না সেই কিংবদন্তীর কাহিনীকে?

বর্তমানে কোলিয় সমাজের শাসক বিশ্বামিত্র কোলিয়।

প্রতিবর্ষের আচরিত রীতি অনুযায়ী বিশ্বামিত্রের নিকট আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ ক'রেছেন শুদ্ধোধন। কিন্তু তিনি চিন্তিত। অদূর ভবিষ্যতের একটি সম্ভাব্য অশুভ ইঙ্গিত তাঁকে কিঞ্চিৎ বিচলিত ক'রে তুলেছে।

নিজ কক্ষে বিশ্রামরত শুদ্ধোদনের মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার রেখা পরিস্ফুট। মহামন্ত্রী কালুদায়ি যে-সংবাদ জ্ঞাপন ক'রেছেন, তা অবশ্যই দুশ্চিন্তাজনক।

কক্ষদ্বারসন্নিকটে মৃদু নূপুরশিঞ্জিনীধ্বনি শ্রুত হ'ল। কিন্তু শুদ্ধোধন নিতান্ত অন্যমনস্ক ব'লেই সে-ধ্বনি তাঁর শ্রুতিগোচর হ'ল না।

—পিতা!

কন্যা রূপানন্দার মৃদুস্বর সম্বোধনে অন্যমনস্কতা ভঙ্গ হ'ল শুদ্ধোদনের। কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সস্নেহে প্রশ্ন ক'রলেন, কিছু বলবে মা?

—হ্যাঁ, পিতা।—শুদ্ধোদনের পাদবন্দনা ক'রে অষ্টাদশী রূপানন্দা ব'ললে, আমার একটি নিবেদন আছে।

—অসঙ্কোচে বলো, কী তোমার নিবেদন!

পিতার আশ্বাস সত্ত্বেও রূপানন্দা আনতদৃষ্টিতে নীরবে দণ্ডায়মানা রইলো।

সে স্থির ক'রতে পারছে না, কিভাবে পিতার সমীপে সে তার বক্তব্য নিবেদন ক'রবে।

রূপানন্দা সত্যই রূপানন্দা। তার অনন্যসাধারণ রূপলাবণ্যের খ্যাতি কেবল শাক্যরাজ্যেই নয়, পার্শ্ববর্তী মল্ল এবং বৃজিরাজ্যেও বিদিত। শুদ্ধোদন জানেন, তাঁর এই অষ্টাদশী কুমারী কন্যার প্রতি বহু অভিজাত শাক্যযুবকেরই আছে প্রলুব্ধ দৃষ্টি। কোন্ উপযুক্ত যুবকের বধূরূপে এই কন্যাকে তিনি সমর্পণ ক'রবেন, সে-ও এক দুশ্চিন্তার বিষয়।

কন্যাকে নীরব নতমুখী দেখে শুদ্ধোদন ব'ললেন, তোমার বক্তব্য তুমি তো জ্ঞাপন ক'রলে না, মা?

রূপানন্দা আনতমুখেই ব'ললে, আপনার নিকট একটি অনুমতি প্রার্থনা করছি, পিতা! আসন্ন সমাজ-উৎসবে আমি যোগদান ক'রতে পারবো না।

সবিস্ময়ে শুদ্ধোদন ব'ললেন, কেন, বৎসে?

রূপানন্দা নিরুত্তর।

শুদ্ধোদন যুগপৎ বিস্ময় এবং দুশ্চিন্তাজড়িত কণ্ঠে ব'ললেন, উৎসবে যোগদানে তুমি কেন বিরত থাকতে ইচ্ছুক তা আমি বুঝতে পারছি না, মা। তুমি তো জানো, এই উৎসবের গুরুত্ব শাক্যসমাজে কতখানি? বিশেষত, তুমি আমার কন্যা। রাজন্‌কন্যা উৎসবে অনুপস্থিত থাকলে অন্যান্য শাক্যনায়কবৃন্দকে আমি তার জন্য কী কারণ প্রদর্শন করবো?

—কেউ তো অসুস্থও থাকতে পারে, পিতা?

—তুমি কি অসুস্থ?—উদ্বিগ্নকণ্ঠে শুদ্ধোদন ব'ললেন, ভিষগাচার্য সঞ্জয়কে সংবাদ প্রেরণ করা হ'য়েছে?

—ভিষগাচার্যকে সংবাদ প্রেরণের প্রয়োজন ঘটেনি, পিতা! দৈহিকভাবে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। এ অনিচ্ছা আমার মনোগত।

শুদ্ধোদনের হৃদয়ে এবার বিস্ময়ের সঙ্গে যুক্ত হ'ল একটি আশঙ্কা। একটি দুশ্চিন্তা চকিতে তড়িৎপ্রভার ন্যায় তাঁর স্নায়ুকেন্দ্রকে আলোড়িত ক'রে দিয়ে গেল। কুমার গৌতম সমাজ উৎসব এবং বিহারযাত্রা—উভয় উৎসব সম্বন্ধেই বীতরাগ। তাহ'লে কি তার দ্বারা-প্রভাবিত হ'য়েছে রূপানন্দা?

কয়েকমুহূর্ত তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে কন্যার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ ক'রে সংশয়-সন্দেহ-জড়িত কণ্ঠে শুদ্ধোদন প্রশ্ন ক'রলেন, তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কুমার গৌতম কি উৎসব প্রসঙ্গে তোমাকে কিছু ব'লেছে, মা?

—না, পিতা। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎও হয়নি।

শুদ্ধোদন নীরবে কয়েকমুহূর্ত কী যেন চিন্তা ক'রলেন। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত উদ্বিগ্নকণ্ঠে ব'ললেন, উৎসবের এখনো কয়েকদিবস বিলম্ব আছে। এই মুহূর্তেই এ-বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনে আমি অক্ষম, বৎসে! মহামন্ত্রী কালুদায়িকে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে মন্ত্রণার উদ্দেশ্যে সংবাদ প্রেরণ ক'রেছি। তাঁর আগমনের সময়ও হ'য়েছে। তাঁর সঙ্গে মন্ত্রণাদির পর তোমার জননীর সঙ্গে আলোচনা ক'রে আমি আমার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন ক'রবো।

—যথা আজ্ঞা, পিতা!—নতজানু হ'য়ে পিতার পাদবন্দনা ক'রে কক্ষ থেকে ধীরপদে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল রূপানন্দা।

কন্যার অপসৃয়মানা মূর্তির দিকে বিষণ্ণ নেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে রইলেন শুদ্ধোদন। উদ্বেগ, আশঙ্কা, ত্রাস আবার তাঁকে গ্রাস ক'রতে লাগলো। কুমার সিদ্ধার্থ কি ধীরে ধীরে এই ভবনের প্রতিটি নরনারীর মধ্যে অনাসক্তির বীজবপন আরম্ভ ক'রেছে? নতুবা, যে রূপানন্দা নিজের দৈহিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন, তার এই বিপরীত আচরণ কেন? বিলাস-ব্যসনের চূড়ান্তেও রূপগরবিনী রূপানন্দার সাধ মেটে না। পুত্র নন্দ এবং কন্যা রূপানন্দার মাত্রাতীত বিলাস-ব্যসনে অস্বচ্ছন্দ বোধ করেন তাদের গর্ভধারিণী জননী গৌতমী। শুদ্ধোদন কিন্তু সানন্দ। এই পুত্র-কন্যাদ্বয় যে শাক্যোচিত স্বাভাবিক আচরণেই সাগ্রহী, তাতে তিনি নিশ্চিন্ত। অন্তত, কুমার সিদ্ধার্থ গৌতম সম্বন্ধে যে-উদ্বেগ অহর্নিশি তাঁকে আকুল ক'রে রেখেছে, এদের ক্ষেত্রে সে-উদ্বেগ থেকে মুক্ত থাকতে পেরে তিনি নিশ্চিন্ত। কিন্তু অকস্মাৎ এই ছন্দপতন কেন?

কক্ষে প্রবেশ ক'রলেন গৌতমী।

তাঁকে দেখেই ব্যাকুলকণ্ঠে শুদ্ধোদন 'বললেন, গৌতমী, কিছুক্ষণ পূর্বেই প্রাণাধিকা কন্যা রূপানন্দা একটি বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা ক'রতে এসেছিল। তার প্রার্থনা—

—আমি জানি, প্রভু!—শুদ্ধোদনের উক্তি সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ব'ললেন গৌতমী, তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা ক'রতে আমিই তাকে উপদেশ দিয়েছি।

—কন্যার এ-জাতীয় মনোভাবের কারণ কি তোমার জ্ঞাত?

—হ্যাঁ, প্রভু! প্রমোদের নামে চূড়ান্ত কুৎসিত আচরণ গতবর্ষের সমাজ-উৎসবে তাকে নিদারুণ পীড়িত ক'রেছিল। আমার কন্যা হ'লেও আমি অকপটে ব'লছি, নিজের রূপযৌবন সম্বন্ধে রূপানন্দা অতিমাত্রায় দাম্ভিকা। তার সেই দম্ভে—

—না গৌতমী, দাম্ভিকা নয়। রূপবতী যুবতীর পক্ষে এটুকু সচেতনতা স্বাভাবিক ব'লেই আমি মনে করি। কিন্তু কার কুৎসিত আচরণ তাকে পীড়িত ক'রেছে?

—দুই যুবকের। প্রথমজন আমারই ভ্রাতুষ্পুত্র দেবদত্ত এবং দ্বিতীয়জন আপনার অনুজ শুক্লোদনতনয় মহানাম।

—কী ব'লছো তুমি! দেবদত্তের পক্ষে কুৎসিত আচরণ অবশ্যই বিস্ময়জনক নয়, কিন্তু মহানাম? সে কি বিস্মৃত হ'য়েছিল যে রূপানন্দা তার জ্যেষ্ঠভ্রাতকন্যা এবং নিজ ভগ্নী?

—প্রভু! সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহসূত্রে যে-বংশের সূত্রপাত, সে-বংশের যুবকের পক্ষে এ-জাতীয় উৎসবে হয়তো এরূপ বিস্মৃতির অবকাশ আছে!

—কি জানি!—বিষণ্ণকণ্ঠে আপনমনেই উচ্চারণ ক'রলেন শুদ্ধোদন।—হয়তো সম্পূর্ণ সত্য!

—কিছু সত্য অবশ্যই নিহিত আছে সেই সুপ্রাচীন কিম্বদন্তীর অন্তরালে।—ব'ললেন গৌতমী।—জনসংখ্যা বৃদ্ধির পর সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ স্বাভাবিক কারণেই লুপ্ত হ'য়ে গেছে, কিন্তু অতি নিকট সম্পর্কিত নারী-পুরুষের বিবাহ যে এখনো সমাজসিদ্ধ, আমরাই তো তার প্রমাণস্বরূপ বর্তমান!

—হ্যাঁ, এ বাস্তব সত্য অনস্বীকার্য, গৌতমী! লিচ্ছবি, মল্ল, বর্গ, মৌরিয়, এমন কি আমাদের জ্ঞাতি কোলিয়গণ পর্যন্ত আমাদের বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে,

হয়তো বা ঘৃণাও করে!...আমাদের শাক্যবংশ কি সত্যই অভিশপ্ত, গৌতমী? সেই কারণেই কি হীনবীর্য হ'তে হ'তে একদা প্রভূত পরাক্রমের অধিকারী শাক্যেরা আজ কোশলরাজের পদানত?

—এ-সকল আলোচনা এখন নিষ্ফল, প্রভু!

—হ্যাঁ, কী হবে সে আলোচনায়? তুমি বরঞ্চ যা ব'লতে এসেছিল তাই বলো। দেবদত্ত এবং মহানাম আমার প্রাণাধিকা কন্যার সঙ্গে কিরূপ আচরণ ক'রেছিল, তা আমি জানতে চাই!

—সে-বিবরণ শ্রবণ ক'রলে তোমার ক্রোধেরই উদ্রেক হবে, প্রভু!

—হোক। তবু আমি জানতে চাই!

—সুরাবিবশ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় দেবদত্ত এবং মহানাম উভয়েই রূপানন্দাকে নগরগণিকা ভ্রমে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রেছিল। উভয়ক্ষেত্রেই অতি কষ্টে নিজেকে মুক্ত করেছে রূপানন্দা।

উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ কম্পিত হ'তে লাগলো শুদ্ধোদনের। রাজন্‌কন্যাকে তারা নগরগণিকা রূপে গণ্য ক'রেছে!

গৌতমী ব'ললেন, উত্তেজনা প্রশমন করো। সে-ঘটনা অতীতের বিষয়। আমি সংবাদ সংগ্রহ ক'রেছি, রূপানন্দাও ছিল আসবপানের মাদকতায় কিঞ্চিৎ বিবশা। কিন্তু কোনো শাক্যযুবককেই সে তার উপযুক্ত মনে করে না ব'লেই এত ক্রুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে সে-প্রসঙ্গে কোনো আলোড়ন উত্থাপন না করাই শ্রেয়। রাজন্‌কন্যা সমাজ-উৎসবে যোগদান না ক'রলে নগরের অভিজাত শাক্যগণের মধ্যে গুঞ্জন উঠবে, তা আমি জানি। তবুও তার অভিপ্রায়ে তোমার সম্মতিদানই আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি। কারণ, সে এখন প্রাপ্তবয়স্কা অষ্টাদশী যুবতী। তার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধাদানের অধিকার আমাদের নেই।

—আমি সম্মতি দান ক'রছি গৌতমী। কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার প্রতিও আমার অনুরোধ, অবিলম্বে কন্যার বিবাহ-ব্যবস্থা করো।

—কন্যার বিবাহ আমরাও অভিপ্রেত, প্রভু! কিন্তু নিজের রূপযৌবনের অভিমানে সে এতই গর্বিতা যে, তার বিবেচনায় উপযুক্ত যুবকের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রতেই হবে!

—কোলিয় যুবকের অন্বেষণ করো!

কথাটি ব'লেই বিষণ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রলেন শুদ্ধোদন। মৃদু কণ্ঠে ব'ললেন, কিন্তু বর্তমানে তা সম্ভব হবে না, গৌতমী! সম্ভবত, কোলিয়গণের সঙ্গে পুনর্বার আমাদের একটি সংঘর্ষ আসন্ন!

উদ্বিগ্না গৌতমী ব'ললেন, আবার রক্তপাত! কেন, এবার কোন্‌ উপলক্ষ্য?

—উপলক্ষ্য সেই একই—রোহিণী নদীর জল।

—এখনো তো বর্ষা ঋতুর বিলম্ব আছে?

—তা জানি। কিন্তু এ-বর্ষে শিশির ঋতুর প্রচণ্ডতার সুযোগে আমাদের অজ্ঞাতে কোলিয়গণ একটি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ক'রেছে। রোহিণীনদীর গতিপথে উচ্চতর অঞ্চলে কয়েকটি দীর্ঘ এবং প্রশস্ত খাত খনন ক'রে সেই খাতগুলিকে তারা নিয়ে গেছে তাদের কৃষিক্ষেত্রের সন্নিকটস্থ সঞ্চয়-তড়াগে। বর্ষাঋতুতে নদীগর্ভ যখন জলরাশিতে স্ফীত হ'য়ে উঠবে, তখন জলভাগের অধিকাংশই প্রবাহিত হবে

সেই পথে। কোলিয় কৃষিভূমি হবে উর্বরতর কিন্তু পর্যাপ্ত জলসেচনের অভাবে শাক্যকৃষিক্ষেত্রগুলি প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদনে হবে অক্ষম। দুরন্ত শিশিরঋতুর মধ্যে এত দ্রুত এ-কার্য তারা কিভাবে সম্পাদন ক'রেছে তা ভাবতেও আমার বিস্ময় বোধ হচ্ছে। কিন্তু ঘটনা সত্য। তাদের এই চাতুর্যে শাক্যরাজন্যবৃন্দ প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ। তাই মনে হয়, সমাজ-উৎসবের অব্যবহিত পরেই চিরাচরিত সংঘর্ষ অনিবার্য!

কক্ষদ্বারের বহির্দেশ থেকে কিংকরী জ্ঞাপন ক'রলে, মহামন্ত্রী কালুদায়ি রাজসন্দর্শনে সমাগতা।

গৌতমী ব'ললেন, আমি প্রস্থান ক'রছি, প্রভু! রাজকর্মে আমার কোনোরূপ অভিমত জ্ঞাপন করা অনুচিত। তবু একটি নিবেদন! কোলিয়গণ আমাদের জ্ঞাতি। পুরুষানুক্রমে কোলিয় এবং শাক্যগণের মধ্যে জ্ঞাতি শত্রুতা চ'লে আসছে। আজ পর্যন্ত সে শত্রুতা আর বিদ্বেষের বীজ নির্মূল হ'ল না! রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম তো পূর্বেও কতবার হ'য়েছে ব'লে শুনেছি। আমার জীবনকালেই আমি পাঁচবার সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ ক'রেছি। ক্রন্দনরোলে কপিলবাস্তুর আকাশ-বাতাস বিষণ্ণ হ'য়ে গেছে। আবার সেই যুদ্ধ, সেই রক্তক্ষয়, সেই ক্রন্দনরোলের আয়োজন!—প্রভু, উভয়পক্ষের সুসম্মত আলোচনার মাধ্যমে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পরিহার করবার কোনো উপায় যদি নির্ধারণ করা সম্ভব হয় তবে সেইটিই শ্রেয় নয় কি? জনৈকা জননী, জনৈকা জায়া এবং জনৈকা নারীরূপে এই আবেদনই আমি তোমার নিকট রেখে যাচ্ছি।

শুদ্ধোদন চিন্তিতস্বরে ব'ললেন, দেখা যাক!

* * * *

কালুদায়ির সুচিন্তিত পরামর্শে সমাজ-উৎসব সমাপ্তির অল্প কয়েকদিন পরেই নিজ ভবনের গোপন মন্ত্রণাকক্ষে একটি আলোচনাসভার আয়োজন ক'রলেন শুদ্ধোদন। সংস্থাগারে প্রকাশ্য সভার পূর্বেই এই সভা আহ্বানে মন্ত্রী কালুদায়ির একটি সঙ্গোপন অভিপ্রায় ছিল। তা হ'ল, কুমার সিদ্ধার্থ গৌতমকেও আলোচনায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণজ্ঞাপন। কিন্তু সংস্থাগারের সদস্য রাজন্যপদাধিকারী ভিন্ন অন্য কোনো ব্যক্তিকে আমন্ত্রণজ্ঞাপনে যদি কোনো প্রশ্ন ওঠে সেইজন্য মহানামকেও জ্ঞাপন করা হ'ল আমন্ত্রণ। কুমার গৌতম সংস্থাগারের সদস্য ন'ন, মহানামও তদ্রূপ।

সভা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, কোলিয়গণের কূট-কৌশলী আচরণে সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায়। কোলিয়গণের স্পর্ধিত আচরণ তাঁদের বিচারে ক্ষমার অযোগ্য। সুতরাং সংঘর্ষ অনিবার্য! অধিকন্তু, আসন্ন যুদ্ধে কোলিয়গণকে এমন চূড়ান্ত শিক্ষা দিতে হবে যে, ভবিষ্যতে তারা যেন শাক্যগণের বিরুদ্ধে শঠতার আশ্রয় গ্রহণ এবং ঔদ্ধত্যপ্রদর্শনে চিরদিনের মতো ক্ষান্ত হয়।

যুদ্ধের সিদ্ধান্ত যখন প্রায় অবধারিত হ'তে চ'লেছে, তখন কুমার গৌতম উঠে দাঁড়ালেন। করযোড়ে ব'ললেন, সম্মানিত শাক্যনায়কগণের সমীপে আমার একটি নিবেদন আছে!

—কী তোমার নিবেদন?—প্রশ্ন ক'রলেন কুলিক শাক্য।

—কোলিয়সমাজ আমাদের জ্ঞাতি। একই রোহিণীনদীর জলধারার উপর আমাদের উভয় গোষ্ঠীরই কৃষিকর্ম নির্ভরশীল, তাই নয় কি?

—সে-কথা আবহমানকাল যাবৎ সকলেই জানে সিদ্ধার্থ। তোমার মূল বক্তব্য কী, সেই কথাই বলো!—অসহিষ্ণুকণ্ঠে ব'ললেন কুলিক শাক্য।

কুমার শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে ব'ললেন, নিবেদন করছি, ভদ্র! রোহিণীনদীর জলভাগ নিয়ে পুরুষানুক্রমে কোলিয়গণের সঙ্গে আমাদের বিরোধের ফলে কত যুদ্ধ হ'য়েছে, কত রক্তপাত হ'য়েছে কিন্তু সে-বিরোধের নিরসন হয়নি। তার কারণ, হিংসায় হিংসাবৃত্তির প্রবৃদ্ধিই হয়, ভদ্র! হিংসার দ্বারা হিংসাবৃত্তির উপশম হয় না।

—এ-যাবৎকাল তা হয়নি, তার কারণ ক্ষমতায় আমাদের নিকট নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও কোলিয়গণ আমাদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ, এমন কি ঘৃণাবৃত্তি পোষণ করে।—ব'ললেন দণ্ডপাণি শাক্য।—তারা যদি আমাদের স্বার্থবিঘ্নকারী এই হীন চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ না ক'রতো তাহ'লে যুদ্ধের প্রসঙ্গই আজ হয়তো উত্থাপিত হ'ত না।

কুলিক শাক্য সঙ্গে সঙ্গে ব'ললেন, এ আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যা, সিদ্ধার্থ! সুতরাং এ-সভায় তোমার নীতিজ্ঞান প্রচারের প্রচেষ্টা নিরর্থক।

—নীতিজ্ঞান প্রচার নয়, ভদ্র! আমি যদি আপনাদের সকলের বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম হই যে, ধৈর্য, স্থৈর্য এবং পারস্পরিক সহানুভূতির পথে রক্তাক্ত সংগ্রামের নিষ্ঠুরতাকে পরিহার করা যায়?

—কোলিয়দের সঙ্গে? —প্রচণ্ড ঘৃণাসূচক অভিব্যক্তি সহ মহানাম ব'ললে, অলীক কল্পনা সিদ্ধার্থ! তা কোনোদিনই সম্ভব হবে না।

—সে প্রচেষ্টা কি কোনোদিন হ'য়েছে?—প্রশান্ত স্বরেই প্রশ্ন করলেন কুমার।

—পারস্পরিক সহানুভূতির অর্থ কি ভীরুর ন্যায় সন্ধিস্থাপন?—মহানামের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা ক্রমবর্ধমান। দৃষ্টিতে জ্বলন্ত ক্রোধবহ্নি।—শোনো সিদ্ধার্থ, দেহে রক্তবিন্দু থাকতে কোনো যথার্থ শাক্যক্ষত্রিয় তার ঘৃণ্যতম শত্রু কোলিয়গণের সঙ্গে সন্ধির কথা চিন্তা ক'রতে পারে না! এস্থানে আমাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ, অভিজ্ঞ শাক্যনায়কগণ উপস্থিত আছেন। তাঁরাই বলবেন, কোন্‌টি সম্ভব এবং কোন্‌টি অসম্ভব।

সেনাপতি সহদেব শাক্য ব'ললেন, বৎস সিদ্ধার্থ, শস্ত্রবিদ্যায় তুমি পরম নিপুণ। তুমি আদিত্য গোত্রজাত শাক্যক্ষত্রিয়। তোমার মুখে এ-সকল কথা শুনে আমি সবিস্ময়ে ভাবছি, তুমি কি শাক্যক্ষত্রিয়গণকে কাপুরুষোচিত আচরণে প্রবৃত্ত ক'রতে চাও?

—না, ভদ্র! আমি মানবিক আচরণেই উৎসাহিত ক'রতে আগ্রহী।

সুপ্রবুদ্ধ শাক্যও যুদ্ধের পক্ষে। কিন্তু যেহেতু কুমার সিদ্ধার্থ গৌতম তাঁর জামাতা সেই হেতু কোনো শাক্যপ্রধানের সঙ্গে কুমারের বাদানুবাদ যাতে তিক্ত পর্যায়ে উপনীত না হয় সেইজন্য দ্রুত তিনি ব'ললেন, গৌতমের বক্তব্য অন্তত ব'লতে দিন সেনাপতি। সিদ্ধান্ত গ্রহণ তো আমাদের ইচ্ছাধীন।

সুপ্রবুদ্ধের এই কথায় সাময়িকভাবে উত্তেজনা প্রশমিত হ'ল।

কুমার সভাস্থ সকলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে নিয়ে ব'ললেন, শ্রদ্ধেয় শাক্যনায়কগণ কি এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করতে পারেন যে, রোহিণী নদীর জল আমাদের অর্জিত সম্পদ নয়—তা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির দান?

—প্রকৃতির দানের উপর নির্ভর ক'রেই মানুষ জীবন নির্বাহ করে, সিদ্ধার্থ! তা অর্জিত কি অনর্জিত, এ-প্রশ্ন অবান্তর।—ব'ললেন ভিষগাচার্য সঞ্জয়।

উৎসাহিত হ'য়ে মহানাম ব'ললে, সিদ্ধার্থ, তোমারই বক্তব্যের ভিত্তিতে ব'লছি, প্রকৃতির দান কোলিয়গণেরও অর্জিত নয়। কিন্তু তারা তস্করের ন্যায় জল অপহরণ করবার ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে প্রকৃতির দান থেকে আমাদের বঞ্চিত ক'রেছে। আজ যদি আমরা তাদের এই হীন কর্মের উপযুক্ত দণ্ডদান থেকে বিরত থাকি তাহ'লে ভবিষ্যতে তারা চিরদিন শস্যসম্পদে হবে সমৃদ্ধ আর আমরা হব বঞ্চিত!

কুমার গৌতম শান্তগম্ভীরস্বরে ব'ললেন, আমরাও কিন্তু শক্তিদম্ভে এযাবৎকাল কোলিয়গণকে বঞ্চিত ক'রে এসেছি।

—এ-কথার অর্থ?—প্রচণ্ডস্বরে গর্জন ক'রে উঠলেন কুলিকশাক্য।—সংযতভাবে কথা বলো সিদ্ধার্থ! শাক্যরাজনের পুত্র হ'য়ে তুমি স্বজাতিকেই ব'লছো প্রবঞ্চক? এ-কথা উচ্চারণ ক'রতে তোমার লজ্জাবোধ হ'ল না?

—না, ভদ্র! আমি অপ্রিয় সত্য কথাই ব'লেছি মাত্র!

—এর নাম সত্য?—উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন সহদেব শাক্য।

—হ্যাঁ, ভদ্র!

—তুমি স্বজাতিদ্রোহী!—ব'ললেন সুলভ শাক্য।—কেন কোলিয়গণের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব?

কুমারের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। অবিচলভাবে নিজের স্বভাবসিদ্ধ প্রশান্ত স্বরে তিনি ব'ললেন, আমি স্বজাতিদ্রোহী নই। কোলিয়গণের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্বেরও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আমি অনুভব ক'রতে পারছি, অপ্রিয় সত্য আপনাদের সকলকেই উত্তেজিত ক'রে তুলেছে।

—অপ্রিয় বাক্যমাত্রেই সত্য নয়, সিদ্ধার্থ!—পুনর্বার অধিকতর উত্তেজিত কণ্ঠে সুলভ শাক্য ব'ললেন, আমি ব'লতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার শস্ত্রশিক্ষা ব্যর্থ! তুমি ন্যায়-নীতির নামে তোমার কাপুরুষতাকেই প্রমাণ ক'রছো!

কুমার উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে ব'ললেন, আপনি আমার শস্ত্রশিক্ষার অন্যতম গুরু। আপনি আমার প্রণম্য! কিন্তু আচার্য, শস্ত্রশিক্ষা যদি কেবলমাত্র যুদ্ধোন্মাদনায় রক্তপাতের বীভৎসতাকেই চরম সার্থকতা রূপে গণ্য করবার বৃত্তিকে প্ররোচিত করে তাহ'লে হোক ব্যর্থ আমার শস্ত্রশিক্ষা! শস্ত্রশিক্ষা যদি দুর্বলের উপর অত্যাচার করবার উল্লাসকেই—

প্রচণ্ড চীৎকারে বাধা দিলেন সহদেবশাক্য।—কোলিয়গণ দুর্বল না প্রবঞ্চক?

—আবহমানকাল শাক্যদের তুলনায় তারা দুর্বল, আর্য! এবং আমরা এযাবৎকাল সেই সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ ক'রেছি!—অনুত্তেজিত নির্ভীক স্বরে কুমার ব'লতে লাগলেন, আমার শৈশবকাল থেকে আজ পর্যন্ত কোলিয়গণের সঙ্গে আমাদের কয়েকবারই যুদ্ধ হ'য়েছে। তাদের শক্তি স্বল্প তাই তারা প্রত্যেকবারই পরাজিত হ'য়েছে। এবং এই সুযোগ গ্রহণ ক'রেই আমরা শাক্যেরা বর্ষবর্ষান্তর যাবৎ আমাদের ইচ্ছানুযায়ী রোহিণীর স্রোত থেকে অসংখ্য খাত খনন ক'রে আমাদের কৃষিভূমিতে জলসেচন ক'রেছি! অনাবৃষ্টির বর্ষে নদীর পরপারে কোলিয়গণের শস্যক্ষেত্র জলাভাবে শুষ্ক, বিবর্ণ হ'য়ে গেছে কিন্তু সামান্য জলের জন্য তাদের অনুনয়-বিনয়ে আমরা কর্ণপাত করিনি! আপনারা বলুন, আমার এ-বিবরণ কি কোলিয়গণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব অথবা আমাদের নির্মম আচরণ সম্বন্ধে বাস্তব সত্য? তারা এযাবৎকাল শক্তিতে আমাদের সঙ্গে সমকক্ষ হ'তে পারেনি ব'লেই হয়তো নিরুপায় ভাবে এ-বর্ষে

এই কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে! তাদের এ-আচরণ যদি প্রবঞ্চকের আচরণ হয় তাহ'লে আমরা শাক্যেরাই তাদের পথপ্রদর্শক। কারণ, আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ সমভাবেই তাদের প্রবঞ্চনা ক'রে এসেছি! হে শস্ত্রাচার্য! অন্যায়ের প্রতিকার করবার অধিকার তারই আছে, যার কর্ম অন্যায়কলুষমুক্ত। এই কারণেই আপনাদের সকলের নিকট আমার একান্ত আবেদন, রোহিণী নদীর জলভাগে তাদের ন্যায্য অধিকারকেও স্বীকার ক'রে নিয়ে পারস্পরিক আলোচনার আয়োজন করুন!

—অসম্ভব!—চীৎকার ক'রে ব'ললে মহানাম, স্পর্ধিত শত্রুর অধিকার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বিবেচনা করবার প্রয়োজন শাক্য ক্ষত্রিয়ের নেই!

—যুদ্ধক্ষেত্রই তাদের সমুচিত দণ্ডদানের একমাত্র স্থান!—সংযোগ ক'রলেন সেনাপতি সুলভ শাক্য।

—আচার্য! উন্মত্ত হিংসারই পরিণাম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং প্রাণহানি। তা কেবল অকল্যাণকেই আহ্বান ক'রে আনে।

সুতীক্ষ্ণ শ্লেষবাণ নিক্ষেপ ক'রে মহানাম ব'ললে, ভ্রাতঃ সিদ্ধার্থ! রক্তপাতের ভীতি তোমাকে যদি এতই বিচলিত ক'রে থাকে তবে যুদ্ধক্ষেত্রে গমনে তোমার প্রয়োজন নেই! তুমি বরঞ্চ ভবনকুঞ্জে নৃত্যোৎসবের আয়োজন ক'রে সুন্দরী নর্তকীগণের মনোহর নৃত্যভঙ্গিমা উপভোগ ক'রতে পারো। তাহ'লে তোমার ওই সুকুমারকান্তি অবয়ব শোণিতস্পর্শ থেকে মুক্ত থাকবে! শাক্য গৌরবকে বিঘ্নিত করবার অপচেষ্টায় তুমি পণ্ডশ্রম ক'রো না।

—রণভূমিকে শোণিতসিক্ত ক'রলেই শাক্য-গৌরব রক্ষিত হবে?

—অবশ্যই!—ব'ললেন সেনাপতি সুলভ শাক্য।—স্পর্ধিত কোলিয়গণের পরাজয়ে শাক্যগৌরব হবে রক্ষিত এবং তাদের শোণিতস্রোতে শাক্যকৃষিভূমি নতুন ক'রে হবে উর্বর!

ধীরপদে সভাকক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন কুমার সিদ্ধার্থ গৌতম।

•

অল্প কয়েকদিন পরের কথা।

একদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল, গ্রীষ্মের শীর্ণতোয়া রোহিণীর উভয়তীরে যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ। শাক্যদের সেনাপতি সহদেবের উপরেই ন্যস্ত হ'য়েছে যুদ্ধপরিচালনার দায়িত্বভার। অপরদিকে কোলিয়-প্রধান বিশ্বামিত্র স্বয়ং গ্রহণ ক'রেছেন সৈন্যাধ্যক্ষের দায়িত্বভার।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নদীর দুই তীরে রণভেরীতে ঘোষিত হ'ল যুদ্ধারম্ভের ইঙ্গিত।

মুহূর্তের মধ্যে আরম্ভ হ'ল বীভৎস, পৈশাচিক উল্লাসধ্বনিসহ পরস্পরের প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ। সেই পৈশাচিক রণোল্লাসকে উদ্দীপ্ত করবার জন্য শ্রুত হ'ল রণদুন্দুভি এবং তূর্যের গম্ভীর উচ্চনাদী ধ্বনি।

কোলিয় ক্ষত্রিয়গণ যে এবারে বহুপূর্ব থেকেই সংহত রণপ্রস্তুতি গ্রহণ ক'রেছে, শাক্যেরা তা কল্পনাও করেনি। অথবা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে আত্মতুষ্ট ব'লেই কোনো সংবাদ সংগ্রহের প্রচেষ্টাও করেনি। কোলিয়গণ যখনই খাত খননের কৌশল গ্রহণ ক'রেছিল তখনই তারা জানতো, অদূরভবিষ্যতে শাক্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। অতি সঙ্গোপনে তখন থেকেই তারা যুদ্ধপ্রস্তুতির উদ্যোগও গ্রহণ

ক'রেছে। দীর্ঘকাল যাবৎ শাক্যদের দ্বারা তারা প্রবঞ্চিত। বহুবার যুদ্ধ হ'য়েছে এবং অধিকাংশ যুদ্ধেই পরাজয়ের গ্লানি তাদেরই বহন ক'রতে হ'য়েছে। আসন্ন যুদ্ধের পরিণাম যা-ই হোক, শাক্যদের বলদর্পী অত্যাচারকে অবনতমস্তকে স্বীকার ক'রে নেবার ধৈর্য আর তাদের ছিল না।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই শাক্যযোদ্ধবৃন্দ স্পষ্ট উপলব্ধি ক'রলো, এবারের সংঘর্ষে জয় সহজে করায়ত্ব হবে না। কোলিয় ধনুর্ধারীবাহিণী এবার শাক্যদের চেয়েও ক্ষিপ্র এবং স্থিরলক্ষ্য। শক্তি উভয়পক্ষেরই সমতুল্য। বরঞ্চ, কোলিয়পক্ষের শক্তি এবং রণকৌশল যেন অধিকতর সুবিন্যস্ত, সংহত। জয়লাভে তারা দৃঢ়পণ।

অকস্মাৎ শাক্যবাহিনীকে হতবুদ্ধি ক'রে দিয়ে কোলিয় অশ্বারোহীবাহিনী নদীগর্ভে অবতরণ ক'রে দৃষ্টির নিমেষে পশ্চিমতীরবর্তী শাক্যবাহিনীর দিকে ধাবিত হ'ল। কোলিয় নায়ক বিশ্বামিত্র যে এই ধরণের আক্রমণাত্মক রণকৌশল প্রয়োগ ক'রবেন, শাক্যসেনাপতি সহদেবের নিকট তা ছিল অকল্পনীয়। অশ্বারোহী-বাহিনীর চকিত আক্রমণকে প্রতিহত করবার পূর্বেই বিপর্যস্ত হ'য়ে গেল শাক্য-বাহিনী। শেষ পর্যন্ত বিপর্যস্ত শাক্য যোদ্ধাগণকে সংহত ক'রতে সক্ষম হ'লেও তার মূল্যস্বরূপ দান ক'রতে হ'ল কয়েকশত শাক্যের প্রাণ। নিহত হ'ল উভয়-পক্ষেরই বহু যোদ্ধা। কিন্তু তাদের মধ্যে শাক্যযোদ্ধার সংখ্যাই অধিক। আহত হ'ল নিহতের অপেক্ষা কয়েকগুণ অধিক সেনা। উন্মাদনাসৃষ্টিকারী রণদুন্দুভির ধ্বনির সঙ্গে মিশ্রিত হ'ল শত শত আহতের আর্তনাদ। সূর্যের উত্তাপ হ'তে লাগলো প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর; বিষণ্ণতর হ'তে লাগলো নদীতীরস্থ বায়ুমণ্ডল। অজস্রধারা শোণিতস্রোতে সিক্ত হ'তে লাগলো রোহিণীতীরভূমির উপল-কঙ্করাকীর্ণ রুক্ষ লোহিত মৃত্তিকা। শোণিতধারা মিশ্রিত হ'ল রোহিণীর বিশীর্ণ জলধারায়।

সূর্যাস্ত হ'ল। যুদ্ধেরও সমাপ্তি।

জয়-পরাজয়ের সঠিক নিষ্পত্তি না হ'লেও শাক্যেরা যে প্রচণ্ডভাবে হতমান, এ-বিষয়ে তাদেরও সন্দেহ ছিল না। বিজয়গৌরবের উল্লাসধ্বনিতে সায়ংসন্ধ্যার বায়ুপ্রবাহকে উচ্চকিত ক'রে কোলিয় ক্ষত্রিয়গণ প্রত্যাবর্তন ক'রলো রামগ্রামে। চন্দ্রালোকবিধৌত নদীপ্রান্তরে ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে রইলো শত শত শাক্য এবং কোলিয় যোদ্ধার ক্ষতবিক্ষত স্পন্দনহীন দেহ। আহত যোদ্ধাগণকে বহন ক'রে দীর্ঘকাল পরে এক যুদ্ধে ক্লান্ত, হতমান শাক্যেরা নতমস্তকে প্রত্যাবর্তন ক'রলো কপিলবাস্তু নগরে।

পুত্রহীনা জননী, পতিহীনা জায়া, ভ্রাতৃহীনা ভগ্নীর ক্রন্দনরোলে পরিপূরিত হ'ল কপিলবাস্তুর আকাশ-বাতাস। বিদীর্ণ হ'য়েছে শাক্যগণের ক্ষাত্রগর্ব। সদা-উচ্ছল নগরের জীবনে সর্বত্র বিষাদের স্পর্শ।

কিন্তু সে-বিষাদের স্থায়িত্ব ক'দিন?

কোথায় কোন্ নারী পুত্রহীনা অথবা পতিহীনা হ'য়েছে, সে-প্রসঙ্গে আলোচনা আর ক'দিন? কোন্ আহত শাক্যযোদ্ধা অবশিষ্ট জীবনের মতো পঙ্গু হ'য়ে গেল, তা নিয়ে চিন্তার অবকাশ কোথায়?

পুনরায় শৌণ্ডিকালয়ে প্রবহমান হ'ল সুরাস্রোত। নগরগণিকাগণের ভবনে ভবনে পুনরায় আরম্ভ হ'য়ে গেল প্রমোদ-উল্লাসের প্রমত্ত কোলাহল।

॥ ৬ ॥

উত্তরায়ণের গ্রীষ্মকালীন সূর্যের বিকীর্ণ প্রখর তাপে উত্তপ্ত দিবা দ্বিপ্রহর।

কপিলবাস্তু নগরে পর্যাপ্ত সংখ্যক বৃক্ষ ও উদ্যান থাকা সত্ত্বেও সেই প্রখর উত্তাপ যেন নিবারিত হচ্ছে না। পান্ডুর, বিবর্ণ, শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত লোহিত মৃত্তিকা থেকেও বিকীরিত হ'তে আরম্ভ ক'রেছে সঞ্চিত তাপরাশি।

যশোধরা পর্যঙ্কে বিশ্রামরতা। তার পূর্ণগর্ভা অবয়বের ঔজ্জ্বল্য পূর্বের তুলনায় যেন বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে তাপিতা অঙ্গে সুস্নিগ্ধ চন্দন-পঙ্কের প্রলেপ। মাতৃত্বে অভিষিক্তা হওয়ার কাল আসন্নপ্রায়। নববর্ষাসমাগমের অব্যবহিত পরেই আষাঢ়ের কোনো দিবসে যশোধরা হবে সন্তানের জননী।

কুমার গৌতম কক্ষমধ্যে ধীরে ধীরে পদচারণা ক'রছেন।

কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মৃদুস্বরে যশোধরা ব'ললে, তুমি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম গ্রহণ ক'রবে না?

—এই তো বিশ্রাম গ্রহণ ক'রছি!—উত্তর দিলেন কুমার।

—এর নাম বিশ্রাম? তুমি আমার পার্শ্বে এসে উপবেশন করো, আমি তোমাকে ব্যজন ক'রছি।

স্মিত হাসি হেসে কুমার ব'ললেন, এই নিদাঘতাপে ক্লিষ্ট হ'য়েও যারা অন্নের তাড়নায় উন্মুক্ত পথে বিচরণ ক'রছে, যারা ভূমিকর্ষণ ক'রছে—তাদের কে ব্যজন ক'রছে, যশোধরা?

—তুমি তো পথে বিচরণ ক'রছো না?

—একদিন তো করতেও পারি?

সঙ্গে সঙ্গে পুনর্বার প্রচণ্ডভাবে কম্পিত হ'ল যশোধরার বক্ষ। সেই একই রহস্যময় মনোভাব! সেই একই তীক্ষ্ণশেলসদৃশ উক্তি! তবে কি প্রাণপণ চেষ্টাতেও যশোধরা তার প্রিয়তম স্বামীকে এই ভবনে, এই সংসারে আবদ্ধ ক'রে রাখতে সক্ষম হবে না?

কুমার গৌতম পর্যঙ্কে এসে অর্ধশায়িতা যশোধরার পার্শ্বে উপবেশন ক'রলেন। সুগভীর মমতাস্নিগ্ধ কণ্ঠে ব'ললেন, তুমি সন্তানের জননী হ'তে চ'লেছ। সেবার প্রয়োজন তোমারই যশোধরা, আমার নয়!

—তার জন্য তো পরিচারিকা আছে।—ব'ললে যশোধরা।

—জানি। আমাকে ব্যজন করবার জন্য তোমার ব্যস্ততার প্রয়োজন নেই, যশোধরা। প্রকৃতপক্ষে আমার হৃদয় বর্তমানে অশান্ত। চামরব্যজনে দেহের ক্লেশ লাঘব হ'তে পারে কিন্তু মনের অশান্তি লাঘব হবে না।

—এখনো কেন তোমার মনে অশান্তি? কেন—কেন?—ব্যাকুলা যশোধরা ব'ললে, তুমি সকল অশান্তির কারণ আমাকে বলো প্রিয়তম!

—রোহিণী নদীকে কেন্দ্র ক'রে কিছুকাল আগে সেই যে হিংস্র গোষ্ঠীযুদ্ধ হ'য়ে গেল, তার স্মৃতি আমি বিস্মরণ হ'তে পারছি না!

—সে তো মীমাংসা হ'য়ে গেছে।

—কোথায় মীমাংসা। উপরিভাগ হয়তো বর্তমানে নিরুত্তাপ কিন্তু অন্তরস্থ

হিংসার অঙ্গারাগ্নি নির্বাপিত হয়নি। বিশেষত, বিগত যুদ্ধে কোলিয়গণের নিকট প্রকারান্তরে পরাজিত হওয়ার ফলে আমাদের শাক্যনায়কগণ এখন অধিকতর হিংস্র। সুযোগমাত্রেই প্রতিহিংসা চরিতার্থ ক'রতে তাঁরা বদ্ধপরিকর! পুনরায় একদিন হিংসাবৃত্তির অগ্নিশিখা লেলিহান হ'য়ে উঠবে—সংঘটিত হবে তীব্রতর সংগ্রাম, প্রবাহিত হবে শোণিত স্রোত! এর মধ্যে মানুষের কল্যাণ কোথায়?

কী যেন চিন্তা ক'রে মুহূর্তের ভিতর উদ্দীপ্তা হ'য়ে উঠলো যশোধরা।

—প্রিয়তম! আমার জ্ঞান নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তবু যদি অভয় দান করো তো সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণকারী একটি উপায় সম্বন্ধে হয়তো আমি ব'লতে পারি!

—কী উপায়? ঐকান্তিক আগ্রহে প্রশ্ন ক'রলেন কুমার।

—সমগ্রভারতবর্ষব্যাপী কল্যাণব্রতী এক সার্বভৌম রাজতন্ত্র!

—সার্বভৌম রাজতন্ত্র!—আপনমনেই উচ্চারণ ক'রলেন কুমার। তারপর বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে ব'ললেন, রাজতন্ত্র সম্বন্ধে এ তোমার অলীক স্বপ্নকল্পনামাত্র, যশোধরা!

—কেন তুমি অলীক কল্পনা ব'লছো, প্রিয়তম? আমিতো ব'লেছি, সে রাজতন্ত্র হবে কল্যাণব্রতী! কোনো রাজা কি তোমার ন্যায় মমতাময়, পরদুঃখকাতর চিত্তের অধিকারী হ'তে পারেন না?

—ভারতবর্ষে এযাবৎকাল যাঁরা রাজসিংহাসনে উপবেশন ক'রেছেন, তাঁদের মধ্যে কি তুমি একজনেরও নাম উল্লেখ ক'রতে পারবে, যিনি তাঁর সমগ্র প্রজাবৃন্দের প্রতি ছিলেন সমদর্শী? যিনি সমগ্র প্রজাবৃন্দের দুঃখ-দুর্দশা নিবারণে নিজস্ব ভোগ-বিলাস, ঐশ্বর্য-আড়ম্বরকে অকাতরে পরিত্যাগ ক'রেছেন? যশোধরা, সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজামাত্রেই স্বার্থমগ্ন। হয়তো একজনের সঙ্গে অপরজনে স্বার্থপরতায় মাত্রার তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু রাজতন্ত্র কদাপি সমগ্র প্রজাবৃন্দের পক্ষে কল্যাণকর হ'তে পারে না!

বিমর্ষস্বরে যশোধরা ব'ললে, রাজতন্ত্র সম্বন্ধে তোমার এরূপ ঘৃণা কেন, আর্যপুত্র?

—ঘৃণা?—প্রশান্ত হাস্যে কুমার ব'ললেন, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, যশোধরা! হিংসাবৃত্তির ন্যায় ঘৃণাবৃত্তিও অতি নিকৃষ্ট—হৃদয়কে তা সংকীর্ণ করে। ঘৃণা আমি কোনো জীবকেই করি না, ক'রতেও চাই না। আমি কেবল রূঢ় বাস্তব সত্যের কথাই ব'লেছি।

—এই কি জগতের একমাত্র বাস্তব সত্য? এ সত্য অপরিবর্তনীয়?

—আমার উপলব্ধি সেইরূপই, যশোধরা। প্রতিদিন ঊষাকালে সূর্যোদয় যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে অনিবার্য সত্য, রাজা-মহারাজার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্ক্ষাও সেইরূপ রাজতন্ত্রের অনিবার্য সত্য! আমাদের এই শাক্যরাজ্য একদিন ছিল সম্পূর্ণভাবে গণতন্ত্রশাসিত স্বাধীন রাজ্য। কিন্তু আমাদের জন্মের বহুপূর্বেই তা হ'য়েছে কোশলসম্রাটের অধীনস্থ এক করদরাজ্য। তার কারণ, একদিকে শাক্যগণের অন্তর্কলহজনিত শক্তিক্ষয়, অপরদিকে সাম্রাজ্যবিস্তারকামী কোশলসম্রাটের অধিকার বৃদ্ধির লোলুপতা। এই সুবিশাল ভারতবর্ষের একদা-প্রখ্যাত গণরাজ্যের আদর্শস্থল ষোড়শমহাজনপদের মধ্যে চতুর্দশটি আজ রাজতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত!

কেবলমাত্র আমাদের পূর্বাঞ্চলের প্রতিবাসী বৃজি এবং মল্ল গণরাজ্য এখন পর্যন্ত রাজতন্ত্রের নিকট মস্তক নত করেনি। কতদিন তারা এ গৌরব রক্ষা ক'রতে পারবে, কে জানে! মগধের হর্যঙ্ক বংশীয় রাজতন্ত্র যেরূপ দ্রুতগতিতে শক্তিশালী হ'য়ে উঠছে, তার ফলে এই দুই গণরাজ্যেরও বিপদ সম্ভবত আসন্ন! যেদিন অষ্টবৃজি গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্কলহ দৃষ্ট হবে, মল্লগণ মত্ত হবে অন্তর্কলহে, সেইদিনই হয়তো মগধের রাজা ভট্টিক গ্রহণ ক'রবেন পূর্ণ সুযোগ। গণতন্ত্রের অবশিষ্ট বিসর্জিত হবে রাজতন্ত্রের পদতলে!

কুমার নীরব হ'লেন। তাঁর মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে দৃষ্টিপাত ক'রে রইলো যশোধরা। যে-কথা বলবার জন্য তার হৃদয় উন্মুখ, সে-কথা বলবার কোনো অবকাশই হয়তো আজ দেবেন না তার স্বামী।

কুমার গৌতম তখনো নীরব, আত্মমগ্ন। তাঁর একখানি হস্ত নিজকরপল্লবে গ্রহণ ক'রে মৃদু, স্নিগ্ধস্বরে যশোধরা ব'ললে, প্রিয়তম! সকল মানুষের কল্যাণ হোক, এই তো তোমার অন্তরের নিরন্তর অভীষ্ট লক্ষ্য?

—হ্যাঁ যশোধরা। সেই পথেরই নির্দেশ আমি অন্বেষণ ক'রছি, কিন্তু পাচ্ছি না। কবে সে-পথের সন্ধান পাবো, কে জানে! আমি চাই সেই সদ্ধর্মের মার্গ, যে-মার্গ দুঃখপ্রপীড়িত এই জীবজগতে সর্বব্যাপ্ত কল্যাণস্পর্শদানে সক্ষম!

স্বামীর আবেগতপ্ত স্পর্শসুখে বিহ্বলা যশোধরা ব'ললে, তোমার এই বিশাল করুণাঘন হৃদয় নিয়ে তুমি যদি একদিন ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্তীর সিংহাসনে উপবেশন করো, তাহ'লে তুমিই তো সমগ্র দেশে প্রচার ক'রতে সক্ষম হবে তোমার উদ্দিষ্ট সেই সদ্ধর্ম?

কুমারের ওষ্ঠাধরে ম্লান, বিষণ্ণ হাস্যরেখা। তিনি স্পষ্ট অনুভব ক'রছেন যশোধরার ঐকান্তিক অভিলাষ। কিন্তু তিনি তো প্রকাশ ক'রতে পারছেন না তাঁর অন্তরস্থিত আলোড়ন তাঁকে কিভাবে আলোড়িত ক'রে চ'লেছে!

যশোধরা যেন স্বকৃত ইচ্ছাতেই স্বামীর সেই ম্লান, বিষণ্ণ হাসরেখাকে দেখলো না। স্বামীর দক্ষিণ স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত ক'রে কিছুক্ষণ সে নীরব রইলো। দক্ষিণ বাতায়নপথে কক্ষে প্রবিষ্ট শেষ-নিদাঘের ঈষৎ উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহে চূর্ণকুন্তলরাজি তার নিজের এবং কুমার গৌতমের কপোলদেশে চপলা কিশোরীর ন্যায় ক্রীড়া ক'রতে লাগলো।

কুমার গৌতম একবার আবেশবিহ্বল যশোধরার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রলেন। তারপর উত্তরবাতায়নপথে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিলেন রৌদ্রকরোজ্জ্বল হিমবন্তের দিকে। মৃদুস্বরে ব'ললেন, এই একই কথা পিতাও আমাকে ব'লেছেন, যশোধরা। আমি তাঁর নিকট এই প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা ক'রেছিলাম যে তিনি বলুন, আমার এ জীবন-যৌবন হবে চিরস্থায়ী, জরা-মৃত্যু কোনোদিন আমাকে গ্রাস ক'রবে না এবং রাজচক্রবর্তী হ'য়ে অনন্তকাল আমি সর্বজীবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত ক'রতে সক্ষম হবো?—তিনি কিন্তু সে-প্রতিশ্রুতিদানে অক্ষমতাজ্ঞাপন ক'রেছেন।

—কোনো ব্যক্তিই কি সে-প্রতিশ্রুতিদানে সক্ষম, প্রিয়তম?

—সক্ষম নয় কারণ, জন্মমাত্রেই জীব মৃত্যুর ন্যায় অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। পিতার নিকট যে-প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা ক'রেছিলাম, তার প্রসঙ্গ থাক। তোমার বক্তব্যের ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন ভিন্ন।

সশঙ্কিতস্বরে যশোধরা ব'ললে, কী প্রশ্ন, আর্যপুত্র?

—আমি কোশলরাজ্যের অধীনস্থ ক্ষুদ্র শাক্যজনপদের এক যুবক মাত্র। কি উপায়ে, কোন্ অধিকারে আমি সমগ্র ভারতবর্ষের একচ্ছত্র অধিপতি রাজচক্রবর্তীর সিংহাসনে উপবেশন ক'রবো?

—কেন, নিজশক্তিবলে?

—নিজ শক্তির অর্থ কী, যশোধরা? অপরাজেয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে ভারতবর্ষের সকল রাজ্যকে একে একে পরাভূত ক'রতে হবে, তাই নয় কি? অর্থাৎ অপরিমেয় হিংসা, অপরিমেয় রক্তপাত এবং সীমাহীন নৃশংসতার সাহায্যে সিংহাসন অধিকার? যশোধরা, নির্মম হিংসা, রক্তপাত এবং নৃশংসতা যে-সিংহাসনের ভিত্তি, সেই সিংহাসনে উপবেশন ক'রে লোককল্যাণের সদ্ধর্ম প্রচার ধর্মের প্রতিই নিষ্ঠুরতম বিদ্রূপ নয় কি?

এ-প্রশ্নের উত্তরদানে অসমর্থা যশোধরা কয়েকমুহূর্ত নীরবতার পর দ্বিধাজড়িত মৃদুস্বরে ব'ললে, প্রিয়তম! তোমার প্রশ্ন যথার্থ। কিন্তু বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ক্ষুদ্রতর অকল্যাণকে স্বীকার করা ভিন্ন উপায় কী?

—যশোধরা, অকল্যাণ যত ক্ষুদ্রই হোক, তা অকল্যাণ। হিংসা-দ্বেষ-অসূয়ার পথে লোককল্যাণ সাধন করা যায় না। ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্তী কেন, আমাদের এই শাক্যজনপদে সংস্থাগারের একজন সদস্য পর্যন্ত হওয়ার বিন্দুমাত্র স্পৃহা আমার নেই! রাজশক্তির স্বরূপ নিদারুণ কলুষিত। ন্যায়-নীতি-বিবেকের স্থান সে-শক্তিতে নেই। আচার্য সম্বুল তো তোমাকে বহু শাস্ত্রের পাঠদান ক'রেছেন, কৌষীতকী উপনিষদ কি তোমার স্মরণে আছে?

—না, প্রিয়তম। কৌষীতকী উপনিষদের পাঠ তিনি আমাকে দান ক'রেননি।

—সেই উপনিষদ থেকে তোমাকে আমি একটি কাহিনী ব'লতে ইচ্ছুক।

—বলো।

—স্বর্গের দেবগণকে অসুরগণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রভূত সাহায্যকারী দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন যুদ্ধে অমিত পরাক্রম প্রদর্শন ক'রে দেবরাজ ইন্দ্রের জয় সুনিশ্চিত ক'রেছিলেন। হৃষ্টচিত্তে ইন্দ্র তাঁকে ব'ললেন, হে প্রতর্দন! আমি তোমাকে বরদানে অভিলাষী। তুমি বর প্রার্থনা করো! প্রতর্দন ব'ললেন, হে ইন্দ্র! আমাকে এরূপ বর দান করুন যার দ্বারা সর্বজীবের কল্যাণ হয়! ইন্দ্র সবিস্ময়ে ব'ললেন, অপরের জন্য কেউ বরপ্রার্থনা করে না প্রতর্দন, তুমি নিজের জন্য বরপ্রার্থনা করো! প্রতর্দন ব'ললেন, নিজের জন্য বর প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই, প্রভু! প্রতর্দনের এই উক্তি শ্রবণ ক'রে ইন্দ্র তখন তাঁর নিকট সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন ক'রলেন। কারণ, ইন্দ্রই সত্যস্বরূপ। তিনি ব'ললেন, হে প্রতর্দন, যেহেতু আমিই জগতের সত্যস্বরূপ সেই হেতু আমার ইন্দ্রত্বের তত্ত্ব তুমি অবগত হও! তুমি নিজের সুখ-সম্ভোগের নিমিত্ত বরপ্রার্থনায় পরাঙ্মুখ হয়েছ কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রত্বের আধিপত্যকে অবিঘ্নিত করবার উদ্দেশ্যে ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশীর্ষকে নিধন ক'রেছি। অরুর্মগ নামক ইন্দ্রবিদ্বেষী যতিকে আমি সারমেয় দ্বারা ভক্ষণ করিয়েছি। যুদ্ধের বহু সন্ধি ভঙ্গ ক'রে আমি দিব্যলোকে প্রহ্লাদের অনুচরবৃন্দ, অন্তরীক্ষে পৌলোমগণ এবং মর্ত্যলোকে কালকাশ্যপগণকে সমূলে নিধন ক'রেছি। এই সকল কর্ম সম্পাদনকালে ভীতি কিম্বা দ্বিধায় আমার একটি কেশও কুঞ্চিত হয়নি। সুতরাং যে ব্যক্তি ইন্দ্রের

এই স্বরূপকে সত্য ব'লে জ্ঞাত হবে, সে যদি মাতৃবধ, ভ্রূণহত্যা, পরস্বাপহরণ ইত্যাদি মহাপাতকও অতীতে সম্পাদন ক'রে থাকে, তার মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হবে না অথবা বর্তমানকালেও এই সকল পাপকার্যে লিপ্ত হ'লে তার মনে কোনো দুঃখবোধ হবে না। কারণ, ইন্দ্রের আচরই সত্যস্বরূপ।

যশোধরা অনিমেষনয়নে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে শুনছিল ইন্দ্র-প্রতর্দন কাহিনী। তার সেই দৃষ্টিকে তখনো আকৃষ্ট ক'রে রেখে কুমার গৌতম ব'ললেন, যশোধরা! রাজকর্তৃত্বের সংগে ইন্দ্র-বর্ণিত ন্যায়-নীতি-করুণা-মমতা বর্জিত এই বাস্তব সত্যই অবিচ্ছেদ্য।

—এ-সকল তো অতীতের কাহিনী।—যশোধরা ব'ললে, কিন্তু আর্যপুত্র, এই জগতে কোনো নৃপতিই কি ন্যায়-নীতি-করুণা-মমতা সম্বলিত যথার্থ সদ্ধর্মের আচরণ ক'রতে পারেন না?

—পারেন কিনা, তা আমি জানি না যশোধরা। এই যে আমাদের ক্ষুদ্র জনপদ, এর নির্বাচিত রাজন তো আমারই পিতা? কিন্তু বলো, আমাদের এই জনপদে প্রত্যেকটি মানুষই কি শান্তিতে বাস করে? তা যদি হবে তাহ'লে কেন এত দারিদ্র্য, কেন এত হাহাকার? কপিলবাস্তুর রাজপথে কেন এত দরিদ্র ভিক্ষুক? কেন ভূমিদাস চণ্ডালগণ পুরুষপরম্পরায় দারিদ্র্য, নিষ্পেষণ আর ঘৃণার অভিশাপ বহন ক'রে চ'লেছে?

—এ-প্রশ্ন তুমি পূর্বেও ক'রেছ, আর্যপুত্র! কিন্তু আমারও প্রশ্ন, সকল মানুষই কি সমপরিমাণ যোগ্যতা কিম্বা শক্তির অধিকারী হয়? তা অসম্ভব।

—এই ক্ষুদ্র শাক্যরাজ্যেই যদি তা অসম্ভব হয় তাহ'লে কোন্ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তুমি প্রত্যাশা করো যে, একমাত্র রাজচক্রবর্তীর অধীনস্থ বিশাল ভারতবর্ষের লক্ষ, লক্ষ অধিবাসী সম্রাটের সমদৃষ্টিতে কল্যাণের স্পর্শ লাভ ক'রবে?

যশোধরা ব'ললে, তুমি যদি কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধারণ ক'রে আমার বক্তব্য শ্রবণ করো, তাহ'লে তা হয়তো তোমার বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম হবে। অবশ্য, এ-বক্তব্য আমার নিজস্ব নয়। আমার পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য সম্বুলের চিন্তা-প্রসূত।

—তিনি শ্রদ্ধেয় চিন্তাশীল জ্ঞানী। বলো তাঁর তত্ত্ব। আমি সাগ্রহে জানতে উন্মুখ।

—তিনি ব'লেছিলেন, দৃঢ় অর্থনীতি এবং যথার্থ ন্যায়-নীতি-অনুশাসনের ভিত্তিতে শক্তিশালী কোনো সার্বভৌম সাম্রাজ্যই বর্তমান সমগ্র ভারতবর্ষের মানব-সমাজের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণজনক।

—কী সে অর্থনীতি এবং কী সে অনুশাসন যা সমগ্র মানব সমাজের যথার্থ কল্যাণসাধনে সক্ষম?

—প্রিয়তম! তোমার এত বর্ষের সঙ্গিনীরূপে তোমার চিন্তা-ভাবনার কিছুমাত্র স্বরূপ যদি উপলব্ধি ক'রতে পেরে থাকি তবে সেই উপলব্ধির উপর নির্ভর ক'রেই ব'লছি, তোমার কল্পনায় এমন একটি জগৎ রয়েছে, যেখানে দুঃখ নেই, দৈন্য নেই, সকলের অধিকার যেখানে সুরক্ষিত। যদি তাই-ই হয়, তাহ'লে আমার আচার্য যে সার্বভৌম সাম্রাজ্যের কথা ব'লেছেন সেই সাম্রাজ্যে তা সম্ভব। তাঁর পরিকল্পনায় সে-রাষ্ট্রে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, অরণ্যসম্পদ—এমন কি পশুসম্পদ পর্যন্ত থাকবে রাজকর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণে। জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রথার অস্তিত্বই সে-সাম্রাজ্যে হবে

অস্বীকৃত। তাহ'লে একদিকে যেমন বর্ণগবী অভিজাত শ্রেণী এবং কতিপয় ধনী শ্রেষ্ঠীর অস্তিত্ব হবে লুপ্ত তেমনি থাকবে না অগণিত বঞ্চিত, দরিদ্র নাগরিক!

—নিঃসন্দেহে সুন্দর পরিকল্পনা! কিন্তু যশোধরা, এই ব্যবস্থায় উদ্ধৃত অভিজাতশ্রেণী এবং লক্ষপতি শ্রেষ্ঠীকুলের অবলুপ্তি ঘটলেও আর একটি নতুন শ্রেণী তাদের স্থানগ্রহণ ক'রবে না কি?

—কাদের কথা ব'লছো?

—রাজ অমাত্য এবং রাজকর্মচারীবৃন্দ। কোশল কিম্বা মগধের ন্যায় রাজতন্ত্র শাসিত রাজ্যে রাজকর্মচারীবৃন্দের অধিকাংশই শুনেছি, দরিদ্র প্রজার উপর রক্তচক্ষু প্রদর্শন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকোচগ্রহণে নিপুণ। তুলনায়, এক-একটি ক্ষুদ্র রাজ্যেই যদি এই অবস্থা হয় তাহ'লে একমাত্র রাজচক্রবর্তীর শাসনাধীন বিশাল সাম্রাজ্যে সেই অত্যাচার এবং দুর্নীতি কি প্রবল আকার ধারণ ক'রবে, তা আমি কল্পনা ক'রতেও অক্ষম। তৎসত্ত্বেও যুক্তিস্বরূপ না হয় স্বীকার করা গেল, অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে রাজ-নিয়ন্ত্রিত হ'লে প্রজাসাধারণের আর্থিক বৈষম্য দূরীভূত হবে, কিন্তু শক্তির বৈষম্য? যশোধরা, শ্রদ্ধেয় আচার্য সম্বুলের সদুদ্দেশ্যজাত পরিকল্পনার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রেও ব'লছি, শক্তির বৈষম্য দূরীভূত হবে না। এক্ষেত্রে প্রবঞ্চকগণের পরিচয়টুকুই কেবলমাত্র পরিবর্তিত হবে। শ্রেষ্ঠী এবং শক্তিমান ভূস্বামীর স্থান গ্রহণ ক'রবে রাজঅমাত্যবৃন্দ। তাদের রক্তচক্ষু স্তব্ধ ক'রে রাখবে দরিদ্র প্রজাবৃন্দকে—যেমনভাবে আমরা শাক্যেরা দমন ক'রে রাখি আমাদের দাস-দাসী আর চণ্ডালজাতিকে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, রাজচক্রবর্তী ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ সজ্জন হ'লেও অসাম্য দূরীভূত হবে না!

—আমাকে ক্ষমা করো আর্যপুত্র, তোমার এই বিশ্বাসের সঙ্গে আমি সম্মত হ'তে পারছি না। শাসনকর্তা সম্রাট স্বয়ং যদি উন্মার্গগামী, ভোগাসক্ত হন এবং রাজকর্তব্যে বিমুখ থাকেন তাহ'লে অসাম্য অবশ্যই দূরীভূত হ'তে পারে না। কিন্তু তিনি যদি যথার্থ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হন, তাহলে কেন অসাম্যের প্রতিকার হ'বে না?

কুমার মৃদু হেসে ব'ললেন, তিনি নিশ্চয়ই চিরজীবী হবেন না? পরবর্তী সম্রাট যদি হন উন্মার্গগামী?

যশোধরা কোনো উত্তর দিতে পারলো না। তার সমস্ত কল্পনা এবং স্বপ্নের কেন্দ্র তার স্বামী। পরবর্তী সম্রাটের কথা সে চিন্তা করেনি। সুতরাং এ-প্রশ্নের কোন্ উত্তর সে দেবে?

যশোধরাকে নিরুত্তর দেখে কিছুক্ষণ পরে কুমার ব'ললেন, আচার্য সম্বুল উদার, মহৎ হৃদয়ের অধিকারী। তাঁর পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অবশ্যই সাধু, কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। মানুষের স্বার্থপরতা এবং লোভ রিপু থেকে সৃষ্ট হ'য়েছে বিত্ত-বৈষম্য। গোষ্ঠীস্বার্থের সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি ক'রেছে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতার ন্যায় অকল্যাণকর বৈষম্য। এই বিশাল ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে এত শক্তি, এত সম্পদ অথচ দুঃখ থেকে কারো পরিত্রাণ নেই! সম্রাটও সুখী নয়, শ্রেষ্ঠীও সুখী নয়। যে-রাজার রাজ্যের বিস্তার শত যোজন, সে চায় সহস্রযোজনব্যাপী রাজ্যের কর্তৃত্ব। যে শ্রেষ্ঠী লক্ষপতি, সে হ'তে চায় ক্রোরপতি। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, উপায়হীন লক্ষ লক্ষ নিগৃহীত মানুষের কত শত জন জঠরজ্বালায় কেউ বা হয় তস্কর, কেউ দস্যু, কেউ লুণ্ঠনকারী। মানুষেরই আচরণে এ-পৃথিবী দুঃখময়,

যশোধরা! সেই দুঃখ থেকে কোন্ পথে মানুষের মুক্তি তা আমি জানি না। কিন্তু সেই পথের অন্বেষণই আমার আরব্ধ ব্রত! আমার সেই সদ্ধর্মের অন্বেষণব্রতে তোমার শুভেচ্ছাও আমার প্রয়োজন!

কম্পিতস্বরে যশোধরা ব'ললে, আমি তোমার দাসী। তোমার প্রত্যেকটি আদেশ আমি বর্ণে বর্ণে পালন ক'রবো, প্রিয়তম! তুমি যদি তপস্যা ক'রতে চাও—এই কপিলবাস্তুতেই নির্জন গৃহ নির্মাণ ক'রে তপস্যায় ব্রতী হও। আমি সে গৃহে যাবো না—তোমার কোনো বিঘ্ন উৎপাদন ক'রবো না! আমার কেবল একটি নিবেদন, আমাকে ত্যাগ ক'রে অজ্ঞাত পথে যাত্রা ক'রো না!

কুমার যশোধরার অশ্রুসজল নয়ন অবলোকন ক'রলেন। প্রশান্তস্বরে ব'ললেন, তুমি তো অজ্ঞ নারী নও, যশোধরা! তুমি তো জানো, জন্ম যখন হ'য়েছে তখন অবধারিত মৃত্যুর নির্দেশে একদিন অবশ্যই পরস্পরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন আমাদের হ'তেই হবে!

—জানি, জানি, সে-সবই জানি। কিন্তু সে বিচ্ছেদ অকালে কেন?

ক্রন্দনরতা যশোধরার মস্তকে সস্নেহ হস্তস্পর্শ দিতে দিতে কুমার ব'ললেন, কাল এবং অকালের মধ্যে কতটুকুই বা ব্যবধান, যশোধরা? এই পূর্ণযৌবনে মৃত্যু এসে যদি অতর্কিতে, আকস্মিকভাবে আমাদের দুজনকে চিরকালের মতো বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়, সে-বিচ্ছেদ কি আমরা কেউ প্রতিরোধ ক'রতে পারবো?

—ব'লো না, ব'লো না—এত নিষ্ঠুর কথা ব'লো না, প্রিয়তম! আমি সহ্য ক'রতে পারছি না। আমি কেবল জানি, তোমার বিচ্ছেদে আমার জীবন অন্ধকার। সে নিষ্ঠুর অন্ধকারকে কেমন ক'রে সহ্য ক'রবো আমি?

—অধীরা হ'য়ো না, যশোধরা! কেবলমাত্র আমাকে কেন্দ্র ক'রে তোমার এই যে সুগভীর প্রেম, সেই প্রেমকে পরিব্যাপ্ত ক'রে দাও বিশ্বের দুঃখতাপিত জীবলোকের উদ্দেশ্যে। দেখবে, এই তৃষ্ণাজাত দুঃখকে তখন আর দুঃখ ব'লে মনে হবে না।

কম্পিত কলেবরে উঠে ব'সলো যশোধরা। তখন তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায়। কপোল বেয়ে নেমেছে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা।

—প্রিয়তম! তুমি স্পষ্ট ক'রে বলো, সদ্ধর্মের অন্বেষণে গৃহত্যাগই কি তোমার অভিপ্রায়?

—প্রয়োজনে তাও হ'তে পারে। তপস্যা ভিন্ন সে-পথের সন্ধান আমি কোথায় পাবো?

উদ্গত ক্রন্দনাবেগে যশোধরা লুটিয়ে পড়লো স্বামীর কোলে। তার উত্তপ্ত অশ্রুধারায় সিক্ত হ'তে লাগলো কুমারের বসন।

—তৃষ্ণা!—অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ ক'রলেন কুমার। তারপর নিজের উত্তরাসঙ্গের প্রান্তে যশোধরার অশ্রুসিক্ত নয়ন মার্জন ক'রে দিতে দিতে ব'ললেন, ক্রন্দন সম্বরণ করো প্রিয়তমে! তোমার অশ্রু আমাকে বিচলিত ক'রছে। কারণ, যে-তৃষ্ণা থেকে এই আকর্ষণবোধ, সে-তৃষ্ণাকে আমিও তো এখন পর্যন্ত জয় ক'রতে সক্ষম হইনি! নতুবা তোমার উক্তি, তোমার অঙ্গস্পর্শ, তোমার সঙ্গে দেহসম্ভোগের কামনা এখনো আমার চিত্তকে প্রভাবিত করে কেন? ওঠো যশোধরা, আমার কথা শোনো! আমি দীর্ঘদিন যাবৎ উপলব্ধি ক'রছি, এক দুর্নিবার তৃষ্ণাই মানুষকে প্রতিনিয়ত দুঃখচক্রে আবর্তিত ক'রছে। কিন্তু কোথায় সেই তৃষ্ণার উৎস, তা আমি উপলব্ধি ক'রতে সক্ষম হচ্ছি

না। সেই উপলব্ধি আয়ত্ত করবার উদ্দেশ্যেই হয়তো একদিন আমাকে অজ্ঞাত দুর্গম পথে যাত্রা ক'রতে হবে! আমার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য দুঃখ-নিরোধের দ্বারা নিখিল বিশ্বের সর্বব্যাপী কল্যাণ। যদি গৃহত্যাগ করি, পিতা, মাতা এবং তোমার অজ্ঞাতে তা ক'রতে পারি না। তোমাদের সকলকেই এ-বিষয়ে অবহিত ক'রে রাখা আমার কর্তব্য! মনকে প্রস্তুত রেখো, যশোধরা! মাতা গৌতমীর আশীর্বাদ, তোমার শুভেচ্ছা যেন আমাকে বিঘ্নজয়ের শক্তিতে উদ্বুদ্ধ ক'রতে পারে!

যশোধরা কোনো কথা ব'লতে পারলো না। স্বামীর পদপ্রান্তে মাথা রেখে আকুল বেদনায় সে ক্রন্দন ক'রতে লাগলো।

॥ ৭ ॥

কুলিক শাক্যের কন্যা মৃগজা অলিন্দে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে দণ্ডায়মানা।

সখীর নিকট সে সংবাদ পেয়েছিল, বহুদিন পরে কুমার সিদ্ধার্থ গৌতম আজ রথারোহণে নগরের উত্তরদিকে গমন ক'রেছেন। সম্ভবত, অল্পকাল পরেই তাঁর রথ পুনরায় প্রত্যাবর্তন ক'রবে। সংবাদপ্রাপ্তির পরমুহূর্তেই ব্যাকুল ব্যস্ততায় প্রসাধন সমাপ্ত ক'রে অলিন্দে এসে উপস্থিত হ'য়েছে মৃগজা। সে জানে, যশোধরা যে দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারিণী, সে-সৌভাগ্য তার জীবনে কোনো দিনই আসবে না। তবু, স্বপ্নলোকের সেই আকাঙ্ক্ষিত পুরুষশ্রেষ্ঠকে একবার দেখলেও অঙ্গ এমন রোমাঞ্চিত হয় কেন?

ভবন-সংলগ্ন উদ্যানে দু'টি কদম্ববৃক্ষে পূর্ণপ্রস্ফুটিত অজস্র পুষ্পসম্ভার। বর্ষাশেষের সজল স্পর্শে শেফালিকাবৃক্ষও পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত।

আজ আষাঢ়-পূর্ণিমা।

কয়েকদিন বারিবর্ষণের পর পরাহ্নের আকাশমণ্ডল আজ মেঘমুক্ত। আকাশের দেবতা কি আর কিছুক্ষণ পর্যন্ত সদয় হবেন? তা যদি হন তাহ'লে কয়েকমুহূর্তের জন্যও সেই পরম প্রেয় কুমারকে দর্শন ক'রে নিজের ব্যর্থকামা মদন-সন্তপ্তা দেহমনকে কথঞ্চিৎ শীতল করবার অবকাশ হবে মৃগজার! অথবা, দ্বিগুণিত হবে সেই দহন-জ্বালার প্রদাহ?

কুমার গৌতম কি অনিন্দ্যকান্তি পুরুষ! অথচ তাঁর হৃদয় কত কঠোর। কত শাক্যযুবক একাধিক পত্নী গ্রহণ করে। তদুপরি, প্রমোদ-বিলাস- সঙ্গিনী রূপে গৃহে পোষণ করে রূপবতী পরিচারিকা। কিন্তু কুমার গৌতম? একমাত্র পত্নীতেই অনুরক্ত, আত্মসমর্পিত! তিনি যদি দ্বিতীয়া, এমন কি তৃতীয়া পত্নীরূপেও মৃগজাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ ক'রতেন, তাহ'লেও সে তার জীবন-যৌবনকে কৃতার্থ মনে ক'রতো। কিন্তু হায়! সে-কৃতার্থতার সুযোগ তার জীবনে কোনোদিনই হয়তো আসবে না!

কর্ণে রত্নকুণ্ডল, কণ্ঠলিকাশৃংখলিত পীনোন্নতপয়োধর বহুমূল্য রত্নহারে শোভিত। সুরেখায়িত ত্রিবলী-কটিদেশ সূচিক্কণতন্তুবয়িত স্বচ্ছপ্রায় কাঞ্চী-মেখলাদাম, কিঙ্কিণীশোভিত পদযুগে প্রোজ্জ্বল রক্তবর্ণা লাক্ষারসের অলক্তক, প্রলিপ্ত-পরাগ কেতকী-কেশরে সুবাসিত কেশপাশে সদ্যচয়িত মল্লিকামাল্য, অঙ্গে কদম্ব-রেণুর প্রলেপন।

মৃগজার সখী মৃদু হেসে ব'ললে, কত দ্রুতহস্তে এই বরাঙ্গ বর্ণে-গন্ধে-আভরণে এমন অনুপম সজ্জায় সজ্জিতা ক'রলে সখি! কুমার গৌতম যদি আজ একবারও তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তবে অবশ্যই কামশরে জর্জরিত হবেন দেখো!

একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে মৃগজা ব'ললে, হায় সখি, এ অভাগিনীর কি সে সৌভাগ্য হবে? আমি কেবল ভাবি, কুমার এত নির্দয় কেন? যশোধরা কি আমার চেয়েও রূপবতী?

—যশোধরা কুমারকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছে।—উত্তর দিলে মৃগজার সখী।

—তাই হবে! নতুবা, এইভাবে আমার স্বপ্নভঙ্গ হ'ত না!

আজ নগরবহির্দেশে পথ কর্দমাক্ত জেনে কন্থকের পরিবর্তে রথারোহণে নগর-পরিক্রমায় যাত্রা ক'রেছেন কুমার। ছন্দক যথারীতি তাঁর রথের সারথী।

আকাশ আজ নির্মেঘ। সায়াহ্নের অব্যবহিত পূর্বকালীন ম্লান সূর্যালোক কমনীয়। বর্ষার সরস স্পর্শে বৃক্ষের পত্র-পল্লব, লতাগুল্ম সতেজ উজ্জ্বল হরিৎবর্ণে স্নিগ্ধ।

অল্পকালীন পরিক্রমার পর কুমার ব'ললেন, রথ ভবনাভিমুখী করো, ছন্দক!

ছন্দক রথের গতি বিপরীতমুখী ক'রে ব'ললে, আজ আপনাকে যেন অত্যধিক চিন্তাগ্রস্ত বোধ হচ্ছে, কুমার!

কুমার নিরুত্তর।

রাজপথের উভয়পার্শ্বে বিভিন্ন হর্ম্যরাজি-সংলগ্ন উদ্যানে কদম্ব-কর্ণিকার-করবীর বৃক্ষরাজি পুষ্পভারাবনতা। সবই উজ্জ্বল পীতবর্ণের পুষ্প। যদিও শ্বেতশুভ্রবর্ণ পুষ্পের অভাব নেই তৎসত্ত্বেও পীত-পুষ্পরাজিই মধ্যে মধ্যে চিন্তা-মগ্ন কুমারের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রছে।

কুমারের নির্দেশে ধীর গতিতে অগ্রসর হ'চ্ছে রথ।

কিছুক্ষণ পূর্বে প্রসববেদনা-কাতর যশোধরাকে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে সূতিকাগারে। মাতা গৌতমী স্বয়ং এসে সযত্নে নিয়ে গেছেন বধূমাতাকে। তাঁর আজ অনির্বচনীয় আনন্দের ক্ষণ! বন্ধনসেতুস্বরূপ বহুপ্রত্যাশিত একটি জীবন্ত মানবক আজ তার আগমনলগ্ন ঘোষণা ক'রেছে। তার পিতা ভূমিষ্ঠ হ'য়েছিল বৈশাখী পূর্ণিমায়; সে আসছে আষাঢ়-পূর্ণিমায়। আসুক—নির্বিঘ্নে আসুক গৌতমের সন্তান! ভূমিষ্ঠ হ'য়ে সে তার আকর্ষণী শক্তিতে জন্মদাতা পিতাকে করুক অপত্যস্নেহাতুর। গৌতমের বিক্ষিপ্ত হৃদয়কে উন্মুখ করুক এই জীবনের আকর্ষণে!

যশোধরা সূতিকাগারে যাত্রার পরেই ছন্দককে সংবাদ প্রেরণ ক'রেছিলেন কুমার। তাঁর হৃদয়ে এক অশান্ত ঝটিকার সূচনা হ'য়েছে।...প্রেমময়ী যশোধরা নির্বিঘ্নে হোক সন্তানের জননী...সুস্থদেহে ভূমিষ্ঠ হোক যশোধরার আকাঙ্ক্ষিত সন্তান! —কিন্তু কুমার নিজে এবার কী ক'রবেন? দৃঢ়তর বন্ধনপাশ সমাগতপ্রায়!

কুমার গৌতমের অন্যমনস্কতা ভঙ্গ ক'রে পথিপার্শ্বস্থ এক হর্ম্য-অলিন্দ থেকে সুমধুর নারীকণ্ঠনিঃসৃত কয়েকটি বাক্য কুমারের কর্ণে প্রবেশ ক'রলো।

—সখি! ধন্যা সেই জননী, যিনি এই অনিন্দ্যকান্তি পুত্রকে জন্মদান

ক'রেছেন! ধন্য সেই জনক যিনি এ'র জন্মদাতা! পরমধন্যা সেই নারী, যার যৌবন এই দেবোপম পুরুষের অঙ্গস্পর্শে নির্বাণপ্রাপ্ত হ'য়েছে!

নির্বাণপ্রাপ্ত!...নির্বাণ!

আকস্মিক তড়িৎবিচ্ছুরণে আকাশমণ্ডল যেমন উচ্চকিত হ'য়ে ওঠে, কুমারের অবস্থাও যেন সেইরূপেই হ'ল।

...নির্বাণ!...নির্বাণ!...নির্বাণ!

নিমেষে দূর হ'ল কুমারের অন্যমনস্কতা। পরম কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত ক'রলেন তিনি অলিন্দে দণ্ডায়মানা যুবতীর প্রতি।

অপরিচিতা যুবতী দিয়েছে তাঁকে উদ্দিষ্ট পথের সন্ধান!

হ্যাঁ, নির্বাণই তো সেই অন্বিষ্ট লক্ষ্য! তৃষ্ণার নির্বাণ! তৃষ্ণার নির্বাণেই দুঃখের নির্বাণ!

কুমারী যুবতী প্রকৃতপক্ষে কী ব'লতে চায়?...পরমধন্যা সেই নারী, যার যৌবন এই দেবোপম পুরুষের অঙ্গস্পর্শে নির্বাণপ্রাপ্ত হ'য়েছে!...

যুবতীর দৃষ্টিতে বিলোল কটাক্ষ মুগ্ধ বিস্ময়ে বিজড়িত। সে হয়তো দেহজকামপরিতৃপ্তির কথাই ব'লেছে। কিন্তু কুমারের কর্ণে সেই 'নির্বাণ' শব্দটি যে কোন্ এক অসাধারণ সংকেত বহন ক'রে নিয়ে এলো, তা সে জানতে পারলো না।

—রথবেগ সম্বরণ করো, ছন্দক!—কুমারের কণ্ঠস্বরে এক অস্বাভাবিক ব্যস্ত ব্যাকুলতা।

অকস্মাৎ এই আদেশে বিস্মিত হ'ল ছন্দক। কিন্তু সংগে সংগে সে আদেশ-পালন করলো। কুমারের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে তার বিস্ময় দ্বিগুণ বর্ধিত হ'ল। কোথায় সেই ম্লান, বিষণ্ণ দৃষ্টি? তার পরিবর্তে কুমারের আয়ত নয়নযুগলে অদৃষ্টপূর্ব এক প্রখর উজ্জ্বল দ্যুতি!

—এ গৃহ কার, ছন্দক?

—শাক্যনায়ক কুলিকের গৃহ, কুমার!

—ওই নারী কে?

—জানি না, কুমার। অনুমান ক'রছি, ইনি কুলিকের কন্যা।

—ইনি আমার পথনির্দেশকারিণী! এই যুবতী নারীর নিকট আমি কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হ'লাম, ছন্দক!

নিজের কণ্ঠ থেকে রত্নহার উন্মোচন ক'রে অলিন্দে দণ্ডায়মানা মৃগজার উদ্দেশ্যে উৎক্ষেপণ ক'রলেন কুমার। মনে মনে ব'ললেন, ভগিনী, তুমি হয়তো তোমার অজ্ঞাতেই আজ আমাকে পথের ইংগিত দান ক'রেছ! আমার কৃতজ্ঞচিত্তের এই সশ্রদ্ধ উপহার গ্রহণ করো!

মৃগজা বিস্ময়-বিবশ হস্তে কুমারের উৎক্ষিপ্ত রত্নহার গ্রহণ ক'রলো। তার সর্বাঙ্গ তখন স্বেদকম্প-পুলকে বিহ্বল। তবে কি সফল হ'ল তার স্বপ্ন? তার অনুরাগের মর্যাদা এতদিনে দান ক'রলেন কুমার? তারই স্বীকৃতি জ্ঞাপন ক'রলেন এই অমূল্য উপহারে?

কুমার ব'ললেন, সবেগে রথ-চালনা করো, ছন্দক!

ছন্দক আদেশ পালন ক'রলো। কিন্তু তার মনে সদ্যোত্থিত বিস্ময় এক

ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি ক'রেছে। কুমারকে এত উচ্ছ্বসিত সে কোনোদিন দেখেনি। তবে কি এতদিন পরে কুমার আজ এই রূপবতী যুবতীর রূপমোহে মুগ্ধ হ'লেন?

কুমারের রথ ভবন-সন্নিকটবর্তী হ'তেই সম্মিলিত কণ্ঠের আনন্দকোলাহল শোনা যেতে লাগলো। পূর্ব দিগন্তে তখন স্বর্ণাভ সুবৃত্ত চন্দ্র উদীয়মান।

—কিসের এত কোলাহল, ছন্দক?

—আমি তো জানি না, কুমার। আর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হ'লেই জানতে পারবো।

আনন্দমুখরিত রাজভবন।

বধূ যশোধরার ক্রোড়ে এসেছে দিব্যকান্তি এক পুত্রসন্তান। পূর্ণ হ'য়েছে যশোধরার মনস্কাম; নতুন আশার দীপ জ্বলে উঠেছে মাতা গৌতমীর ব্যাকুল অন্তরে।

দূর থেকে কুমারের রথ দৃষ্টিগোচর হ'তেই ধাবিত হল কিংকর-কিংকরীগণ। এই শুভসংবাদে কুমার নিশ্চয়ই সকলকে পুরস্কৃত ক'রবেন!

নির্বাণ!

অস্ফুটস্বরে শব্দটিকে পুনরায় উচ্চারণ ক'রলেন কুমার। নির্বাণ কি কামতৃষ্ণার অপরিমেয় পরিতৃপ্তি? অথবা, দেহজ তৃষ্ণা থেকে চিরমুক্তি? তৃষ্ণার পরিসমাপ্তিই নির্বাণ!

পূর্বদিগন্তের পূর্ণিমাচন্দ্রকে কয়েকমুহূর্তের জন্য আবৃত ক'রে ক্ষুদ্র এক মেঘখণ্ড পুনরায় দূরে ভেসে যেতে লাগলো।

—তৃষ্ণাজাত কামনার বন্ধন!—আপনমনেই ব'ললেন কুমার, প্রিয়তমা যশোধরা এখন সন্তানের জননী! সে-সন্তানের জন্মদাতা আমি। এক বন্ধন সূত্রে আর এক নিবিড়তর বন্ধন!

উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের প্রতি নির্ণিমেষদৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন কুমার গৌতম। এক বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর নিজের জন্ম হ'য়েছিল। আজও পূর্ণিমা তিথি। ঊনত্রিংশ বর্ষ বয়সে তিনি নিজে আজ এক নবজাত পুত্রসন্তানের জনক! এরপর বন্ধনশৃংখল হবে সুকঠিন। তারপর অপত্যস্নেহের সেই বন্ধনজাল ছিন্ন করা হবে কঠিনতর!

আর বিলম্ব নয়!

তৃষ্ণা থেকে দুঃখ। তৃষ্ণার নির্বাণে হয়তো হবে দুঃখের নির্বাণ! কিন্তু তৃষ্ণার যথার্থ উৎস জ্ঞাত না হ'লে তার নির্বাপণ তো সম্ভব হবে না?

পথের ইঙ্গিত দিয়েছে এক কামসন্তপ্তা যুবতী। যাত্রারম্ভের ইঙ্গিত দান ক'রছে আষাঢ়-পূর্ণিমার উজ্জ্বল শশধর!

পিতা শুদ্ধোদনের অপত্যস্নেহদুর্বল মুখখানি দৃষ্টির সম্মুখে ভাসছে! ভেসে উঠছে পালয়িত্রী মাতা গৌতমীর স্নেহাকুল দৃষ্টি! বক্ষের স্পন্দনে অনুভূত হচ্ছে প্রিয়তমা যশোধরার কপোতসদৃশ সন্ত্রস্ত কোমল বক্ষের স্পন্দনধ্বনি!

বন্ধন!...এ-বন্ধনে আপাতসুখ কিন্তু দুঃখ এর অনিবার্য পরিণাম!

করুণা-বিগলিত হৃদয়ে দুঃসহ বেদনা—লোচনযুগলে অশ্রুবাষ্প। তবু ছিন্ন ক'রতে হবে এ-বন্ধন! যাত্রারম্ভ ক'রতেই হবে উদ্দিষ্ট সত্যের সন্ধানে!

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের শেষপর্ব।

কপিলবাস্তু নগরী সুপ্তির ক্রোড়ে অচেতন। জাগ্রত কেবল নৈশপ্রহরীকুল। আর জাগ্রত কিছু নিশাচর পক্ষী।

কক্ষ থেকে নিঃশব্দ, ধীরপদে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন কুমার গৌতম। তার পূর্বে সর্বপ্রকারে তিনি প্রস্তুত হ'য়ে নিয়েছেন। নগরপরিক্রমাকালে কদাপি তিনি তাঁর সুতীক্ষ্ণ অসিখানি গ্রহণ করেন না। কিন্তু এখন কটিবন্ধে অসিকোষ।

নবজাতকসহ যশোধরার প্রসূতিকক্ষের দিকে ধীরপদে অগ্রসর হ'লেন কুমার। কক্ষদ্বারের কপাট অর্গলমুক্তই ছিল। সন্তর্পণে অতি ধীরে কপাট উন্মোচন ক'রলেন তিনি।

কক্ষের এককোণে জ্বলছে উজ্জ্বল ঘৃতপ্রদীপ। চন্দনগন্ধে কক্ষ সুরভিত। সদ্যোজাতপুত্রকে বক্ষোলগ্ন ক'রে কোমল পুষ্পদলে আচ্ছাদিত শয্যায় ক্লান্ত, পরিতৃপ্ত যশোধরা গভীর নিদ্রায় অচেতন। পর্যঙ্কের নিকটেই ভূমিতলে উপবিষ্টা উত্তরা। সে জাগ্রতা।

কুমারকে দর্শনমাত্রেই নিঃশব্দে দণ্ডায়মানা হ'য়ে সানন্দ স্মিত হাস্যে তাঁকে অভিবাদন জ্ঞাপন ক'রলে উত্তরা। অতি মৃদুস্বরে ব'ললে, কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই, প্রভু! দেবী এবং নবকুমার সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

কুমার কয়েকমুহূর্ত অপলক দৃষ্টিপাত ক'রে রইলেন নিদ্রিতা যশোধরার মুখমণ্ডলের প্রতি। কি এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে সেই মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত! মাতৃত্ব সম্ভবত নারীকে এই সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল করে!

নবজাতকের অতি ক্ষুদ্র অবয়ব কোমল উষ্ণবস্ত্রে আবৃত। তাকে কুমার স্পষ্ট-ভাবে দেখতে পেলেন না, দেখার চেষ্টাও করলেন না। মনে মনে যশোধরার উদ্দেশ্যে ব'ললেন, আমাকে বিদায় দান করো যশোধরা! আমার বিচ্ছেদে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাবে, তা জানি। কিন্তু তোমার সন্তানকে অবলম্বন ক'রে সে বিচ্ছেদ-বেদনা বিস্মরণ হয়ো প্রিয়তমে! আমাকে সত্যের অন্বেষণে গৃহত্যাগ ক'রতেই হবে। আমার উপায় নেই!

উদ্যান থেকে একটি নিশাচর শলভাশ পক্ষীর কর্কশ স্বর শ্রুত হ'ল।

উত্তরা! আমি কপিলবাস্তু থেকে বিদায়গ্রহণ ক'রছি!—কুমার অতি মৃদুস্বরে ব'ললেন।

বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে উত্তরা ব'ললে, সে কি প্রভু? কোথায় গমন ক'রছেন আপনি? কবে প্রত্যাবর্তন ক'রবেন?

—কোথায় তা জানি না। কবে প্রত্যাবর্তন ক'রবো অথবা কোনোদিনই প্রত্যাবর্তন করবো কিনা, তাও জানি না। ভগিনী! তুমি এযাবৎকাল সহোদরার ন্যায় যেমনভাবে যশোধরার যত্ন ক'রেছ, তেমনভাবেই তার এবং এই নবজাতকের যত্ন ক'রো!

উদ্গত ক্রন্দনাবেগে উত্তরার বক্ষ উত্তাল। কিন্তু ক্রন্দনের উপায় নেই। দেবী যশোধরার নিদ্রাভঙ্গ হ'তে পারে।

অশ্রুরুদ্ধস্বরে উত্তরা প্রশ্ন ক'রলে, প্রভু! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! দেবী জাগরিতা হ'লে তাঁকে কী ব'লবো আমি?

—আমার এ সংকল্প তাঁর অজ্ঞাত নয়, উত্তরা। তাঁকে ব'লো, গৌতম তাঁর উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে যাত্রা ক'রেছেন।

উত্তরা নিঃশব্দে ক্রন্দন ক'রতে লাগলো।

নিদ্রিতা যশোধরার মুখের দিকে শেষবারের মতো দৃষ্টিপাত ক'রে কুমার স্বগতোক্তির ন্যায় ব'ললেন, যশোধরা! তোমার নিদ্রিত অবস্থায় বিদায়গ্রহণ করছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা করো! কিন্তু আজ এই মুহূর্তেই গৃহত্যাগ ভিন্ন আমার উপায় নেই! যে সত্যজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আমার এই অনির্দেশ্যপথযাত্রা, তা তোমার জ্ঞাত। সর্বজীবের, সর্বলোকের কল্যাণের জন্য সম্যক বোধি যদি আমি লাভ ক'রতে পারি তাহ'লে হয়তো কোনোদিন এই কপিলবাস্তুতে প্রত্যাবর্তন ক'রবো। তখন হবে সাক্ষাৎ, তার পূর্বে নয়। কিন্তু যদি আমি আমার উদ্দিষ্ট বোধিলাভে ব্যর্থ হই তাহলে আর কোনোদিনই হয়তো সাক্ষাৎ হবে না! প্রিয়তমে, আমি বিদায় গ্রহণ করছি! প্রিয় পুত্র আমার! জন্মদাতা পিতাকে বিদায় দাও, বৎস!

কুমারের হস্তস্পর্শে নিদ্রাভংগ হ'ল ছন্দকের। বিস্মিত, ব্যস্তভাবে শয্যার উপর উঠে ব'সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে প্রশ্ন ক'রলে, কী হ'য়েছে কুমার?

—কন্থকের পৃষ্ঠে পল্যয়ন স্থাপনের দ্রুত আয়োজন করো, ছন্দক!

—এই গভীর রাত্রিকালে কোথায় যাবেন আপনি?

—দূর পথে যাত্রা ক'রতে হবে।

—কোথায়?

—সে-প্রশ্নের উত্তর এখন নয়। তুমি যাও, কন্থককে সত্বর অশ্বশালা থেকে নিয়ে এসো! তোমার অশ্বকে সজ্জিত করবার প্রয়োজন নেই। শক্তিমান কন্থক আমাদের দুজনকেই একসঙ্গে বহন ক'রতে সক্ষম। বিলম্ব ক'রো না, যাও।

আজ অপরাহ্ন থেকে কুমারের সকল আচরণই ছন্দকের নিকট দুর্বোধ্য লাগছিল।...কুলিক শাক্যের কন্যা সেই যুবতী...কুমারের উচ্ছ্বসিত আবেগে কণ্ঠহার দান...এই গভীর রাত্রিতে বহির্গমনের ব্যস্ততা......

ছন্দক বিভ্রান্ত। কিন্তু কোনো প্রশ্ন না ক'রে সে দ্রুত প্রস্থান ক'রলো অশ্বশালার উদ্দেশ্যে। অল্পক্ষণ পরেই সুসজ্জিত কন্থককে নিয়ে সে ফিরে এলো।

কন্থকের মস্তকে এবং গণ্ডদেশে সস্নেহ হস্তস্পর্শ দিয়ে কুমার বললেন, বন্ধু কন্থক! আজ এই গভীর রাত্রিতে তোমার দুরন্ত গতি আমার প্রয়োজন। দুই আরোহীকে বহন ক'রে দ্রুতগতিতে ধাবিত হওয়া অবশ্যই কষ্টকর। কিন্তু তুমি আজ সাহায্য না ক'রলে আমার উদ্দেশ্য যে সফল হবে না! পারবে তো বন্ধু?

কন্থক সে-কথার অর্থ কী বুঝলো তা সে-ই জানে। কিন্তু তার উল্লসিত ভঙ্গিমায় বোঝা গেল, সে প্রস্তুত।

উপরে পূর্ণিমার চন্দ্রখচিত আকাশ। নীচে জ্যোৎস্নাবিধৌত বৃক্ষলতা-হর্ম্য-কুটির শোভিত কপিলবাস্তু নগর।

দুই আরোহীকে পৃষ্ঠে বহন ক'রে দ্রুতগতিতে নগর-তোরণ অতিক্রম করে গেল

কন্থক। কুমারের নির্দেশে সে ধাবিত হ'য়েছে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে। দুরন্ত তার গতিবেগ।

*   *   *   *

কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হওয়ার পর সবিস্ময়ে ছন্দক প্রশ্ন ক'রলে, এ আপনি কোন্ স্থানের উদ্দেশ্যে চ'লেছেন, কুমার?

—আমার অভীষ্টসিদ্ধির পথে।

—আপনার অভীষ্ট কী তা আমার অজ্ঞাত।

—কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধারণ করো, ছন্দক!

—কিন্তু কুমার, এ-পথ যে বিঘ্নসঙ্কুল! পূর্ণিমারাত্রি ব'লেই বুঝতে পারছি, শাক্যরাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে এখন আমরা মল্লরাজ্যের ভিতর দিয়ে চ'লেছি। আমি জানি, আর কিছুদূর গেলেই সম্মুখে শ্বাপদসংকুল অরণ্য!

—আমার পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ হবে না, তা আমি জানি ছন্দক। মল্লরাজ্য অতিক্রম করবার পর কত দূরে বৃজিগণরাজ্যের আরম্ভ?

—অল্পই দূরত্ব, কুমার। মল্ল এবং বৃজিরাজ্যের সীমারেখা নির্দেশ ক'রে প্রবাহিত হ'য়ে চ'লেছে অনোমা নদী।

—আমরা কি সেইদিকেই চ'লেছি ছন্দক?

—হ্যাঁ, কুমার!

—তাহ'লে যথার্থ পথেই আমরা চ'লেছি।

দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে ধাবিত হচ্ছে কন্থক। রাত্রির শেষ যামও অবসিত প্রায়। পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণ অপেক্ষাকৃত ম্লান। পূর্বাচলে প্রত্যূষলগ্নোচিত আলোকাভাস।

কন্থকের গতি স্তব্ধ হ'ল।

সম্মুখে নাতিপ্রশস্ত এক স্রোতস্বতী। কিন্তু বর্ষার জলপ্রবাহে তীব্র খরস্রোতা।

—কুমার! আমাদের সম্মুখেই অনোমা নদী। নদীর অপর তীর থেকেই আরম্ভ হয়েছে বৃজিরাজ্যের অনুবৈণেয় নামক জনপদ। আমাদের কপিলবাস্তু থেকে এ-স্থানের দূরত্ব ষট্‌যোজন।

কন্থকের মস্তকে নিবিড়তম সস্নেহ হস্তস্পর্শ দিয়ে কুমার গৌতম ব'ললেন, প্রিয় বন্ধু, এত অল্প সময়ে ষট্‌যোজন পথ অতিক্রম ক'রে তুমি ক্লান্ত, তোমার দেহ ঘর্মাক্ত। আমার জন্য শেষবারের মতো তোমাকে আর একটু পরিশ্রম ক'রতে হবে, কন্থক! এই নদী পার হ'য়ে আমাকে ওপারে উপনীত ক'রে দাও!

ছন্দক ব'ললে, কন্থকের কোনো অসুবিধা হবে না, কুমার। নদী বর্তমানে খরস্রোতা হ'লেও অগভীর। কিন্তু কুমার, কোথায় আপনার গন্তব্যস্থান?

কুমার ব'ললেন, বৃজিরাজ্যের মৃত্তিকায় পদার্পণ করবার পর সবই তোমাকে ব'লবো ছন্দক। আর ক্ষণকাল ধৈর্য ধরো!

কুমারের ইঙ্গিত পেয়ে কন্থক অবতরণ ক'রলো খরস্রোতা, অগভীর অনোমা নদীগর্ভে। সিক্ত হ'ল তার পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত। অল্পকালের মধ্যেই নদীর ওপারে গিয়ে সে উঠলো। কুমার গৌতম এবং ছন্দকেরও কটিদেশ পর্যন্ত পরিচ্ছদ সিক্ত হ'য়ে গেছে।

কন্থকের পৃষ্ঠ থেকে ভূমিতে অবতরণ ক'রলেন কুমার। অবতরণ ক'রলে ছন্দক।

ঊষালগ্নের লালিমা তখন পূর্বাচলে সদ্য স্ফুটনোন্মুখ। জ্যোৎস্নালোকের ক্ষীয়মান লাবণ্যকে ম্লান ক'রে দিয়ে পূর্বাকাশের আলো ক্রম-ব্যাপ্ত হচ্ছে। নদীতীরে বৃক্ষশাখায় আরম্ভ হ'য়ে গেছে পক্ষীর কলকাকলি। পুষ্পশোভিত বৃক্ষলতার উপর দিয়ে প্রবাহিত প্রত্যুষের মৃদুমন্দবায়ু বহন ক'রে আনছে সুমিষ্ট পুষ্পসৌরভ।

কন্থকের গণ্ডদেশ বেষ্টন ক'রে তার ললাটে স্নেহচুম্বন অঙ্কন ক'রে দিয়ে বেদনাবিধুর কণ্ঠে কুমার বললেন, প্রিয় বন্ধু! এতকাল আমার দেহভার পৃষ্ঠে বহন ক'রে আমার জন্য তুমি কত কষ্ট স্বীকার ক'রেছ! আজও জন্মভূমি থেকে বিদায়-গ্রহণকালে তুমিই আমাকে সাহায্য ক'রলে! তোমার নিকট আমি কৃতজ্ঞ! আর কোনোদিন আমাকে পৃষ্ঠে বহন ক'রতে হবে না, বন্ধু!

ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে কুমার গৌতমের হৃদয়। দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে উঠছে নিশ্চিন্তে নিদ্রারতা সদ্যজননী যশোধরার মুখচ্ছবি। ভেসে উঠছে সদ্যোজাত পুত্রের ক্ষুদ্র অবয়ব—অপত্যস্নেহে দুর্বল পিতা শুদ্ধোদন—মাতা গৌতমী—কপিলবাস্তু নগর—রোহিণী নদী—চণ্ডালপল্লী! এই ঊনত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত প্রতিদিনের পরিচিত সেই উদ্যান এবং লতাবিতান যেন দৃষ্টির সম্মুখেই বিদ্যমান! আর সেই উত্তরবাতায়নপথে পরিদৃশ্যমান তুষারমৌলী হিমবন্তের অভ্রভেদী ধ্যানগম্ভীর রূপ!

—কুমার! কন্থকের উদ্দেশ্যে আপনি যে কথা উচ্চারণ ক'রলেন তার অর্থ কী?—ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রলো ছন্দক।

—অভীষ্ট লক্ষ্যের অন্বেষণে আমি সংসার ত্যাগ ক'রছি, ছন্দক!

—আপনি কি সংকল্পে অটল?—অশ্রুরুদ্ধ ভগ্নস্বরে ব্যাকুল প্রশ্ন ক'রলে ছন্দক।

—হ্যাঁ, বন্ধু! আমার মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হ'য়েছে।

কুমার গৌতম প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রলেন ছন্দককে। ব'ললেন, তুমি একদিন বলেছিলে, একজন দুঃখজর্জরিত গৃহী কৃষকের তুলনায় সংসারত্যাগী শ্রমণ নিতান্ত স্বার্থপর। আত্মমোক্ষলাভই তার উদ্দেশ্য। সে কথা সেদিনও আমি স্বীকার করেছি, আজও স্বীকার করছি। কিন্তু আমি প্রশ্ন ক'রেছিলাম, সর্বজীবের কল্যাণ-ভাবনায় ভাবিত কোনো শ্রমণ-পন্থা আছে কিনা? আমার সে-প্রশ্নের উত্তর দান ক'রতে তুমি পারোনি। আমিও জানি না, তেমন কোনো শ্রমণ-পন্থার অস্তিত্ব আছে কিনা! সেই পন্থার অন্বেষণেই আজ এই অনোমা নদীর তীরে বৃজিরাজ্যের ভূমিতে দাঁড়িয়ে আরম্ভ হ'ল আমার শ্রমণ-জীবন।

—শ্রমণ-জীবন!—অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ ক'রে উঠলো ছন্দক, এ সংকল্প আপনি ত্যাগ করুন, কুমার! শ্রমণের জীবন বড়ো কঠোর, বড়ো কষ্টকর, বড়ো বিঘ্নসঙ্কুল!

—তবুও আমার লক্ষ্য স্থির, ছন্দক!

—সে কষ্ট আপনি সহ্য ক'রতে পারবেন না, কুমার!

—কুসুমাস্তীর্ণ সাধন-পথ কি কোনো শ্রমণ প্রত্যাশা করে?

—ভিক্ষান্নে জীবনধারণ? উঃ—

—ভিক্ষু-শ্রমণের জীবনচর্যায় সেইটিই নির্দেশিত, ছন্দক!

—কেন সেই কষ্টময় জীবনে আপনার আগ্রহ? কপিলবাস্তুর রাজনপুত্র হ'য়ে আপনি ভিক্ষান্নে জীবনধারণ ক'রবেন? এ-কথা আমি ভাবতে পারছি না কুমার,

এ আমি ভাবতে পারছি না! আমি এখনো ব'লছি, সে-জীবন আপনার পক্ষে অসম্ভব!

—সম্ভব না হ'লে জানবো, আমি শ্রমণ-ব্রতের অযোগ্য!

—কুমার! বৃদ্ধ রাজন্, মাতা গৌতমী এ-আঘাত সহ্য ক'রতে পারবেন না!

—সন্তানশোকও মানুষ একদিন বিস্মৃত হয়, ছন্দক!

—দেবী যশোধরা এ-সংবাদে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূলুণ্ঠিতা হবেন!

—হয়তো হবেন। কিন্তু আমার এ-অভিপ্রায় সম্বন্ধে তাঁরা প্রত্যেকেই অবহিত।

কথা ব'লতে ব'লতে কুমার গৌতমের কণ্ঠস্বরও যেন বিচলিত হচ্ছে! ব'ললেন, ছন্দক, প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা যে কত মর্মান্তিক, তা কি আমিও অনুভব ক'রছি না? বেদনায় আমারও বক্ষ মথিত হচ্ছে। কিন্তু তবু উপায় নেই, বন্ধু! সঙ্কল্পে স্থির হ'য়েই আমি নিষ্ক্রমণ ক'রেছি সংসারবন্ধন থেকে—সঙ্কল্পে আমি অটলই আছি।

—এ কঠিন সঙ্কল্প আপনি কেন ক'রলেন, কুমার? আপনি নগরে না থাকলে কার সেবা ক'রবো আমি? তাহ'লে আমার প্রার্থনাও পূর্ণ করুন, কুমার! এতকাল আপনার সেবা ক'রেছি ভবিষ্যতেও আপনার সেবা ক'রতে চাই। আমাকেও তাহ'লে আপনার সঙ্গীরূপে গ্রহণ করুন!

কুমার ব'ললেন, তা হয় না, ছন্দক! প্রব্রজিত শ্রমণ কি অপরের সেবাগ্রহণ ক'রতে পারে? তা ভিন্ন, আজ থেকে আমি যে লক্ষ্যপথে যাত্রারম্ভ ক'রছি, সে-পথে নিজেকেই চ'লতে হবে! অপরের সাহায্য গ্রহণ করা যায় না। তুমি অশ্রুসম্বরণ করো!

কথা কয়টি ব'লেই অঙ্গ থেকে মূল্যবান অলঙ্কারগুলি অনোমার বালুকাতটে নিক্ষেপ করলেন কুমার গৌতম। তারপর ছন্দকের অশ্রুসিক্ত বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে তিনি দেহাবরণস্বরূপ বহুমূল্য পরিচ্ছদগুলি অঙ্গ থেকে মোচন ক'রলেন। ছন্দক দেখলো, কুমার গৌতমের পরিধানে তখন শ্রমণের পীতবর্ণ কাষায়বস্ত্র! ভবনত্যাগের পূর্বেই পূর্বসংগৃহীত কাষায়বস্ত্র পরিধান ক'রে নিয়েছিলেন কুমার। তার উপর আবরণস্বরূপ অঙ্গে ছিল এতদিনের সুপরিচিত পরিচ্ছদরাজি।

ছন্দকের দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। কুমারের পরিচ্ছদপরিবর্তনের পর কন্থক কী অনুভব ক'রলো তা সে-ই জানে। কিন্তু তারও চোখদু'টি অশ্রুসিক্ত!

কুমার কোনোদিকে দৃষ্টিপাত ক'রলেন না। বালুকাতটে নিক্ষিপ্ত অসিকোষ থেকে সুতীক্ষ্ম অসিখানি নিষ্কাশিত ক'রে নিয়ে তাঁর কুঞ্চিত কেশদাম কর্তন ক'রলেন।

—কুমার!—মর্মভেদী আর্তনাদ ক'রে উঠলো ছন্দক।

—আর কুমার গৌতম নয়, ছন্দক! তোমার সম্মুখে এখন শ্রমণ গৌতম!

—এ-দৃশ্য আমাকে দেখতে হবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, কুমার!

—ক্রন্দন সম্বরণ করো ছন্দক! তোমার ক্রন্দন দেখে কন্থকের চোখ দু'টিও অশ্রুসজল হ'য়ে উঠেছে। ও অনুভব ক'রতে পারছে, আমি ওকেও ত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছি! কন্থক আমাদের ন্যায় বাক্যোচ্চারণে অসমর্থ। কিন্তু ওর অশ্রুসজল চক্ষুদ্বয় আমারও দৃষ্টিকে অশ্রুবাষ্পে পূরিত ক'রছে। না, না, আর অশ্রু নয়!

তোমরা আমাকে প্রসন্নচিত্তে বিদায় দান করো, বন্ধু! তোমরা কপিলবাস্তু নগরে প্রত্যাবর্তন করো। ছন্দক, আমার স্নেহময় পিতা এবং স্নেহময়ী মাতাকে ব'লো, সর্বজীবের দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে সম্যক বোধিলাভের সঙ্কল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে আজ থেকে আমি শ্রমণ-জীবন গ্রহণ ক'রছি।

—কুমার! আপনি কি আর কোনোদিনই কপিলবাস্তু নগরে প্রত্যাবর্তন ক'রবেন না?—বলতে বলতে গৌতমের পদপ্রান্তে ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে প'ড়লো ছন্দক।

ছন্দকের দুই হাত ধ'রে তাকে তুললেন গৌতম। দৃঢ়, প্রশান্তস্বরে ব'ললেন, সম্যক বোধিলাভ ক'রতে সক্ষম হ'লেই প্রত্যাবর্তন ক'রতে পারি, নচেৎ নয়। পিতা, মাতা, মহামন্ত্রী সকলকেই ব'লো, আমাকে অন্বেষণ করবার প্রচেষ্টা থেকে তাঁরা যেন বিরত থাকেন!—এবারে আমাকে বিদায় দাও, বন্ধু! বিদায় বন্ধু কন্থক!

পূর্বদিগন্তে প্রভাতসূর্য উদীয়মান।

কন্থকের গ্রীবাদেশ বেষ্টন ক'রে শিশুর ন্যায় রোদনে অধীর হ'ল ছন্দক। বালুকাতটে পরিত্যক্ত কুমার গৌতমের পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, অসি এবং সদ্যকর্তিত কুঞ্চিত কেশরাশি।

পীতকাষায়ধারী শ্রমণ গৌতম শেষবারের মতো দৃষ্টিপাত ক'রলেন কন্থক ও ছন্দকের দিকে। তারপর উদীয়মান তপ্তকাঞ্চনবর্ণ প্রভাতসূর্যের পটভূমিতে পূর্বমুখী পথে পদক্ষেপ করলেন। আর পশ্চাদ্দৃষ্টি নয়।

ছন্দক দেখতে লাগলো, যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত এক প্রব্রজিত শ্রমণ তার দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে ধীর, প্রশান্ত পদসঞ্চারে চ'লেছেন বৈশালির পথে।

॥ ৮ ॥

কপিলবাস্তু থেকে বৈশালি।

কুমার সিদ্ধার্থ গৌতম থেকে রূপান্তরিত কাষায় চীবরধারী শ্রমণ গৌতম!

পথের দূরত্ব দ্বাবিংশ যোজন। প্রথম ষট্‌যোজন পথ কন্থকের সাহায্যে অতিক্রম ক'রেছিলেন তিনি। তখনও তিনি কুমার গৌতম। কিন্তু অনোমা তীরবর্তী অনুবৈণেয় জনপদ থেকে পদব্রজে যিনি যাত্রারম্ভ ক'রেছিলেন, তিনি শ্রমণ গৌতম। অনোমা নদীতীর থেকে ষোড়শ যোজন পথ অতিক্রম ক'রে বৈশালিতে উপনীত হ'য়েছেন শ্রমণ গৌতম।

পথের দূরত্ব দ্বাবিংশ যোজন হ'লেও কুমার গৌতমের সঙ্গে শ্রমণ গৌতমের ব্যবধান যে দুস্তর! যোজনের পরিমাপ দ্বারা সে-ব্যবধান কি নিরূপণ করা যায়?

বৈশালির লিচ্ছবিজাতির সংঘবদ্ধ গণতান্ত্রিক জীবনচর্যার কথা এ-যাবৎ গৌতমের কেবল কানে শোনাই ছিল, চোখে দেখেননি। এতদিনে হ'ল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। শ্রুত বিবরণে তিনি ছিলেন মুগ্ধ, বিস্মিত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় হ'লেন অভিভূত। অষ্টবৃজিগোষ্ঠীর সংহতিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত বৃজিগণরাজ্যের কেন্দ্র-নগর বৈশালিতে ঐশ্বর্য, আড়ম্বর, উৎসবপ্রমত্ততা সবই কপিলবাস্তু অপেক্ষাও অধিক। সবই আছে, নেই ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতা। অষ্টবৃজিগোষ্ঠীর মধ্যে লিচ্ছবি গোষ্ঠী যদিও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কিন্তু অন্যান্য গোষ্ঠীকে তারা অবজ্ঞা করে না। ক্ষুদ্রতম বৃজিগোষ্ঠীর প্রতিও তারা সম্ভ্রমশীল। লিচ্ছবিগণ সংযত, সংহত,

সুশৃঙ্খল। তারা নারী এবং বয়োজ্যেষ্ঠগণের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শনে সচেতন। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তারা তেজোবীর্যে দীপ্তিমান।

বৈশালির পথে পথে বিচরণকালে কতবার গৌতমের মনে প'ড়েছে তাঁর স্বগোষ্ঠী শাক্যদের কথা! শাক্যেরা গোষ্ঠীগৌরবে গর্বিত কিন্তু সে-গৌরব রক্ষার উপযুক্ত চরিত্রবল তাদের নেই। আত্মকলহে দীর্ণ শাক্যসমাজ কতকাল যাবৎ নিজ সমাজকেই ক্ষতবিক্ষত ক'রেছে! ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়েছে শাক্যশক্তি। তাই একদিন কোশলসম্রাটের পদতলে হ'তে হল অবনতমস্তক! অথচ এখনও পর্যন্ত তারা ভ্রান্ত গৌরবেই উন্মত্ত! সমাজ-জীবনকে কেবলই নিয়ে চ'লেছে অসংযম, ব্যভিচার এবং উচ্ছৃঙ্খলতার পথে ! হিংসা, ঈর্ষ্যা, অসূয়া বিষে শাক্যসমাজ-জীবন বিষাক্ত, কলুষিত।

কিন্তু লিচ্ছবি জাতি?

দক্ষিণে প্রচণ্ড শক্তিশালী মগধসাম্রাজ্য। কিন্তু বৃজিগণরাজ্যকে আজও পদানত ক'রতে পারেনি মগধের রাজশক্তি। বৃজিগোষ্ঠী জানে, কেমন ক'রে রক্ষা করতে হয় গোষ্ঠীশক্তিকে। তারা সদা সচেতন। সেই হেতু তারা যথার্থ স্বাধীন!

উদ্দিষ্ট লক্ষ্য যদিও স্থির কিন্তু লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পন্থা অজ্ঞাত।

গৌতমের শ্রমণ-জীবনের প্রথম পর্বে কয়েকদিন অতিবাহিত হ'ল বৈশালির পথে পথে। তারপর নগর উপকণ্ঠে সুবিস্তীর্ণ মহাবনে।

বিভিন্নপন্থী তপস্বী, শ্রমণ-ভিক্ষু-আজীবিক সমাকীর্ণ মহাবন। তার কোথাও ভ্রাম্যমান ভিক্ষু-আজীবিকের চাতুর্মাস্যাকালীন অস্থায়ী কুটির, কোথাও বেদ-বেদান্তমার্গী তপস্বীর স্থায়ী তপোবন। তবে সেরূপ তপোবনের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। অধিকাংশই অবৈদিক শ্রমণ-আজীবিকের বর্ষাবাসকালীন অস্থায়ী আবাস। বর্ষাঋতুর সূচনা থেকে প্রায় চারিমাস পরিব্রাজনে বিরত থাকেন যোগী-শ্রমণ-ভিক্ষু-আজীবিকবৃন্দ। সেই সময়টুকুই কেবলমাত্র কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাঁরা বাস করেন। কর্দমাক্ত পথ সমূহ শুষ্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ষাবাসের অস্থায়ী কুটির ত্যাগ ক'রে তাঁরা পুনরায় আরম্ভ করেন পরিব্রাজন। তখন কেবল আশ্রমিক তপস্বীগণই অবস্থান করেন মহাবনে।

কত মত, কত পথ!

কেউ চীবরধারী, কেউ নগ্ন। কেউ মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমেই তপস্যারত, কেউ দেহমনের কঠোরতম কৃচ্ছ্রসাধনায় রত। কেউ অগ্নিহোত্রী, কেউ ত্রিদণ্ডধারক। জিন পার্শ্বনাথের অনুগামী জৈন শ্রমণগণ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ —এই যামচতুষ্টয়ের চর্যা এবং আত্মনিগ্রহমূলক তপস্যায় পূর্বজন্মকৃত পাপ-মোচনান্তে কৈবল্যলাভের সাধনায় একান্তভাবে নিমগ্ন। অক্রিয়বাদী আচার্য পূর্ণকাশ্যপের দর্শনে বিশ্বাসী শ্রমণের নিকট পাপ, পুণ্য, সত্য, মিথ্যা, দান, সংযম-- সকল কিছুই অর্থহীন। কারণ, এই জড় এবং জীবজগৎ কেবলমাত্র অসংখ্য অণু-সমন্বয়ে গঠিত। কেউ যদি কোনো সুতীক্ষ্ম অস্ত্রদ্বারা এই পৃথিবীর সকল প্রাণীকে বধ ক'রে মাংসের স্তূপও নির্মাণ করে, তাতেও কোনো পাপ নেই। সেই ক্রিয়ার দ্বারা দেহের মৌলিক উপাদানস্বরূপ অণুসমূহ বিভাজিত হচ্ছে মাত্র। সুতরাং পাপ কিম্বা পুণ্যবোধে যে কোনো কর্মই নিরর্থক। অক্রিয়া-ই প্রকৃত

সত্য। উচ্ছেদবাদী আচার্য অজিত কেশকম্বলীর অনুগামী শ্রমণগণের নিকট গৌতম শুনলেন, যজ্ঞ, হোম, দান—এ-সবই নিরর্থক। জীবদেহ ক্ষিতি, অপ্, তেজ এবং মরুৎ—এই চতুর্ভূতে গঠিত। মৃত্যুর পর দাহকার্য অথবা অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মে ভূতচতুষ্টয় মৃত্তিকা, জল, তেজ এবং বায়ুতে বিলীন হ'য়ে যায়। এইভাবে সকল কিছুরই যখন উচ্ছেদ হয়, তখন ইহলোক, পরলোক, কর্মফল—সকল কিছুই ভ্রান্ত! চার্বাক-অনুসারী কয়েকজন লোকায়তিক আজীবিকের নিকটেও প্রায় অনুরূপ তত্ত্বই শুনলেন গৌতম। নিয়তিবাদী আচার্য গোশালের অনুগামী কয়েকজন আজীবিকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল গৌতমের। তাঁরা ব'ললেন, জীবের পবিত্রতা কিম্বা অপবিত্রতা কোনো হেতুর অধীন নয়। সর্ব জীব, সর্ব ভূত বলহীন, বীর্যহীন, শক্তিহীন। জীবের সুখ-দুঃখ নিয়তির সম্পূর্ণ অধীন। ব্রহ্মচর্য, তপস্যা কিম্বা শীলের দ্বারা সুখের বৃদ্ধি কিম্বা দুঃখের বিনাশ জীবের পক্ষে অসম্ভব। নিয়তিই দুঃখ-বিনাশের নিয়ন্তা—মানুষ নয়।

উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা গৌতমের।

এত মত, এত পন্থা! এর ভেতর কোন্‌টি তাঁকে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যপথের নির্দেশ দান ক'রতে পারে?

কপিলবাস্তু ত্যাগের পূর্বেই গৌতম শুনেছিলেন, সাংখ্যদর্শনে অনন্যসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী মহর্ষি অলাড় কালাম বৈশালির উপকণ্ঠে মহাবনে অবস্থান ক'রছেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যই আকুলহৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈশালিতে আগমন ক'রেছেন গৌতম। কিন্তু হায়, তাঁর আগমনের বহু পূর্বেই মহর্ষি অলাড় কালাম বৈশালি ত্যাগ ক'রে অন্যত্র কোথাও গমন ক'রেছেন। কোথায় যে তিনি অবস্থান ক'রছেন, কেউ তা সঠিকভাবে ব'লতে পারে না।

তবুও হতোদ্যম হননি গৌতম। কোন্ সূত্রে মহর্ষি অলাড় কালামের সন্ধান পাওয়া যাবে, সেই সূত্র উদ্ভাবনের জন্যই পরিভ্রমণ ক'রে বেড়ান মহাবনে।

একদিন মহাবনের উত্তরপ্রান্তে এক ন্যগ্রোধবৃক্ষতলে উপবেশন ক'রে আপন-মনেই চিন্তা করছিলেন গৌতম। অরণ্যসীমার শেষেই এক চণ্ডালপল্লী। সেই পল্লী থেকে ভেসে আসছে, কিশোর-কিশোরীগণের হাস্য ও আনন্দধ্বনি। তারা ক্রীড়ারত।

একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন গৌতম। লিচ্ছবিগণের রাজ্যে চণ্ডাল বালক-বালিকা ক্রীড়ার অবকাশ পায়, অবাধে বয়স-সুলভ উচ্ছল হাসি এবং আনন্দ প্রকাশের অধিকারী! কিন্তু শাক্যরাজ্যে চণ্ডাল বংশীয় কিশোর-কিশোরী অনুভব করবারই অবকাশ পায় না যে তারা মানবসন্তান!

বৈশালি মহামিলনক্ষেত্র।

পূর্বাঞ্চলের প্রায় সর্বপন্থার যোগী-তপস্বী, শ্রমণ-ভিক্ষুর আগম-নির্গম এ-রাজ্যে চলে সম্বৎসর। কেউ কারো উপর নিজ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে না। যে যার মতো তপশ্চর্যায় নিরত। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ তপশ্চর্যারীতিরই তো সেই একই উদ্দেশ্য—আত্মমোক্ষলাভ! তবে কি ছন্দকের সেই অভিমতই সত্য? সংসারত্যাগী শ্রমণ-ভিক্ষু ভীরুর ন্যায় সংসার থেকে পলাতক। তারা স্বার্থপর কারণ আত্মমোক্ষ-লাভই তাদের লক্ষ্য!

—কোন্ পন্থা?—হঠাৎ নিকট থেকেই প্রশ্নটি কর্ণে প্রবেশ করায় অন্যমনস্ক গৌতম মুখ তুললেন।

অদূরে দণ্ডায়মান এক বয়স্ক তপস্বী। গৌতমের উদ্দেশ্যে তিনিই প্রশ্ন ক'রেছেন।

—আমার তপস্যার জন্য এখনো কোনো পন্থা সুনির্দিষ্ট হয়নি, ভদ্র!—উত্তর দিলেন গৌতম।

—আশ্চর্য! কোনো পন্থা অবলম্বন না ক'রেই তুমি শ্রমণের কাষায়বস্ত্র পরিধান ক'রেছ? এরূপ তো কখনো শুনিনি!—বিস্মিত সেই প্রবীণ তপস্বী ব'ললেন, তাহলে হে তরুণ যুবা, তোমার অভিপ্রেত লক্ষ্য কী?

—সম্যক জ্ঞান অর্জন।—স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ, প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন গৌতম, আমি শুনেছিলাম, মহর্ষি অলাড় কালাম বৈশালিতে অবস্থান করেন। তাঁর নিকট জ্ঞানার্জনের আগ্রহে আজ কয়েকমাস গত হ'ল এখানে এসেছি। কিন্তু এসে জ্ঞাত হ'লাম, তিনি অন্যত্র গমন ক'রেছেন। হে শ্রদ্ধেয় তাপস! আপনি কি মহর্ষির বর্তমান অবস্থানক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞাত?

বিরক্তকণ্ঠে প্রবীণ তপস্বী উত্তর দিলেন, না, বৎস! নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যদর্শনে আস্থাবান সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে আমি কিছু জ্ঞাত নই এবং জ্ঞাত হওয়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ-ও নেই। হে নবীন শ্রমণ! তুমি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হ'য়ে বৃথাই অলাড় কালামের অন্বেষণ ক'রছ! যে ব্যক্তি বেদকে অপৌরুষেয় ব'লে স্বীকার করে না, বেদান্ত যার নিকট অবহেলিত, সেই অবিশ্বাসী নাস্তিকের পক্ষে কি সম্যক জ্ঞান দানের যোগ্যতা থাকা সম্ভব? বৎস! তোমার অবয়বে সাত্ত্বিক লক্ষণ বিদ্যমান, দৃষ্টিতে উজ্জ্বল দ্যুতি। যথার্থ তপস্যার সিদ্ধি এবং মোক্ষলাভ তোমার পক্ষে সম্ভব ব'লেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করো!

—হে সৌম্য, আপনার তপস্যার কোন্ পন্থা?

—আমি অগ্নিহোত্রী। বেদবিধিসম্মত অগ্নিরূপ ঈশ্বরকে আরাধনাই আমার তপস্যা। আমি ব্রাহ্মণ। বেদবিধিবহির্ভূত এবং ঈশ্বর-অবিশ্বাসী যে-কোনো অনার্য শ্রমণ-পন্থা আমার নিকট ঘৃণ্য, অশুচি!

—আর্য! ঘৃণাবৃত্তিকে সদাজাগ্রত রেখে কোনো তপস্বীর হৃদয় কি পরিশীলিত হওয়া সম্ভব?

—অবশ্যই সম্ভব! যা ঘৃণার্হ তাকে ঘৃণা ক'রতে সক্ষম না হ'লে নিজ তপস্যায় দৃঢ়তা আসবে কেন? আমার উপদেশ গ্রহণ করো বৎস! আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করো, মোক্ষলাভ তোমার সুনিশ্চিত!

—আমাকে ক্ষমা করুন, আর্য! আত্মমোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে আমি শ্রমণ-ব্রত অবলম্বন করিনি।

—অতীব আশ্চর্য! তবে কেন তোমার শ্রমণ-ব্রত? কী তোমার লক্ষ্য?

—পূর্বেই তো ব'লেছি, সম্যক জ্ঞান অর্জন।

—তুমি বেদ-বেদান্ত পাঠ ক'রেছ?

—হ্যাঁ, সৌম্য।

—তাহ'লে সম্যক জ্ঞান তো তোমার অধিগত! তৎসত্ত্বেও অন্য কোথায় তুমি সম্যক জ্ঞানের অন্বেষণ করছো? তুমি ক্ষত্রিয় না ব্রাহ্মণ?

—আমি ক্ষত্রিয় বংশজাত।

—এই নিমিত্তেই কি কেশপুত্রজনপদের ক্ষত্রিয় বংশজাত সেই নিরীশ্বরবাদী আলাড় কালামের প্রতি তোমার আকর্ষণ?

—না, আর্য! শুনেছি তিনি মহাজ্ঞানী। তিনি চণ্ডালবংশীয় হ'লেও আমার আগ্রহ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ'ত না।

—চণ্ডালবংশজাত হ'লেও?—বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ব'ললেন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ তপস্বী।

—হ্যাঁ, আর্য!

—তাহ'লে তোমার ন্যায় শিষ্যে আমার প্রয়োজন নেই। যে চণ্ডালকেও আচার্যপদে বরণে সম্মত তার মতো শিষ্যের স্পর্শে আমার অগ্নিহোত্র হবে অপবিত্র!

গৌতমের উন্মীলিত আয়ত নয়নে অনুত্তেজিত, প্রশান্ত দৃষ্টি। প্রস্থানোদ্যত অগ্নিহোত্রী তপস্বীকে তিনি প্রশ্ন ক'রলেন, হে সৌম্য! আপনার পবিত্র অগ্নিহোত্র কি এই ভূমির সঙ্গে সম্পূর্ণ সংস্পর্শবিহীন?

—অগ্নিহোত্র রক্ষিত আছে আশ্রম কুটিরে। এই ভূমির সঙ্গে তার সংস্পর্শ নেই।

—আপনার কুটির কি ভূমির উপরেই নির্মিত অথবা শূন্যে ভাসমান?

—মূর্খ! শূন্যে কি কুটির নির্মাণ সম্ভব? ভূমির উপরেই তার অবস্থান। কিন্তু তার দ্বারা কী তত্ত্ব প্রতিপাদন হয়?

—আর্য! এই ভূমি খণ্ডিত নয়, বিচ্ছিন্নও নয়। মহাবনের অদূরে ওই যে সকল চণ্ডালপল্লীর অবস্থান, সে-পল্লীগুলিও এই অবিচ্ছিন্ন ভূমির সঙ্গে স্পর্শযুক্ত! সুতরাং কেউ যদি বলে, ভূমির এই যোগসূত্রে অস্পৃশ্য চণ্ডালপল্লীর সঙ্গে স্পর্শ-সংদোষ বশত আপনার কুটির এবং পবিত্র অগ্নিহোত্র প্রতিমুহূর্তেই অশুচি হচ্ছে তাহ'লে সে সত্য বলবে না মিথ্যা ব'লবে?

প্রচণ্ড ক্রোধে কম্পিতকলেবর অগ্নিহোত্রী ব'ললেন, নির্বোধের উক্তি! কেবল-মাত্র মূর্খের পক্ষেই এরূপ উদ্ভট স্পর্শসংদোষ পরিকল্পনা সম্ভব। তুমি নিতান্ত অজ্ঞ!

—অজ্ঞ ব'লেই সম্যক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রেছি, আর্য!

—সম্যক জ্ঞান তুমি একমাত্র আমার নিকটেই অর্জন ক'রতে পারতে, যুবক! কিন্তু এখন আমি উপলব্ধি ক'রছি, সে-যোগ্যতা তোমার নেই। তোমার যদৃচ্ছা পন্থা তুমি অবলম্বন ক'রতে পারো, কিন্তু আমি দৃঢ় নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রছি, সম্যক জ্ঞানলাভ তোমার দ্বারা হবে না!

অগ্নিহোত্রী প্রচণ্ড ক্রোধে স্থানত্যাগ ক'রলেন। গৌতম নিশ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দ্রুতগতিতে অপসৃয়মান সেই প্রবীণ তপস্বীর দিকে।

রৌদ্রতাপ প্রখর হচ্ছে।

বৃক্ষের শাখা-শাখান্তরে অবিশ্রান্ত পক্ষীর কাকলি। ছায়াশীতল ন্যগ্রোধবৃক্ষতলে একই স্থানে উপবেশন ক'রে রইলেন গৌতম।

অদূরে এক উন্মুক্তস্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকখানি শিলাখণ্ড। তার দু'একখানির উপরিভাগ আংশিক সমতল। অল্পক্ষণ পরেই দু'জন কাষ্ঠকৌপীন-ধারী যোগির আগমন ঘটলো। দিবসের প্রথম প্রহর তখন উত্তীর্ণপ্রায়। যোগীদ্বয় হস্তদ্বারা অনুভব ক'রে নিলেন, শিলাখণ্ড উত্তপ্ত হ'য়েছে কিনা। সম্ভবত তাঁদের

প্রত্যাশিত উত্তাপে শিলা তখন উত্তপ্ত। হৃষ্টচিত্তে তাঁরা পৃথক দু'খানি শিলায় শীর্ষাসনে অবস্থান ক'রে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সূর্যের দিকে। কৃচ্ছ্র-সাধনের তপস্যা। কামনা-বাসনার উৎস এই অশুচি দেহকে পরিশুদ্ধ করবার জন্যই এই দেহের উপর চূড়ান্ত নিগ্রহ তাঁদের তপস্যার অবিচ্ছেদ্য অংগ।

শ্রমণ-পন্থের নবীন পথিক মুগ্ধ বিস্ময়ে চিন্তা ক'রলেন, দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ-শক্তি কোন্ স্তর পর্যন্ত অধিগত হ'লে তবে এই কঠোর তপশ্চর্যা সম্ভব! যদি এই পথেই ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়, তাও তিনি সম্মত। কিন্তু সর্বপ্রথমে মহর্ষি অলাড় কালামের সংগে সাক্ষাৎ প্রয়োজন! মহর্ষির শিষ্য ভরণ্ডু কালামকে তিনি দেখেছেন। তাঁর মনে হ'য়েছে ভরণ্ডু কালাম যথার্থ নিষ্কাম, নির্লিপ্ত, আসক্তিমুক্ত তপোসিদ্ধ পুরুষ। তাই তাঁরই আচার্য অলাড় কালামের শিষ্যত্ব অর্জন ক'রতে পারলে হয়তো লাভ করা যাবে সেই অনাসক্তি, নির্লেপ এবং নিষ্কামচিত্ততার সাধন-সন্ধান!

অবশেষে একদিন সন্ধান পাওয়া গেল মহর্ষি অলাড় কালামের। বৈশালির এক লিচ্ছবিগৃহে ভিক্ষাগ্রহণকালে গৃহকর্ত্রীর নিকট গৌতম জ্ঞাত হ'লেন, তাঁর পুত্র মহানাম বৈশালিতেই মহর্ষির শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেছিলেন। মহর্ষি কয়েকমাস পূর্বে বৈশালি ত্যাগ ক'রে কোশলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিন্ধ্যকোষ্ঠ নামক স্থানে তপোবন প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। বিন্ধ্যকোষ্ঠে গেলেই তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। কারণ, তিনি পরিব্রাজক নন, আশ্রমিক।

সুদীর্ঘ পথ পরিভ্রমণের পর নববসন্তের এক অপরাহ্নে বিন্ধ্যকোষ্ঠে উপনীত হ'লেন গৌতম।

তপোবনের প্রশান্ত পরিবেশে স্নিগ্ধ হ'ল দেহ-মন। সুমন্দ বায়ুহিল্লোলে অবিশ্রান্ত বনমর্মরধ্বনি, পক্ষীকুলের অবিঘ্নিত কলকাকলি, আশ্রমসন্নিহিত নাতি-প্রশস্ত স্রোতোস্বিনীর উপলব্যাহত প্রবাহধারার কুলুকুলু ধ্বনি—সবই যেন রমণীয়! তপোবনের বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষতলে ধ্যান-সমাধিমগ্ন তপস্বীবৃন্দ। নির্ভয়চিত্ত হরিণ-হরিণী তৃণ-শষ্প ভক্ষণে বিচরণরত। সদাসশঙ্ক বৃক্ষমার্জারকুল পর্যন্ত নির্ভয়। বৃক্ষতলে ধ্যাননিরত তাপসগণের দেহের উপর দিয়েই তারা বৃক্ষ থেকে নিম্নে অবতরণ ক'রছে এবং অনুরূপভাবেই নির্ভয়ে চকিত গতিতে বৃক্ষশাখায় আরোহণ ক'রছে।

করাঞ্জলিপুটে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন ক'রে ঋষি অলাড় কালামের উদ্দেশে গৌতম ব'ললেন, আচার্য! আমি শাক্যবংশজাত যুবক—নাম গৌতম। সংসার ত্যাগ ক'রে প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমি আপনার শিষ্যত্বলাভের আশায় বৈশালি নগরে গমন ক'রেছিলাম। কয়েকমাস পরে আপনার বর্তমান তপোবনের অবস্থান জ্ঞাত হ'য়ে বৈশালি থেকে বিন্ধ্যকোষ্ঠে এসেছি। শিষ্যত্ব দানে আমাকে কৃতার্থ করুন!

অলাড় কালাম কয়েকমুহূর্ত এই নবাগত সৌম্যদর্শন, দিব্যকান্তি শ্রমণের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে রইলেন। তারপর প্রশ্ন ক'রলেন, আমার শিষ্যত্ব গ্রহণে তোমার অভিপ্রায়ের কারণ কী, শ্রমণ?

—দুঃখ নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে সম্যক জ্ঞান অর্জন।—উত্তর দিলেন গৌতম।—আমি শুনেছি, আপনি সাংখ্যদর্শনে সম্যক ব্যুৎপত্তির অধিকারী।

—সাংখ্যদর্শন শিক্ষার মাধ্যমেই কি তুমি তপশ্চর্যায় আগ্রহী?

—আমার নিজের কোনো নির্বাচিত মার্গ নেই, আচার্য! যে-মার্গ আপনি শ্রেয় বিবেচনা করেন, সেই মার্গই অনুসরণ ক'রবো আমি।

—তোমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণে আমি সম্মত, শ্রমণ! কিন্তু তার পূর্বে তোমার জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন যে, আমি নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য এবং লোকায়ত দর্শনে সম্পূর্ণ আস্থাবান হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রদর্শিত তপস্যারীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে-চর্যা ধ্যান-সমাধি মার্গের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি সমাধি-মার্গের সপ্তস্তর শিক্ষাদান করি। তোমাকে আমি সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ব শিক্ষাদান ক'রবো কিন্তু তপশ্চর্যার ক্ষেত্রে সপ্তস্তর সমাধি-মার্গই তোমাকে অনুসরণ ক'রতে হবে। তুমি সম্মত?

—আমি সম্মত, আচার্য!

অলাড় কালামের মুখমণ্ডলে পরিতৃপ্তির ঔজ্জ্বল্য উদ্ভাসিত হ'ল। দৃঢ়, স্পষ্ট কণ্ঠে তিনি বললেন, আমার শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্বে আর একটি কথা তোমার জানা প্রয়োজন। আমি নিজে অন্ধ-বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত নই এবং শিষ্য-বর্গকেও আমি কোনো অন্ধ-বিশ্বাস অনুসরণের নির্দেশ দান করি না। আমার জ্ঞান উপলব্ধিসঞ্জাত। সেই জ্ঞানই আমি বিতরণ করি।

আগ্রহে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো গৌতমের মুখমণ্ডল।

—আচার্য! আমিও উপলব্ধিসঞ্জাত জ্ঞানের অন্বেষণেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রেছি। অন্ধ বিশ্বাস আমার নিকটেও পরিত্যজ্য।

—কিন্তু স্মরণ রেখো বৎস, আমার প্রদর্শিত সাধনপদ্ধতিতে বুদ্ধির সম্যক পরিণতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন! তোমার বুদ্ধি যদি শাণিত হয় তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তুমি আমার উপলব্ধিজাত জ্ঞান এবং সত্যকে সহজে উপলব্ধি ক'রতে সক্ষম হবে। তোমার দৃষ্টিতে আমি বুদ্ধি এবং সুগভীর মননশীলতার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করছি। তোমাকে আমি শিষ্যরূপে গ্রহণ করলাম!

অতিবাহিত হ'ল তিন ঋতু—বসন্ত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা।

এই অল্প সময়ের মধ্যেই কনিষ্ঠতম শিষ্য গৌতমকে ধ্যানসমাধিমার্গের চতুর্থ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দিলেন অলাড় কালাম। কঠিন সংকল্পে অটল, সুগভীর প্রজ্ঞার অধিকারী শ্রমণ গৌতমের নিষ্ঠায় আচার্য স্বয়ং বিস্ময়ে অভিভূত। তাঁর পূর্বাবধি শিষ্যগণের মধ্যে আজ্ঞাতকৌণ্ডিণ্য, অশ্বজিৎ, বাষ্প, ভদ্রিক এবং মহানামও প্রজ্ঞার অধিকারী। কিন্তু কয়েকবর্ষের তপশ্চর্যায় তারা সম্প্রতি ধ্যান-সমাধির পঞ্চম স্তর পর্যন্ত উপনীত হ'তে সক্ষম হ'য়েছে। অথচ নবাগত শ্রমণ গৌতমের মাত্র তিন ঋতুর মধ্যেই চতুর্থ স্তর পর্যন্ত অধিগত! আচার্য অলাড় কালাম স্বয়ং বিশ্বাস ক'রতে পারছেন না, এত অল্প সময়ের মধ্যে একজন নবীন তাপসের পক্ষে কঠিন থেকে কঠিনতর সমাধিমার্গে এমন সাবলীল উত্তরণ কেমন ক'রে সম্ভব? বহুদিন পরে একজন যথার্থ তাপস-শিষ্যলাভের আনন্দে মহর্ষি নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রলেন। মনস্থির ক'রলেন গৌতমের সপ্তস্তর ধ্যান-সমাধির শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'লে তাঁকেই বৃত ক'রবেন সহযোগী আচার্যের পদে।

উত্তরসাধক আচার্য হবেন শ্রমণ গৌতম!

নির্ভাবনায় তাঁর উপর নিজের দায়িত্বভার অর্পণ ক'রতে সক্ষম হবেন মহর্ষি। তাঁর অবর্তমানে সপ্তস্তর সমাধিমার্গের এই ধারা থাকবে অবিচ্ছিন্ন।

আরো কিছুকাল অতিক্রান্ত।

শ্রমণ গৌতমের সমাধি-সাধনা তখন প্রায় সম্পূর্ণ। উচ্চ থেকে উচ্চতর মার্গের ধ্যান-সমাধি যে হৃদয়কে ক্রমশই এক দিব্য প্রশান্তিতে পরিপূরিত ক'রে তুলছে, গৌতম নিজেই তা স্পষ্ট উপলব্ধি ক'রতে পারছেন।......এই কি সেই সম্বোধি—যা অর্জনের জন্য স্নেহাধার মাতা-পিতা, প্রেমময়ী দয়িতা, সদ্যোজাত পুত্রকে পরিত্যাগ ক'রে উদ্ভ্রান্ত আকুল হৃদয়ে তিনি শ্রমণের চীবর অঙ্গে ধারণ করেছিলেন?

ব্যক্তিগত প্রশান্তিতে হৃদয় পরিপ্লাবিত। তবু সংশয় দূর হয় না। এ তো আত্মপ্রশান্তি! এর পরিণামী সত্য কী? এই আত্মগত প্রশান্তির দ্বারা নিজ চিত্তকে নির্বেদস্তরে উন্নীত করা সম্ভব। কিন্তু এর দ্বারা কি সর্বজীবের দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় নির্ধারণ করা সম্ভব হবে?......দুঃখের কারণ তৃষ্ণা। ব্যক্তিগত তৃষ্ণাজয় এই সমাধিমার্গে সম্ভব। কিন্তু সর্বজীবের তৃষ্ণাজয়ের উপায়? সে উপায় যদি অজ্ঞাতই থাকে তাহ'লে আত্মমোক্ষকামী বিভিন্ন পন্থী শ্রমণের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য কোথায়? এই সমাধিমার্গেই তিনি যদি আত্মতুষ্ট হন তাহ'লে ছন্দকের ভাষায় তিনি নিজেও সংসার থেকে স্বার্থপরের মতো ভীরু পলাতক!

উত্তর কে দান ক'রবে এই সংশয়-জিজ্ঞাসার?

সংশয়াকুল গৌতম একদিন মহর্ষি অলাড় কালামকে ব'ললেন, আচার্য! আপনার আশীর্বাদে ধ্যান-সমাধির সপ্তস্তর সম্ভবত আমার অধিগত হ'য়েছে। সপ্তম স্তরে উপনীত হ'লে আমার হৃদয় এখন নিরালম্ব মহাপ্রশান্তি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু এই তপশ্চর্যার পরিণাম কী?

সবিস্ময়ে অলাড় কালাম ব'ললেন, নিরালম্ব মহাপ্রশান্তির স্বরূপ উপলব্ধির পরেও সংশয়বাদীর ন্যায় আমাকে প্রশ্ন ক'রছ, এর পরিণাম কী? তোমাকে আমি দীক্ষা দান ক'রেছি মৈত্রী-ভাবনার ধ্যান—

—হ্যাঁ, আচার্য! মৈত্রী-ধ্যানে নিখিল বিশ্বের মৈত্রীতত্ত্ব আমি উপলব্ধি ক'রেছি।

—তোমাকে দান ক'রেছি করুণাবৃত্তির দীক্ষা—

—হ্যাঁ আচার্য! ধ্যানমার্গে কারুণ্যভাবনায় আমার হৃদয় পরিপূরিত হয়।

—তোমাকে দান করেছি মুদিতা-উপলব্ধির পথনির্দেশ।

—এ-কথাও স্বীকার্য, আচার্য! মুদিতা-ধ্যানে আমি পরার্থবাদী তত্ত্ব উপলব্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছি।

—সর্বশেষ তোমাকে দান ক'রেছি উপেক্ষা-উপলব্ধির নিগূঢ়তম তত্ত্ব।

—সে-জন্যও আমি কৃতজ্ঞ, আচার্য! উপেক্ষা-ধ্যানকালে হৃদয়ের সমতা এবং পরমপ্রশান্তি আমি উপলব্ধি ক'রতে সক্ষম।

—বৎস! আমার তপোবনে তুমি মাত্র দুই বর্ষ পূর্বে আগমন ক'রেছ। তোমার পূর্ব থেকে যারা তপস্যানিরত, তাদের মধ্যে কৌণ্ডিণ্য, অশ্বজিৎ, বাষ্প, মহানাম এবং ভদ্রিক অপর সকলের অপেক্ষা অগ্রবর্তী। তারাও এখন পর্যন্ত ধ্যানে পঞ্চম স্তর অতিক্রম ক'রতে সক্ষম হয়নি। তাদের সঙ্গে তোমার নিবিড় অন্তরঙ্গতা। তাদের কি কখনো জিজ্ঞাসা ক'রেছ, তারা এই তপস্যার পরিণাম সম্পর্কে কোনো চিন্তা করে কিনা?

—না, আচার্য, আমি জিজ্ঞাসা করিনি।

—বৎস গৌতম! তুমি যেদিন আমার নিকটে এসে উপস্থিত হ'লে সেইদিনই তোমার মুখমণ্ডলে আমি মৈত্রী এবং করুণাভাবনার প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য ক'রেছিলাম। আমার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষার তত্ত্ব সত্ত্বর উপলব্ধি ক'রে তুমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ক'রবে! তুমি আমার প্রত্যয় এবং প্রত্যাশা পূর্ণ ক'রেছ। সিদ্ধিলাভের পরেও এ-প্রশ্ন বিস্ময়জনক!

—কিন্তু আচার্য, আমার সংশয় যে কোনোক্রমেই দূর হচ্ছে না! মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, এবং উপেক্ষার ন্যায় উপলব্ধি অধিগত ক'রতে পেরে আমি ধন্য! কিন্তু এই উপলব্ধি চতুষ্টয় কি আমাকে আমার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত ক'রে দিতে সক্ষম হবে?

—অবশ্যই সক্ষম। অচিরকালের মধ্যেই তুমি লাভ ক'রবে সেই সম্যক শূন্যতার উপলব্ধি!

—কিসের শূন্যতা, আচার্য?

—চিত্তবৃত্তির। সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা হৃদয়স্থ সকল জাগতিক বৃত্তির মূলোৎপাটন হ'লেই সেই পরম লক্ষ্য শূন্যতা। সেই স্তরেই আত্মমোক্ষ সুনিশ্চিত!

—আত্মমোক্ষ?

—অবশ্যই। সংবেদনবিহীন চিত্তে পরমশূন্যময়তার উপলব্ধিতেই আত্মমোক্ষ!

—আত্মমোক্ষলাভ আমার শ্রমণ-জীবনের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য নয়, আচার্য!

চূড়ান্ত বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে অলাড় কালাম ব'ললেন, আশ্চর্য! তাহ'লে তোমার সেই উদ্দিষ্ট লক্ষ্য কী?

—আচার্য! আপনার স্মরণ আছে কিনা, আমি জ্ঞাত নই। আপনার শিষ্যত্ব লাভের ঐকান্তিক আগ্রহে যেদিন আমি আপনার নিকট আগমন করি, সেইদিনই আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি জ্ঞাপন ক'রেছিলাম, দুঃখ নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে সম্যক জ্ঞান অর্জনই আমার লক্ষ্য।

—হ্যাঁ, এ-কথা আমার স্মরণ আছে।

—কিন্তু আচার্য, সে কেবল আমার ব্যক্তিগত দুঃখ-নিবৃত্তি নয় সর্বজীবের দুঃখ-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে।

—বৎস গৌতম, তুমি পরম প্রজ্ঞাবান। কিন্ত কথা ব'লছ বাতুলের ন্যায়! আত্মদুঃখমোচন এবং আত্মমোক্ষই তপস্যার উদ্দেশ্য। কোনো একক তাপস কি সর্বজীবের দুঃখ-নিবৃত্তি সাধনে সক্ষম? এ যে অসম্ভব কল্পনা!

—সম্ভব কি অসম্ভব জানি না আচার্য! কিন্তু সর্বজীবের দুঃখ-নিবৃত্তির মার্গ অন্বেষণে সম্যক বোধিলাভের সংকল্প হৃদয়ে নিয়েই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রেছি।

—গৌতম, বাতুলতা পরিত্যাগ করো! তুমি আমার শ্রেষ্ঠ শিষ্য। তপশ্চর্যায় তুমি সিদ্ধিলাভের সমীপবর্তী। আমার অনুরোধ, ভ্রান্ত লক্ষ্য ত্যাগ ক'রে তুমি এই তপোবনেই অবস্থান করো এবং আমার সহযোগী আচার্যরূপে নবাগত মুমুক্ষু তাপসবৃন্দকে সপ্তমার্গিক তপশ্চর্যা শিক্ষাদান করো!

কোমল, স্নিগ্ধ কিন্তু দৃঢ়স্বরে গৌতম ব'ললেন, আমাকে মার্জনা করুন, আচার্য! মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা তত্ত্বের জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু শূন্যতার তত্ত্বে কেবলমাত্র আত্মমোক্ষের পথ নিষ্কন্টক ক'রে আমার উদ্দেশ্য সফল

হবে না! তৃষ্ণাবৃত্তি জীবের সকল দুঃখের হেতুস্বরূপ। সেই তৃষ্ণার উৎসকে জ্ঞাত হওয়ার কোনো ইঙ্গিত আমি এই ধ্যান-সমাধি মার্গে লাভ করিনি। আমার চূড়ান্ত লক্ষ্য দুঃখের নির্বাণ!—আচার্য! আপনি কি আমাকে সেই সাধনার পথ-নির্দেশ ক'রবেন?

একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে অলাড় কালাম ব'ললেন, না বৎস, সে-পথের নির্দেশ দানে আমি অক্ষম! আমি যা জ্ঞাত আছি, তা নিঃশেষে তোমাকে দান ক'রেছি। তার অধিক কোনোরূপ সাধন-পদ্ধতি আমার অনায়ত্ত এবং অজ্ঞাত।

—তাহ'লে এই তপোবনে অবস্থান ক'রে এই তপশ্চর্যায় নিরত থেকে আমি কি উদ্দিষ্ট লক্ষ্যপথে অগ্রসর হ'তে পারবো?

—না বৎস, তা সম্ভব হবে না। আমি অনুভব ক'রতে পারছি, তোমার জিজ্ঞাসা অনন্ত, তোমার উদ্দিষ্ট সম্যক বোধি সম্বন্ধে ধারণা ক'রতেও আমি অক্ষম। আজ পর্যন্ত বৈদিক কিম্বা আমাদের পূর্বাঞ্চলের অবৈদিক তপস্যাব্রতে মগ্ন কোনো শ্রমণ-পন্থাই এই জাতীয় লক্ষ্যপথের ক্ষীণরেখামাত্রও নির্দেশ করেনি। হয়তো তুমি এক অলীক তত্ত্বের কল্পনায় বৃথাই প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রেছ, গৌতম! তবুও আশীর্বাদ করি, তুমি তোমার প্রার্থিত সম্বোধি লাভ করো! এই তপোবনে কালযাপন এখন তোমার পক্ষে নিরর্থক। আমি তোমার শুভার্থী। তাই তোমার উপকারার্থে জানাই, মগধরাজ্যে মহাপ্রাজ্ঞ তপস্বী রুদ্রক রামপুত্রের তপোবন। আমি ধ্যান-সমাধির সপ্তস্তর পর্যন্ত জ্ঞাত, কিন্তু তিনি অষ্টস্তরের তপস্বী। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তুমি তাঁর নিকট গমন করো। আমার পক্ষে যা সম্ভব হ'ল না, হয়তো তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হ'তে পারে! তুমি কোনো দ্বিধাবোধ ক'রো না। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ নিয়তই তোমার প্রতি বর্ষিত হবে, গৌতম! অধিকন্তু আর একটি কথাও তোমাকে জানিয়ে রাখি। আজ আমি তোমার আচার্য, তুমি শিষ্য। কিন্তু তুমি যদি সর্বজীবের দুঃখনিবৃত্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করো, সেদিন সানন্দে তোমার নিকট দীক্ষাগ্রহণ ক'রে তোমাকে আমার আচার্যরূপে বরণ ক'রবো! তুমি মগধরাজ্যে যাত্রা করো, বৎস! এই তপোবনে তোমাকে আমি আর আবদ্ধ ক'রে রাখবো না!

আচার্য অলাড় কালামের প্রশান্ত মুখমণ্ডল অবলোকন ক'রে সশ্রদ্ধ পাদ-বন্দনায় তাঁকে প্রণাম জানালেন গৌতম।

কৌণ্ডিণ্য, অশ্বজিৎ, মহানাম প্রমুখ পঞ্চতাপসকে সকল কথা জানালেন গৌতম। আচার্য অলাড় কালাম স্বয়ং তাঁকে রুদ্রক রামপুত্রের নিকটে গমন করবার নির্দেশ দান ক'রেছেন শুনে পঞ্চতাপস ঈষৎ বিস্মিত হ'লেন।

কৌণ্ডিণ্য ব'ললেন, আচার্যের সঙ্গে আমিও সমমত, গৌতম। তুমি একটি অলীক সাধনরীতির উপায় অন্বেষণ করছ!

অশ্বজিৎ ব'ললেন, সপ্তস্তর সমাধিমার্গে পূর্ণ সাফল্য লাভ ক'রেও তুমি পরিতৃপ্ত নও, এ-কথা জেনে আমার বিস্ময়বোধ হচ্ছে! আমরা এখনো পর্যন্ত পঞ্চম স্তর পর্যন্তই অধিগত ক'রতে সক্ষম হইনি! সেক্ষেত্রে, এত অল্পকালের মধ্যে তুমি সপ্তম স্তরে উপনীত হ'য়ে সিদ্ধির নিকটবর্তী স্থানে উত্তরণ ক'রেও তপস্যা পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হ'লে? এ-সিদ্ধান্ত কি ভ্রমাত্মক হচ্ছে না গৌতম?

গৌতম স্মিত হেসে ব'ললেন, ভবিষ্যৎ পরিণাম কী, তা আমি নিজেও জানি না অশ্বজিৎ! কিন্তু আমার অভীষ্ট লক্ষ্য সম্বন্ধে সকল কথাই তো তোমাদের নিকট ব্যক্ত ক'রেছি।

ভদ্রিক ব'ললেন, কিন্তু গৌতম, রুদ্রক রামপুত্রের নিকটেও যদি তুমি তোমার ঈপ্সিত পথের সন্ধান না পাও?

—তখনকার কর্তব্য তখনই স্থির ক'রতে হবে, ভদ্রিক। ধ্যান-সমাধির অষ্টম মার্গেও যদি অভীষ্ট পথের সন্ধান না পাই, তাহ'লে আমাকে অন্য মার্গ অবলম্বন ক'রতে হবে!

এবারে কথা ব'ললেন মহানাম।—আমার বিশ্বাস, তোমাকে বিফলই হ'তে হবে গৌতম! অন্য মার্গ অবলম্বনই সম্ভবত তোমার ভবিষ্যলিপি।

—কেন একথা বলছ মহানাম?—প্রশ্ন করলেন কৌণ্ডিণ্য।

মহানাম ব'ললেন, তুমি তো জানো কৌণ্ডিণ্য, জাতিতে আমি লিচ্ছবি? শৈশব থেকে বৈশালিতে বিভিন্ন পন্থাবলম্বী শ্রমণ আমি দেখেছি। তাঁদের অধিকাংশই দেহের চূড়ান্ত কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে সিদ্ধিলাভ ক'রেছেন। আমি নিজে যদিও বর্তমানকাল পর্যন্ত ধ্যান-সমাধি পন্থায় তপস্যারত, কিন্তু দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন করি না ব'লেই হয়তো সিদ্ধিলাভ এখনো হয়নি। ভবিষ্যতেও কোনোদিন হবে কিনা, কে জানে!

—গৌতমও তো তা করেনি, তাহ'লে সে সিদ্ধির দ্বারপ্রান্তে কেমন ক'রে উপনীত হ'ল?—প্রশ্ন ক'রলেন বাষ্প।

মহানাম ব'ললেন, গৌতমের চিত্তস্থৈর্য আমাদের অপেক্ষা বহুগুণে অধিক।—উত্তর দিলেন মহানাম।

কৌণ্ডিণ্য দ্বিধাগ্রস্ত মৃদু কণ্ঠে ব'ললেন, সম্ভবত তাই সত্য। নতুবা আমাদের এই পঞ্চশ্রমণের সঙ্গে গৌতমের এত দুস্তর ব্যবধান কেন? আজ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হ'য়েছে ব'লেই ব'লছি, মহানামের কথা যথেষ্ট চিন্তনীয়। কিছুকাল যাবৎ আমারও মনে হচ্ছে, আমরা যে মার্গে সাধনরত তার পরিণাম আমাদের পক্ষে হয়তো নিষ্ফলই হবে! এই দেহই কামপ্রবৃত্তির আধার। চূড়ান্ত নিগ্রহ ক'রে দেহ থেকে কাম-প্রবৃত্তিকে নির্মূল ক'রতে না পারলে কোনোকালেই তপোসিদ্ধ হ'তে পারবো না। তোমাদের সকলের সম্মুখে আমি অকপটে স্বীকার করছি, ধ্যানমার্গী তপোবনবাসী হওয়া সত্ত্বেও কামপ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ জয় করতে এখনো সক্ষম হইনি। যখন জনপদে গমন করি তখন নারীদর্শনে চিত্ত প্রলুব্ধ হয়! অথচ কামজয়ী হ'য়েছি এই অহংকারেই একদিন দারা-পুত্র পরিত্যাগ ক'রে তাপস-জীবনে প্রবেশ ক'রেছিলাম! হয়তো তোমাদের চিত্ত সংযম আছে, তোমরা প্রবৃত্তিজয়ী হ'য়েছ! আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত চিত্ত-নিয়ন্ত্রণে বিজয়ী হ'তে পারিনি! আমার দুর্ভাগ্য!

—দুর্ভাগ্য তোমারই নয় কৌণ্ডিণ্য, দুর্ভাগ্য আমারও।—ব'ললেন মহানাম, ইন্দ্রিয়ভোগে অসম্পৃক্ত থেকে ইন্দ্রিয়দমন কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি! সেই কারণেই এই মার্গের পরিবর্তে দৈহিককৃচ্ছ্রসাধনভিত্তিক শ্রমণপন্থা ক্রমশই যেন আমাকে আকৃষ্ট ক'রছে। তোমাদের চিত্তবৃত্তির অবস্থা কিরূপ অশ্বজিৎ?

অশ্বজিৎ, বাষ্প এবং ভদ্রিক প্রত্যেকেই স্বীকার ক'রলেন, উত্তম আহার, উত্তম শয্যা এবং ইন্দ্রিয় ভোগাসক্তির বাসনাকে তাঁরা চিত্ত থেকে নির্মূল ক'রতে সক্ষম হননি।

—আমাদের মধ্যে একমাত্র গৌতমই হয়তো সর্ববাসনা থেকে বিবিক্ততা অর্জনে সক্ষম হ'য়েছে!—দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে ব'ললেন কৌণ্ডিণ্য।

—তোমার ধারণা ভ্রান্ত!—প্রশান্ত স্বরে ব'ললেন গৌতম, আজও আমার স্মৃতিপথে জাগে আমার ভার্যার কমণীয় মুখমণ্ডল, লাবণ্যমণ্ডিত অবয়ব! সপ্তস্তর সমাধি মার্গে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ধ্যান-মুক্ত অবসরে অতীত দিনের কামকেলির স্মৃতি আমার চিত্তকে অধীর ক'রে তোলে। যে-তৃষ্ণা জয়ের সুতীব্র সংকল্পে আমি গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে শ্রমণের চীবর পরিধান ক'রেছি, সেই তৃষ্ণা, সেই আসক্তিবোধ থেকে এখনো আমি মুক্ত হ'তে পারিনি!

কয়েকমুহূর্ত সকলেই নিস্তব্ধ।

তারপর অশ্বজিৎ ব'ললেন, তুমি আমাদের শুভেচ্ছা নিয়ে রুদ্রক রামপুত্রের নিকট গমন করো, গৌতম! হয়তো অচিরকালের মধ্যে আমরাও এই তপোবন ত্যাগ ক'রে কৃচ্ছ্রসাধনার কোনো শ্রমণপন্থা অবলম্বন ক'রবো!

কৌণ্ডিণ্য ব'ললেন, সেই সম্ভাবনাই অধিক। শ্রদ্ধেয় আচার্য তোমাকে যা ব'লেছেন, আমিও সেই কথার পুনরাবৃত্তি করছি। তুমি যদি তোমার অভীষ্ট সম্বোধিলাভ করো, সেদিন আমরা তোমাকে আমাদের আচার্যরূপে সানন্দে বরণ ক'রবো!

কোশলরাজ্যের বিন্ধ্যকোষ্ঠ থেকে মগধরাজ্যে রুদ্রক রামপুত্রের তপোবন।

দীর্ঘ পথ। প্রখর রৌদ্রতাপ। কখনো বা প্রবল বর্ষণ। কিন্তু ক্লান্তি নেই শ্রমণ গৌতমের। রুক্ষ গ্রীষ্মতাপে সুগৌর দেহবর্ণ তাম্রবর্ণে রূপান্তরিত। পদতল ক্ষতবিক্ষত। পরিধানের কাষায়বস্ত্র শতচ্ছিন্ন। রাত্রির আশ্রয় পথিপার্শ্বে কোনো বৃক্ষতল কিম্বা শ্মশানভূমি। উপাধান কখনো দক্ষিণহস্ত, কখনো শিলাখণ্ড, কখনো শ্মশানভূমির অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড। শ্মশান থেকেই কোনো শবদেহের পরিত্যক্ত বস্ত্র সংগ্রহ ক'রে তার দ্বারা অঙ্গ আবৃত ক'রেছেন তিনি। হস্তে পুনরায় মৃৎনির্মিত ভিক্ষা-করঙ্ক। পথিপার্শ্বে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ব্রাহ্মণ অথবা চণ্ডাল—যে কোনো গৃহ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ, ক্ষুধা নিবারণ আর পথ অতিক্রমণ। কোনো কোনো দিন ভিক্ষা সংগৃহীত হয় না। সেদিন উপবাস।

অবশেষে একদিন রুদ্রক রামপুত্রের তপোবনে এসে উপনীত হ'লেন গৌতম। এ-তপোবনও শান্তশ্রীমণ্ডিত, স্নিগ্ধ।

রুদ্রকের শিষ্যত্ব প্রার্থনা ক'রলেন গৌতম। সম্মত হ'লেন তপস্বী রুদ্রক।

কিন্তু কোথায় সেই তৃষ্ণা-উৎস সন্ধানের পথনির্দেশ?

রুদ্রকের শিক্ষা অষ্টসমাপত্তি। চিত্তলোকের অষ্টসমাধিমার্গ সাধক-চিত্তকে উত্তীর্ণ ক'রে দেবে এমন এক স্তরে, যেখানে চৈতন্যও নেই, অচৈতন্যও নেই। একই সঙ্গে চেতনা এবং অচেতনার ইতিবাদী ও নেতিবাদী অনুভূতির অবস্থান-অনবস্থান!

সেই দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব হয়তো মূল্যহীন নয়। কিন্তু সে-তত্ত্ব কতটুকু সাহায্য ক'রবে ব্যাকুলহৃদয় শ্রমণ গৌতমকে? কোথায় কাম-নিবৃত্তির মার্গ? কোথায়

তৃষ্ণা-মুক্তির পথ? কোথায় দুঃখ-দারিদ্র্য-লোভ-লালসা জর্জরিত বিশ্বজীবের কল্যাণমন্ত্র?

রুদ্রকের তপোবনও একদিন ত্যাগ ক'রলেন গৌতম। তপস্যার এই সকল আত্মমোক্ষমার্গ তাঁকে দিতে পারেনি শান্তি, প্রদর্শন পারেনি সম্বোধিলাভের পথ।

পঞ্চসঙ্গীর মধ্যে মহানামই বোধ হয় যথার্থ পথের ইঙ্গিত দিয়েছিল! অপর সঙ্গীগণও সেই পথকে শ্রেয় মনে ক'রেছে।

দেহের এবং চিত্তের কঠিনতম কৃচ্ছ্রসাধন ভিন্ন উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে না। সেই কৃচ্ছ্রসাধনের কঠোর যোগী-শ্রমণ পন্থাই বর্তমানে একমাত্র উপায়।

পুনর্বার যাত্রারম্ভ হ'ল বৈশালির উদ্দেশে।

প্রখ্যাত যোগী দণ্ডিকপুত্র বৈশালির সন্নিকটে এক গুহায় কৃচ্ছ্রসাধনের কঠোরতম সাধনায় নিরত। ব্যর্থ সাধক গৌতমের হৃদয় তখন তাঁরই শিষ্যত্ব গ্রহণে ব্যাকুল।

আরম্ভ হ'ল আত্মনিগ্রহের কঠিন তপস্যা। হস্তের ভিক্ষা-করঙ্কও হ'ল পরিত্যক্ত। ভরণ্ডু কালামের ন্যায় করতলে ভিক্ষাগ্রহণে অভ্যস্ত হ'লেন গৌতম। প্রতিদিন একটি মাত্র গৃহ থেকেই ভিক্ষাগ্রহণ। ভিক্ষা প্রাপ্ত না হ'লে উপবাস। শয়ন তৃণশয্যায়, নিদ্রা রাত্রির শেষ যামে মাত্র। তারপর আরম্ভ হ'ল কঠিনতর আত্মনিগ্রহ। গৃহীর গৃহে আর ভিক্ষাও নয়। আহার্য একটি মাত্র বদরী, এককণা তিল, এক কণা তণ্ডুল। অবশেষে সে আহার্যও নয়। তখন খাদ্য ব'লতে শাক, শ্যামাক, নীবার, বৌল। দেহ শীর্ণ থেকে শীর্ণতর, দেহগ্রন্থিসমূহ আসীতক লতার ন্যায় রুক্ষ এবং ত্বগাবরণের ভিতর দিয়ে দৃশ্যমান। পঞ্জরাস্থিসমূহ যেন ত্বক ভেদ ক'রে প্রকট। আয়ত নয়ন দুটি এমনভাবে অক্ষিকোটরে প্রবিষ্ট যেন গভীর কূপে প্রতিবিম্বিত বিবর্ণ ম্লান নক্ষত্র।

কিন্তু চূড়ান্ত কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারাও নির্দেশ পাওয়া গেল না উদ্দিষ্ট লক্ষ্যপথের।

উদ্বেলিত হৃদয়ে পুনরায় একদিন অঙ্গে পীত কাষায় বস্ত্র ধারণ ক'রলেন গৌতম। হস্তে পুনর্বার ভিক্ষা-করঙ্ক। বৎসরাধিককাল সেই আত্মনিগ্রহের পর তিনি উপলব্ধি ক'রলেন, এ-পথও প্রকৃত পথ নয়।

তাহ'লে কোন্ পথ?

বৈশালি ত্যাগ ক'রে শ্রমণ গৌতম এবার যাত্রা ক'রলেন মগধের রাজধানী রাজগৃহের উদ্দেশ্যে।

কিঞ্চিদধিক দশযোজন পথ। পঞ্চপর্বত বেষ্টিত প্রাচীন নগর রাজগৃহে বিভিন্ন দার্শনিক মতাবলম্বী এবং আরো বহু শ্রমণপন্থের বহুসংখ্যক শ্রমণের বাস। অক্রিয়-বাদী, উচ্ছেদবাদী কিম্বা নিয়তিবাদী তাপস-ভিক্ষু-আজিবকগণের সঙ্গে একদা বৈশালিতে গৌতমের পরিচয় হ'য়েছিল। কিন্তু তাঁদের আচার্য পূর্ণকাশ্যপ, মক্ষরি গোশাল, অজিত কেশকম্বলী এবং বিক্ষেপবাদী আচার্য বৈরাষ্ঠীপুত্র সঞ্জয়, অন্যোন্যবাদী দার্শনিক প্রক্রুদ্ধ কাত্যায়ন ইত্যাদি সকলেই রাজগৃহ অথবা সন্নিহিত কোনো স্থানে বাস করেন। তাঁদের প্রচারিত তত্ত্বের সঙ্গেও পরিচয় প্রয়োজন!

গৃহত্যাগের পর পঞ্চবর্ষ অতিক্রান্ত হ'য়ে ষষ্ঠ বর্ষ চল্‌ছে। এখনো উদ্দিষ্ট লক্ষ্যপথের সন্ধান অজ্ঞাত!

নিবৃত্তি! নির্বাণ!

কোনো শ্রমণ-পন্থা যদি তাঁকে দিতে পারে পথের সন্ধান, তারই জন্য আরম্ভ ক'রতে হবে নতুন ক'রে অন্বেষণ! লক্ষ্য এখনো অবিচল, উদ্যম এখনো অপ্রতিহত

আত্মমোক্ষ নয়—সর্বজীবের দুঃখমোচন! সর্বজীবের কল্যাণ!

কয়েকটি সপ্তাহ মাত্র রাজগৃহে স্থিতি।

পঞ্চপর্বতবেষ্টিত সুরক্ষিত নগর রাজগৃহের প্রায় প্রতিটি গুহাতেই তাপস-শ্রমণ-আজীবিকের তপস্যাস্থল। তাদের মধ্যে চাতুর্যামসংবরবাদী নির্গ্রন্থ নাটপুত্রের অনুগামীর সংখ্যাই অধিক। নাটপুত্র কঠোর আত্মনিগ্রহকারী তপস্যারীতিতে আস্থাবান। জিন পার্শ্বনাথের অনুগামী হ'লেও জৈনধর্মে তিনি চাতুর্যাম সংবরণের সঙ্গে পঞ্চম যাম কঠোর ব্রহ্মচর্যও যুক্ত ক'রেছেন। নাটপুত্র এবং তাঁর অনুগামীগণ পরিধেয় চীবর, বল্কলও ত্যাগ ক'রেছেন। তাঁরা দিগম্বর।

অক্রিয়বাদী পূর্ণকাশ্যপ, বিক্ষেপবাদী সঞ্জয়, নিয়তিবাদী মক্ষরি গোশাল, উচ্ছেদ-বাদী অজিত কেশকম্বলী—প্রত্যেক শ্রমণাচার্যেরই অনুগামী শ্রমণ-ভিক্ষু রাজগৃহে তপশ্চারণে নির্বিঘ্ন। মগধের জনবহুল' রাজধানীতে ভিক্ষাও সুলভ। জনমানসে শ্রমণ-ভিক্ষু সম্বন্ধে আছে শ্রদ্ধা, আছে সহিষ্ণুতা। সম্ভবত সেই কারণেই রাজগৃহে শ্রমণ-ভিক্ষুর সংখ্যা পর্যাপ্ত। তাঁরা নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে যার যার নিজের পন্থা অনুযায়ী তপস্যায় নিরত।

হর্যঙ্ক বংশীয় রাজা ভট্টিকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রেণিক বিম্বিসার উপবেশন ক'রেছেন মগধের রাজসিংহাসনে। তিনি বেদবিহিত ধর্মমতে আস্থাবান। তৎসত্ত্বেও রাজগৃহের পরমতসহিষ্ণুতার ঐতিহ্য রক্ষায় যত্নবান তিনি'

তথাপি রাজগৃহ ত্যাগ ক'রলেন শ্রমণ গৌতম।

বৈশালিতে চূড়ান্ত দেহনিগ্রহমূলক তপস্যা ক'রেছিলেন তিনি। সে-তপস্যায় দেহ-মন চরম নিগৃহীত হ'য়েছে, দুর্বল থেকে দুর্বলতর, দুর্বলতর থেকে দুর্বলতম হ'য়েছে মাত্র : উদ্দিষ্ট সত্যের পথ র'য়ে গেছে অজ্ঞাত। দার্শনিক কূটতত্ত্বের প্রতিও আর আকর্ষণ নেই। সুতরাং রাজগৃহে অবস্থান ক'রে আর লাভ কী? প্রয়োজন নির্জনতার, প্রয়োজন উদার, মুক্ত, পরিবেশ! যেখানে প্রকৃতি অকৃপণভাবে দান ক'রবে তার শান্তশ্রীসম্পন্ন উদার আশ্রয়।

একদিন প্রত্যূষে শ্রমণ গৌতম আবার যাত্রা ক'রলেন দক্ষিণাভিমুখে।

অঙ্গবাস চীবর জীর্ণ, দেহ দুর্বল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই শ্রমণের। নিজের উদ্দিষ্ট সত্যের সন্ধান নিজেই তাঁকে ক'রতে হবে!...সম্বোধি অর্জন!

॥ ৯ ॥

উরুবিল্ব।

নৈরঞ্জনা নদীর তীরে গয়নগরীর এক যোজন থেকেও ন্যূন দূরত্বে অরণ্যের স্নিগ্ধ শ্যামলিমায় মণ্ডিত রমণীয় একটি জনপদ।

শ্রমণ গৌতমের কল্পনায় তপস্যার উপযুক্ত যেমন একটি প্রাকৃতিক পরিবেশের চিত্র ছিল, সেই চিত্রই যেন রূপ ধারণ ক'রেছে উরুবিল্ব জনপদ সংলগ্ন এই অরণ্যে।

সম্মুখে স্বচ্ছতোয়া নৈরঞ্জনা নদী। দুই তীরে দীর্ঘপ্রসারিত বালুচর। গ্রীষ্ম নিদাঘেও রুক্ষতার চিহ্নমাত্র নেই। প্রভাতে-সায়াহ্নে পক্ষীর কলকাকলিতে মুখরিত

হয় বনভূমি। সন্নিহিত ছায়াশীতল তৃণভূমিতে সারাদিন চারণরত থাকে গাভীদল। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড উত্তাপকেও অগ্রাহ্য ক'রে ভেসে আসে রাখালবালকের মধুর বংশী-ধ্বনি। প্রকৃতি সত্যই এখানে পরমা! এই পরিবেশই তো তপস্যার উপযুক্ত স্থান!

নিকটেই নদীর ওপারে সেনানিগ্রাম। তা ভিন্নও আরো আছে কয়েকটি জনপদ। অষ্টপ্রহরে একবার মাত্র আহারগ্রহণের ভিক্ষা সম্ভবত পাওয়া যাবে নিকটবর্তী জনপদে। সেইটুকুই তো যথেষ্ট। নৈরঞ্জনার স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন, একবার মাত্র আহার্যগ্রহণ এবং অবশিষ্ট সময়টুকু তপস্যায় নিয়োজন।

নৈরঞ্জনার জলে পরম পরিতৃপ্তিতে বহুক্ষণ অবগাহন ক'রলেন শ্রমণ। তার ফলে দৈহিক দুর্বলতা যেন হ্রাস হ'ল। দীর্ঘকালব্যাপী রুক্ষতম তপশ্চর্যার ব্যর্থতার পরে দেহে-মনে এক নতুন অনুভূতি!

দিবা অবসানপ্রায়।

নদীতীরে একটি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট গৌতম। দৃষ্টি অর্ধনিমীলিত। পশ্চাতে পশ্চিমাচলে অস্তায়মান সূর্যের রক্তিমাভ রশ্মি গৌতমের দৃষ্টিসম্মুখস্থ নৈরঞ্জনা নদীর স্বচ্ছজলে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে তার বর্ণকেও ক'রে তুলেছে রক্তিম। বালুচরে এবং নদীরপরপারবর্তী বৃক্ষরাজিতে লেগেছে সেই রশ্মির ম্লান স্পর্শ।

উরুবিল্বের অরণ্য-প্রান্তরে, নদীতীরে স্নিগ্ধ গোধূলিকাল।

—ভদন্ত! আপনি কে?

একটি কিশোরকণ্ঠের সশংকিত মৃদু সম্বোধনে দৃষ্টি উন্মীলন ক'রলেন গৌতম। তাঁর দক্ষিণ দিকে পলায়নযোগ্য ব্যবধানে একটি বৃক্ষকাণ্ডের পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক কিশোর বালক। হাতে পাচনযষ্টি।

দৃষ্টিবিনিময় হ'তেই কিশোর বালকটি আবার প্রশ্ন ক'রলে, আপনি কি দিগম্বর শ্রমণ না অপদেবতা?

স্মিত হেসে গৌতম ব'ললেন, না বৎস, আমি অপদেবতা নই, তোমারই মতো একজন মানুষ। আমি শ্রমণ, কিন্তু দিগম্বর নই।

—তাহ'লে আপনি নগ্ন কেন?

—নদীজলে অবগাহন ক'রেছিলাম, পরিধেয় চীবর এখনো শুষ্ক হয়নি, বৎস!

—আমি দূর থেকে অনেকক্ষণ যাবৎ আপনাকে লক্ষ্য করছি। এই বনে অনেক দৈত্যদানব-অপদেবতা থাকেন। এখানে কোনো শ্রমণকে তো দেখি না! শ্রমণেরা তো ওই যে একটু দূরে যে-সব পাহাড়, তার গুহায় থাকেন। তাঁরা উলঙ্গ থাকেন ব'লে শুনেছি, আমি দেখিনি। তাই ভাবলাম, আপনি হয়তো ছদ্মবেশী—

—কোনো অপদেবতা?—আরো প্রশান্ত সুস্মিত হাসি হেসে গৌতম ব'ললেন, আমি দেবতাও নই, অপদেবতাও নই। আমার চীবর হয়তো এতক্ষণে শুষ্ক হ'য়েছে, আমি পরিধান ক'রে নিচ্ছি, বৎস!

গৌতমের কণ্ঠস্বরে, স্মিত হাস্যে কিশোর বালকটি আশ্বস্ত হ'ল। এবার বৃক্ষকাণ্ডের অন্তরাল থেকে কয়েকপদ এগিয়ে এসে ব'ললে, আপনি কোন্ স্থান থেকে এসেছেন? এখানে কোথায় থাকবেন?

—কেন, এই বনেই থাকবো।

—সে কি! অপদেবতাদের বনে থাকবেন? আপনার ভয় ক'রবে না?

—না, বৎস! শ্রমণের কি ভয় ক'রলে চলে? কিন্তু তুমি কে? কী তোমার নাম?

—আমার নাম সুদীন। আমি রাখালবালক। ওই যে দেখছেন আমার গোরুর পাল, ওদের নিয়ে আমি এখন আমার প্রভুর গৃহে যাবো। অন্ধকার হ'য়ে আসার আগেই আমি ফিরে যাই। অন্ধকার হ'য়ে গেলে কেউ এদিকে আসে না। রাত্রি হ'য়ে গেলে এখানে ভূত-প্রেতেরা ঘুরে বেড়ায়। ভদন্ত, আমি বলি কি, আপনি রাত্রিকালে এখানে না থেকে উরুবেল কাশ্যপেরা তিন ভাই যে আশ্রমে থাকেন, সেখানে চ'লে যান কিম্বা আমাদের গ্রামের কাছাকাছি কোথাও চলুন!

—তোমাদের গ্রাম কোন্‌টি?

—সেনানিগ্রাম। ওই তো নদীর ওপারে। ওই গ্রামের ভূস্বামী নন্দিক আমার প্রভু। এইসকল গোধন তাঁরই।

—তুমি তাঁর বেতনভোগী রাখালবালক?

—হ্যাঁ, ভদন্ত। আমার পিতা-মাতা নিতান্ত দরিদ্র।

করুণাবিগলিত এমন এক স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সুদীনের প্রতি তাকালেন গোতম, যে-দৃষ্টি কিশোর বালকটি এর আগে কোনোদিন দেখেনি!

গোতম ব'ললেন, তুমি আর দেরি ক'রো না বৎস, সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে। আমার জন্য তোমার কোনো চিন্তা নেই। কত শ্মশানেও আমি রাত্রিবাস ক'রেছি। তুমি যাও, তোমার কল্যাণ হোক!

বিমুগ্ধ, বিস্মিত হ'য়ে গেছে সুদীনের মন। ভিক্ষু-শ্রমণ সে অল্পই দেখেছে। তারা সকলেই নির্গ্রন্থী জৈন। তাদের সর্বদেহে রুক্ষতা। দৃষ্টিতেও যেন চতুষ্পার্শ্বের সকল কিছুর প্রতিই বিরক্তি। কিন্তু এই শ্রমণের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে যেন মাতৃস্নেহের স্বাদ!

অভিভূত সুদীন ব'ললে, প্রভু, আজ আপনার আহার হ'য়েছে কি?

—না বৎস! আজ ভিক্ষার্থে কোথাও গমন করিনি?

—তাহ'লে কাল দ্বিপ্রহর পর্যন্ত উপবাসী থাকবেন?

—হ্যাঁ। কালও যদি ভিক্ষা সংগৃহীত না হয়, কালও উপবাসে থাকবো।

সুদীনের চোখ ছলছল ক'রতে লাগলো। ব'ললে, আমি কিছু গোদুগ্ধ দিলে আপনি পান ক'রবেন?

—গোধন তো তোমার নয়, সুদীন। তোমার প্রভুর অনুমতি ভিন্ন কেমন ক'রে আমাকে দান ক'রবে?

—পারবো প্রভু! প্রতিদিন আমারও প্রাপ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণ দুগ্ধ নির্দিষ্ট আছে। তা ভিন্ন, আমার প্রভু নন্দিক দানশীল। তাঁকে জানালে তিনি তুষ্টই হবেন, তা আমি জানি। আপনার ভিক্ষাপাত্রটি আমার হাতে দিন। আমি সবচেয়ে পুষ্ট গাভীটির দুগ্ধ দোহন ক'রে আপনাকে দিয়ে যাই।

গোতম সস্নেহ দৃষ্টিপাত ক'রলেন। রাখালবালকের দৃষ্টিতে দুগ্ধদানের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ ফুটে উঠেছে। মৃৎনির্মিত ভিক্ষাকরঙ্কটি সুদীনের হাতে দিয়ে তিনি ব'ললেন, এতে যদি তোমার বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন্ হ'তে না হয়, তাহ'লে দাও।

*　　　*　　　*　　　*

কত বর্ষ পরে অনাবিল, প্রশান্ত পরিবেশে মুক্ত, স্বাধীন পন্থায় তপশ্চর্যার আনন্দ!

প্রভাতে নৈরঞ্জনার ওপারে পূর্বাকাশে ওঠে রক্তিম সূর্য। পাখির কাকলিতে মুখরিত হয় বনাঞ্চল। মুঞ্জরিত সর্জপুষ্পের বৃন্তচ্যুত পুষ্পরাশিতে আচ্ছাদিত হয় ভূমিতল। বায়ুহিল্লোলে বনমর্মরধ্বনি। কখনো বা আহার অন্বেষণে বিচরণরত ময়ূর-ময়ূরী নিকটে এসে অবাক বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করে ; আবার চ'লে যায় অরণ্য-গভীরে। নৈরঞ্জনার চরভূমিতে দেখা যায় চক্রবাকযুগল। নদীবক্ষে কত তরণী। কোনোটির গতি উত্তরে, কোনোটির দক্ষিণে। সারাদিন বন্যকপোত, দধিবাল, শিঞ্জীরিকা এবং আরো কত অজ্ঞাতনামা পক্ষীর সুমিষ্ট ধ্বনিতে অরণ্য হ'য়ে থাকে প্রাণবন্ত। কানে ভেসে আসে চারণরত বৃষ-গাভীকুলের গ্রীবাসংলগ্ন ঘণ্টার ধ্বনি।

সুদীন প্রত্যহ গৌতমের ভিক্ষাপাত্র দুগ্ধে পরিপূর্ণ ক'রে দিয়ে যেতে চায়। কিন্তু প্রত্যহই গ্রহণ করেন না গৌতম। গৃহস্থের দ্বার থেকে ভিক্ষাগ্রহণে একাহার সম্পন্ন করা শ্রমণের নিয়ম। সে-নিয়ম রক্ষাও অবশ্য কর্তব্য। নিকটবর্তী জনপদে ভিক্ষাপাত্র হস্তে গমন করেন তিনি। একটি গৃহে প্রাপ্ত ভিক্ষা-ই পর্যাপ্ত। জনপদ-গৃহবধূগণ সসম্ভ্রমচিত্তে পূর্ণ করে দেয় এই সৌম্যদর্শন, প্রশান্তলোচন ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্র।

কৃচ্ছ্রসাধনের চূড়ান্ত তপশ্চর্যায় একদা-বিপর্যস্ত দেহে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য এবং দীপ্তি পুনর্বার পরিদৃষ্ট হ'য়েছে। তেজোদৃপ্ত অথচ অতীব কমণীয় যে উজ্জ্বল দেহকান্তি নিয়ে প্রায় সপ্তবর্ষ পূর্বে গৌতম সংসারত্যাগ ক'রেছিলেন, সে কান্তি আর নেই। কিন্তু বিভিন্ন রীতির তপশ্চর্যার পর একজন শ্রমণের অবয়বে যে লাবণ্য প্রত্যাশিত, সে-লাবণ্য গৌতমকে যেন অধিকতর দীপ্তিতে উজ্জ্বল ক'রেছে। বৈশালিতে যোগী দণ্ডিকপুত্রের প্রদর্শিত প্রক্রিয়ায় আত্মনিগ্রহের দুরূহ তপস্যাকালের শেষভাগে তিনি প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হ'য়ে পড়েছিলেন। দেহের দুর্বলতায় মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে যেতেন। কোনো একটি ধ্যানে চিত্তকে অভিনিবিষ্ট ক'রতে সক্ষম হওয়া তো দূরের কথা, চিন্তাশক্তিই প্রায় অবলুপ্ত হ'য়েছিল। তৎসত্ত্বেও চিত্ত থেকে আসক্তিচেতনা নির্মূল হয়নি।

উরুবিল্বের পরিবেশ পুনরুজ্জীবিত ক'রেছে মৃতকল্প গৌতমকে।

দেহ অধুনা সুস্থ, মন সুস্থিত, চিন্তাশক্তি উদ্বোধিত। পুনরায় তিনি সুসংহত চিন্তার লুপ্তপ্রায় ক্ষমতাকে আয়ত্তাধীন ক'রতে সক্ষম। তপস্যার অজ্ঞাতপূর্ব কোনো পন্থাই তাঁকে অবলম্বন ক'রতে হবে! সে-পন্থা মহর্ষি অলাড় কালাম এবং রুদ্রক রামপুত্রের প্রদর্শিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্যান-সমাধিও নয়, যোগী দণ্ডিকপুত্র প্রদর্শিত চরমতম সম্বরণবাদী আত্মনিগ্রহও নয়। কারণ, কোনো পন্থাতেই গৌতম তাঁর উদ্দিষ্ট সত্যের সন্ধান লাভ ক'রতে সক্ষম হননি। চিত্তের নিরালম্ব শূন্যতাবোধে তাঁর প্রয়োজন নেই ; চৈতন্য-অচৈতন্যের অবস্থান-অনবস্থান তত্ত্বেও নেই প্রয়োজন। আত্মনিগ্রহের কঠোর সাধনাদ্বারাও তিনি সম্বোধিলাভের পথে একপদও অগ্রসর হ'তে পারেননি।

তবু মহর্ষি অলাড় কালামের নিকট তিনি কৃতজ্ঞ। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং

উপেক্ষার সম্যক উপলব্ধির স্তরে শিষ্যকে তিনি সযত্নে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছেন। চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করবার তপস্যায় তাঁর শিক্ষা গৌতমকে অগ্রসর ক'রে দিয়েছে অনেকখানি পথ। এখন সম্বোধিলাভের তপস্যায় নিজেকেই হতে হবে নিজের আচার্য।

সুদীন নামক রাখালবালকের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনেই উরুবেল কাশ্যপের নাম তারই মুখে শুনেছিলেন গৌতম। ব্রাহ্মণসন্তান উরুবেলকাশ্যপ, গয়াকাশ্যপ এবং নদীকাশ্যপ—ভ্রাতৃত্রয় অগ্নিহোত্রী তপস্বী। তাঁদের আশ্রম অরণ্যের অপর-পার্শ্বে জনপদের নিকটবর্তী।

কয়েকদিন সাক্ষাৎ হ'য়েছে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণত্রয়ের সঙ্গে। তাঁরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে পরিচয়গ্রহণ ক'রেছেন নবাগত অবৈদিক শ্রমণ গৌতমের। গৌতম যে নির্গ্রন্থী শ্রমণ নন, কঠোর দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনা করেন না, এ-কথা জেনে তাঁরা বিস্মিত হ'য়েছেন। অগ্নির আরাধনাই যে শ্রেষ্ঠতম তপস্যা, সে-কথাও এই নবাগত শ্রমণের নিকট প্রতিপাদন করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

গৌতম কোনো বিতর্কে প্রবৃত্ত হননি। বিতর্ক নিষ্ফল।

উরুবেলকাশ্যপ ব'লেছিলেন, হে শ্রমণ, তুমি নির্গ্রন্থ নাটপুত্তের প্রদর্শিত পন্থায় বিশ্বাসী নও ; পূর্ণকাশ্যপ, মস্করি গোশাল, অজিত কেশকম্বলী, প্রক্রুদ্ধ কাত্যায়ন কিম্বা সঞ্জয়ের ন্যায় উদ্ভট দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারাও প্রভাবিত নও। সেক্ষেত্রে কেবল-মাত্র ক্লেশদায়ক ভিক্ষুজীবন যাপনে তোমার লাভ কী? তোমার আয়ু সমাপ্ত হবে কিন্তু মোক্ষলাভে তুমি হবে বঞ্চিত। অতএব, আমার উপদেশ গ্রহণ ক'রে তুমি বেদবিধিসম্মত অগ্নিউপাসনার তপস্যা অবলম্বন ক'রে আশ্রমিক হও! তোমার ভিক্ষান্নের জন্যও চিন্তা ক'রতে হবে না, এইরূপ জীর্ণ, শতছিন্ন চীবরও পরিধান ক'রতে হবে না!

শান্তকণ্ঠে গৌতম ব'লেছিলেন, আপনার শুভেচ্ছা এবং মমতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ, তাপস! অগ্নিকে আমি অতি প্রয়োজনীয় ব'লেই স্বীকার করি। কিন্তু আমাকে মার্জনা ক'রবেন ; কেবলমাত্র অগ্নি-উপাসনার তপস্যাতেই নিজেকে আমি নিয়োজিত ক'রতে অক্ষম। আমার এ শ্রমণ-ব্রত যদি ব্যর্থ হয় হোক, তৎসত্ত্বেও নিজস্ব মার্গ অবলম্বন ক'রেই আমাকে অগ্রসর হ'তে হবে!

—কী সে মার্গ?—কৌতুহলী প্রশ্ন নিক্ষেপ ক'রেছিলেন উরুবেলকাশ্যপ।

—এখনো আমার অজ্ঞাত। হয়তো ভবিষ্যতে কোনোদিন চকিত আলোক-দ্যুতিতে আমার চিত্ত-দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে!—আত্মগতভাবে উত্তর দিয়েছিলেন গৌতম।

নবাগত শ্রমণকে উন্মাদজ্ঞানে আর কোনো প্রশ্ন করেননি অগ্নিহোত্রী।

কোনো সিক্ত কাষ্ঠখণ্ড যদি কয়েকদিবস জলে নিমজ্জিত থাকে তবে সেই কাষ্ঠখণ্ড উত্তোলন ক'রে তাতে অরণিকাষ্ঠ ঘর্ষণ ক'রলে অগ্নি প্রজ্বলিত হবে কি?

...অগ্নিপ্রজ্বালন অসম্ভব। সে প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রমেরই নামান্তর।......

যথার্থ! যে শ্রমণ ইন্দ্রিয়উপভোগ থেকে অলিপ্ত হয়নি, সে ওই সিক্ত কাষ্ঠ

খণ্ডেরই মতো। সে শ্রমণ তপস্যারূপ অরণিকাষ্ঠে যতই নিজেকে ঘর্ষণ করুক না কেন, সম্যক্ দৃষ্টি এবং সম্বোধিলাভে সে চির-অক্ষম!

কিন্তু কোনো সিক্ত কাষ্ঠখণ্ড জল থেকে যদি দূরেও থাকে, তার ক্ষেত্রে কি অগ্নিপ্রজ্বালন সম্ভব?

...তার ক্ষেত্রেও নয়। কারণ, জলে নিমজ্জিত না থাকলেও সিক্ত অবস্থায় তার মধ্যেও জল বিদ্যমান।...*...

এ-ও যথার্থ। যে-শ্রমণ ইন্দ্রিয়লালসা ত্যাগ ক'রে দেহে অলিপ্ত হ'লেও মনের কামবিকার শান্ত ক'রতে ব্যর্থ হ'য়েছে, তার ক্ষেত্রেও তপস্যা-অরণি দ্বারা সম্বোধির অগ্নিপ্রজ্বালন অসম্ভব।

কাষ্ঠ যদি সম্পূর্ণ শুষ্ক হয় এবং জল থেকে দূরে রক্ষিত হয়? সেই শ্রমণের ক্ষেত্রে?

...একমাত্র এই ক্ষেত্রেই অগ্নিপ্রজ্বালন সম্ভব।...সম্ভব সম্যক দৃষ্টি এবং সম্বোধিলাভ।...

সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমাতিথি।

প্রতিদিনের মতোই নৈরঞ্জনার ওপারে সূর্যোদয় হচ্ছে।

প্রভাত সূর্যের তপ্তকাঞ্চনবর্ণ রশ্মি লুটিয়ে প'ড়েছে নৈরঞ্জনার জলে, বালুচরে আর উরুবিল্বের অরণ্যে-জনপদে।

নদীতীরে একটি অশ্বত্থবৃক্ষের তলে উপবিষ্ট গৌতম পূর্বাকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে তন্ময় হ'য়ে এই উপমা তিনটিকে বারংবার অনুধ্যান ক'রে চ'লেছেন। নবারুণের দীপ্তিতে তাঁর চিন্তামগ্ন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থেকে হচ্ছে উজ্জ্বলতর!

* * * *

সেনানিগ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ নন্দিকের জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম সুজাতা।

কয়েকবর্ষ পূর্বে কুমারী-কালে উরুবিল্বের বৃক্ষদেবতারূপে পরিচিত অশ্বত্থ-বৃক্ষটির নিকট সুজাতা মানসিক ক'রেছিল, সে যদি তার প্রত্যাশিত স্বামী লাভ করে এবং তার প্রথম সন্তানটি পুত্রসন্তান হয় তাহ'লে স্বর্ণপাত্রে পায়সান্ন ভোগ দিয়ে পূজা নিবেদন ক'রবে বৃক্ষদেবতাকে।

সুজাতার দুটি অভিলাষই পূর্ণ হ'য়েছে। বৃক্ষদেবতা পূর্ণ ক'রেছেন তার প্রার্থনা। সে এখন পতিগর্বে ভাগ্যবতী রমণী, পুত্রগর্বে উচ্ছ্বসিতা জননী!

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ ক'রে স্নান-সমাপন ক'রলো সুজাতা। নবপট্টবস্ত্র পরিধান ক'রে স্বহস্তে ক'রলো দুগ্ধদোহন। শুদ্ধাচারে নিজ হস্তে পায়সান্ন প্রস্তুত ক'রে রাখলো অব্যবহৃত সম্পূর্ণ নূতন সুবর্ণপাত্রে। তারপর প্রস্তুত হ'ল উরুবিল্বের উদ্দেশ্যে যাত্রা ক'রতে। সঙ্গে একান্ত-পরিচারিকা পূর্ণা এবং কনিষ্ঠা ভগিনী নন্দা।

দিবস তখন দ্বিতীয় প্রহরের প্রারম্ভকাল।

রুদ্র বৈশাখের খর রৌদ্রতাপে দিগ্বিদিক উত্তপ্ত। পূর্ণাকে নিয়ে সুজাতা এসে উপনীত হ'ল নৈরঞ্জনাতীরে। তার মস্তকের উপর সযত্নে রক্ষিত স্বর্ণপাত্র।

কিন্তু এ কি বিস্ময়!

বৃক্ষদেবতা কি তার অর্ঘ্যগ্রহণের জন্য মনুষ্যরূপ ধারণ ক'রে বৃক্ষতলে স্বয়ং উপবিষ্ট? অথবা এ নিতান্তই দৃষ্টি বিভ্রম?

কেন হবে দৃষ্টিবিভ্রম?

সুস্পষ্ট দিবালোকে প্রত্যক্ষদৃষ্ট অচিন্ত্যপূর্ব দৃশ্য! শ্রমণের ছদ্মরূপ ধারণ ক'রে ধ্যাননিমীলিত নয়নে বৃক্ষমূলে যোগাসনে উপবিষ্ট স্বয়ং বৃক্ষদেবতা! সুজাতার প্রতি তাঁর এত অনুগ্রহ? ঐকান্তিক ভক্তির আকর্ষণে এতখানি সদয় হ'য়েছেন তিনি!

আনন্দে, আবেগে বিহ্বল হ'য়ে গেল সুজাতা।

নন্দা এবং পূর্ণাও বিহ্বল। তারা শুনেছে, উরুবিল্বের বৃক্ষদেবতা নর-নারীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ শোনেনি যে কারো ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণের জন্য মনুষ্যের রূপ ধারণ ক'রে তিনি প্রত্যক্ষে আবির্ভূত হ'য়েছেন! এ যে অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়!

ভূমিতলে পতিত বিক্ষিপ্ত শুষ্ক পত্ররাজির উপর কারো পদশব্দ কর্ণগোচর হওয়ায় দৃষ্টি উন্মীলন ক'রলেন গৌতম। সম্মুখবর্তিনী সুজাতার মনে হ'ল, বৃক্ষদেবতার সেই প্রসন্ন দৃষ্টিতে তার সর্ব দেহ-মন যেন নিমেষে শুচিস্নিগ্ধ পবিত্রতায় পরিপ্লুত হ'য়ে গেল!

আবেগবিহ্বল স্বরে সুজাতা ব'ললে, হে বৃক্ষদেব! আজ আমি যথার্থই ধন্যা! আমার প্রতি সদয় হ'য়ে দেহধারণ ক'রে প্রত্যক্ষ দর্শনদানে আমার জীবনকে আজ আপনি কৃতার্থতায় অভিসিঞ্চিত ক'রেছেন! হে প্রভু! আপনার আশীর্বাদে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'য়েছে। আপনার উদ্দেশ্যে আমার প্রতিশ্রুত অর্ঘ্য স্বহস্তে গ্রহণ ক'রে আমাকে সর্বতোধন্যা করুন, দেব!

গৌতমের হস্তে পায়সান্নের সুবর্ণপাত্র নিবেদন ক'রে ভূমিতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতমগ্না হ'ল সুজাতা। নন্দা এবং পূর্ণাও ভক্তি-বিস্ময়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে রত হ'ল।

গৌতম বুঝতে পারলেন, যে অশ্বত্থবৃক্ষটির পাদমূলে আজ তিনি উপবেশন ক'রেছেন, সেটি স্থানীয় বৃক্ষদেবতারূপে পূজিত। অর্ঘ্যদানকারিণী নারী এই বৃক্ষদেবতার নিকটে কোনো মনস্কামনা জ্ঞাপন ক'রেছিল। এবং তাঁকে সে মনুষ্য-রূপধারী বৃক্ষদেবতারূপে স্থিরপ্রত্যয়িতা হ'য়েছে।

—ভগ্নি! উত্থিতা হও ভূমিতল থেকে!—সস্মিত মমতাস্নিগ্ধকণ্ঠে গৌতম ব'ললেন, বৃক্ষদেবতা নই, আমি তোমাদেরই ন্যায় মানুষ। সত্যান্বেষী এক পরিব্রাজক শ্রমণ মাত্র। তোমার ধারণা ভ্রমাত্মক হয়েছে ভগ্নি!

ভ্রমাত্মক!—সকরুণ দৃষ্টি সুজাতার চোখে।

—হ্যাঁ, ভগ্নি! আমি পুনর্বার ব'লছি, আমি দেবতা নই—মনুষ্যসন্তান। কিছুকাল পূর্বে উরুবিল্বে এসেছি। সেনানিগ্রামের নন্দিক নামক গৃহস্থের ধেনুকুলচারণে নিযুক্ত সুদীন নামক একটি কিশোর বালক প্রথম দিন থেকেই আমাকে জানে।

—প্রভু! আমি সেই নন্দিকেরই কন্যা, নাম সুজাতা।

—ভগ্নি সুজাতা, আমি ভিক্ষু, ভিক্ষা গ্রহণ করি। কিন্তু যে অর্ঘ্য তুমি তোমার

বৃক্ষদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রতে এসেছ, সে অর্ঘ্য তো আমার গ্রহণযোগ্য নয়! এ-ভোজ্য তুমি তোমার দেবতাকেই উৎসর্গ করো!

সুজাতা কয়েকমুহূর্ত নীরব। প্রত্যক্ষ দেবদর্শনের অপার আনন্দে তার বিস্ময়-বিহ্বল আবেগ সহসা স্তিমিত হ'লেও পরক্ষণেই তার হৃদয়ের অন্তস্তলে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আবেগানুভূতি। করযোড়ে আনতমস্তকে সে ব'ললে, হে দেব! আপনি যে-ই হোন, ও-অর্ঘ্য আমি আপনাকেই নিবেদন ক'রেছি। আমার মন ব'লছে, বৃক্ষদেবতারও হয়তো সেইরূপই অভিপ্রায়! আপনি গ্রহণ ক'রলেই তাঁর গ্রহণ করা হবে। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস! আপনি গ্রহণ ক'রলে আমার অর্ঘ্যনিবেদন সার্থক হবে!

—তোমার হৃদয় যদি তৃপ্ত হয় তবে আমি গ্রহণ ক'রছি। কিন্তু ভগ্নি, যে মূল্যবান ধাতুপাত্রে তুমি আহার্য এনেছ, ও-পাত্র যে আমার গ্রহণযোগ্য নয়! আমার ভিক্ষাপাত্রে দান করো!

—সে কি, প্রভু! ওই সুবর্ণপাত্র-ও যে আমার অর্ঘ্যের অঙ্গ! মনে মনে সেই অভিপ্রায় আমি জ্ঞাপন ক'রেছিলাম। ওটিও গ্রহণ ক'রে আমাকে নিশ্চিন্ত করুন!

—কিন্তু তা যে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, ভগ্নি! আমি শ্রমণ-ভিক্ষু। ধাতুপাত্রে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। পার্শ্বস্থ এই মৃৎ-করঙ্কই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

—মৃৎপাত্র তো ক্ষণভঙ্গুর, প্রভু!

—বিশ্বজগতের সকল পদার্থই কি ক্ষণভঙ্গুর নয়, ভগ্নি? এই জীবনই তো নশ্বর!

কয়েকমুহূর্ত নীরবতার পর সুজাতা ব'ললে, আপনি যথার্থই ব'লেছেন প্রভু! কিন্তু উৎসর্গিত এই সুবর্ণপাত্র তো আমি পুনর্গ্রহণ ক'রতে পারবো না! আপনি যাকে ইচ্ছা দান করবেন কিম্বা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করবেন। কেবল আমাকে প্রত্যর্পণ করবেন না, এই আমার একান্ত নিবেদন!

—তোমার অনুরোধ রক্ষিত হবে, ভগ্নি! তুমিও আমার অনুরোধ রক্ষা করো! তোমার প্রদত্ত ওই আহার্য আমার ভিক্ষাপাত্রে দিয়ে দাও!

সুজাতা নতজানু হ'য়ে গৌতমের ভিক্ষাপাত্রে পূর্ণ ক'রে দিল পায়সান্ন। সুবর্ণ-পাত্র সরিয়ে রাখলো অন্যপার্শ্বে। করযোড়ে ব'ললে, প্রভু! আমার এ-অর্ঘ্যনিবেদন আজ সার্থক!

—ভগ্নি সুজাতা! আমি দীর্ঘ ষড়বর্ষকাল তপস্যারত। ব্যর্থ তপস্যায় কেবল দিক্‌ভ্রান্তই হ'য়েছি। আমার আরব্ধ ব্রতকে সম্পন্ন ক'রতে পারিনি! এতকাল পরে উরুবিল্বে আগমন করবার পর মনে হচ্ছে, সম্ভবত আমি আমার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য সম্যক্ বোধিলাভের সমীপবর্তী হ'য়েছি।...কাষ্ঠ যতকাল সিক্ত থাকে, ততকাল সহস্রবার অরণি ঘর্ষণেও সেই সিক্ত কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না।...সম্পূর্ণ শুষ্ক কাষ্ঠেই অগ্নিপ্রজ্বালন সম্ভব!...ভগ্নি! আমার কেন যেন আজ মনে হচ্ছে, তোমার এই দান যেন এক মাঙ্গলিক ইঙ্গিত!

উচ্ছ্বসিত আবেগকম্পিতস্বরে সুজাতা ব'ললে, তাই যেন হয় প্রভু! তাই যেন হয়!

অরণ্যের বৃক্ষশাখারাজি থেকে ভেসে আসছে পক্ষীর কলকাকলি। নৈরঞ্জনার

জলে দীপ্ত সূর্যকিরণের বিচ্ছুরণ।...কাষ্ঠখণ্ড এখন সম্পূর্ণ জলমুক্ত...প্রতীক্ষা কেবল অরণি ঘর্ষণে অগ্নিপ্রজ্বালন!

উদীয়মান পূর্ণিমাচন্দ্রের কিরণে প্লাবিত দিক-দিগন্ত।

প্রতিভাসিত চন্দ্রালোকে নৈরঞ্জনার স্রোতোধারা রজতবর্ণা। সে আলোকে বালুচরও পরিপ্লাবিত। বৈশাখী দিবসের খরতাপদগ্ধ অরণ্যের বৃক্ষলতা সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোক-সলিলে অবগাহন ক'রছে। সুমন্দ বায়ুহিল্লোলে ভেসে আসছে পুষ্পসুরভি।

পূর্বাস্য হ'য়ে আজ অশ্বত্থবৃক্ষমূলেই যোগাসনে আসীন হ'য়েছেন গৌতম।

দৃষ্টির সম্মুখে পূর্ণচন্দ্রশোভিত পূর্বাকাশ। রজতশুভ্র সুবৃত্ত পূর্ণিমাচন্দ্র উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠছে।

পঞ্চত্রিংশবর্ষ পূর্বে এই বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতেই গৌতমকে জন্মদান ক'রেছিলেন মায়াদেবী।

ষট্‌বর্ষ পূর্বে আষাঢ়-পূর্ণিমায় কপিলবাস্তু ত্যাগ ক'রেছিলেন তিনি!

সেদিনও চন্দ্র ছিল আজকের মতো সুবৃত্ত—স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত! কিন্তু সেদিন ক্ষণকালের জন্য একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ আবৃত ক'রেছিল ওই পূর্ণচন্দ্রকে!

আজ আকাশে কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই। আকাশ নির্মল—তারকাখচিত কৃষ্ণনীলাভ চন্দ্রাতপের মতো!

মৃদু বায়ুহিল্লোলে অশ্বত্থবৃক্ষের পত্ররাজিতে মৃদু মর্মরধ্বনি। দূর জনপদ থেকে ভেসে আসছে বিভোর কোনো বাদকের সুমিষ্ট বংশীর সুর।

দ্বিপ্রহরে নৈরঞ্জনার জলে অবগাহনের পর সুজাতা-প্রদত্ত পায়সান্ন গ্রহণ ক'রেছেন গৌতম।...মাঙ্গলিক ইঙ্গিত...মাঙ্গলিক ইঙ্গিত...

সারাদিনে নিজের উচ্চারিত সেই কথাটি কতবার মনে হ'য়েছে গৌতমের।...সত্যই কি মাঙ্গলিক ইঙ্গিত?

মৈত্রী...করুণা...মুদিতা...উপেক্ষা...

মহর্ষি অলাড় কালামের সপ্তস্তর ধ্যান-সমাধিমার্গ একদা গৌতমের চিত্তে দিয়েছিল পরম প্রশান্তি। দিয়েছিল যোগাসনে আসীন অবস্থায় চিত্তবৃত্তির উপর কর্তৃত্বের অধিকার।

...মৈত্রীধ্যানে নিখিল বিশ্বের প্রতি পরম মৈত্রীর নিগূঢ় উপলব্ধি।......

...করুণাধ্যানে বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত প্রেমধারা।...

...মুদিতাধ্যানে পরার্থবাদের চরম উপলব্ধি।...

...উপেক্ষা-ধ্যানে হৃদয়ের সমতা এবং পরমপ্রশান্তি।...

কিন্তু পরিণামে সম্যক শূন্যতার উপলব্ধি...আত্মমোক্ষ! সংবেদনবিহীন চিত্তে পরম শূন্যতার উপলব্ধিতে স্বার্থপরের ন্যায় আত্মমোক্ষের উদ্দেশ্যেই কি মাতা-পিতা, পত্নী-পুত্র ত্যাগ ক'রে উদ্‌ভ্রান্তের মতো শ্রমণ-জীবন বরণ ক'রে নিয়েছিলেন গৌতম?

রুদ্রক রামপুত্রের অষ্টসমাপত্তিমার্গ?

সাধনোত্তীর্ণ চিত্তে চৈতন্যও নেই, অচৈতন্যও নেই! একই সঙ্গে চেতনা এবং অচেতনার ইতিবাদী ও নেতিবাদী অনুভূতির অবস্থান-অনবস্থান।

আত্মকেন্দ্রিক সাধন-মার্গ। পরিণামী লক্ষ্য সেই একই...আত্মমোক্ষ! কী হবে

আত্মমোক্ষে? সে মোক্ষ তো মৃত্যুই দান ক'রতে পারে। তার জন্য এত তপস্যার কী প্রয়োজন?

যোগী দণ্ডিকপুত্রের প্রদর্শিত কৃচ্ছ্রসাধন মার্গ?

তারও লক্ষ্য সেই আত্মমোক্ষ।...স্বর্গের লোভ? নরকের ভয়?

কেউ কি দেখেছে, কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক? কোনো মৃত ব্যক্তি কি কখনো পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে স্বর্গ অথবা নরক সম্বন্ধে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছে? কল্পিত নরকের ভয়ে এই দেহ-মনের উপর যে নিষ্করুণ অত্যাচার, আ দেহকে ক'রেছে শক্তিহীন, চিত্তকে ক'রেছে সংজ্ঞাহীন।...জলে নিমজ্জিত সিক্তকাষ্ঠে অরণিঘর্ষণে অগ্নিপ্রজ্বালনের ব্যর্থ সাধনা! কত কৃচ্ছ্রসাধনরত শ্রমণ-শ্রমণীকে দেহজ কামবৃত্তির নিকট আত্মসমর্পণ ক'রতে দেখেছেন যোগী গৌতম! তার চেয়ে গৃহীজীবন যাপন ক'রে অনায়াসেই ঐহিক সুখলাভে সক্ষম হ'তেন তাঁরা! তাপস-তাপসীর কঠোর ব্রত গ্রহণ ক'রে সঙ্গোপন ব্যভিচারে লিপ্ত হ'তে হ'ত না! পাপবোধও স্পর্শ ক'রতো না তাঁদের হৃদয়কে।

গৌতম নিজে কি সর্বতৃষ্ণামুক্ত হ'য়েছেন?

পূর্ণিমার উজ্জ্বল চন্দ্র আকাশে আরো কিছু ঊর্ধ্বে ভাসমান। জ্যোৎস্নালোক আরো স্নিগ্ধ, আরো নির্মল, আরো উজ্জ্বল!

দ্বিপ্রহরে সুজাতা-প্রদত্ত পায়সান্ন গ্রহণের পর স্বস্তিক নামক জনৈক তৃণ-সংগ্রাহকের নিকট থেকে একগুচ্ছ মুঞ্জতৃণ সংগ্রহ ক'রেছিলেন গৌতম। মস্তকে সেই মুঞ্জতৃণগুচ্ছ।

কোনো তাপস তখনই মস্তকে মুঞ্জতৃণ স্থাপন করেন, যখন তিনি তপো-সিদ্ধিলাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—স্থিরনিশ্চিত।

কঠোর প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আজ শ্রমণ গৌতম!

বজ্রকঠোর সংকল্প—হয় সম্বোধিলাভ নতুবা এই যোগাসনে আসীন অবস্থায় অন্তিম সত্য মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা!

যোগাসন তাই বজ্রাসন।

দেহ নিস্পন্দপ্রায়, চিত্তজগতে আলোড়ন!

শুদ্ধোদন?

এ-সংসারে জনৈক সাধারণ গৃহী যিনি পূর্ণ যৌবনে প্রাকৃতিক নিয়মেই কামোন্মাদ পুরুষ, সন্তানলাভের পর অপত্যস্নেহে ব্যাকুল।

গৌতমী?

জনৈকা সাংসারিক নারী। প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনা কুমারী থেকে জায়া, জায়া থেকে জননী—নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলবৃত্তিবশত স্নেহাতুরা।

যশোধরা?

একদা গৌতম নামক এক শাক্যযুবকের দয়িতা—কামকেলির অংশভাগিনী। প্রাকৃতিক নিয়মেরই অধীনা যুবতী। জাগতিক যৌবন-তৃষ্ণার প্রকাশই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

এখনো কি স্মরণে আসছে বিবাহিত জীবনের সেই দিবসরাত্রিগুলি?

স্মরণে আসছে!...অগ্নিপ্রজ্বালনের শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড কি জলে সিক্ত হ'তে চ'লেছে? এখনো চিত্তে যৌবনস্মৃতি বিঘ্ন উৎপাদনে প্রয়াসী?

বজ্রাসনে আসীন গৌতম তাঁর দক্ষিণ হস্তে ভূমিস্পর্শ ক'রলেন।

ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় তিরোহিত হ'ল অন্তিম ক্ষীণ চিত্তসংক্ষুব্ধি। ভূমি সাক্ষ্য, তৃষ্ণা আর বিচলিত ক'রতে পারছে না গৌতমকে!

তৃষ্ণা!—দুঃখের হেতু তৃষ্ণা। কিন্তু তৃষ্ণার উৎস?

বেদনা।—দুঃসহ বেদনাবোধই জন্ম দান করে তৃষ্ণার। যে তৃষ্ণা থেকেই জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, উপায়াস, পরিদেবন!

পূর্ণিমাচন্দ্র মধ্যগগন অতিক্রম ক'রেছে।

শ্রমণ গৌতমের চিত্তদৃষ্টির সম্মুখে এক-এক ক'রে উন্মোচিত হচ্ছে জাগতিক সত্যের কার্য-কারণগত আবরণরাশি।

অবিদ্যা!...অবিদ্যাই সকল কার্য-কারণের আদি হেতু! অবিদ্যা থেকে সংস্কার!

সংস্কার—বিজ্ঞান—নামরূপ—ষড়ায়তন—বেদনা—তৃষ্ণা! সেই তৃষ্ণার অবধারিত ফলক্রমেই আসে জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ, প্রিয়বিয়োগ ব্যথা জনিত শোক!—এইই প্রথম সত্য!

কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিনাশতৃষ্ণা দ্বিতীয় সত্য!

দুঃখ-পরিহারের সংকল্পে দুঃখনিরোধ ব্রত তৃতীয় সত্য!

সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি—এই অষ্টমার্গ অবলম্বন চতুর্থ সত্য!

গৌতম! তুমি সম্যক্ বোধিলাভ ক'রেছ! গৌতম, তুমি আজ থেকে সম্বুদ্ধ!

হৃদয়ের অন্তস্তল থেকেই যেন ধ্বনিত হ'ল, গৌতম! তুমি বোধিলাভ ক'রেছ!

সে-ধ্বনি অনুরণিত হ'তে লাগলো নদীতীরে, অরণ্যে, প্রান্তরে। পক্ষীর কলকাকলিতে মুখরিত হ'তে লাগলো, গৌতম! তুমি সম্যক বোধিলাভ ক'রেছ! গৌতম! তুমি বুদ্ধ! গৌতম, তুমি সম্যক্ বোধিলাভ ক'রে আজ থেকে সম্বুদ্ধ!

ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বজ্রাসনে আসীন শ্রমণ গৌতম ধীরে ধীরে দৃষ্টি উন্মীলন ক'রলেন। প্রত্যূষের বালার্করশ্মি তখন পূর্বাকাশে উদ্ভাসিত। আরক্তিম পূর্ব-দিগন্তকে পশ্চাদ্‌পটভূমি ক'রে উড়ে চ'লেছে কুন্দশুভ্র এক হংসবলাকা!

॥ ১০ ॥

উরুবিল্বে অতিবাহিত হ'ল পরবর্তী দুই পক্ষকাল।

বোধিলাভের পর এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি! ষড়বর্ষ পর উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে উত্তরণ!

সত্যচতুষ্টয়ের সম্যক উপলব্ধি শ্রমণ গৌতমের চিত্ত থেকে সকল সংশয়কে ক'রেছে দূরীভূত। তৃষ্ণা এবং দুঃখকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর হৃদয়ের সেই ব্যাকুল জিজ্ঞাসার সমাধান আভাসিত হ'য়েছে সম্বোধিলাভের সেই পূর্ণিমা রাত্রিতে। অবশ্যই আভাসমাত্র, পূর্ণ সমাধান নয়। কিন্তু দুঃখ এবং তৃষ্ণার আদি উৎস এখন আর তাঁর অজ্ঞাত নয়!

অবিদ্যা!—অবিদ্যাই সকল কার্য-কারণের আদি হেতুস্বরূপ!

উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় একদা সংসারের মোহপাশ ছিন্ন ক'রে কপিলবাস্তু ত্যাগ করেছিলেন ঊনত্রিংশবর্ষীয় যুবক গৌতম। কপিলবাস্তু থেকে বৈশালি। বৈশালি

থেকে বিন্ধ্যকোষ্ঠ। অলাড় কালামের তপোবন থেকে রুদ্রক রামপুত্রের তপোবন। সপ্তমার্গ ধ্যানসমাধির তপশ্চর্যা থেকে অষ্টসমাপত্তি ধ্যানযোগের দুরূহ সাধনা। মগধের ক্রোড় থেকে পুনর্বার বৈশালি। কৃচ্ছ্রসাধনার চূড়ান্ততম তপস্যা।...ব্যর্থতা, ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা! সকল পন্থারই লক্ষ্য স্বার্থপরের ন্যায় আত্মমোক্ষ! অবশেষে বৈশালি থেকে রাজগৃহ এবং রাজগৃহ থেকে উরুবিল্ব! উরুবিল্বই উদ্‌ভ্রান্ত শ্রমণকে দান ক'রেছে দুর্বার আকাঙ্ক্ষিত সেই সম্বোধি!

কয়েকটি দিন অতিবাহিত হ'ল এক আচ্ছন্নপ্রায় চেতনায়।

উপলব্ধির পরম স্নিগ্ধ আচ্ছন্নতা। অনুভূতির সুনিবিড় আচ্ছন্নতা। হৃদয়ের মর্মস্থলে সত্যজ্ঞানলাভের মহাপ্রশান্তি!

কোনোদিন অতিবাহিত হয় কোনো ন্যগ্রোধবৃক্ষতলে। কোনোদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত সম্বুদ্ধের উপবেশন কোনো অর্জুন বৃক্ষতল। কোনোদিন সেই অশ্বত্থবৃক্ষ —যার পাদমূলে বজ্রাসনে আসীন শ্রমণ গৌতম হয়েছেন সম্বুদ্ধ।

ভিক্ষার্থে জনপদে গমনও প্রয়োজনবিহীন। ভোজ্য নিবেদন ক'রতে আসে সুজাতা, নন্দা, পূর্ণা। ভিন্ন জনপদ থেকে আসে নন্দাবলা, প্রিয়া, সুপ্রিয়া, বনগুপ্তা, উরুবিল্বিকা। দুগ্ধ নিবেদন করে মুগ্ধ বালক সুদীন।

সুজাতা আনন্দাবেগে ধন্যা! দিব্য শ্রমণ নিজমুখে তাকে ব'লেছেন, ভগ্নী সুজাতা! তোমার নিকট আমি কৃতজ্ঞ! বোধিলাভের প্রাক্কালে তোমার দান পায়সান্ন আমার পক্ষে প্রকৃতই ছিল মাঙ্গলিক-ইঙ্গিত!

উরুবিল্বের অরণ্যে অবিশ্রান্ত মৃদু মর্মরধ্বনি। ঊষাকাল থেকে সায়ংসন্ধ্যা পর্যন্ত সুমিষ্ট পক্ষীকূজন। নৈরঞ্জনার স্বচ্ছতোয়া স্রোতোধারায় অবিরাম কল্লোল-ধ্বনি। দিবা দ্বিপ্রহরে মধ্যে মধ্যে ভেসে-আসা ধেনুবৎসের হাম্বারব।

প্রশান্তি...প্রশান্তি...প্রশান্তি!

করুণা এবং মৈত্রীভাবনা কি কেবলমাত্র ধ্যানমার্গী যোগীর চিত্তেই সীমাবদ্ধ? তাহ'লে প্রকৃতির জগতে মৃত্তিকাকণা থেকে আরম্ভ ক'রে তৃণ-শষ্প, লতাগুল্মে, বৃক্ষ-মহীরূহে এই অকৃপণ করুণা-মৈত্রীর প্রকাশ কেন? কেনই বা গৃহী মানব-মানবী-হৃদয়ে প্রেম-প্রীতি-দয়া-মায়া-মমতা?

প্রকৃতিও সুন্দর, জীবও সুন্দর!

তবু তৃষ্ণাজাত দুঃখ সুকঠোর সত্য। করুণাবৃত্তির উদ্বোধনে, মৈত্রীভাবনার ব্যাপ্তিতে সে-দুঃখকে প্রশমিত করা সম্ভব!

জন্মলগ্নই যে অনুচ্চারে সেই অমোঘ সত্যকে ঘোষণা করে, জরা, মরণ, শোক, দুঃখ অনিবার্য! অংকুর থেকে রূপান্তরিত অতি ক্ষুদ্র তৃণলতারও যে পরিণাম, মহীরূহেরও সেই একই পরিণাম! মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ চণ্ডালশিশুও ধ্বংস-নিয়মের অধীন, রাজপুত্র অধীন সেই একই নিয়মের। তৎসত্ত্বেও জীব তার সেই অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে নির্বিকার! সংকীর্ণ সুখ-চরিতার্থতায় সে হ'য়ে ওঠে উন্মাদ। কামসুখ, বিত্তসুখ, আধিপত্যসুখের অতৃপ্ত বাসনা অতৃপ্তই থেকে যায়। কারণ, সে-বাসনার সমাপ্তি নেই! হিংসা, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, বিদ্বেষ মানুষকে ক'রে তোলে অশান্ত থেকে অশান্ততর! হিংসায় একজনের রক্তপাত, একজনের পৈশাচিক উল্লাস! বিদ্বেষে হৃদয় কলুষকালিমালিপ্ত হয়, তবু বিদ্বেষানল জ্ব'লতে থাকে লেলিহান শিখায়! দেহে যৌবনসমাগমে কামপ্রবৃত্তির উন্মেষ। যৌবনান্তে সে-প্রবৃত্তির

সমাপ্তি প্রাকৃতিক নিয়মেরই নির্দেশ। কিন্তু সে নির্দেশবিধিকে বিস্মৃত হয় মানুষ। জরাগ্রস্ত দেহেও তার কামতৃষ্ণা অনির্বাপিত!

নিজ গোষ্ঠীস্বার্থরক্ষায় বীভৎস হিংস্রতায় উন্মাদ স্বজাতি শাক্যগণকেই দেখেছেন গৌতম। কোলিয় সমাজও সমপরিমাণেই হিংসা-উন্মাদ। পার্থক্য কেবল শক্তি-সংহতির। নতুবা, শক্তির প্রাধান্য থাকলে কোলিয়গণই হয়তো হ'য়ে উঠ্‌তো শাক্যদের ন্যায় বলদর্পে উন্মাদ ; শাক্যেরা হ'ত নিরুপায় অবস্থার দাস!৹

কাম-তৃষ্ণা কি ভয়ংকর! সম্পদ সমৃদ্ধ বিলাস-ব্যসন উচ্ছল জীবনযাপন তৃষ্ণা কত মর্মান্তিক!

কপিলবাস্তুর একদা রাজগণিকা শুভার কথা মনে পড়ে। রোহিণী নদীতীরের শ্মশানভূমি থেকে হতভাগিনী শুভার মর্মান্তিক বিলাপধ্বনি যেন কানে ভেসে আসে! দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে ওঠে জনৈক যোগীকে কামসম্ভোগে বাধ্য করবার উদ্দেশ্যে দেবদত্ত-নিয়োজিত সেই যুবতী পণ্যাঙ্গনার সকৌতুক হাস্যসমন্বিত মুখ-মণ্ডল। তার দেহে যৌবন যে অচিরস্থায়ী,'সে-কথা সে বিস্মৃত! যেদিন সে বিগত-যৌবনা হবে, সেদিন তার পরিণতি কী হবে, তা কি যুবতী তখন চিন্তা ক'রেছে?

তৃষ্ণা!—তৃষ্ণার সমাপ্তি নেই ব'লেই দুঃখেরও নির্বাণ নেই!

সম্বোধিলাভের পরবর্তী এক পক্ষকালে পরমপ্রশান্ত চিন্তাধারার ভিতর দিয়ে স্বল্প-আভাসিত কার্যকারণ হেতু ক্রমশ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে গৌতমের মানসলোকে।

অবিদ্যাই হেতু। অজ্ঞানতাই প্রতিনিয়ত মানুষকে আবর্তিত ক'রছে দুঃখের ঘূর্ণাবর্তে। অবিদ্যা থেকে দ্বাদশ স্তরক্রমে সঞ্চারিত দুঃখের সেই ঘূর্ণাবর্ত। এই দ্বাদশ স্তরের সম্যক জ্ঞানই মানুষকে মুক্তিদান ক'রতে পারে তার সেই দুঃসহ দুঃখ-জ্বালা থেকে।

আজ মনে প'ড়ছে ছন্দকের সেই উক্তি।

এ-সংসারে শোক-দুঃখ-বিষাদ যেমন আছে, তেমনই আছে মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রেম-প্রীতির আনন্দ। সংসারত্যাগী শ্রমণগণ সংসারের ওই শোক-দুঃখ-বেদনাকেই একমাত্র সত্য জ্ঞান ক'রে ভীত হ'য়ে পড়েন। সেই ভয় থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে তাঁরা সংসারত্যাগ ক'রে অরণ্যে গিয়ে আধ্যাত্মিক তপশ্চর্যায় স্বার্থপরের ন্যায় কেবল-মাত্র নিজ আত্মার মুক্তিসাধনে প্রয়াসী হন। তাঁদের তপস্যাব্রত নিতান্ত স্বার্থপর।

সেদিন গৌতম ব'লেছিলেন, ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন দুঃখ-প্রপীড়িত সমগ্র জীবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নতুন কোনো শ্রমণপন্থার প্রতিষ্ঠা হয়, তখনও কি তুমি এই সিদ্ধান্তেই অবিচল থাকবে?

গৌতমের সম্মুখে আজ সে-পন্থা আলোকোদ্ভাসিত!

কিন্তু সংসারের সকল মানুষই কি কঠোর শ্রমণ-জীবন গ্রহণে সক্ষম? তা অসম্ভব—অবাস্তব! সংসারসুখের আকর্ষণ নর-নারীকে চিরকাল আকৃষ্ট ক'রে রেখেছে—ভবিষ্যতেও রাখবে। সংসারে দুঃখ যেমন সত্য, তেমনই সত্য আকর্ষণের সূত্রস্বরূপ মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রেম-প্রীতি। সেই কোমল বৃত্তিগুলি বিকশিত করে মানুষের হৃদয়কে। এবং অন্যতর বাস্তব সত্য হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া, দম্ভ এবং নৃশংস হ'লেও সর্বাত্মক কর্তৃত্বের কঠোর বৃত্তি! সুতরাং কোমল বৃত্তিগুলির সম্যক্ বিকাশ এবং কঠোর বৃত্তিগুলির প্রশমন যদি সম্ভব হয় তাহ'লে গৃহী মানুষের জীবনচর্যাও হ'য়ে

উঠবে কল্যাণগর্ভ। কল্যাণস্নিগ্ধ হবে গৃহস্থাশ্রম, মঙ্গলপূত হবে দুঃখতাপসন্তপ্ত নর-নারীর হৃদয়!

সেই তো গৌতমের আরব্ধ ব্রত! সেই তো সদ্ধর্ম!

অষ্টমার্গিক সাধন-পন্থাকে পালনের ব্রত গ্রহণ ক'রে কেউ যদি সংসারত্যাগ ক'রে শ্রমণ-জীবন যাপনে ইচ্ছুক এবং সক্ষম হয়, সে ত্যাগ করুক সংসার। কিন্তু গৃহ-জীবনই যার কাম্য, তার নিকটেও নিজের উপলব্ধিজাত সত্যচতুষ্টয়ের স্বরূপ উন্মোচন ক'রবেন গৌতম। দুঃখের নির্বাণ গৃহীর নিকট প্রত্যাশা করা অবাস্তব। কিন্তু দৈনন্দিন সংসারজীবনে সহজভাবে অষ্টমার্গের অষ্টশীল পালনে নর-নারীর হৃদয় হবে পরিশীলিত ; হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া এবং লোভের ন্যায় কুপ্রবৃত্তি হবে সংযত। করুণা এবং মৈত্রীভাবনায় যদি উদ্বুদ্ধ হয় নরনারীর হৃদয় তাহ'লে অনিবার্য পরিণাম শোক, দুঃখ, জরা, মৃত্যু, পরিদেবনকে জ্ঞাত হ'য়েই মানুষ পালন ক'রে চ'লবে তার সংসারজীবন।

আচার্য আলাড় কালামের কথা বারংবার গৌতমের স্মরণে আসছে!

করুণা, মৈত্রী, মুদিতা এবং উপেক্ষা মার্গের দীক্ষাদাতা সেই মহর্ষি ধ্যান-সমাধি মার্গের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দান ক'রলেও সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে গৌতমের জ্ঞানকে অপূর্ণ রাখেননি। নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যদর্শনে শ্রেষ্ঠ পারঙ্গম দার্শনিক তিনি। জ্ঞানমার্গী সাংখ্যদর্শনে তিনি সংবেদনবিহীন চিত্তে পরম শূন্যময়তার উপলব্ধিতে ব্যর্থ হ'য়ে অবলম্বন ক'রেছিলেন সপ্তস্তর ধ্যান-সমাধিমার্গ। তাঁর সাধনায় তিনি সিদ্ধকাম। জাগতিক সকল বৃত্তি থেকে বিমুক্ত হওয়ার কারণেই তাঁর হৃদয় উদার, উন্মুক্ত আকাশের মতো! সেই মহর্ষি বেদনাবিধুর হৃদয়ে গৌতমকে বিদায় দান ক'রেছিলেন। আত্মাভিমানে আহত হননি তিনি। নিজেই উদ্দেশ দান ক'রেছিলেন অষ্টসমাপত্তিপারজ্ঞ ঋষি রুদ্রক রামপুত্রের। উদারহৃদয় আচার্য তাঁর কনিষ্ঠতম শিষ্যকে আন্তরিক আশীর্বাদ অভিসিঞ্চন সহ ব'লেছিলেন, তোমার জিজ্ঞাসা অনন্ত, তোমার উদ্দিষ্ট সম্যক বোধি সম্বন্ধে ধারণা ক'রতেও আমি অক্ষম। তবুও আশীর্বাদ করি, তুমি তোমার প্রার্থিত সম্বোধি লাভ করো! আজ আমি তোমার আচার্য, তুমি আমার শিষ্য। কিন্তু তুমি যদি সর্বজীবের দুঃখনিবৃত্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করো, সেদিন সানন্দে তোমার নিকট দীক্ষাগ্রহণ ক'রে তোমাকে আমার আচার্যরূপে বরণ ক'রবো!

উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে গৌতমের হৃদয়।

কি বিরাট উদারহৃদয় আচার্যের পাদমূলে প্রথম শ্রমণ-জীবনে তপস্যার সুযোগ হ'য়েছিল তাঁর! গৌতম এতকাল পরে সেই সম্বোধিলাভ ক'রেছেন জ্ঞাত হ'লে তিনিই সম্ভবত সর্বাপেক্ষা আনন্দিত হবেন। আচার্যের ধ্যানসমাধিমার্গের সেই আত্মমোক্ষকামী উদ্দেশ্যে গৌতম তুষ্ট থাকতে পারেননি, এ-কথা সত্য। কিন্তু করুণা, মৈত্রী, মুদিতা এবং উপেক্ষার সেই ধ্যানমার্গের শিক্ষা তাঁর চিত্তবৃত্তিকে ক'রেছে সুসংহত, অবসাদশূন্য। বজ্রাসনে আসীন অবস্থায় ধ্যান-সমাধির পরমপ্রশান্তি নির্মূল ক'রেছে গৌতমের অন্তর্বৃত্তিচারী জাগতিক আকর্ষণবোধের ক্ষীণতম অবশেষকে।

মহর্ষির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন গৌতম।

তাঁকে শিষ্যত্বে বরণের চিন্তা ধৃষ্টতা। তিনি আচার্য। আচার্যের আসনেই

থাকবেন মহর্ষি। কিন্তু সম্বোধিলাভের বার্তা সর্বাগ্রে জ্ঞাপন ক'রতে হবে তাঁকে। তাঁর আশীর্বাদ পুনরায় গ্রহণ ক'রে তারপর আরম্ভ ক'রতে হবে সদ্ধর্মপ্রচার!

উত্তরাভিমুখে যাত্রারম্ভ এবার!

কিন্তু এই যাত্রারম্ভের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিগত ষড়বর্ষব্যাপী তপস্যাকালে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাত্রাপর্বে যে ব্যাকুল অন্বেষা, অতৃপ্তি, হতাশা ছিল তাঁর অনুক্ষণ চিত্ত-সঙ্গী, এবার তার সামান্যতম চিহ্নমাত্র বিলীন।

সম্বোধিলাভে শ্রমণ গৌতম এখন গৌতম বুদ্ধ!

করুণাঘন নয়নযুগল প্রসন্ন দীপ্তি-উদ্ভাসিত। পদক্ষেপে প্রশান্ত অথচ তেজোবীর্যসম্পন্ন গতিবেগ। পরিপ্লুত প্রশান্তি-সমাহিত চিত্তে পরম উপলব্ধির প্রেরণা!

উরুবিল্বের স্নেহদাত্রী অরণ্যপ্রকৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রলেন বুদ্ধ। বিদায় গ্রহণ ক'রলেন সেই অশ্বত্থবৃক্ষের নিকট—যার পাদমূলে ব'সে সম্বোধি অর্জন ক'রেছেন তিনি। সতত প্রবহমানা নৈরঞ্জনার নিকটেও বিদায়গ্রহণ হ'ল নীরবে। সূর্যোদয়ের পূর্বেই এক প্রত্যূষে উত্তরাভিমুখে যাত্রারম্ভ ক'রলেন গৌতম বুদ্ধ।

উরুবিল্ব থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোশলরাজ্যসীমান্তবর্তী বিন্ধ্যকোষ্ঠের দূরত্ব অকিঞ্চিৎকর নয়। প্রতিদিন তিন যোজনের কিঞ্চিদধিক পথ অতিক্রম করা সম্ভব হ'লেও সেখানে উপস্থিত হ'তে কয়েক পক্ষ সময়ের প্রয়োজন হবে।

কয়েকদিন অতিবাহিত হ'ল পথে পথে।

সেদিন উত্তপ্ত দিবা দ্বিপ্রহর। এক চণ্ডালগৃহ থেকে প্রাপ্ত ভিক্ষান্ন সহ পথিপার্শ্বে এক জলাশয়ে অবগাহন ক'রে এক আম্রবৃক্ষতলে উপবেশন ক'রলেন বুদ্ধ। আহার্য গ্রহণের পর কয়েক দণ্ড বিশ্রাম। পুনর্বার সন্ধ্যাসমাগম পর্যন্ত পরিব্রাজন। রাত্রিকালে বিরতি।

সদ্য ভিক্ষাপাত্র থেকে আহার আরম্ভ ক'রেছেন বুদ্ধ, সেই সময়ই অপর এক আজীবিক এসে উপনীত হ'লেন আম্রবৃক্ষতলে। আজীবিকের নাম উপক। বুদ্ধের পূর্বপরিচিত তিনি। বৈশালিতে দণ্ডিকপুত্রের শিষ্যরূপে দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন-মূলক কঠোর তপশ্চর্যা কালে উপকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বুদ্ধের। তিনিও যোগী। কিন্তু পন্থা পৃথক।

কয়েকবর্ষ অদর্শনে অতিবাহিত হ'লেও উভয়েই উভয়কে অভিজ্ঞাত ক'রতে সক্ষম হলেন। উপক অপলক নেত্রে কয়েকমুহূর্ত দৃষ্টিপাত ক'রে রইলেন বুদ্ধের প্রতি। শ্রমণ গৌতমের অঙ্গের চীবর নিতান্তই জীর্ণ, কিন্তু দেহকান্তি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। তাঁর মুখমণ্ডলে সৌম্য প্রশান্তির দীপ্তি। তারপর দৃষ্টিপাত ক'রলেন বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রে। অতি সহজেই অনুমান করা যায়, সে ভিক্ষান্ন নিতান্ত দরিদ্র কোনো গৃহ থেকে সংগৃহীত। উপকের হস্তস্থিত ভিক্ষাপাত্র সুখাদ্যে পরিপূর্ণ। তার মধ্যে মৎস্য এবং মাংস খণ্ডও বিদ্যমান।

উপক প্রশ্ন ক'রলেন, তুমি কি আজ কোনো সম্পন্ন গৃহ থেকে ভিক্ষালাভে ব্যর্থ হ'য়েছ, গৌতম?

স্মিতহাস্যে বুদ্ধ ব'ললেন, ব্যর্থ হ'য়েছি এ-কথা বলা সঙ্গত নয় উপক। আমি ভিক্ষার্থে সম্পন্ন কিম্বা অসম্পন্ন গৃহস্থের বিচার করি না। পথপরিক্রমণকালে নিকটবর্তী যে জনপদ অতিক্রম করি, সেই জনপদেরই কোনো গৃহদ্বারে ভিক্ষা প্রার্থনা

করি। আজ এই আহার্য নিকটবর্তী চণ্ডালপল্লী থেকে প্রাপ্ত। চণ্ডালগণ নিতান্ত দরিদ্র, তা নিশ্চয়ই তোমার অজ্ঞাত নয়?

—চণ্ডালপল্লীর অন্ন!—বিমূঢ় বিস্ময়ে কয়েকমুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন উপক।—তুমি চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ করো?

—করি। তোমার সম্মুখেই তো তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, উপক!

—কোন্ মার্গে এখন তোমার তপশ্চর্যা?

—সদ্ধর্মের যথার্থ সত্যমার্গ।

—তার অর্থ? সদ্ধর্ম! এ মার্গের নাম তো এযাবৎ শুনিনি!—কার প্রবর্তিত?

—আমারই উপলব্ধিজাত। সে-মার্গের প্রবর্তন ক'রবো আমি।

—তুমি নতুন মার্গ প্রবর্তন ক'রবে! কী বলছো, গৌতম?

—আমি সম্বোধিলাভ ক'রেছি, উপক! আত্মমোক্ষকামী যোগতপস্যা কিম্বা প্রচলিত সকল শ্রমণপন্থাই আমি বর্জন ক'রেছি। সদ্ধর্ম সর্বজীবের, সর্বলোকের কল্যাণের ধর্ম। সেই ধর্ম প্রচারের পূর্বে আমি আমার প্রথম শ্রমণজীবনের আচার্য মহর্ষি অলাড় কালামের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কোশলরাজ্য অভিমুখে যাত্রা করেছি।

—অলাড় কালাম? তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করা তো আর সম্ভব হবে না, গৌতম! তিনি কিছুকাল পূর্বে দেহত্যাগ ক'রেছেন।

—আচার্য দেহত্যাগ ক'রেছেন!

—হ্যাঁ, গৌতম। আমি কোশল থেকেই আসছি। লক্ষ্যস্থল রাজগৃহ। আমি পূর্বেও লক্ষ্য ক'রেছি, রাজগৃহ আমাদের ন্যায় আজীবিক-ভিক্ষু-শ্রমণের পক্ষে তপস্যার আদর্শস্থান। ভিক্ষা সে-নগরে সহজলভ্য; তপস্যার উপযুক্ত পর্বতগুহারও অভাব নেই। তুমি অলাড় কালামের উদ্দেশ্যে যাত্রার এই বিফল প্রচেষ্টা থেকে বিরত হও। ইচ্ছা হ'লে আমার সঙ্গে রাজগৃহে চলো।

উপকের এ-কথার কোনো উত্তর দিলেন না বুদ্ধ। তার পরিবর্তে প্রশ্ন ক'রলেন, তুমি কি মহর্ষির আশ্রমে তপস্যারত কৌণ্ডিণ্য, অশ্বজিৎ, মহানাম প্রমুখ পঞ্চতাপসের সংবাদ কিছু জানো?

—জানি। তোমার বৈশালি ত্যাগের অল্পকাল পরেই তারাও কৃচ্ছ্রসাধনভিত্তিক তপস্যার উদ্দেশ্যে বৈশালি গমন করেছিল। কিন্তু সে তপস্যারীতিও তাদের নিকটে অর্থহীন বোধ হওয়ায় তারা বারাণসী গমন ক'রেছে। বারাণসীর উপকণ্ঠে ঋষিপত্তন নামক স্থানে মৃগদাবে তারা বর্তমানে তপস্যানিরত। তারা ঋষিপত্তনের পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু নামেই সমধিক পরিচিত। বিগত বর্ষে আমি বারাণসীতে বর্ষাবাস করেছি। তারা এখনো মৃগদাবেই আছে, তা আমি জানি। কিন্তু গৌতম, তাদের সংবাদে তোমার প্রয়োজন কী?

—পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু আমার শ্রমণ-জীবনের একদা-সতীর্থ। তাহ'লে আমি তাদের নিকটেই গমন ক'রবো।

উপক ব'ললেন, সে ইচ্ছা থেকে বিরত হওয়াই সম্ভবত তোমার পক্ষে সমীচীন, গৌতম! তুমি কৃচ্ছ্রসাধনের কঠোরতা সহ্য ক'রতে না পেরে বৈশালি থেকেই বিপরীত পন্থা অবলম্বনের নামে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলে, সে-সংবাদ তারা জ্ঞাত। শীর্ণদেহকে পুনর্বার পুষ্ট করবার জন্য, তাম্রবর্ণকে পুনর্বার গৌরবর্ণে

রূপান্তরিত করবার জন্য তপস্যারীতি ভঙ্গ ক'রে তুমি তখন পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার্য গ্রহণ করোনি কি? এই তো আমি প্রত্যক্ষে দর্শন করছি, তোমার দেহ হয়েছে দিব্যকান্তি, কঠোর তপস্যার লেশমাত্র চিহ্ন তোমার অবয়বে কিম্বা দৃষ্টিতে নেই! আমাদের ন্যায় কঠিন, রুক্ষ শ্রমণ-জীবন তোমার পক্ষে কষ্টকর। তপোবনের নিরাপদ, নিশ্চিত আশ্রমিক জীবনই সম্ভবত তোমার পক্ষে উপযুক্ত!

স্মিত হাস্য স্ফুরিত হ'ল গৌতম বুদ্ধের মুখে। ব'ললেন, তুমি তো দীর্ঘকাল পূর্বে সংসারত্যাগ ক'রে আজীবিকের কঠোর ব্রত গ্রহণ ক'রেছ উপক! তোমার অন্বিষ্ট সিদ্ধি কি তুমি লাভ ক'রেছ?

উপক ঈষৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেন, সিদ্ধি সহজলভ্য নয়, গৌতম! সুদীর্ঘ তপস্যার অন্তে সিদ্ধিলাভ ঘটে। আমিও অবশ্যই একদিন সিদ্ধিলাভ ক'রবো। হয়তো আরও তপস্যাসাপেক্ষ। তার জন্য আমি প্রস্তুত। কিন্তু তুমি? যতদূর জানি, তুমি তপোভ্রষ্ট পলাতক। তোমার মুখে এ-প্রশ্ন শোভন নয়, গৌতম!

বুদ্ধ প্রশান্তস্বরে মৃদু হাস্যে ব'ললেন, তপোব্রতী আজীবিকের পক্ষেও কি ক্রোধ এবং উত্তেজনা শোভন, উপক? উত্তেজিত হয়ো না। আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। তোমার এই সুদীর্ঘ শ্রমণ-জীবনে তুমি কি ভেদাভেদজ্ঞান থেকে নিজেকে বিযুক্ত ক'রতে সক্ষম হ'য়েছ?

—কোন্ ভেদাভেদজ্ঞান? ভিন্ন মতাবলম্বী শ্রমণপন্থীগণের সঙ্গে? কেন বিযুক্ত ক'রবো? আমি যে-পন্থায় আস্থাস্থাপন করেছি, সে-পন্থা অনুসরণ করতে গেলে অন্য পন্থীর সঙ্গে মতভেদ তো অনিবার্য!

—আমি সে ভেদাভেদের কথা বলিনি, উপক। আমি ব'লছি, জাতিভেদ, বর্ণভেদের কথা।

-হ্যাঁ, সে ভেদাভেদজ্ঞান থেকে আমি অবশ্যই বিমুক্ত। ছিলাম ব্রাহ্মণসন্তান, এখন আজীবিক। এখন আমার জাতি-বর্ণ বিচারের প্রশ্ন নেই।

—অস্পৃশ্য ব'লে পরিচিত কোনো চণ্ডালগৃহে তুমি কি কদাপি ভিক্ষান্ন গ্রহণ ক'রেছ?

—না, প্রয়োজন হয়নি। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য গৃহপতিগণ থাকতেও চণ্ডালগৃহে ভিক্ষা প্রার্থনার প্রয়োজন কী? তা ভিন্ন, তাদের নিজেদেরই তো আহার সংস্থান হয় না।

—সংস্থান না হওয়া সত্ত্বেও তারা কিন্তু ভিক্ষার্থী শ্রমণকে ভিক্ষাদান করে। তোমার সম্মুখে আমার এই ভিক্ষাপাত্রই তার প্রমাণ! কিন্তু ভিক্ষাগ্রহণ কালে কে ক্ষত্রিয়, কে ব্রাহ্মণ, কে বৈশ্য—সে-পরিচয় কোন্ উপায়ে তুমি নিরূপণ করো?

—অতি সহজ উপায়। প্রশ্ন ক'রলেই কে কোন্ বর্ণ তা নিরূপণ করা যায়।

—বর্ণবিভাগে এখনও পর্যন্ত তুমি তাহ'লে আস্থাবান?

—আমার আস্থা-অনাস্থায় বর্ণভেদের কোনো তারতম্য হয় না, গৌতম! কারণ বর্ণভেদ প্রথা সামাজিক রীতি অনুযায়ী প্রচলিত।

—সামাজিক সেই রীতি কি গৃহত্যাগী আজীবিক তপস্বীর পক্ষেও প্রযোজ্য? শ্রমণের পন্থা-ভেদ থাকতে পারে কিন্তু বর্ণভেদ থাকে না, উপক!

—বৃথা তর্কে প্রবৃত্ত হয়ো না, গৌতম! শ্রমণের বর্ণভেদ না থাক, পবিত্রতা-অপবিত্রতার ভেদজ্ঞান অবশ্যই থাকা কর্তব্য! শ্রমণের নিকটেও চণ্ডাল অপবিত্র।

কারণ, পূর্বজন্মকৃত পাপের হেতু চণ্ডালরূপে তার জন্ম। তুমি নিজে ভ্রষ্ট শ্রমণ ব'লেই চণ্ডালগৃহের অপবিত্র অন্ন তোমার ভক্ষ্য! আত্মশুদ্ধ কোনো পবিত্র শ্রমণের পক্ষে এই হীন আচরণ সম্ভব নয়!

—আমি তপোভ্রষ্ট নই, উপক! ভ্রান্ত তপশ্চর্যারীতি ত্যাগ ক'রেছি মাত্র! আমার তপস্যায় আমি সিদ্ধ। সম্যক্ বোধি লাভ ক'রেছি আমি।

—তোমার বোধিলাভ সম্বন্ধে আমার কোনো আগ্রহ নেই। হ'তে পারে, নিজের কল্পনায় তুমি বোধিলাভ ক'রেছ ভেবে আত্মপ্রচারে উন্মুখ। প্রচলিত সকল দুরূহ তপস্যামার্গে ব্যর্থ হ'য়ে তুমি যে অগত্যা পলায়ন ক'রেছিলে, এ-সত্য কি তুমি অস্বীকার ক'রতে পারো? নিজস্ব কোনো মার্গ হয় না, গোতম! অতএব তোমার স্বকপোলকল্পিত তপস্যামার্গ সম্বন্ধে আমি বিন্দুমাত্র কৌতূহলী নই। অপবিত্র চণ্ডালগৃহ থেকে ভিক্ষান্ন গ্রহণ ক'রে নিজেকে যদি তুমি উদার ধর্মজ্ঞরূপে প্রতিষ্ঠা ক'রতে চাও, সে-চেষ্টা ক'রে দেখতে পারো, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্যর্থতা তোমার অনিবার্য!

—উপক! নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার লক্ষ্য আমার নয়। আমার লক্ষ্য সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা!

—সদ্ধর্ম!

—হ্যাঁ, সদ্ধর্ম। যে-ধর্ম মার্গ শ্রমণ এবং গৃহী উভয়েরই পক্ষে কল্যাণজনক।

—তুমি উন্মাদের ন্যায় প্রলাপোক্তি ক'রছো, গোতম! তোমার সঙ্গে বাক্যালাপে আর কালক্ষেপ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি চলি—

উপক কালবিলম্ব না ক'রে রাজগৃহ অভিমুখে পদক্ষেপ ক'রলেন।

*　　　*　　　*　　　*

কৌণ্ডিণ্য বয়োজ্যেষ্ঠ।

পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর অপর ভিক্ষুচতুষ্টয় এযাবৎকাল তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। গোতম যেদিন অলাড় কালামের তপোবন পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, সেদিনের পরেও প্রায় এক বর্ষ কাল তাঁরা সেই তপোবনে অবস্থান ক'রেছিলেন। তারপর দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনার তপশ্চর্যায় কোশল, মগধ এবং নিকটবর্তী অন্যান্য অঞ্চলে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। সর্বশেষে তাঁরা উপনীত হ'য়েছিলেন বৈশালিতে। জিন পার্শ্বনাথের নির্দেশিত তপশ্চর্যায় কিছুকাল নিরত থাকার সময় প্রিয় সতীর্থ গোতম সম্বন্ধে অন্যান্য শ্রমণগণের মুখে তাঁরা যা শুনেছিলেন, তা অপ্রিয়। বেদনাহত হ'ল কৌণ্ডিণ্য, অশ্বজিৎ, বাষ্প, ভদ্রিক এবং মহানামের হৃদয়। গোতম তখন বৈশালি ত্যাগ ক'রেছেন। কোথায় যাত্রা ক'রেছেন, কেউ তা ব'লতে সক্ষম হননি। পঞ্চতাপস কেবল এই তথ্যই জানলেন যে, দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনার তপস্যায় সিদ্ধির সমীপবর্তী হ'য়েও শ্রমণ গোতম একদিন সে-পন্থা পরিত্যাগ ক'রলেন। বিলাসপ্রিয় ভিক্ষুর ন্যায় পুনর্বার পুষ্টিকর ভোজ্য এবং সর্বাঙ্গআবরক আরামপ্রদ কাষায়বস্ত্রের প্রতি পূর্ণভাবে আকৃষ্ট হ'য়েছেন। বৈশালি ত্যাগ ক'রে কোথায় গমন করবেন, কোনো সতীর্থ শ্রমণকেই তা ব'লে যাননি। সুতরাং তিনি কোথায় অবস্থান ক'রছেন, জীবিত আছেন অথবা দেহান্ত ঘ'টেছে, কেউ তা জানে না। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুও তা

জানতে পারেননি। গোতম সম্বন্ধে তাঁদের হৃদয়ে যে শ্রদ্ধাবোধ ছিল, তা হ'ল বিনষ্ট। গোতম কোনোদিন তপোভ্রষ্ট হবেন, এ ছিল অকল্পনীয়। পঞ্চভিক্ষু কৃচ্ছ্রসাধনের তপস্যাতেই নিরত রইলেন। কিন্তু বৈশালি ত্যাগ ক'রে একদিন যাত্রা ক'রলেন বারাণসীর উদ্দেশে। সুপ্রাচীন বারাণসীর উপকণ্ঠে বরুণা নদীর কূলে ঋষিপত্তনে আরম্ভ ক'রলেন নতুন তপস্যা। এ-স্থানও তপোবনেরই মতো। অরণ্যে অসংখ্য মৃগ নির্ভয়ে বিচরণ করে। তাদের নামেই বনাঞ্চলের নাম মৃগদাব। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে পঞ্চভিক্ষুর তপস্যা এবং দিনযাপন সম্পন্ন হ'তে লাগলো।

আষাঢ়-পূর্ণিমার দিন বুদ্ধ পদার্পণ ক'রলেন ঋষিপত্তনে।

দিবা দ্বিতীয় প্রহর তখন সদ্য সূচিত হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে প্রবল বারিবর্ষণ হ'য়েছে। সূর্যালোক পুনরায় উদ্ভাসিত। কিন্তু সময়োপযোগী খরতাপবর্ষী নয়। বৃষ্টিধারায় স্নাত মৃগদাবের তৃণ-শষ্প, বৃক্ষলতার শ্যামলিমা স্নিগ্ধ।

কৌণ্ডিণ্যই সর্বপ্রথম দূর থেকে বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছেন। দিব্যকান্তি গোতম ধীর, শান্ত পদক্ষেপে তাঁদেরই কুটির অভিমুখে আগমন ক'রছেন। অঙ্গে কাষায়বস্ত্র আপাদলম্বিত, মস্তকও মুণ্ডিত এবং হস্তে ভিক্ষা-করঙ্ক। গোতম তাহ'লে এখনো শ্রমণ-জীবন যাপন ক'রছেন! বৈশালিতে জিন পার্শ্বনাথের অনুগামী তপস্বীগণের নিকট জ্ঞাত তথ্য কি ভ্রান্ত?

অশ্বজিৎ, ভদ্রিক, বাষ্প এবং মহানামকে দ্রুত আহ্বান ক'রলেন কৌণ্ডিণ্য। তাঁরা সকলেই তখন ভিক্ষা-সংগ্রহ পরিক্রমায় বহির্গত হওয়ার জন্য উদ্যোগ ক'রছেন। কৌণ্ডিণ্যের আহ্বানে সকলেই দ্রুতপদে অঙ্গনে এসে সমবেত হ'লেন। অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলেন, সত্যই সেই গোতম!

অশ্বজিৎ ব'ললেন, গোতমের দিব্যকান্তি দেখে মনে হচ্ছে, বৈশালিতে আমরা যে কথা শুনেছিলাম, তা সত্য। কঠোর সাধনার পথ পরিত্যাগ ক'রে সে নির্বিঘ্ন এমন কোনো শ্রমণপন্থার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে যার ফলে উপাদেয় আহার্য গ্রহণ এবং দেহকে এইরূপ সুপুষ্ট করা সম্ভব! মনে হচ্ছে যেন, জনৈক অভিজাত লিচ্ছবি তার বহু-বিচিত্র উজ্জ্বলবর্ণ পরিধেয় ত্যাগ ক'রে শ্রমণের ছদ্মবেশ ধারণ ক'রেছে!

ভদ্রিক ব'ললেন, যথার্থ বলেছ অশ্বজিৎ! আমাদের অবয়বে তপশ্চর্যানিমিত্ত যে কার্কশ্য, তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই গোতমের অবয়বে!

মহানাম ব'ললেন, যদিও গোতম একদা আমাদের প্রিয় সতীর্থ ছিল কিন্তু বিগত কয়েকবর্ষে বহুবার সে তপস্যারীতি পরিবর্তন ক'রেছে। তার ন্যায় অস্থিরচিত্ত ব্যক্তিকে সাদর অভ্যর্থনা করা কি উচিত কার্য হবে?

মহানামের বক্তব্য সমর্থন ক'রলেন বাষ্প। তিনি ব'ললেন, আমরা বর্তমান অবস্থায় দৈহিক নিগ্রহের যে তপস্যায় নিরত, সে-তপস্যার সঙ্গে গোতমের যে কোনো সংযোগই নেই, তার অবয়ব থেকেই তা সুস্পষ্ট।

কৌণ্ডিণ্য ব'ললেন, গোতম আরো নিকটবর্তী হয়েছে। তোমাদের বক্তব্য সবই হয়তো সত্য। কিন্তু একটি বিষয় কি তোমরা লক্ষ্য করেছ? গোতমের মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে এক সুগভীর অনাবিল প্রশান্তি! এই দিব্যপ্রশান্তি কিন্তু গোতমের মুখমণ্ডলে পূর্বে দেখিনি! কেবল গোতম কেন, আমাদের এই দীর্ঘ তাপস-জীবনে কোনো শ্রমণের ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করিনি!

অশ্বজিৎ ব'ললেন, তাহ'লে তোমার কি এই অভিমত যে, গৌতমকে আমরা যথারীতি অভ্যর্থনা ক'রবো?

কৌণ্ডিণ্য ব'ললেন, হ্যাঁ, আমার সেইরূপই অভিমত। কারণ, আমার মনে হচ্ছে, যে কোনো সূত্রে হোক আমাদের সংবাদ সংগ্রহ ক'রে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যই এই মৃগদাবে গৌতমের আগমন। হ'তে পারে আমাদের অনুসৃত সঠিক পন্থার সঙ্গে তার বর্তমান পন্থার দুস্তর ব্যবধান, কিন্তু প্রাক্তন সতীর্থরূপে তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনে ক্ষতি কী? আমরা আমাদের পন্থায় তপশ্চর্যা ক'রে চ'লবো, সে তার পন্থা অনুসারে অন্য কোথাও চ'লে যাবে। উপযাচক হ'য়ে সাক্ষাৎ যখন ক'রতে এসেছে তখন বাধাদান করা অনুচিত।

ভদ্রিক ব'ললেন, তোমার কথাই রক্ষিত হোক!

অশ্বজিৎ ব'ললেন, তোমার কথায় সম্মত হচ্ছি কৌণ্ডিণ্য। কিন্তু কুটিরে আগত অন্য শ্রমণকে সম্ভ্রম জ্ঞাপনের জন্য দণ্ডায়মান হ'য়ে মস্তক নত করবার যে শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, সে-শিষ্টাচার পালন করা কিন্তু এক্ষেত্রে সম্ভব হবে না!

মহানাম, বাষ্প, ভদ্রিক সকলেই অশ্বজিতের এ-প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন ক'রলেন।

কৌণ্ডিণ্য ব'ললেন, তোমরা যেরূপ সঙ্গত বিবেচনা করো তাই করবে। বয়োজ্যেষ্ঠ-রূপে কেবল আমিই শিষ্টাচার পালনের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রছি।

কুটিরপ্রাঙ্গণের সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'লেন বুদ্ধ।

তাঁর মুখমণ্ডলে অপরিমেয় প্রশান্তির উদ্ভাস অধিকতর স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে! আয়ত নয়নযুগলে এক সুগভীর প্রতীতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত! উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে তাঁর সর্বাবয়বে অপূর্ব সুষমা!

কৌণ্ডিণ্য শিষ্টাচার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হওয়ার পূর্বেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় প্রথমেই দণ্ডায়মান হ'লেন অশ্বজিৎ। বুদ্ধের মুখমণ্ডলের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নির্ণিমেষ। ভদ্রিক, বাষ্প এবং মহানামও বিস্মৃত হ'লেন তাঁদের পূর্বমুহূর্তের সিদ্ধান্তকে। কৌণ্ডিণ্যের সঙ্গে তাঁরাও শিষ্টাচার প্রদর্শন ক'রলেন বুদ্ধকে।

কুশল বিনিময়ের পর একখানি নাতিউচ্চ কাষ্ঠাসন এনে প্রাঙ্গণপার্শ্বস্থ ন্যগ্রোধ-বৃক্ষের ছায়ায় স্থাপন করলেন অশ্বজিৎ। ভিক্ষুর শিষ্টাচার অনুযায়ী বুদ্ধের হস্ত থেকে তাঁর ভিক্ষাকরঙ্ক নিজ হস্তে গ্রহণ ক'রলেন কৌণ্ডিণ্য। পদপ্রক্ষালনের জন্য জল নিয়ে এলেন মহানাম।

বুদ্ধের কাষায়বস্ত্র জীর্ণ কিন্তু দেহকান্তি সমুজ্জ্বল; দৃষ্টিতে পরম প্রশান্তি। তপোভ্রষ্ট শ্রমণের দৃষ্টিতে এ-অনাবিল প্রশান্তি কিরূপে সম্ভব?

তৎসত্ত্বেও সংশয় নিরসন হয় না। পঞ্চভিক্ষু পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় ক'রলেন। কী এর রহস্য? কেন গৌতম এতকাল পরে তাঁদের নিকট উপস্থিত?

কৌণ্ডিণ্য প্রশ্ন ক'রলেন, গৌতম! তোমার পরিধানে এখনো পর্যন্ত শ্রমণের কাষায়বস্ত্র কিন্তু তুমি যে এই কয়েক বর্ষে বিভিন্ন শ্রমণ-পন্থা অনুসরণ এবং বর্জন করেছ, সে-সংবাদ কি সত্য?

—আয়ুষ্মান কৌণ্ডিণ্য! এ-সংবাদ সত্য।

—অধুনা কোন্ পন্থা তোমার?

—সদ্ধর্মের পন্থা। তপশ্চর্যায় অবশেষে আমি সম্যক বোধি লাভ ক'রেছি।

—কী ব'লছো তুমি?—বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন মহানাম, তপশ্চর্যার সকল পন্থা বর্জন ক'রে তুমি বোধি লাভে সক্ষম হ'য়েছ?

—আমি যথার্থই বলছি, আয়ুষ্মান!

ভদ্রিক ব'ললেন, গৌতম! তুমি সপ্তস্তর সমাধিমার্গে বোধিলাভ করোনি, অষ্টসমাপত্তি মার্গেও ব্যর্থ হ'য়েছিলে, এ-কথা কি সত্য নয়?

—উভয় সমাধি মার্গেই আমি সফল হয়েছিলাম, আয়ুষ্মান! কিন্তু কেবলমাত্র আত্মমোক্ষ লাভই আমার উদ্দিষ্ট নয় ব'লে উভয় পন্থাই পরিত্যাগ করতে বাধ্য হ'য়েছিলাম।

বাষ্প ব'ললেন, দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনার মার্গই সর্বোত্তম। আমরাও অবশেষে সেই মার্গই অবলম্বন ক'রেছি। কিন্তু তুমি বৈশালিতে গমন ক'রে সেই সর্বোত্তম মার্গের তপশ্চর্যায় নিয়োজিত হ'য়েও নিতান্ত ভীরুর ন্যায় তা পরিত্যাগ ক'রেছ! উপরন্তু, পুষ্টিকর আহার্যের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে নিজেকে তপোভ্রষ্ট করেছ! তোমার দেহকান্তিই প্রমাণ, তুমি দুরূহ তপশ্চর্যার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন!

—এ-কথাও সত্য, আয়ুষ্মান!

—তাই যদি হয় তাহ'লে সম্যক বোধিলাভ তোমার পক্ষে কিরূপে সম্ভব? সদ্ধর্ম মার্গের গভীরতম জ্ঞান অর্জনের অহমিকা প্রকাশ কি তোমার পক্ষে কি অনুচিত নয়?—ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে ব'ললেন অশ্বজিৎ।

স্মিতহাস্যে বুদ্ধ ব'ললেন, আয়ুষ্মান অশ্বজিৎ! যতকাল আমরা একত্রে ছিলাম, আমাকে কোনোদিন অহমিকা প্রকাশ ক'রতে দেখেছ কি?

—তা দেখিনি।—ব'ললেন ভদ্রিক।—কিন্তু এই কয়েকবর্ষে তোমার সঙ্গে আমাদের অদর্শন। তোমার মানসিক গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা অবগত নই। সুতরাং সম্যক বোধি সম্বন্ধে তোমার ঘোষণা আমাদের নিকট অহমিকা প্রকাশ রূপেই প্রতিভাত হওয়া স্বাভাবিক!

কৌণ্ডিণ্য ব'ললেন, ভদ্রিক! গৌতমের বক্তব্য জ্ঞাত না হ'য়ে তার প্রতি এই উষ্মা প্রকাশ অসমীচীন। গৌতম! আমাদের কৌতূহল নিবারণ করো! প্রচলিত যাবতীয় মার্গ বর্জন ক'রে এমন কোন্ মার্গের সন্ধান পেয়েছ, যার দ্বারা সম্যক বোধিলাভ অর্জন ক'রতে সক্ষম হ'য়েছ তুমি?

—দুই 'অন্ত' বর্জিত মধ্যমার্গ।—উত্তর দিলেন গৌতম।

—দুই অন্ত বর্জিত মধ্যমার্গ! তার অর্থ?—প্রশ্ন ক'রলেন কৌণ্ডিণ্য।

স্মিতহাস্যে পরম প্রশান্ত স্বরে বুদ্ধ ব'ললেন, ইন্দ্রিয় সম্ভোগে এবং বিত্তবিলাস প্রাচুর্যের মধ্যেই সুখ আছে, এইরূপ বিশ্বাসই প্রথম 'অন্ত।' এই অন্তটি হীন-জনোচিত এবং অনর্থাবহ। এবং তপশ্চর্যার নামে দেহকে চূড়ান্তভাবে নিপীড়ন করাই দ্বিতীয় 'অন্ত'। এই নিগ্রহ-নিপীড়নে সত্যকে লাভ করা যায় না। পরন্তু, দেহ ক্ষীণ হ'তে হ'তে চিন্তাশক্তিকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে। তপশ্চর্যার জন্য তেজোবীর্যসম্পন্ন সুস্থ দেহ এবং প্রভূত মানসিক শক্তির প্রয়োজন। দেহকে নিগ্রহ-নিপীড়নে নিস্তেজ ক'রে দিলে কেমন ক'রে গভীর তপশ্চর্যা সম্ভব? আয়ুষ্মান কৌণ্ডিণ্য! প্রথম অন্তটি পরিত্যাগ ক'রে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রেছিলাম। আচার্য অলাড় কালামের শিক্ষায় কঠোর ধ্যানসমাধি মার্গে তপশ্চর্যা ক'রেছি কিন্তু বিশ্রামকালে

স্পষ্ট অনুভব ক'রেছি, বাহ্যত ইন্দ্রিয়সম্ভোগ ত্যাগ ক'রলেও ইন্দ্রিয়লালসা মন থেকে বিদূরিত হয়নি। আচার্য রুদ্রকের শিক্ষাগ্রহণের পরেও অন্তরের অন্তস্তলে সেই একই বৃত্তির অস্তিত্ব! ভেবেছিলাম, চূড়ান্ত কৃচ্ছ্রসাধনার পথেই হয়তো নির্মূল হবে কামলালসার অবশেষ এবং লাভ ক'রবো আমার উদ্দিষ্ট সত্য। চূড়ান্ততম কৃচ্ছ্রসাধনা ক'রে আমি মৃতকল্প হ'য়েছিলাম কিন্তু সত্যজ্ঞান লাভ হয়নি। আমার চিন্তাশক্তি পর্যন্ত নির্জীব হ'য়ে গিয়েছিল। উপরন্তু, সেই কঠোরতম আত্মনিগ্রহের পরেও আমি অনুভব ক'রলাম, দেহ-ই ধ্বংসোন্মুখ হয়েছে মাত্র, মন থেকে লালসা নির্মূল হয়নি। তারপরই আমি দৈহিক নিগ্রহ মূলক এই দ্বিতীয় 'অন্ত' পরিত্যাগ করি। আমি উপলব্ধি ক'রলাম, চিত্তবৃত্তি যতক্ষণ না সর্ববাসনাবিমুক্ত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যজ্ঞান লাভের আশা দুরাশা। চিত্তের স্বাভাবিক তেজ এবং বীর্য ভিন্ন সেই স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। এইকারণেই আমি পুনরায় আহার্যগ্রহণ আরম্ভ ক'রেছিলাম। কারণ, দেহের সুস্থতা না থাকলে চিত্তও থাকবে দুর্বল। আয়ুষ্মান বাষ্প! বিলাসবহুল আহার্যে আমার আকর্ষণ ছিল না। দেহকে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে রক্ষা করবার নিমিত্ত যেটুকু আহার্যের প্রয়োজন তাই আমি গ্রহণ ক'রেছি। বৈশালি ত্যাগ ক'রে আমি প্রথমে যাই রাজগৃহ নগরে। কিন্তু রাজগৃহেও আমি অনাবিল, নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশ লাভে ব্যর্থ হ'য়ে গমন করি গয়নগরীর নিকটস্থ উরুবিল্ব জনপদের নদীতীরস্থ অরণ্যে। সেইস্থানেই আমার উদ্দিষ্ট সত্যজ্ঞান লাভ ক'রেছি। লাভ ক'রেছি সদ্ধর্মের মার্গ!

এক গভীর স্তব্ধতা।

বুদ্ধের মুখমন্ডলে দীপ্তি-সমুদ্ভাসিত দৃষ্টির প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত ক'রে কখন যে পঞ্চভিক্ষু তন্ময় হ'য়ে গেছেন, সে-কথা তাঁদের নিজেদেরই মনে নেই।

অল্পক্ষণ নীরবতার পর বুদ্ধ পুনরায় ব'ললেন, যে সম্যক বোধি আমি লাভ ক'রেছি, তা সর্বজীবের কল্যাণকর। কেবলমাত্র আত্মমোক্ষকামী স্বার্থমগ্ন তপস্বীর জন্য নয়। তোমরাই আমার শ্রমণ-জীবনের প্রথম সতীর্থ। আমার লব্ধ জ্ঞান তোমাদের নিকট ব্যক্ত করবার উদ্দেশ্যেই আমি উরুবিল্ব থেকে এই ঋষিপত্তনে এসেছি।

কৌণ্ডিণ্য প্রশ্ন ক'রলেন, সে জ্ঞানের স্বরূপ কী?

—সত্যচতুষ্টয় সে-জ্ঞানের সারমর্ম।—উত্তর দিলেন বুদ্ধ।

—কী সে সত্যচতুষ্টয়?—সংশয়যুক্ত কিন্তু উৎসুক প্রশ্ন কৌণ্ডিণ্যের।

...জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ, অপ্রিয়-সমাগম, প্রিয়জন-বিয়োগ—এসকলই দুঃখময়। এই দুঃখসমুদয় প্রথম সত্য।...

...কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিনাশতৃষ্ণা ইত্যাদি বারংবার উৎপন্ন দুঃখসমুদয় দ্বিতীয় সত্য।...

...দুঃখ পরিহারের সংকল্পে দৃঢ়চিত্তে ওই সকল তৃষ্ণা থেকে মুক্তিলাভই দুঃখনিরোধ প্রতিপদা নামক তৃতীয় সত্য।...

...দুঃখনিরোধের উদ্দেশ্যে সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি—এই অষ্টমার্গ অবলম্বনই চতুর্থ সত্য।...

—এর দ্বারাই কি আত্মার মুক্তি সম্ভব?—প্রশ্ন ক'রলেন অশ্বজিৎ।

—আত্মার স্বরূপ কী, তার আকার কিরূপ, মৃত্যুর পর তার অস্তিত্ব থাকে কিনা

অথবা তা অবিকৃতভাবে পরলোকে গমন করে কিনা, এ-সকল প্রশ্নের চর্চায় কেবল বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি হয় অশ্বজিৎ! পৃথিবীতে দুঃখের অবধি নেই। সে-দুঃখ মানুষের মনোজগতে সর্বদা বিচরণকারী তৃষ্ণা থেকেই উৎপন্ন। সুতরাং অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বনে তৃষ্ণানিরোধ এবং দুঃখনিরোধই কর্তব্য! তৃষ্ণার নির্বাণেই সকল দুঃখের নির্বাণ।

দিবসের দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত।

পঞ্চভিক্ষু নির্বাক, তন্ময়। প্রচলিত সকল শ্রমণ-পন্থার মূল তত্ত্ব তাঁদের জ্ঞাত। যেহেতু আত্মাই সর্বপ্রকার জাগতিক দুঃখ-কষ্টের মূল এবং আত্মার ধারক এই অপবিত্র দেহ, সেই হেতু দেহকে তপস্যার মাধ্যমে ক্লেশ দান ক'রে আত্মার মুক্তি অর্জনের সাধনায় তাঁরা রত। গৌতমের সদ্য বিবৃত তত্ত্ব তাঁদের নিকট সম্পূর্ণ নতুন!

বুদ্ধ তখনো বিবৃত ক'রে চ'লেছেন তাঁর বোধিসঞ্জাত উপলব্ধি।

অবিদ্যাই সকল কিছুর আদি হেতু। অবিদ্যা যেহেতু অজ্ঞানতা, সেই হেতু অবিদ্যা থেকে জাত সংস্কারও ভ্রান্ত। সংস্কার থেকে উৎপন্ন হয় বিজ্ঞান। উৎস ভ্রান্ত ব'লে বিজ্ঞানও ভ্রান্ত। এইভাবে ভ্রান্তির ভিতর দিয়েই বিজ্ঞান থেকে নামরূপ —নামরূপ থেকে ষড়ায়তন—ষড়ায়তন থেকে স্পর্শ—স্পর্শ থেকে বেদনা—বেদনা থেকে সৃষ্টি হয় সেই অকল্যাণকারী তৃষ্ণার। তৃষ্ণার দুর্মদ শক্তিই ক্রমান্বয়ে উপাদান এবং ভব থেকে সম্পন্ন করে জাতি বা জন্ম। তারপর বিভিন্ন দুঃখের সেই অমোঘ সত্য হয় বাস্তব!

দুঃখনিরোধগামিনী-প্রতিপদা নামক অষ্টাঙ্গিক তপস্যামার্গ শ্রমণ-ভিক্ষুর। কিন্তু দুঃখতাপ-জর্জরিত লক্ষ লক্ষ গৃহী মানুষ? তৃষ্ণাতাড়িত হ'য়ে তারা কি দুঃখচক্রের আবর্তনে আবর্তিত হ'য়েই চ'লবে?...তাহ'লে বোধিলাভে কী ফল? কী লাভ সত্যজ্ঞান অর্জনে?

শ্রমণ এবং গৃহী—উভয়ের কল্যাণসাধনই সদ্ধর্ম!

যে-ব্যক্তি সংসার ত্যাগ ক'রে অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনায় অর্হৎ হ'তে সংকল্পবদ্ধ, সে হোক ভিক্ষু-শ্রমণ। কিন্তু কেবল নিজের দুঃখ নির্বাণের লক্ষ্যই যেন তাকে স্বার্থপর না করে! সংসার-জীবনে দুঃখতাপিত নরনারীর উদ্দেশ্যে তাকে প্রসারিত ক'রে দিতে হবে মৈত্রী-করুণা স্নিগ্ধ সেবাব্রতের উদার হস্ত। গৃহী ব্যক্তি তপস্যায় অক্ষম হ'তে পারে কিন্তু অষ্টমার্গের ভিত্তিতে দৈনন্দিন জীবনে অষ্ট শীল পালনের দ্বারা সংসারজীবনকে তারা কলুষমুক্ত ক'রতে পারে। জন্ম যখন হয়েছে, তখন জরা এবং মৃত্যুর ন্যায় অমোঘ সত্যকে তপোসিদ্ধ শ্রমণও অতিক্রম ক'রতে পারবে না, গৃহীও পারবে না। কিন্তু দুঃখরূপ সত্যের কার্য-কারণ জ্ঞাত হ'লে দুঃখবিমোচনের প্রয়াস গৃহীর পক্ষেও সম্ভব। সম্যক্ দৃষ্টির জ্ঞানালোকদানে সংসারী মানুষের হৃদয় থেকে অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা, লোভ, মোহ ইত্যাদি অকল্যাণজনক বৃত্তিগুলি দূর করাও হবে ভিক্ষুর তপশ্চর্যার অঙ্গ। বিবিধ বিষ-জর্জরিত লোক-জীবনে শান্তি, শ্রী, কল্যাণের স্পর্শ দান ক'রবে শ্রমণ।

গৃহী নর-নারী তার পরিবার-পরিজন এবং জনপদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু গৃহত্যাগী শ্রমণ বন্ধনহীন ব'লেই তার পরিব্যাপ্তি সর্বজীবনে।

এই হবে সদ্ধর্ম!

কৌণ্ডিণ্য সর্বাগ্রে করযোড়ে নতজানু হ'লেন বুদ্ধের সম্মুখে।

—হে করুণাঘন বুদ্ধ! হে শাস্তা! এতকাল আত্মমোক্ষের সন্ধানে ভ্রান্ত, স্বার্থপর পন্থায় নিষ্ফল তপস্যা ক'রেছি! আপনার সদ্ধর্মের দীক্ষাদানে আমাকে ধন্য করুন!

করযোড়ে নতজানু হ'লেন অশ্বজিৎ, বাষ্প, মহানাম এবং ভদ্রিক।

—হে সুগত! হে সম্বুদ্ধ! সদ্ধর্মের এই মার্গ মহত্তম। আজ থেকে আমরাও ত্যাগ ক'রছি ভ্রান্ত তপশ্চর্যা। সদ্ধর্মের দীক্ষাদানে আমাদেরও দীক্ষিত করুন!

বুদ্ধের অর্ধনিমীলিত নয়নযুগলে পরম প্রশান্তি।

॥ ১১ ॥

কাশীর লক্ষণাধ্যক্ষ এবং অন্যতম বিত্তশালী শ্রেষ্ঠীর পুত্র যশোদেব।

যৌবনারম্ভ থেকেই অপরিমিত বিলাস-ব্যসন-সম্ভোগে নিমজ্জিত যশের জীবনের আকস্মিকভাবেই একদিন এলো ক্লান্তিবোধ। দুঃসহ ক্লান্তি, চরম বীতস্পৃহা।

এক গভীর রাত্রিতে গৃহত্যাগ ক'রলে যশ। লক্ষ্য অনির্দিষ্ট। পাথেয় বিতৃষ্ণা। ভোগের আতিশয্য যশকে ক'রেছে বৈরাগ্যমুখীন।

প্রত্যূষকাল।

চতুর্দিক নিরীক্ষণ ক'রে যশ বুঝতে পারলো পদব্রজে সে উপনীত হ'য়েছে ঋষিপত্তনে। নদীতীরে বৃক্ষতলে ধ্যানসমাহিত এক দিব্যজ্যোতি শ্রমণকে দেখে অপলক দৃষ্টিতে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলো যশ। অপেক্ষা ক'রলে শ্রমণের ধ্যানভঙ্গকাল পর্যন্ত। তারপর তাঁর চরণবন্দনা ক'রে সকাতরে ব'ললে, শ্রমণ! আপনি কে, তা আমি জ্ঞাত নই। সংসার-জীবনে ভোগসুখে চূড়ান্ত বিতৃষ্ণায় আমি গৃহত্যাগ ক'রেছি। আমি শান্তি চাই! আমার মন ব'লছে, আপনি আমাকে পথনির্দেশে সক্ষম! আমাকে আপনার শিষ্যত্বদানে অনুগৃহীত করুন!

যশের বিতৃষ্ণাকে পরীক্ষা ক'রলেন বুদ্ধ। তারপর তাকে দান ক'রলেন উপসম্পদা। ক্রোরপতি শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ হ'ল ভিক্ষু যশ।

যশের ব্যাকুল পিতা-মাতা পুত্রের অন্বেষণে উন্মাদ প্রায়। পুত্রের সন্ধান যখন পাওয়া গেল তখন সে মুণ্ডিতমস্তক পীত কাষায়ধারী নবীন শ্রমণ।

পুত্রকে আর কোনোক্রমেই গৃহধর্মে প্রত্যাবর্তন করানো যাবে না তা বুঝলেন শ্রেষ্ঠী। অশ্রুসজল নয়নে শ্রেষ্ঠী এবং শ্রেষ্ঠীপত্নী গ্রহণ ক'রলেন সদ্ধর্মের দীক্ষা। কিন্তু তাঁরা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করেননি। গৃহী রূপে তাঁরা উপাসক এবং উপাসিকা অভিধায় হ'লেন চিহ্নিত। যশের যুবতী পত্নীও গ্রহণ ক'রলো উপাসিকা-ব্রত।

যশের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ বিমল, সুবাহু, পূর্ণজিৎ এবং গবম্পতি। প্রিয়তম সুহৃদের এই পরিবর্তনে প্রথমে তারা হয়েছিল বিস্মিত, ব্যথিত, বিচলিত। পূর্ণ-যৌবনে সুখসম্ভোগের অবারিত উপকরণ পরিত্যাগ ক'রে কে বরণ করে কঠোর শ্রমণ-জীবন? এত বড়ো ভ্রান্তি কেন ক'রলো যশ?

সুহৃদচতুষ্টয় ঋষিপত্তনে এসে কয়েকদিন যশের মতি পরিবর্তনের চেষ্টা ক'রলো। কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা!

যশের একটিই উত্তর, আমি শান্তির সন্ধান লাভ ক'রেছি।

কিছুদিন পর সুহৃদগণেরই মতি পরিবর্তিত হ'তে লাগলো। তাদের চেয়ে বহুগুণে বিত্তশালী গৃহের যুবক যশ ঋষিপত্তনে শ্রমণ গৌতমের নিকট এমন কোনো শান্তি-সম্পদ লাভ ক'রেছে, যার নিকট বিত্ত-বৈভব-নারীসঙ্গের আকর্ষণও তুচ্ছ! সে সম্পদ কী? যশ যদি সেই শান্তিতেই হৃদয় পরিপূর্ণ ক'রে নিতে পারে তাহ'লে তারাই বা পারবে না কেন?

কিছুকাল পরে একদিন দেখা গেল, উপসম্পদা গ্রহণের জন্য বিমল, সুবাহু, পূর্ণজিৎ এবং গবম্পতি ঋষিপত্তনে এসে উপস্থিত।

মৃগদাবে প্রথম উপসম্পদা গ্রহণ ক'রেছিলেন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু। পঞ্চবন্ধুর যোগদানে শ্রমণ সংখ্যা হ'ল দশ।

তখন বর্ষার চাতুর্মাস্যা যাপনের কাল।

সর্বত্র সকল শ্রমণ সম্প্রদায়ই চাতুর্মাস্যা পালনের কালে একই স্থানে অবস্থান করেন। বুদ্ধও সে-রীতির ব্যতিক্রম ক'রলেন না। আষাঢ় পূর্ণিমার দিন তিনি এসেছিলেন ঋষিপত্তনে। বর্ষাকাল অবশ্য তার পূর্বেই আরম্ভ হ'য়েছিল। শরৎকালের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রতে হবে। তারপর অন্য কোনো দিকে যাত্রা।

ধর্মদেশনা এবং ধ্যান প্রতিদিনের অপরিহার্য কর্ম।

বর্ষাবাসকালে তাই ক'রে চ'ললেন বুদ্ধ। তাঁর উপলব্ধিজাত তত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা জ্ঞানসম্পন্ন ক'রতে লাগলেন দশ ভিক্ষুর চিত্ত।

দিবাভাগে একবার ভিক্ষার্থে জনপদে গমন ভিক্ষুর করণীয়।

জনপদের নর-নারী বুদ্ধের সৌম্য, প্রশান্ত, দিব্যকান্তি দর্শন ক'রে যতখানি বিস্মিত হয়, তার চেয়েও অধিক বিস্মিত হয় তাঁর শক্তির কথা চিন্তা ক'রে। এই শ্রমণ কোন্ সে প্রবল শক্তির অধিকারী, যার দ্বারা তিনি যশের ন্যায় ক্রোরপতি পিতার সন্তান বিলাস-উচ্ছৃংখল যুবকের অঙ্গে তুলে দিয়েছেন ভিক্ষুর চীবর—হস্তে তুলে দিয়েছেন ভিক্ষাপাত্র! গৃহবধূগণ সসংকোচে ভিক্ষাদান করে যশের ভিক্ষাপাত্রে। বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে প্রশান্তবদন যশের দিকে। যশের অন্যান্য সুহৃদও অবস্থাপন্ন গৃহের সন্তান। তাদেরও কোনো অভাব নেই। কিন্তু তারাও কেন ভিক্ষুর জীবন বরণ ক'রেছে, তার কোনো উত্তর পায় না জনপদবাসী।

চাতুর্মাস্যা যাপনের কাল প্রায় সমাপ্ত হ'তে চ'লেছে।

ভিক্ষুসংঘের ভিক্ষুগণকে বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত করবার কার্যও অনেক-দূর অগ্রসর। চাতুর্মাস্যা অন্তে কোথায় যাত্রা করতে হবে, কেবল সেই সম্বন্ধেই তখনও কিছু প্রকাশ করেননি সুগত।

উরুবিল্ব!

যে উরুবিল্বের মৃত্তিকা, অরণ্যানী, স্রোতোস্বিনী নৈরঞ্জনা এবং উদার, উন্মুক্ত প্রকৃতি তাঁকে সম্বোধিদানে সদ্ধর্মের পথপ্রদর্শন ক'রেছে, সেই উরুবিল্বে আর একবার গমন ক'রতে হবে!

চাতুর্মাস্যা অতিক্রান্ত। শারদসমাগমে পথ-পথান্তর সুগম।

ভিক্ষুসংঘের দশজনকেই একদিন একত্রে আহ্বান ক'রলেন বুদ্ধ। উরুবিল্বের উদ্দেশ্যে যাত্রার পূর্বে নির্দেশ দান ক'রতে হবে ভিক্ষুগণকে।

—হে ভিক্ষুগণ!, আমি যেরূপ সকল জাগতিক এবং অতিজাগতিক বন্ধন থেকে বিমুক্ত, তোমরাও সেইরূপ বন্ধনমুক্ত হয়েছ। বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, মনুষ্যের কল্যাণের জন্য তোমরা দিকে দিকে যাত্রা করো। দুই ভিক্ষু একই পথে গমন ক'রো না। প্রত্যেকেরই পথ হবে পৃথক। তোমরা সেই সদ্ধর্ম প্রচার করো—যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং পর্যাবসানে কল্যাণ!

ভিক্ষুগণ সসম্ভ্রমে সম্মতি জ্ঞাপন ক'রলেন।

কৌণ্ডিণ্য ব'ললেন, শাস্তা! আপনি কি এই স্থানেই অবস্থান করবেন?

—না, কৌণ্ডিণ্য। আমি যাত্রা ক'রবো উরুবিল্বের উদ্দেশ্যে। সদ্ধর্মের প্রচারই আমার লক্ষ্য। তোমরা প্রত্যেকেই যে যার কর্তব্য সম্পাদন ক'রে উরুবিল্বে আমার সঙ্গে মিলিত হবে! এই আমার নির্দেশ!

—আরাধ্য দেবতার নির্দেশ অবশ্যই পালিত হবে, প্রভু!—ব'ললেন যশ।

—অর্হৎ যশ! আমি তোমাদের আরাধ্য নই—তোমাদের আরাধ্য সদ্ধর্ম! তা ভিন্ন, আমি দেবতাও নই, আমি মানুষ। তোমাদেরই মতো রক্ত-মাংস-অস্থিমজ্জা বিশিষ্ট দেহধারী মানুষ। আমি তোমাদের সদ্ধর্মের পথ-প্রদর্শক মাত্র!

—আমি যে আপনাকে দেবতারূপেই হৃদয়ে স্থান দিয়েছি, প্রভু!

—কোনো দেবতাকে তুমি কখনও প্রত্যক্ষ ক'রেছ?

—না, শাস্তা!

—দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তুমি কি নিঃসংশয়?

—না, শাস্তা। পুরাণ এবং প্রাজ্ঞজন বলেন, দেবতার অস্তিত্ব আছে।

—পুরাণকার এবং প্রাজ্ঞজন দেবতার দর্শন লাভ ক'রেছেন, এরূপ কোনো প্রমাণ কি তাঁরা দান ক'রেছেন?

—সেরূপ কোনো প্রমাণের কথাও আমি অবগত নই। শাস্ত্র বলে, এ-জগৎ ঈশ্বর সৃষ্ট।

—যা প্রত্যক্ষ করোনি, যার প্রমাণ সম্বন্ধে অনবগত, তা নিয়ে অনাবশ্যক চিন্তায় কী লাভ যশ? হে ভিক্ষু! এই জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট—এইরূপ তত্ত্ব যাঁরা প্রতিপাদন করেন, তাঁদের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা এই যে, এই জগতে মনুষ্য, প্রাণী যে-সকল সুখ, দুঃখ অথবা উপেক্ষা ভোগ করে, সে-সকলই ঈশ্বরসৃষ্ট? তাই যদি সত্য হয় তাহ'লে তাঁরা যদি অসত্যবাদী, কলহপরায়ণ, হিংস্র, দ্বেষপরায়ণ, পরস্বাপহারী, মিথ্যাদর্শী কিম্বা অপরের প্রাণঘাতক হন, তাহ'লে তাঁদের সেই অসৎ বৃত্তিগুলিও ঈশ্বরেরই সৃষ্টি? হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমরাও এই কথা স্বীকার করো যে, ঈশ্বরই এই বৃত্তিগুলির স্রষ্টা তাহ'লে সদাচরণ, সৎচিন্তা, সৎকর্মের প্রতি উৎসাহ থাকে না। লোককল্যাণগর্ভ সদ্ধর্মে কি সেইরূপ অনুৎসাহ কাম্য?

ভিক্ষু যশ আবেগাপ্লুত কণ্ঠে ব'ললেন, না শাস্তা। এরূপ মনোভাব কাম্য নয়।

বুদ্ধ ব'ললেন, লোককল্যাণে পূর্ণহৃদয়ে আত্মনিয়োগ করো ভিক্ষুগণ! তার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হবে সদ্ধর্ম!

কৌণ্ডিণ্য ব'ললেন, সুগত বুদ্ধের নির্দেশ অবশ্যই পালিত হবে! তাঁর সদিচ্ছা এবং আশীর্বাদ হোক আমাদের পাথেয়!

উরুবিল্বের নৈরঞ্জনাতীরে পুনর্বার পদার্পণ!

নৈরঞ্জনা সেই একইভাবে প্রবাহিত হ'য়ে চ'লেছে। নদীর অপরতীরে বালুকাবেলা থেকে বহুদূর পর্যন্ত কাশকুসুমের সমারোহ। সুনীল আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ ধবল মেঘ। অরণ্যে সেই একই সুমিষ্ট পক্ষীকূজন।

যে অশ্বত্থবৃক্ষমূলে বোধিলাভ হয়েছিল, ঈষৎ বায়ুহিল্লোলে আন্দোলিত সেই বৃক্ষের পত্ররাজি যেন বারংবার ইঙ্গিতে আহ্বান ক'রছে! মর্মরিত অরণ্য যেন তার মর্মরধ্বনি দ্বারাই প্রশ্ন ক'রছে, কোথায় ছিলে এতদিন? আমার নির্মল ছায়া, আমার প্রদত্ত সুমিষ্ট ফল, আমার আশ্রিত সঙ্গীত-কুশল পক্ষীসমূহের স্নিগ্ধ সঙ্গীত কি তোমার তাপিত হৃদয়কে শীতল ক'রতে সক্ষম হয়নি?

...প্রকৃতি এত উদার কিন্তু মনুষ্যবৃত্তি এত অনুদার হয় কেন?...

...সদাচরণের দ্বারা যে-জীবনকে দুঃখের মধ্যেও সুন্দর করা সম্ভব, কেন মানুষ হিংসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, বিনাশে উন্মত্ত হ'য়ে সেই জীবনকে ক'রে তোলে আরও দুঃখময়, আরও করুণ?...হিংসার অগ্নি ভয়াবহ। ঈর্ষ্যার অগ্নি কালান্তক। বিদ্বেষবিষ হৃদয়কে জর্জরিত করে। ঘৃণাবৃত্তি হৃদয়কে করে সংকীর্ণ।...অমৃতময় করুণা এবং মৈত্রী অবহেলিত!...

অগ্নিহোত্রী উরুবেলকাশ্যপ অশীতিপর বৃদ্ধ কিন্তু জরা তাঁকে স্পর্শ ক'রতে সক্ষম হয়নি।

কেবল উরুবিল্বেই নয়, প্রবীণতম অগ্নিহোত্রী তপস্বীরূপে সমগ্র মগধরাজ্যে তাঁর খ্যাতি। জটাজুটধারী সেই ব্রাহ্মণ তপস্বীর সঙ্গে বোধিলাভের পূর্বেই একবার পরিচয় হয়েছিল বুদ্ধের। তখন তিনি বুদ্ধ নন—তাঁর পরিচয় ছিল শ্রমণ গৌতম। নবীন শ্রমণের স্বকৃত তপোমার্গ এবং অভীষ্ট লক্ষ্যের কথা শুনে তাঁকে উন্মাদ সিদ্ধান্ত ক'রেছিলেন উরুবেলকাশ্যপ তথা মহাকাশ্যপ। তাঁর অপর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় গয়াকাশ্যপ এবং নদীকাশ্যপও জ্যেষ্ঠের অনুবর্তী। তাঁরাও অগ্নি-তাপস। প্রত্যেক ভ্রাতারই তপোবন নৈরঞ্জনাতীরে কিঞ্চিৎ দূরে দূরে অবস্থিত।

মহাকাশ্যপকে সমগ্র মগধরাজ্যের অধিবাসী তপোসিদ্ধ ঋষি ব'লেই সম্ভ্রম করে। তিনি নিজেও এ-যাবৎকাল নিজেকে সিদ্ধযোগীরূপেই মনে ক'রে আসছেন। তবুও মধ্যে মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জাগ্রত হয় তাঁর হৃদয়ে। সত্যই কি তিনি অগ্নিতপস্যায় সিদ্ধ? কতকাল যাবৎ অনির্বাপিত অগ্নিহোত্র রক্ষা ক'রেছেন, যাগযজ্ঞ, হবি-প্রদান কোনো অনুষ্ঠানেই ত্রুটি করেননি। কিন্তু সিদ্ধিলাভে ঋষিচিত্তে যে অলৌকিক উপলব্ধি জাগ্রত হয়, আজও তো তা হ'ল না! তবে কি এ কেবল বিশ্বস্তভাবে প্রচলিত বিশ্বাসের ঐতিহ্য রক্ষামাত্র? যে মোক্ষের উদ্দেশ্যে তাঁর সমগ্রজীবনব্যাপী অগ্নিহোত্র-তপস্যা, কোথায় সে মোক্ষলাভের ইঙ্গিত?

বুদ্ধ পুনর্বার উরুবিল্বে আগমন ক'রেছেন, এ-সংবাদ কর্ণগোচর হ'য়েছিল সুজাতার। কর্ণগোচর হ'য়েছে নন্দা, নন্দাবলা, প্রিয়া, সুপ্রিয়া, বনগুপ্তা এবং

উরুবিল্বিকারও—যারা বোধিলাভের পর বিভিন্ন দিনে দিব্যজ্যোতি শ্রমণকে আহার্য নিবেদন ক'রে ধন্যা হ'য়েছিলেন।

দিব্য শ্রমণ বুদ্ধের সদ্ধর্মের বার্তা শ্রবণে তাদের প্রত্যেকেই উদ্‌গ্রীব।

কিন্তু সংসার? উচ্ছ্বসিত নবযৌবন? এই গৃহী-জীবন যে তাদের পরম প্রেয়!

অভয়দান ক'রলেন বুদ্ধ।

—ভগ্নীবৃন্দ! তোমাদের শ্রমণী-জীবন গ্রহণের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, এই সংসারজীবন তোমাদের প্রিয়। উপরন্তু, আমি এখনও কোনো শ্রমণী সংঘ স্থাপন করিনি। তোমরা সংসারজীবন যাপন ক'রে সদাচারের অষ্টশীল পালন করো!

—কেমন ক'রে তা সম্ভব, প্রভু?—উৎকণ্ঠিত কিন্তু হর্ষোৎফুল্ল প্রশ্ন ক'রলে সুজাতা।

—সম্ভব ভগ্নী! তোমরা মাতৃজাতি। তোমাদের সদাচরণপূত কল্যাণীমূর্তি এই দুঃখময় সংসারজীবনেও জাগতিক শান্তির প্রলেপনদানে সক্ষম। তোমরা কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক অকুশল কর্মসমূহ থেকে অসম্পৃক্ত থেকে ধর্মাচরণে গৃহধর্ম পালন করো!

...পরস্বাপহরণ, কামব্যভিচার এবং প্রাণনাশ—এই তিনটি কায়িক পাপকর্ম।...

...অসত্যভাষণ, অভব্যবাক্য, কলহ এবং অর্থহীন বৃথা বাক্য—এই চারটি বাচনিক পাপকর্ম।...

...লোভ, অপরের সর্বনাশের ইচ্ছা এবং যথার্থ সত্যের প্রতি নাস্তিকদৃষ্টি—এই তিনটি মানসিক পাপকর্ম।...

ভগ্নীবৃন্দ! তোমরা কুশলকর্মের দ্বারা এই অকুশল কর্মগুলিকে পরিহার ক'রে চ'লবে। তাহ'লেই সদ্ধর্মাচরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে! তোমাদের আখ্যা আজ থেকে হ'ল—উপাসিকা।

আনন্দাপ্লুত চিত্তে সুজাতা এবং অন্যান্য যুবতী প্রণিপাত ক'রলে বুদ্ধের চরণে।

বিগলিতচিত্তে ভক্তি প্রগাঢ়স্বরে সুজাতা ব'ললে, হে নররূপী দেবতা! আশীর্বাদ করুন, যেন তা পারি!

বুদ্ধ বললেন, ভগ্নী সুজাতা! তোমাকে পূর্বেও ব'লেছিলাম, এখনও বলছি—আমি নররূপী দেবতা নই—আমি তোমাদেরই মতো মানুষ। দেবতা আছেন কিনা আমি জ্ঞাত নই। থাকলেও কোথায় তাঁর কিম্বা তাঁদের অবস্থান, তাও আমার অজ্ঞাত। আমি মানুষরূপেই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ক'রেছি : আমার এ-দেহ মানুষের মতোই একদিন ধ্বংস হবে!

হেমন্ত ঋতু সমাপ্ত।

কৌণ্ডিণ্য প্রমুখ ভিক্ষুবৃন্দ একে একে এসে উপনীত হচ্ছেন উরুবিল্বে।

সকলেই প্রথমে বিস্ময়বিমূঢ় হ'য়ে গেলেন।

মহাতপস্বীরূপে দিগ্বিদিক খ্যাত সুপ্রবীণ বয়োবৃদ্ধ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ মহাকাশ্যপ বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেছেন। কেবল তিনিই ন'ন, তাঁর তপস্বী ভ্রাতৃদ্বয় নদীকাশ্যপ এবং গয়াকাশ্যপও অগ্নিহোত্র বর্জন ক'রেছেন। তদ্গতচিত্তে গ্রহণ

ক'রেছেন সদ্ধর্মের অনুশাসন। সেই সঙ্গে প্রত্যেক ভ্রাতারই শিষ্যসমূহ অনুসরণ ক'রেছেন নিজ নিজ আচার্যের পদাঙ্ক।

ধর্মদেশনায় শিশিরঋতুর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অতিবাহিত হ'ল উরুবিল্বে। তারপর একদিন শিষ্যবর্গসহ রাজগৃহ নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা ক'রলেন সুগত বুদ্ধ।

উত্তর-পূর্বাভিমুখী যাত্রাপথ এবার। প্রায় সপ্তযোজন দূরত্ব।

হর্ষঙ্কবংশীয় সম্রাট ভট্টিকের পুত্র বিম্বিসার মগধ-নৃপতি। তিনি বৈদিক-ব্রহ্মণ্য ধর্মে আস্থাবান হ'লেও অবৈদিক শ্রমণ-পন্থীগণ সম্বন্ধে বিরূপ ন'ন। সেই কারণেই রাজগৃহকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন পন্থার শ্রমণ-ভিক্ষু-আজীবিক এবং দার্শনিকগণের ব্যাপক সমাবেশ। পঞ্চপর্বতবেষ্টিত সুরক্ষিত উপত্যকায় মগধের রাজধানী রাজগৃহ। পঞ্চপর্বতের প্রায় প্রত্যেকটিরই গুহায় কিম্বা অরণ্যভাগে যোগী-শ্রমণ-ভিক্ষু-আজীবিকের তপস্যাক্ষেত্র। বিভিন্ন শ্রমণপন্থার মধ্যে পঞ্চপন্থার প্রভাব রাজগৃহে অত্যন্ত শক্তিশালী। কপিলবাস্তু থেকে অভিনিষ্ক্রমণের পর প্রথম শ্রমণ-জীবনে বৈশালির এই পন্থাগুলির কয়েকটি সম্বন্ধে স্বল্প ধারণা হ'য়েছিল বুদ্ধের। পরবর্তীকালে যোগী দণ্ডিকপুত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার পর ধারণা আরো স্পষ্ট হ'য়েছিল। কিন্তু এর কোনো পন্থাই তাঁকে আকৃষ্ট ক'রে রাখতে পারেনি ব'লেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো একদিন বৈশালি ত্যাগ করে তিনি এসেছিলেন রাজগৃহে। অল্প কয়েকদিন রাজগৃহ-বাসের পরই উরুবিল্ব অভিমুখে যাত্রা।

সেই রাজগৃহ অভিমুখেই পুনর্বার যাত্রা!

হৃদয়ে সংকল্পের দৃঢ়তা। আত্মমোক্ষবাদী স্বার্থমগ্ন তপশ্চর্যার দৃঢ়মূল ভূমিতে সদ্ধর্মের প্রচার! হয়তো হ'তে হবে প্রচণ্ড প্রতিকূল শক্তির সম্মুখীন! সেই শক্তিকে জয়ের অস্ত্র হিংসা নয়, বিবাদ নয়—করুণা এবং মৈত্রী!

জিন নিগ্রন্থ নাটপুত্র রাজগৃহে এবং বৈশালিতে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শ্রমণ-পন্থার আচার্য।

তিনি নতুন কোনো দর্শনের প্রবক্তা নন। শতবর্ষেরও পূর্বে জিন পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত জৈনধর্মেরই এক শক্তিমান নবীন প্রচারক। জিন পার্শ্বনাথের নির্দেশ চতুষ্টয়ের সঙ্গে তপস্যাবিধিতে তিনি সংযুক্ত ক'রেছেন পঞ্চম নির্দেশ—সুকঠোর ব্রহ্মচর্য। আজীবিক সম্প্রদায়ের আচার্য গোশালপুত্র মক্ষরি-আচরিত দিগম্বর-ব্রতও স্বয়ং পরিগ্রহ ক'রেছেন নাটপুত্র এবং অনুগামীগণের প্রতিও সেই নির্দেশ দান ক'রেছেন। দিগম্বর ব'লেই তিনি বিশেষিত হ'য়েছেন নিগ্রন্থ অভিধায়।

আত্মার পূর্ব জন্মকৃত পাপের নিমিত্তই দুঃখের উদ্ভব। সুতরাং আত্মার আধার-স্বরূপ এই দেহকে চূড়ান্ততম নিগ্রহ ক'রলেই মোক্ষ!

নিগ্রন্থ নাটপুত্রের এই জৈনমতাবলম্বী তপস্বী বহু শ্রমণ-শ্রমণীকে বৈশালির উপকণ্ঠে একদা দেখেছেন বুদ্ধ। এই পন্থায় না হ'লেও প্রায় সমধর্মী কঠোরতম তপশ্চর্যা তিনিও করেছেন। নিষ্ফল তপস্যা! সংকীর্ণ আত্মমোক্ষলাভের সাধনা যে তাঁর ছিল না!

রাজগৃহের অন্যতম শক্তিমান দার্শনিক আচার্য বৈরাষ্ঠীপুত্র সঞ্জয়।

তাঁর প্রবর্তিত শ্রমণ-পন্থায় তপস্বীর সংখ্যা নাটপুত্রের অনুগামীগণের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। মাত্র সার্ধদুইশত শ্রমণ তাঁর অনুগামী।

বিক্ষেপবাদ সঞ্জয়ের মৌলিক দর্শন।

সঞ্জয়ের দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুকাল পূর্বপর্যন্তও কোনো ধারণা ছিল না বুদ্ধের। উরুবিল্বে মহাকাশ্যপ ভিক্ষুসংঘে যোগদানের পর তাঁর নিকট এ-সম্পর্কে কিছু জ্ঞাত হ'য়েছেন তিনি।

অস্তি এবং নাস্তির মধ্যে সঞ্জয় কোনো বিশেষ পার্থক্য নির্দিষ্ট করেন না। যদি মনে হয় পরলোক আছে, তাহ'লে আছে। যদি মনে হয় পরলোক নেই, তাহ'লে নেই। দেহ বিনষ্ট হওয়ার পর আত্মা থাকে কিম্বা থাকে না, এ-চিন্তাও বিব্রত করে না আচার্য সঞ্জয়কে।

অক্রিয়বাদী শ্রমণাচার্য পূর্ণকাশ্যপ, নিয়তিবাদী মস্করি, উচ্ছেদবাদী অজিত কেশকম্বলীর দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বৈশালিতেই জ্ঞান অর্জন ক'রেছিলেন তৎকালীন শ্রমণ গৌতম। অন্যোন্যবাদী প্রক্রুদ্ধ কাত্যায়ণ সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ ধারণা সেই সময়েই তিনি কাত্যায়ণের অনুগামী শ্রমণগণের মাধ্যমে লাভ ক'রেছিলেন।

*　　*　　*　　*

সশিষ্যবর্গ রাজগৃহে পদার্পণ ক'রলেন বুদ্ধ।

কত শত শ্রমণ-ভিক্ষু দেখে দেখে অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে নগরের অধিবাসীবৃন্দ। নতুন ক'রে আর ঔৎসুক্যও জাগে না, বিস্ময় জাগে না।

কিন্তু নবাগত পীতচীবরধারী মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণবৃন্দ তাদের দৃষ্টিতে জাগালো বিস্ময়।

মৃত্তিকায় দৃষ্টিনিবদ্ধ ক'রে অবনতমস্তকে নীরবে সুশৃংখলভাবে অগ্রসর হ'য়ে চ'লেছেন শ্রমণবৃন্দ। তাঁদের অগ্রভাগে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন, দিব্যশ্রী এক যুবক শ্রমণ। সম্ভবত তিনিই সংঘনায়ক।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়!

উরুবিল্বের সিদ্ধতপস্বী অশীতিপর বৃদ্ধ মহাকাশ্যপও রয়েছেন এই নবীন শ্রমণসংঘে! অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ অবৈদিক শ্রমণপন্থা অবলম্বন ক'রেছেন? তাঁরই প্রবর্তিত এই নবীন শ্রমণ-পন্থা?

কয়েকদিনের মধ্যেই সম্রাট শ্রেণিক বিম্বিসারের কর্ণগোচর হ'ল নতুন শ্রমণবৃন্দের আগমন-সংবাদ। শাক্যবংশীয় শ্রমণ গৌতম বোধিলাভ ক'রে এক নতুন মার্গের প্রচারে রত, এ-সংবাদ পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন বিম্বিসার। নিজে বেদবিহিত যাগযজ্ঞমূলক ধর্মাচরণে অভ্যস্ত হ'লেও শ্রমণ গৌতমের বাণী সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য আছে। বিশেষতঃ অগ্নিহোত্রী মহাকাশ্যপ এই প্রবীণ বয়সে শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব বরণ ক'রেছেন শুনে বিম্বিসারের ঔৎসুক্য অধিকতর বর্ধিত হ'ল।

দিবাভাগের চতুর্থ প্রহর সদ্য সূচিত হ'য়েছে সেদিন।

উত্তরায়ণের অস্তাচলগামী সূর্য রাজগৃহ নগরের পশ্চিম সীমানার প্রাচীর স্বরূপ বৈভার পর্বতের অন্তরালে গমন ক'রেছে। নগর-বহির্দেশের মুক্ত প্রান্তরে তখনও পর্যাপ্ত সূর্যালোক, কিন্তু পর্বত-প্রচ্ছায়ায় নগর ছায়াবৃতা।

কতিপয় অমাত্যসহ বুদ্ধের বিশ্রামস্থলে উপস্থিত হলেন বিম্বিসার।

দ্বিপ্রহরে ভিক্ষালব্ধ আহার্যে আহার-সম্পাদন শেষে ক্ষণিক বিশ্রামের পর্ব কয়েক দণ্ড পূর্বেই সমাপ্ত হ'য়েছে। বুদ্ধ তখন রত্নগিরিপর্বতের নিম্নে এক পিয়াল-বৃক্ষতলে ভিক্ষুগণের প্রতি ধর্মদেশনায় রত। নির্জন অরণ্যে অথবা জনপদসন্নিহিত অঞ্চলে দিনযাপনকালে ভিক্ষুর আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে নির্দেশ দান ক'রছিলেন তিনি।

সসম্ভ্রমে প্রণিপাতজ্ঞাপন ক'বে বিম্বিসার ব'ললেন, হে শ্রমণ! আমি এই মগধ-রাজ্যের সম্রাট শ্রেণিক বিম্বিসার। আপনার ধর্মমত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে আমি আগ্রহী।

—ভদন্ত! কল্যাণ হোক আপনার!—শান্তস্নিগ্ধস্বরে বললেন বুদ্ধ।

—আমার একটি প্রশ্ন আছে। আমি শুনেছি, আপনি সম্যক বোধিলাভ ক'রেছেন। এ-কথা কি সত্য?

—হ্যাঁ, ভদন্ত! এ-কথা সত্য। বোধিলাভের ফলেই আমি সদ্ধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছি।

—অনুগ্রহপূর্বক আপনার সদ্ধর্মের মর্মব্যাখ্যা করুন! ব্যাখা করুন তার দার্শনিক তত্ত্ব।

—ভদন্ত! সদ্ধর্মের দার্শনিক মর্মসত্য কেবল অর্হৎ শ্রমণেরই বোধগম্য এবং সাধনোপযোগী। আপনি গৃহী। দার্শনিকতত্ত্ব অনুধাবনে সক্ষম হ'লেও শ্রমণ-জীবন নিশ্চয়ই আপনার কাম্য নয়। সেই হেতু গৃহীর পালনীয় অষ্টশীলই আমি আপনার নিকট ব্যাখ্যা করছি!

—আপনার সদ্ধর্মে গৃহীরও অংশগ্রহণের অধিকার আছে।—প্রভূত বিস্ময়ে প্রশ্ন ক'রলেন বিম্বিসার।

—হ্যাঁ ভদন্ত! সর্বজীবলোকের কল্যাণেই সদ্ধর্মের পূর্ণতা। গৃহীর আচরণ-যোগ্য কুশলকর্ম তথা অষ্টশীলও সদ্ধর্মেরই অঙ্গীভূত।

—অনুগ্রহপূর্বক সেই অষ্টশীল ব্যাখা করুন, মহাশ্রমণ!—উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে বললেন সম্রাট বিম্বিসার।

অষ্টশীল সম্বন্ধে জ্ঞানদান ক'রলেন বুদ্ধ।

সুগভীর আগ্রহে বুদ্ধের বাণী শুনলেন বিম্বিসার। তারপর অভিভূতস্বরে ব'ললেন, হে মহাশ্রমণ! আজ আমার হৃদয় তৃপ্ত হ'ল! প্রথম যৌবনে আমি যখন রাজকুমার মাত্র, তখন আমার মনে পাঁচটি সঙ্গোপন অভিলাষ ছিল। প্রথম অভিলাষ, পিতার উত্তরাধিকারীরূপে আমিই যেন রাজসিংহাসনের অধিকার প্রাপ্ত হই। সে অভিলাষ আমার পূর্বেই পূর্ণ হয়েছে। আমার দ্বিতীয় অভিলাষ ছিল, কোনো ধর্মাত্মা যদি বোধিলাভে যথার্থ অর্হৎ হন, তিনি যেন আমার রাজ্যে পদার্পণ করেন। সে অভিলাষও পূর্ণ। আমি যেন সেই অর্হৎকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ক'রতে পারি, এই ছিল আমার তৃতীয় অভিলাষ। সে অভিলাষও পূর্ণ ক'রেছি আমি। আমার চতুর্থ অভিলাষ, অর্হৎ যেন আমাকে তাঁর বাণীদ্বারা অভিসিঞ্চিত করেন। সে অভিলাষও পূর্ণ। পঞ্চম অভিলাষ ছিল সেই পরম অর্হতের বাণী আমি যেন উপলব্ধি ক'রতে সক্ষম হই। আমার সে অভিলাষও সার্থক হ'ল! আমি হৃদয়ঙ্গম ক'রেছি সদ্ধর্মের অষ্টশীল।

—আপনার কল্যাণ হোক! আপনার সদাচরণে প্রজাবৃন্দের হোক, কল্যাণ!

—আমাকে আশীর্বাদ করুন মহাশ্রমণ! আগামীকল্য শিষ্যবর্গসহ আমার প্রাসাদে আহার্য গ্রহণের আমন্ত্রণজ্ঞাপন ক'রলে সে-আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন কি?

—কেন প্রত্যাখ্যান ক'রবো? আমরা ভিক্ষু। সম্রাট থেকে দরিদ্রতম গৃহী পর্যন্ত যে কেউ আমাদের আমন্ত্রণ কিম্বা ভিক্ষাদান ক'রলে তা গ্রহণ ক'রতে আমাদের কোনো অসম্মতি নেই। কিন্তু আমাদের জন্য আহার্য প্রস্তুতের উদ্দেশ্যেই যেন কোনো পশুহনন করা'না হয়! সেরূপ করা হ'লে আমরা সে অন্ন গ্রহণ ক'রবো না!

—এ নিষেধাজ্ঞা আমার স্মরণে থাকবে, মহাশ্রমণ!—বললেন বিম্বিসার। তারপর যথাবিহিত প্রণিপাত জ্ঞাপন পূর্বক প্রস্থান ক'রলেন।

পরদিবস দিবা প্রথম প্রহরের শেষভাগেই শিষ্যবর্গসহ বিম্বিসারের প্রাসাদে উপস্থিত হ'লেন বুদ্ধ। রাজপ্রদত্ত আহার্য ভিক্ষা-করঙ্কেই গ্রহণ ক'রলেন।

আহারসমাধার পর করযোড়ে বিম্বিসার ব'ললেন, হে সুগত! নগরের উত্তর প্রবেশতোরণের সন্নিকটেই নগরবহির্ভাগে আমার বেণুবন নামক একটি মনোরম উদ্যানবিহার অবস্থিত। সেই উদ্যানটি আমি আপনাকে উৎসর্গ ক'রে ধন্য হ'তে অভিলাষী!

সম্মতি দান ক'রলেন বুদ্ধ।

দান-উৎসর্গের প্রথা অনুযায়ী বুদ্ধের করাঞ্জলি সুগন্ধি বারিধারায় অভিসিঞ্চিত ক'রলেন বিম্বিসার। প্রচুর সংখ্যক বেণুকুঞ্জ, পুষ্পবৃক্ষ এবং বৃহৎ সরোবর সমন্বিত বিম্বিসারের প্রমোদকুঞ্জ বেণুবন উৎসর্গিত হ'ল বুদ্ধ এবং শ্রমণ সংঘের উদ্দেশে।

সুপরিচিত বিক্ষেপবাদী দার্শনিক শ্রমণ সঞ্জয় বৈরাষ্ঠীপুত্রের অনুগামীর সংখ্যা সার্ধদুইশত মাত্র। কিন্তু তাদের মধ্যে বিশেষভাবে দুই যুবক-শ্রমণের পাণ্ডিত্যখ্যাতি রাজগৃহ সর্বজনবিদিত।

যুবকদ্বয়ের নাম সারীপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়ন।

রাজগৃহের অদূরবর্তী উত্তরাঞ্চলে নালকগ্রামে তিষ্য নামক এক ব্রাহ্মণ এবং তাঁর পত্নী সুরূপসারীর সন্তান সারীপুত্র। পিতৃনামানুসারে তাঁর নাম উপতিষ্য। কিন্তু জননী সুরূপসারীর নামানুসারে শৈশবাবধি তিনি সারীপুত্র নামেই সমধিক পরিচিত।

নালক গ্রাম সংলগ্ন অপর একটি গ্রাম মৌদ্‌গল্যায়নের জন্মস্থান। তিনিও ব্রাহ্মণ-বংশীয় সন্তান। তাঁর প্রকৃত নাম কোলিত। কিন্তু মাতা মোদ্‌গলার পরিচয়েই মৌদ্‌গল্যায়ন নামে পরিচয় লাভ ক'রেছেন তিনি।

আশৈশব অভিন্নহৃদয় সুহৃদ সারীপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়ন। ব্রাহ্মণসন্তানরূপে বৈদিক-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করা সত্ত্বেও তাঁদের মন তৃপ্ত হয়নি। যাগ-যজ্ঞ-হোম-পশুবলি এ-সবই তাঁদের নিকট অর্থহীন ব'লে প্রতিভাত হ'ল। সারীপুত্রের মাতুল কোষ্ঠিলক ব্রাহ্মণ-সন্তান হ'য়েও যাগ-যজ্ঞের প্রভূত আড়ম্বরভিত্তিক অনুষ্ঠানে বিন্দুমাত্র আগ্রহী হননি। সেই কারণেই লোকায়ত দর্শন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য কয়েকবর্ষ পূর্বে তিনি দাক্ষিণাত্যে গমন ক'রেছেন। কারণ, উত্তরাপথে নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যদর্শনের চর্চা বিদ্যমান থাকলেও বৈদিক যাগ-যজ্ঞ বিরোধী লোকায়ত দর্শনের চর্চা লুপ্তপ্রায়। কারণ, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগত স্বার্থে প্রযুক্ত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে দৃপ্তভাবে সরব হ'য়ে

লোকায়তিক ঋষি চার্বাক যে প্রচণ্ড বিদ্রোহের সূচনা ক'রেছিলেন, সে-বিদ্রোহের ধ্বজা ধারণ করবার মতো যোগ্য উত্তরসাধক আর কেউ উত্তরাপথে আবির্ভূত হননি। সেই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ ক'রেছেন ক্ষত্রিয়-নির্ভরশীল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। রাজশক্তির অধিকারী ক্ষত্রিয়গণকে তোষণ ক'রে তাঁদেরই সাহায্যে একদিকে তাঁরা প্রসারিত ক'রেছেন যাগ-যজ্ঞ এবং অসংখ্য পশুবলির ধর্মীয় সংস্কারকে ; অন্যদিকে ধীরে ধীরে সুকৌশলে লোকায়ত দর্শন সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনাকে নির্মূলপ্রায় ক'রেছেন। বিকৃত ক'রেছেন তার ভাষ্যকে, বিকৃত ক'রেছেন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচারক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পরম শত্রুস্বরূপ ঋষি চার্বাকের বলিষ্ঠ প্রতিবাদী যুক্তিতর্ককে। সেই কারণেই উত্তরাপথে লোকায়ত দর্শন বিস্মৃতপ্রায়। তার চর্চা সীমাবদ্ধ হ'য়ে আছে দাক্ষিণাত্যে দ্রবিড় অঞ্চলে।

কোষ্ঠিলক সংকল্পে অটল।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ ক'রেই গৃহত্যাগ ক'রেছেন সেই ব্রাহ্মণসন্তান। তাঁর প্রতিজ্ঞা, যতদিন পর্যন্ত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বিরোধী সেই শক্তিশালী লোকায়ত দর্শন তাঁর অধিগত না হবে, ততদিন পর্যন্ত তিনি হস্তপদের নখসমূহ কর্তন ক'রবেন না! সেই কারণেই তিনি 'দীর্ঘনখ' নামে খ্যাত।

সারীপুত্র সেই 'দীর্ঘনখ' কোষ্ঠিলকেরই ভাগিনেয়। মাতুলের ন্যায় সংকল্প কঠোরতা তাঁর চরিত্রেও সম্ভবত ছিল। বেদ-বেদান্তে অনন্যসাধারণ পারদর্শী হ'য়েও তাঁর একদিন মনে হ'ল, সবই ব্যর্থ! তাত্ত্বিক, বুদ্ধিগ্রাহ্য, কূট তর্কসর্বস্ব জ্ঞান তাঁকে সমগ্র জীবনেও যথার্থ সত্যের অমৃতলোকে উত্তীর্ণ ক'রে দিতে সক্ষম হবে না!

নিজের অনুভূতির কথা মৌদ্‌গল্যায়নকে ব'ললেন সারীপুত্র। মৌদ্‌গল্যায়নও কিছুদিন যাবৎ এইরূপ চিন্তাই ক'রছিলেন।

অভিন্নহৃদয় সুহৃদদ্বয়ের চিন্তাবৃত্তিও অভিন্ন!

আশৈশব সংস্কারের সঙ্গে সাঙ্গীভূত জ্ঞানমার্গ পরিত্যাগ ক'রে উভয়েই শিষ্যত্ব গ্রহণ কারলেন বেদবিরোধী বিক্ষেপবাদী আচার্য সঞ্জয়ের। হৃদয়ের সংশয়-সঞ্জাত প্রবল অস্থিরতাই উভয়কে ধাবিত ক'রলো বিক্ষেপবাদী দর্শনের উদ্দেশ্যে। তাঁরা অনুভব ক'রেছিলেন, হয়তো এ-দর্শনেও মীমাংসা হবে না তাঁদের জিজ্ঞাসার। লব্ধ হবে না যথার্থ সত্যজ্ঞানের সুগভীর প্রশান্তি। এই কারণেই সঞ্জয়ের শ্রমণ-সংঘে যোগদানের কালে উভয়েই উভয়ের নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ হ'য়েছিলেন—উভয়ের মধ্যে যিনি প্রথম অন্বিষ্ট পন্থার সন্ধানলাভ ক'রবেন, তিনি তা জ্ঞাত করাবেন অপরকে। তারপর উভয়ে একই সঙ্গে সেই পন্থা অবলম্বন ক'রবেন।

রাজগৃহের রাজপথে একদিন প্রাতঃকাল।

ভিক্ষাপাত্র হাতে নতদৃষ্টি অশ্বজিৎ চ'লেছেন ভিক্ষা-প্রার্থনায়। সঞ্জয়-শিষ্য সারীপুত্রও বহির্গত হয়েছেন ভিক্ষান্ন-সংগ্রহে। রাজগৃহে গ্রীষ্মঋতুতে বিশেষত, বৈশাখে মধ্যাদিবসের বিকীর্ণ উত্তাপ অতি প্রচণ্ড। সেই কারণেই শ্রমণ-ভিক্ষু-আজীবিক-নির্গ্রন্থী সকলেই দিবা প্রথম প্রহরের মধ্যেই ভিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত ক'রে ছায়াশীতল আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

অশ্বজিতের দৃষ্টি পথ-মৃত্তিকার প্রতি নিবদ্ধ। শাস্তার এই নির্দেশ প্রত্যেক ভিক্ষুই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

অশ্বজিৎ সারীপুত্রকে দেখতে পাননি। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে অগ্রসরমান অশ্বজিৎকে দেখতে পেয়েছেন সারীপুত্র। কেবল দেখতে পাওয়াই নয়, এই অপরিচিত ভিক্ষু সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিতে বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চ'লেছে। নিজের শ্রমণ-জীবনে এই কয়েক বর্ষে রাজগৃহের পথে কত ভিক্ষুই তো দেখেছেন সারীপুত্র, কিন্তু ইনি যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন! সকল বিতর্ক, সকল সংশয়, সকল চিত্ত-দোদ্যুল-মানতার ঊর্ধ্বে পরমপ্রশান্তির উপলব্ধিতে আত্মসমাহিত!

সারীপুত্র নীরবে অনুসরণ ক'রলেন অশ্বজিৎকে।

ভিক্ষাগ্রহণান্তে অশ্বজিৎ যখন বেণুবনের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তনরত তখন তাঁর সম্মুখবর্তী হ'য়ে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপনান্তে বিনীতস্বরে সারীপুত্র ব'ললেন ভদন্ত! আপনি কোন্ মার্গের শ্রমণ? আপনার আচার্য কে?

—আমার আচার্য সুগত বুদ্ধ। তাঁরই নির্দেশিত সদ্ধর্মমার্গের শ্রমণ আমি।

—সুগত বুদ্ধ অর্থাৎ সেই শাক্যশ্রমণ যাঁকে মহারাজ বিম্বিসার স্বয়ং সম্মান প্রদর্শন ক'রেছেন?

—ভদন্ত! আপনার অনুমান যথার্থ।

সারীপুত্র উদ্‌গ্রীব আগ্রহে প্রশ্ন ক'রলেন, ভদন্ত! অনুগ্রহপূর্বক সদ্ধর্ম মার্গের মূল দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাকে জ্ঞান দান ক'রবেন?

অশ্বজিৎ ব'ললেন, আমার জ্ঞান দানের যোগ্যতা নিতান্তই সীমায়িত। আমি সদ্ধর্মপন্থী অতি সাধারণ একজন শ্রমণ মাত্র! মূল দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আগ্রহ থাকলে আপনি বেণুবনে এসে পরম সুগতের নিকট বিশদভাবে জ্ঞানলাভে সমর্থ হবেন। আমি আপনাকে অতি সংক্ষিপ্তভাবে একটি ধারণামাত্র দিতে সমর্থ।

—তাই করুন!—বললেন সারীপুত্র।

অশ্বজিৎ সংক্ষেপে সত্যচতুষ্টয় এবং অষ্টাঙ্গমার্গিক সাধনা সম্বন্ধে বিবরণ দিলেন।

সারীপুত্র অভিভূত। তাঁর বিক্ষেপবাদী চিন্তাধারার দ্বারা আচ্ছন্ন চিত্তে যেন মুহূর্তের মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। অশ্বজিতের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে তিনি দ্রুতপদে ধাবিত হ'লেন সুহৃদ মৌদ্‌গল্যায়নের উদ্দেশ্যে। তাঁকে সমস্ত বিবরণ জানিয়ে সর্বশেষে ব'ললেন, সম্ভবত এতদিনে আমরা আমাদের অন্বিষ্ট সত্যের সন্ধান লাভ ক'রেছি!

পরদিবসেই বেণুবনে আগমন ক'রলেন সারীপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়ন। গভীর ব্যাকুল আগ্রহে শ্রবণ ক'রলেন বুদ্ধের ধর্মদেশনা। প্রণিপাত ক'রে করযোড়ে আবেদন ক'রলেন, শাস্তা! আমাদের সংশয়দিগ্ধ চিত্ত আজ নির্মল সত্যের উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ হ'ল! হে করুণাঘন মৈত্রেয়, সদ্ধর্মে দীক্ষাদান ক'রে আমাদের কৃতার্থ করুন!

রাজগৃহে শ্রমণ-ভিক্ষু-আজীবিকগণ বিস্ময়ে হতবাক্!

সারীপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়নের ন্যায় অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ এবং প্রবীণ আচার্য সঞ্জয়ের শ্রমণ-সংঘের স্তম্ভস্বরূপ যুবকদ্বয়কে পর্যন্ত বশীভূত ক'রেছেন শাক্যশ্রমণ গৌতম! বিশেষত, নিগ্রন্থ নাটপুত্রের অনুগামী শ্রমণ-সংঘে প্রতিক্রিয়া হ'ল অতি তীব্র! তাঁদের আচার্য কেবল শ্রমণ গৌতমের অপেক্ষা প্রবীণ-ই নন, উপরন্তু সমগ্র

মগধ এবং লিচ্ছবি রাজ্যে তাঁর প্রভাব সর্বাধিক। তাঁর নির্দেশিত পন্থাই যে তপশ্চর্যার শ্রেষ্ঠতম পন্থা, এ-তত্ত্ব কার অবিদিত? তিনি স্বয়ং রাজগৃহে অবস্থানরত। অথচ তাঁকে অগ্রাহ্য ক'রে সঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ শিষ্যদ্বয় শরণাগত হ'ল শাক্য শ্রমণের? গৌতম কি অলৌকিক সম্মোহন শক্তির অধিকারী? নতুবা তার এ সাফল্য কেন? যদিও মহারাজ বিম্বিসার পূর্বে নির্গ্রন্থ নাটপুত্রকে সম্মান প্রদর্শন ক'রেছেন, কিন্তু সে সম্মানপ্রদর্শনে এত আতিশয্য ছিল না। বেণুবনের ন্যায় মনোরম বিহার উৎসর্গ করা তো দূরের কথা, রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জ্ঞাপনও করেননি! কিন্তু রাজগৃহে সদ্যাগত এবং বয়সেও নবীনতম শ্রমণ গৌতমের প্রতি তাঁর কেন এই পক্ষপাতমূলক ব্যবহার? জ্যেষ্ঠা মহিষী কোশলদেবী এবং দ্বিতীয়া মহিষী বাসবীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রায়শই শ্রমণ গৌতমের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করতে বেণুবনে গমন করেন। তবু তৃতীয়া মহিষী লিচ্ছবিকন্যা শ্রীলনা এবং কনিষ্ঠা মহিষী মদ্ররাজকন্যা ক্ষেমা শ্রমণ গৌতম সম্বন্ধে বিদ্বিষ্টা, এ-সংবাদ নির্গ্রন্থী শ্রমণেরা জ্ঞাত হ'য়েছেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী কোশলরাজকন্যা এবং কোশলের বর্তমান নৃপতি প্রসেনজিতের সহোদরা। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক হ'তে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়া মহিষী বাসবী? তিনি তো বিদেহরাজকন্যা এবং বৃজিগণরাজ্যের লিচ্ছবিগণের সঙ্গে বিদেহরাজ্যের অতি নিকট সম্পর্ক। তিনি কেন লিচ্ছবিবংশজাত পরম জিন নির্গ্রন্থ নাটপুত্রকে অগ্রাহ্য ক'রে ওই শাক্য শ্রমণের প্রতি আকৃষ্ট হ'লেন?

উত্তীর্ণ হ'ল রাজগৃহে বর্ষাবাসের চাতুর্মাস্যা কাল।

বুদ্ধ তখন সিতবনে অবস্থানরত। বেণুবনবিহার সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত। কারণ, একইস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান প্রব্রজিত শ্রমণধর্মানুমোদিত নয়।

একদিন এসে উপস্থিত হলেন প্রবীণ বয়স্ক নালক। পরন্তপা মহর্ষি অসিত দেবলের ভাগিনেয় তিনি। বহুকাল পূর্বেই মহর্ষির মৃত্যু হ'য়েছে। তাঁর অতি প্রিয় ভাগিনেয় নালক সদ্ধর্মের দীক্ষাগ্রহণ কল্পেই রাজগৃহে সমাগত।

উপসম্পদা-দানে তাঁকে শ্রমণ-সংঘে গ্রহণ ক'রলেন বুদ্ধ। নালক নতুন নামে পরিচিত হ'লেন—মহাকাত্যায়ন।

কোশলরাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীর অন্যতম প্রধান বিত্তশালী শ্রেষ্ঠীর নাম সুদত্ত। অনাথ, আতুর দরিদ্রের উদ্দেশ্যে মুক্তহস্ত দানের জন্য তিনি অনাথপিণ্ডিক বা অনাথপিণ্ডদ নামেই সমধিক খ্যাত। শ্রাবস্তীর মানুষ তাঁর প্রকৃত নাম প্রায় বিস্মৃত। শ্রেষ্ঠী সুদত্ত নামটি বিলীন হয়ে গেছে অনাথপিণ্ডদ নামের অন্তরালে।

অনাথপিণ্ডদের ভগ্নী রাজগৃহের লক্ষণাধ্যক্ষ বা মুদ্রাধিকারিকের পত্নী। বাণিজ্যকর্মে একদিন রাজগৃহ এসে উপস্থিত হ'লেন অনাথপিণ্ডদ। রাজগৃহে এলে তিনি ভগ্নীর ভবনেই অবস্থান করেন।

সেদিন তিনি যখন এসে উপস্থিত হ'লেন তখন প্রভাতসূর্যের আলো স্নিগ্ধ। তখনো সূর্যালোক খরতাপ বিকীরণ আরম্ভ করেনি।

ভগ্নীর গৃহাঙ্গনে প্রবেশ ক'রেই হতচকিত হ'য়ে গেলেন অনাথপিণ্ডদ। গৃহে মহাসমারোহ, অবিরাম কর্মব্যস্ততা। রন্ধনশালায় বহুবিধ খাদ্যসম্ভারের আয়োজন। ...বিবাহ অথবা অন্য কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চ'লছে কি?

বিস্মিত অনাথপিণ্ডদ প্রশ্ন ক'রলেন, কি কারণে এই উৎসব আয়োজন?

গৃহপতি ব'ললেন, ভগবান সুগত বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যশ্রমণবৃন্দকে আজ দ্বিপ্রহরে আহার্যগ্রহণের আমন্ত্রণ জ্ঞাপন ক'রেছি। সেই কারণেই আয়োজন।

—ভগবান সুগত বুদ্ধ! তিনি কে?

—তিনি মহাশ্রমণ। বোধিলাভ ক'রে তিনি সদ্ধর্মের প্রচারে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর অমৃতময় ধর্মদেশনা শ্রবণে হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়। আপ্লুত হয় অনির্বচনীয় নির্মল আনন্দে!

—এত পবিত্র ক্ষমতার অধিকারী তিনি?

—হ্যাঁ, ভদ্র! তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'লে শ্রদ্ধায় মস্তক আপনিই নত হয়। তাঁর দৃষ্টিতে করুণাধারা, আননে সদাপ্রসন্ন স্মিত হাস্যের দ্যুতি, বচনে পরম প্রশান্তি! আমি এবং আপনার ভগ্নী উভয়েই তাঁর উপাসক-উপাসিকা। অপার করুণাধারায় আমাদের হৃদয়কে তিনি সিঞ্চিত ক'রেছেন!

—গৃহীর জন্যও সেই শ্রমণের ধর্মদেশনা অবারিত?

—হ্যাঁ, ভদ্র!

—কিন্তু শ্রমণের জন্য এই রাজসিক আহার্যের আয়োজন কেন? তিনি কি উত্তম আহারেই অভ্যস্ত?

—না, ভদ্র! তিনি মিতাহারী। তাঁর উদারধর্মে ধনী-দরিদ্র ভেদ নেই। জাতিভেদ, বর্ণভেদ সকল ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে তিনি। পথ-পরিক্রমাকালে চণ্ডালগৃহেও তিনি ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন। আমরা আজ যে আয়োজন ক'রেছি, এ আমাদেরই মানসিক তৃপ্তির জন্য। তিনি হয়তো স্বল্পমাত্রই গ্রহণ ক'রবেন। শ্রমণবৃন্দও তাই করবেন, তা আমি জানি। অবশিষ্ট আহার্য দরিদ্রজনকে বিতরণ ক'রে দেবো।

কিছুক্ষণ নীরব হ'য়ে রইলেন অনাথপিণ্ডদ। তারপর ব'ললেন, এ অতি উত্তম যোগাযোগ! আজ দর্শন ক'রবো মহাশ্রমণকে। আপনি যা বিবৃত ক'রলেন তা নিশ্চয়ই সত্য। তা'হলে তাঁর দর্শনে আমার হৃদয়ও আশা করি তৃপ্তিলাভে সক্ষম হবে!

পরদিন প্রাতঃকাল।

সিতবনে নিজ কুটির সম্মুখে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে পদচারণারত বুদ্ধের সম্মুখে এসে নতমস্তকে দণ্ডায়মান হ'লেন অনাথপিণ্ডদ। বিনম্র প্রণিপাতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ক'রে নিজের পরিচয় দিলেন।

বুদ্ধ প্রশ্ন ক'রলেন, তোমার আগমনের উদ্দেশ্য।

—সদ্ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ ক'রে আমি আপনার উপাসক হ'তে একান্ত অভিলাষী। হে পরম সুগত! দীক্ষাদানে আমাকে কৃতার্থ করুন!

—শ্রেষ্ঠী! দানব্রতে আত্মনিয়োগ ক'রে তুমি অনাথপিণ্ডদ নামে ভূষিত হ'য়েছ, সে-কথা আমি গতকল্য তোমার ভগ্নী এবং তার স্বামীর নিকট অবগত হয়েছি। করুণাবৃত্তি সম্ভবত তোমার হৃদয়ে সহজাত ব'লেই অনাথ-আতুরের প্রতি তোমার এত মমতা! সম্রাটের মোহ ক্ষমতালিপ্সায়, শ্রেষ্ঠীর মোহ বিত্তলালসায়। তুমি অপরিমেয় বিত্ত অর্জন ক'রেও তার সদ্ব্যয়ে নিজের হৃদয়কে প্রশস্ত ক'রেছ শ্রেষ্ঠী! তোমাকে উপাসকরূপে অবশ্যই আমি গ্রহণ ক'রবো। আমার উপাসক নয়, সদ্ধর্মের উপাসক! তুমি গৃহী জীবনে থেকেই সদ্ধর্ম পালন করো! সার্থক হোক তোমার ধর্মানুশীলন!

অষ্টশীলের দীক্ষা লাভ ক'রলেন অনাথপিণ্ডদ।

সুগতকে প্রণিপাত ক'রে অনাথপিণ্ডদ ব'ললেন, শাস্তা! আমার একান্ত অভিলাষ, আপনি একবার আমাদের শ্রাবস্তীনগরে পদার্পণ করুন! আপনার নির্দেশ লাভ ক'রলে আমি শকটের ব্যবস্থা করতে পারি!

স্মিত হেসে বুদ্ধ ব'ললেন, সংসারত্যাগী ভিক্ষুর পদদ্বয়ই বাহন, শ্রেষ্ঠী! শকটের প্রয়োজন নেই। আমি শ্রাবস্তীতে অবশ্যই যাবো। কবে তা এই মুহূর্তেই বলা সম্ভব নয়। কেবল শ্রাবস্তী কেন, বিভিন্ন রাজ্যেই আমাকে পরিভ্রমণ ক'রতে হবে! কল্যাণব্রতের ধর্মকে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিতে হবে দিকে দিকে। গ্রামে, নগরে—সর্বজনপদে!

বুদ্ধের আয়ত গভীর লোচনযুগলে এক তন্ময়তা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। প্রোজ্জ্বল মহিমায় সে-দৃষ্টির স্বরূপ অনির্বচনীয়!

॥ ১২ ॥

উত্তর কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীর দূরত্ব রাজগৃহ থেকে কিঞ্চিদধিক পঞ্চচত্বারিংশ যোজন। সদ্ধর্মে সদ্যদীক্ষিত উপাসক অনাথপিণ্ডদ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পথেই আরম্ভ ক'রলেন নতুন এক সেবাধর্মী ব্রত।

পথিপার্শ্বে আশ্রয়গৃহস্থাপনই সেই সেবাব্রত।

পদব্রজে একদিনে অতিক্রমযোগ্য দূরত্বে একটির পর একটি আশ্রয়গৃহ স্থাপন ক'রতে ক'রতে চ'ললেন তিনি। সেই সঙ্গে পানীয়জলের জন্য কূপ খনন।

শ্রমণ-ভিক্ষু-তীর্থিক-আজীবিক কিম্বা গৃহী—যিনিই হোন না কেন, দিনশেষে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য তিনি যেন আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে সক্ষম হন!

শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্তনের পর অনাথপিণ্ডদের প্রধানতম চিন্তাই হ'ল, নগর-সান্নিধ্যে জনকোলাহলমুক্ত এমন একটি স্থান অন্বেষণ ক'রতে হবে, যেখানে সুগত অবস্থান করবেন।

নগর সর্বদাই জনকোলাহলে মুখরিত। নগর মধ্যস্থ উদ্যান বিহারগুলিও যৌবনোচ্ছল যুবক-যুবতীর ক্রীড়াস্থল। নগর-উপান্তে নির্জন পরিবেশে একটিই মাত্র সুরমণীয় উপবন আছে।

জেতবন!

সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা এবং সুগন্ধপুষ্পপ্রসবিনী বিবিধ বৃক্ষলতা-সমন্বিত জেতবনই কেবলমাত্র সুগত বুদ্ধের বিরামস্থান হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু জেতবনের অধিকারী শ্রাবস্তীর অমিতবিত্তশালী ক্ষত্রিয় বর্যিকের পুত্র জেতকুমার। নিজের নামেই উপবনের নামকরণ ক'রেছেন তিনি। উপবনটি তাঁর অতি প্রিয়, তাও জানেন অনাথপিণ্ডদ।

উপবনটি ক্রয়ের মানসে অনাথপিণ্ডদ একদিন জেতকুমারের নিকট উপস্থিত হ'লেন।

শ্রেষ্ঠীর প্রস্তাবে জেতকুমার বিস্মিত। তাঁর অর্থাভাব নেই। পরন্তু যে-পরিমাণ সম্পদের অধিকারী তিনি, শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের তুলনায় তা ঈষৎ ন্যূন হ'লেও

অবহেলার যোগ্য নয়। মনে মনে অপমানিত বোধ ক'রলেন জেতকুমার। স্পষ্ট-ভাবেই ব'ললেন, উপবন বিক্রয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

তবুও হতোদ্যম হ'লেন না অনাথপিণ্ডদ। উপরোধের পর উপরোধ চ'লতে লাগলো তাঁর। শেষ পর্যন্ত জেতকুমার ব'ললেন, কোনোরূপ ধার্যমূল্যে বিক্রয় ক'রতে আমি সম্মত নই শ্রেষ্ঠী! একমাত্র আমার প্রস্তাবে যদি আপনি সম্মত থাকেন তবেই আমি আপনার নিকট আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ওই উপবনটি বিক্রয় ক'রবো!

—ব্যক্ত করুন আপনার প্রস্তাব! ব'ললেন অনাথপিণ্ডদ।

—ওই উপবনের সমগ্র ভূমি সম্পূর্ণভাবে আবৃত ক'রে দিতে যত সুবর্ণমুদ্রার প্রয়োজন, সেই সংখ্যক সুবর্ণমুদ্রা ব্যয় ক'রতে হবে! সেই অজ্ঞাতসংখ্যক সুবর্ণ-মুদ্রাই হবে উপবনের মূল্য।

—আপনার এই প্রস্তাবে আমি সম্মত।

নির্দিষ্ট দিনে শকটের পর শকট মাষক অর্থাৎ সুবর্ণমুদ্রা-পরিপূর্ণ পেটিকা আসতে লাগলো জেতবনে। সমগ্র ভূমিখণ্ড আবৃত হ'ল সুবর্ণমুদ্রায়। জেতবনের অধিকারী হ'লেন অনাথপিণ্ডদ।

জেতবনে নির্মিত হ'ল সুপ্রশস্ত ভবন। বহু শ্রমণের বাসোপযোগী বহু কক্ষ-বিশিষ্ট বিহারভবনে বুদ্ধের ধর্মদেশনার উপযোগী একাধিক বিশাল কক্ষ রইলো সম্মুখভাগে। বিহারভবন থেকে স্বল্পদূরত্বে নির্মিত হ'ল বুদ্ধের জন্য স্বতন্ত্র একটি গৃহ। বাহুল্যবর্জিত, অনাড়ম্বর কিন্তু নয়নাভিরাম।

মূলগন্ধকুটি নামে অভিহিত হ'ল সেই পৃথক ভবন।

সমগ্র আয়োজন সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই রাজগৃহে সংবাদবাহক প্রেরণ ক'রলেন অনাথপিণ্ডদ।

দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে ভিক্ষুসংঘ সহ একদিন বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরে পদার্পণ করলেন। পথশ্রান্ত বুদ্ধ এবং ভিক্ষুবর্গকে আহার্যদানে আপ্যায়ন ক'রলেন অনাথপিণ্ডদ। তাঁর আনন্দ সেদিন সীমাহীন।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বুদ্ধের করাঞ্জলি জলধারায় সিক্ত ক'রে অনাথপিণ্ডদ জেতবনবিহার উৎসর্গ ক'রলেন বুদ্ধ এবং সংঘের উদ্দেশ্যে।

সার্থক হ'ল অনাথপিণ্ডদের স্বপ্ন এবং সংকল্প।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বুদ্ধের প্রায় সমবয়সী।

পিতা মহাকোশলের মৃত্যুর পর কয়েকবর্ষ পূর্বে তিনি সিংহাসনে আরোহণ ক'রেছেন। শ্রাবস্তী নগরের অন্যতম প্রধান ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের জেতবন-বিহার নির্মাণের পূর্বেই তিনি রাজগৃহের এই নবীন শ্রমণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত ছিলেন। তাঁর ভগ্নী কোশলদেবী বিম্বিসারের জ্যেষ্ঠা মহিষী। তিনিই বার্তাবাহক মাধ্যমে অগ্রজের নিকট সংবাদ প্রেরণ ক'রেছিলেন। সে বার্তায় ছিল উচ্ছ্বসিত আবেগ এবং বিনীত অনুরোধ। সদ্ধর্মের প্রবর্তক সুগত বুদ্ধ যদি কোনোদিন কোশলরাজ্যে গমন করেন তাহ'লে তিনি যেন যোগ্য অভ্যর্থনা লাভ করেন।

কিন্তু ভগ্নীর সে অনুরোধে বিশেষ গুরুত্ব দান করেননি প্রসেনজিৎ।

তিনি নিজে যাগ-যজ্ঞভিত্তিক বৈদিক ধর্মেই আস্থাবান। অবৈদিক শ্রমণ-ভিক্ষু সম্বন্ধে তাঁর হৃদয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন নয়। তৎসত্ত্বেও কোশলরাজ্যের প্রচলিত ঐতিহ্য

অনুযায়ী শ্রমণ, ভিক্ষু, তীর্থিক, আজীবিক সকল সম্প্রদায়ের জন্যেই গমনাগমনের দ্বার তিনি অবারিত রেখেছেন। প্রখ্যাত জিন নির্গ্রন্থ নাটপুত্র দু'একবার শ্রাবস্তীতে আগমন ক'রেছেন। নগর-বহির্প্রান্তে তাঁর অনুগামী শ্রমণ এবং শ্রমণী সংঘও বিদ্যমান। পরন্তু, নগরে তাঁর গৃহী-উপাসকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। এমন কি, প্রবীণ রাজমন্ত্রী মৃগধর পর্যন্ত নাটপুত্রের উপাসক। প্রসেনজিৎ কদাপি রাজমন্ত্রীর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। ' প্রসেনজিৎ কোশলসম্রাট —তাঁর আচরণ হবে নিরপেক্ষ। ভগ্নী মগধের রাজমহিষী। স্বামী বিম্বিসারের প্রভাবে তিনি হয়তো নবীন শ্রমণের প্রতি ভক্তিসম্পন্না হ'তে পারেন কিন্তু প্রসেনজিৎ কেন একজন শ্রমণের নিকট আনুগত্য প্রকাশ ক'রবেন? বিশেষত, সেই শ্রমণ কোশলরাজেরই শাসনাধীন শাক্যজাতির সন্তান! শাক্যজাতি অতিশয় কলহপরায়ণ এবং উদ্ধত। সেই জাতির কোনো সন্তান নতুন এক ধর্মমতের প্রবর্তন করেছেন, এ নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয়! মগধরাজ বিম্বিসার তাঁর ধর্মে কী লাভ ক'রেছেন তা বিম্বিসারই জানেন! প্রসেনজিতের পক্ষে জনৈক শাক্য শ্রমণের সম্মুখে মস্তক অবনত করা অসম্ভব!

সে-অসম্ভব ঘটনা কিন্তু সম্ভব হ'ল একদিন।

জেতবনবিহারে বুদ্ধের আগমনের পর কয়েকমাস তখন অতিবাহিত হয়েছে। প্রসেনজিতের নিকট নিয়তই সংবাদ আসছে, শ্রমণ গৌতমের ধর্মদেশনা শ্রবণের উদ্দেশ্যে নাগরিকগণের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কয়েকজন ব্যক্তি গৃহী-জীবন ত্যাগ ক'রে শ্রমণের ভিক্ষুসংঘে যোগদান ক'রেছেন। গৃহী নারী-পুরুষ বহুজনই হ'য়েছেন শ্রমণের উপাসক-উপাসিকা। অনাথপিন্ডদের পুত্র-কন্যা যদি শ্রমণের ভক্ত হয়, তাতে বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু চিন্তিত, বিচলিত রাজমন্ত্রী মৃগধরের মুখে যেদিন প্রসেনজিৎ শুনলেন যে, মৃগধর স্বয়ং নাটপুত্রের উপাসক এ-কথা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তাঁর কনিষ্ঠপুত্র পূর্ণবর্ধনের পত্নী বিশাখা জেতবনের শ্রমণ গৌতমের উপাসিকা হ'য়েছেন, সেদিন সত্যই বিস্মিত হ'লেন প্রসেনজিৎ।

দ্বিধা-জড়িত সংশয়ের সৃষ্টি হ'ল প্রসেনজিতের মনে। এই শাক্য শ্রমণ কি যথার্থই অমিত প্রজ্ঞার অধিকারী অথবা অলৌকিক ক্ষমতাপ্রদর্শনে নিপুণ এক সিদ্ধ হঠযোগী?

কনিষ্ঠা পুত্রবধূর উপর চূড়ান্ত কুপিত মৃগধর ব'ললেন, মহারাজ! এখন মর্মে মর্মে অনুভব ক'রছি, সুদূরে অঙ্গরাজ্যের চম্পানগর থেকে এইরূপ পুত্রবধূ নির্বাচনের দ্বারা আমি জীবনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ভ্রম সম্পাদন ক'রেছি!

প্রসেনজিৎ মৃদু হাস্যে ব'ললেন, মন্ত্রীবর! এই কোশলরাজ্যের কিছু সংখ্যক নারীও তো শ্রমণ গৌতমের উপাসিকা হ'য়েছে, এরূপ সংবাদ আছে। অতএব, অঙ্গরাজ্যের কন্যা এই হেতু পুত্রবধূর প্রতি দোষারোপ ক'রে লাভ কী?

মৃগধব নীরব রইলেন। সত্যই তো, শ্রাবস্তীর কয়েকজন কোশল-নারীও তো বর্তমানে শ্রমণ গৌতমের উপাসিকা।

প্রসেনজিৎ ব'ললেন, আমারও কৌতূহল জাগছে! ভাবছি, জেতবনে একদিন গমন ক'রবো। অনুধাবন ক'রতে হবে, এই শাক্য শ্রমণের প্রকৃত রহস্য কী?

প্রসেনজিত সত্যই একদিন জেতবনে উপস্থিত হ'লেন।

একদিন থেকে দু'দিন—দু'দিন থেকে পাঁচদিন—পাঁচদিন থেকে প্রায়শ। তখন

কেবল তিনি নিজেই ন'ন। সঙ্গিনী মহিষী বর্ষাকারা এবং কনিষ্ঠা ভগ্নী সুমনা। বুদ্ধের ধর্মদেশনা তখন তাঁদের হৃদয়ে ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার ক'রছে।

সম্রাট পর্যন্ত বুদ্ধের ধর্মদেশনায় প্রভাবিত হওয়ায় সমগ্র শ্রাবস্তী নগরই যেন উদ্বেল হ'ল। জেতবনের ধর্মদেশনা কক্ষে তিলধারণের স্থান থাকে না। কিন্তু ধর্মদেশনাকালে কক্ষে বিরাজ করে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। একটি মাত্র ঋজু, গম্ভীর, প্রশান্ত কণ্ঠধ্বনিই শ্রুতিগোচর তখন!

কোশলরাজ অবশ্য দীক্ষাগ্রহণে নিজেকে উপাসকরূপে চিহ্নিত ক'রলেন না। কিন্তু আপ্লুত হৃদয়ে সংকল্প নিলেন যথাসাধ্য পৃষ্ঠপোষণার। দীক্ষাগ্রহণে উপাসিকা হ'লেন মহিষী বর্ষাকারা এবং রাজভগ্নী সুমনা। মহিষী এবং অনুজার অভিপ্রায়ে কোনো বাধা দান ক'রলেন না প্রসেনজিত। দূর হ'য়েছে তাঁর সংশয়। বিলীন হ'য়েছে অবিশ্বাস।...না, শ্রমণ গৌতম হঠযোগী ন'ন। কোনো বিভ্রান্তিকর অলৌকিক শক্তিপ্রদর্শনও তিনি করেন না। প্রতিবার ধর্মদেশনার পূর্বে তিনি সমাগত নরনারীর উদ্দেশ্যে স্নিগ্ধগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেন, আমি দেবতা নই, আমি মানুষ। তোমাদেরই ন্যায় মানুষ!

শ্রাবস্তী নগরে এসেছে নতুন চেতনা।

শ্রমণ গৌতমের পূর্বে কোনো ধর্মদেশকই বলেননি, আমি দেবতা নই, তোমাদেরই ন্যায় মানুষ! আমাকে তোমরা ভগবানের আসনে স্থাপন ক'রে ভ্রমে পতিত হ'য়ো না। তোমার অষ্টশীল পালনে নিজ চিত্তকে মালিন্যমুক্ত করো! সমাজ-সংসারকে ক'রে তোলো নিষ্কলুষ, পবিত্র, সুন্দর!

*　　*　　*　　*

উপসম্পদা দানের অধিকার সকল অর্হৎ-শ্রমণকেই দান ক'রেছেন বুদ্ধ।

ভিক্ষুসংঘে যোগদানে ব্যাকুল নবাগত ব্যক্তিবর্গ যাতে বুদ্ধের অনুপস্থিতিকালেও সদ্ধর্মের উপসম্পদালাভে বঞ্চিত না হয়, সেই কারণে তো বটেই ; পরন্তু ভিক্ষুসংঘের ভিক্ষুবৃন্দ যে যোগ্যতা অনুযায়ী অর্হৎরূপে সদ্ধর্মে দীক্ষাদানের পূর্ণ অধিকারী, তাঁদের সে-বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করবার প্রয়োজনও তিনি বোধ ক'রেছেন।

জেতবনবিহারে অনির্দিষ্টকাল অতিবাহনের অবকাশ নেই।

পুনর্বার আরম্ভ ক'রতে হবে পরিব্রাজন। গ্রাম জনপদে-নগরে সর্বত্রই পরিভ্রমণ ক'রতে হবে! পুনরায় ভিক্ষুর আচরণ অনুযায়ী হস্তে ভিক্ষা-করঙ্ক, আশ্রয় অনির্দিষ্ট, সম্মুখে কেবল পথ-পথান্তর।

বয়োজ্যেষ্ঠ অর্হৎ মহাকাশ্যপের উপর জেতবন বিহারের দায়িত্বভার অর্পণ ক'রে কেবল সারীপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়নকে সঙ্গীরূপে নিয়ে শ্রাবস্তী ত্যাগ ক'রেছিলেন বুদ্ধ। তারপর অতিবাহিত হ'য়েছে বৎসরাধিক কাল। বর্ষাবাসে পরে প্রত্যাবর্তন ক'রলেন জেতবনবিহারে। মহাকাশ্যপ সুনিপুণভাবে পরিচালনা ক'রেছেন ভিক্ষু সংঘ। সংঘের শ্রমণগণের অবশ্য পালনীয় ক্রিয়া-কলাপ নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথ পালিত হ'য়েছে। পুনর্বার শ্রাবস্তী-ত্যাগ। এবার লক্ষ্যস্থল রাজগৃহ।

কপিলবাস্তু নগরে এ-যাবৎকাল কেবল অশ্রুপাত ক'রে চ'লেছেন শুদ্ধোদন আর

গৌতমী। অশ্রুর সঙ্গে কেবল মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস! তাঁদের গৌতম বোধিলাভ ক'রেছেন; তাঁর পদপ্রান্তে প্রণিপাত ক'রছেন মগধসম্রাট, সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত ক'রেছেন কোশলসম্রাট—কিন্তু সেই পুত্রকে আজ পর্যন্ত তাঁরা দর্শন করেননি!

সঙ্গোপন অশ্রুজলে আর একজনেরও কপোল সিক্ত হয়—সে যশোধরা। কত বর্ষ পূর্বে গৃহত্যাগের পূর্বে তিনি একদিন ব'লেছিলেন, অধীরা হ'য়ো না যশোধরা! কেবলমাত্র আমাকে কেন্দ্র ক'রে তোমার এই যে সুগভীর প্রেম,'সেই প্রেমকে পরিব্যাপ্ত ক'রে দাও বিশ্বের দুঃখতাপিত জীবলোকের উদ্দেশ্যে। দেখবে, এই তৃষ্ণাজাত দুঃখকে তখন আর দুঃখ ব'লে মনে হবে না।

কিন্তু যশোধরা কি সে-আদেশ অনুসরণে সক্ষম হ'য়েছে? না, সক্ষম হয়নি। স্বামীর সেই বিরাট হৃদয়ের উপলব্ধি তার কোথায়?

না, তিনি তো আর এখন যশোধরার স্বামী নন! তিনি প্রব্রজিত শ্রমণ—তিনি সম্বুদ্ধ! ভবিষ্যৎবাণী ছিল, জাতক হবেন শ্রমণ অথবা রাজচক্রবর্তী!

দুই-ই তো সত্য হ'য়েছে! শ্রমণ হ'য়েও তিনি আজ রাজচক্রবর্তী! কত সম্রাট, কত শ্রেষ্ঠী, কত জনপদবাসী নর-নারী তাঁর পদতলে আজ অবনতমস্তক! রাজসিংহাসনে উপবেশন না ক'রেও তিনি রাজাধিরাজ। জীবনে আর কোনোদিনই যশোধরা তাঁকে প্রিয়তম ব'লে সম্বোধন ক'রতে পারবে না। লোকে হয়তো জানবে, হয়তো জানবে না যে যশোধরা নামে এক নারী একদা ছিল তাঁর ছায়াসঙ্গিনী!

কয়েকবর্ষ আগে রাজগৃহ থেকে যেদিন সংবাদ এলো, শ্রমণ গৌতম বোধিলাভ ক'রে তাঁর সেই একান্ত উদ্দিষ্ট সদ্ধর্মের প্রচার আরম্ভ ক'রেছেন, সেদিন আনন্দাশ্রু-ধারায় সিক্ত হ'য়েছিল যশোধরার নয়নযুগল। সুতীব্র বিচ্ছেদবেদনার মধ্যেও সে আনন্দ অননুভূতপূর্ব! সত্যই তাঁর সাধনা সার্থক হ'য়েছে! বালকপুত্র রাহুলকে বক্ষে নিয়ে প্রবল আবেগে কতক্ষণ যে অশ্রুপাত ক'রেছিল, সে সময়ের পরিমাপ আজ আর তার মনে নেই। স্বামী গৃহত্যাগের পর রত্নালঙ্কার সবই সে ত্যাগ ক'রেছিল। কোনো মূল্যবান বসন আর সে পরিধান করেনি। কত স্মৃতিবিজড়িত শয্যাপর্যঙ্ক ত্যাগ ক'রে শয্যারচনা ক'রেছে অতি সাধারণ একখানি পর্যঙ্কে। তার দয়িতা-হৃদয়ে দুঃসহ বেদনা, মাতৃহৃদয়ে সুনিবিড় দায়িত্ববোধ। প্রিয়তম স্বামীর শেষ দান পুত্র রাহুল। তাকে একই সঙ্গে মাতা এবং পিতার স্নেহস্পর্শে বিবর্ধিত ক'রতে হবে একা যশোধরাকে! কুমার নিজে জন্মমাত্রেই হয়েছিলেন মাতৃহীন; হতভাগ্য রাহুলের জন্মদাতা পিতা জীবিত থাকতেও জন্মমাত্রেই সে পিতৃহীন!

কুমার গৌতম আজ সর্বসাধারণ্যে নিজেকেই বিতরণ ক'রে দিয়েছেন! না, তিনি বর্তমানে তো আর কুমার গৌতম নন—তিনি শ্রমণ গৌতম! তিনি আজ সুগত বুদ্ধ!

সর্বজীবের দুঃখনিবৃত্তির পন্থা অন্বেষণে তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়েই গৃহত্যাগ ক'রেছিলেন। যশোধরাও কি এক দুঃখিনী নারী নয়? স্বামীরূপে সেই মহাশ্রমণকে আর কোনোদিনই পাবে না যশোধরা। কিন্তু একবার অন্তত দর্শনদান? তিনি কি আর কোনোদিনই এই কপিলবাস্তু নগরে আগমন ক'রবেন না?

পিতা শুদ্ধোদন পুত্রবিচ্ছেদবেদনায় উন্মাদপ্রায়। মাতা গৌতমী আকুলা। তাঁরাও তো আজ দুঃখী-দুঃখিনী! অন্তত তাঁদের কথা স্মরণ ক'রেও সুগত বুদ্ধ কি একবারও পদার্পণ ক'রবেন না এই নগরে?

সারথী ছন্দক আজ জীবিত নেই। অকালে তার মৃত্যু হ'য়েছে। অনোমা নদী-

তীরে ছন্দকের নিকট তিনি প্রতিশ্রুতি দান ক'রে গিয়েছিলেন, সম্যক বোধিলাভে সক্ষম হ'লেই কপিলবাস্তুতে প্রত্যাবর্তন ক'রবেন, ন'চেৎ নয়।

সম্যক বোধিলাভ তিনি ক'রেছেন। তবু আজ পর্যন্ত সে-প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করলেন না কেন?

পিতা শুদ্ধোদন আকুলহৃদয়ে মহামন্ত্রী কালুদায়িকে একবার রাজগৃহে প্রেরণ করেছিলেন। কুমার নাকি—না, না, কুমার ন'ন, শ্রমণ গৌতম বুদ্ধ তাঁকে ব'লেছিলেন, সময় হ'লেই কপিলবাস্তু নগরে আসবেন তিনি। সে-সময় কি আজও হ'ল না?

মহাশ্রমণ বুদ্ধ এখন পুনরায় রাজগৃহে। মহামন্ত্রী কালুদায়ি পুনর্বার একই উদ্দেশ্যে রাজগৃহের পথে যাত্রা ক'রেছেন। এবারও কি তিনি বিফলমনোরথ হ'য়ে প্রত্যাবর্তন ক'রবেন?

যশোধরা জানে, তার পিতা সুপ্রবুদ্ধ ক্ষিপ্ত হ'য়ে আছেন। তাঁর আদরিণী কন্যা যশোধরাকে ত্যাগ ক'রে কুমারের গৃহত্যাগের দিন থেকে আজ পর্যন্ত সুপ্রবুদ্ধ শাক্য ক্রোধান্ধ। যশোধরার ভীতি জাগে, মহাশ্রমণ বুদ্ধের সঙ্গে তার পিতা হয়তো রূঢ়, কর্কশ ব্যবহার ক'রবেন!

কিন্তু সত্যই কি পিতার শেষ পর্যন্ত সে-সাহস হবে? কোশলনৃপতি প্রসেনজিৎ বুদ্ধের অনুরক্ত। তিনি নাকি বুদ্ধের সম্মুখে মস্তক অবনত ক'রে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। সম্রাট হ'য়েও অতি সাধারণ আসনে উপবেশন ক'রে তিনি বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করেন। সেই সম্রাট প্রসেনজিৎই শাক্যরাজ্যের অধিপতি। বুদ্ধের সঙ্গে কর্কশ ব্যবহারের পূর্বে পিতা কি সে-কথা একবারও চিন্তা করবেন না? কে জানে, তাঁর মনে কী অভিপ্রায় আছে!

উত্তরার মুখে কিছু কিছু সংবাদ শুনেছে যশোধরা।

শাক্যকুমার বোধিলাভ ক'রে নতুন সদ্ধর্মমার্গ প্রবর্তন ক'রেছেন, এ-সংবাদ শাক্য-রাজ্যে বিশেষ কোনো আলোড়নেরই সৃষ্টি করেনি। এমন কি মগধনৃপতি বিম্বিসার বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেছেন, সে-সংবাদও বিন্দুমাত্র উৎসাহিত করেনি শাক্য-সমাজকে। ব্যতিক্রম মাত্র অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি। অধিকাংশ শাক্যই এ-বিষয়ে নিস্পৃহ। কিন্তু কোশলসম্রাট প্রসেনজিৎ বুদ্ধকে সম্ভ্রম জ্ঞাপনের পর সেই নিস্পৃহতায় এসেছে কিছু চাঞ্চল্য। বুদ্ধ যদি কপিলবাস্তু নগরে আগমন করেন তাহ'লে হয়তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও শাক্যপ্রধানগণ তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে পারেন। সে সম্ভাব্য সম্বর্ধনা বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার জন্য নয়; কোশলরাজের মনস্তুষ্টির জন্য। প্রসেনজিৎ যদি জ্ঞাত হন যে, নিজ জাতির নিকট শ্রমণ গৌতম সমাদর লাভ করেননি তাহ'লে তিনি অবশ্যই রুষ্ট হবেন। পরিণামে শাক্যরাজ্যের প্রতি তাঁর মনোভাব থাকবে বিরূপ।

কুমার গৌতমের গৃহত্যাগের পর থেকে এই দ্বাদশবর্ষ শোকে-দুঃখে শুদ্ধোদন দেহে-মনে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত। তাঁর আয়ু নিঃশেষপ্রায় হ'য়ে এসেছে, এ-কথা তিনি নিজেও অনুভব ক'রেছেন। শাক্যপ্রধানগণও অনুমান ক'রেছেন, অচিরেই হয়তো নতুন 'রাজন্' নির্বাচনের প্রশ্ন উদ্ভূত হবে।

সর্বাপেক্ষা উচ্চাভিলাষী দেবদত্ত। তার পথের প্রধান কণ্টক দূর হ'য়েছে। উচ্চাভিলাষী মহানামও। কারণ, সে জানে তার পিতা শুক্লোদন, পিতৃব্য শাক্যোদন, ধৌতোদন কিম্বা অমৃতোদন কেউই রাজন্‌পদপ্রার্থী হবেন না। উপরন্তু, দেবদত্তের

ন্যায় উদ্ধত, অমিতাচারী যুবকের উপর শাক্যরাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত হ'লে রাজ্যে অমঙ্গল অনিবার্য!

অপর একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী অন্যতম রাজন্য ভদ্রিক। সে মহানামের সমবয়সী। এবং মহানামেরই ন্যায় দেবদত্ত সম্বন্ধে তার বীতস্পৃহা প্রবল।

শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর কে রাজনপদে অভিষিক্ত হবেন, সে-বিষয়ে শাক্যসমাজে সঙ্গোপন গুঞ্জন আরম্ভ হ'য়ে গেছে। সে-সংবাদ শুদ্ধোদনও জানেন। কিন্তু সে-বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। পরম স্নেহের কুমারকে যদিও তিনি সংসার-জীবনে আর কোনোদিন লাভ ক'রবেন না, তবুও তার শ্রমণরূপ দেখেও তিনি হৃদয়ে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ ক'রবেন!

কপিলবাস্তুতে আগমনে সম্মতি জ্ঞাপন ক'রেছেন বুদ্ধ।

সেই শুভ-সংবাদ বহন ক'রে কালুদায়ি যেদিন নগরে প্রত্যাবর্তন করলেন, সেদিন যেন এক উৎসব-সমারোহ রাজন-ভবনে। শুদ্ধোদন এবং গৌতমীর চোখে অবিরল আনন্দাশ্রুধারা। বিষণ্ন, বিশীর্ণ মুখে এতকাল পরে হাসির রেখা!

পুত্র রাহুল এখন প্রায় উত্তীর্ণ-কৈশোর। সেই পুত্রকেই বুকে টেনে নিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রুপাত ক'রতে লাগলো যশোধরা।

তিনি আসবেন! এতকাল পরে সত্যই তিনি আসবেন!

কিন্তু কত দিবস, কত রাত্রি অতিবাহিত হ'য়ে গেল, তবু তাঁর সাক্ষাৎ নেই! রাজগৃহ কি এতই দূরে যে কপিলবাস্তু আসতে এত দিন অতিবাহিত হয়?

উত্তরা কার নিকট নাকি শুনেছে কপিলবাস্তু থেকে রাজগৃহের দূরত্ব প্রায় পঁয়ত্রিশে যোজন। সেই কথাই সে ব'লেছে যশোধরাকে।

যশোধরা কোনোদিন নগরমধ্যেই পদব্রজে ভ্রমণ করেনি। পঞ্চত্রিংশ যোজন পথ অতিক্রম ক'রতে কত দিনের প্রয়োজন হয়, তাও সে জানে না।

কিন্তু যেদিন সে বুদ্ধের আগমন সম্মতির কথা জ্ঞাত হ'য়েছে সেই দিন থেকেই সে কেবলমাত্র পীতবর্ণের বসন পরিধান আরম্ভ ক'রেছে। প্রভু নিজে পীতচীবরধারী। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য যদি হয় তাহ'লে অঙ্গে তখন থাকে যেন পীতবসন।

সদ্য শিশিরঋতুর প্রারম্ভকাল। কিন্তু শীতের প্রখরতা এরই মধ্যে তীব্র হ'য়ে উঠেছে।

একদিন সংবাদ এলো, নগরাভিমুখে সত্যই আগমন ক'রছেন বুদ্ধ। আর যৎসামান্য পথ মাত্র অতিক্রমণের অপেক্ষা! তাঁর সঙ্গী স্বল্পসংখ্যক ভিক্ষু। একটি রাত্রি বিশ্রামের পর হয়তো পরদিবসের প্রথম প্রহরের মধ্যেই নগরসীমানায় তাঁরা পদার্পণ করবেন।

একটি রাত্রি যেন আর ভোর হয় না!

সারারাত্রি বিনিদ্র শুদ্ধোদন, বিনিদ্রা গৌতমী। তাঁদের অজ্ঞাতে বিনিদ্রা যশোধরা সারারাত্রি নিজভবনের দক্ষিণবাতায়নে দণ্ডায়মানা। নগরের দক্ষিণ দ্বারপথেই আগমন ক'রবেন প্রভু। তাঁর আগমনকালে প্রথম দর্শনের বেদনামথিত আনন্দ থেকে সে যেন কোনোক্রমেই বঞ্চিতা না হয়!

প্রভাতের সূর্যোদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কালুদায়িকে সঙ্গে নিয়ে রথারোহণে

নগরের দক্ষিণপথে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলেন শুদ্ধোদন। যদিও কালুদায়ি ব'লেছিলেন, বুদ্ধ রথারোহণে সম্মত হবেন না, তৎসত্ত্বেও সঙ্গে আর একখানি শূন্য রথ নিলেন শুদ্ধোদন। যদি অনুনয়-বিনয়ে তাঁকে সম্মত করানো যায়!

পূর্বদিগন্ত থেকে সূর্য কিছু পরিমাণে উপরে উঠেছে।

দূরে থেকে শুদ্ধোদন এবং কালুদায়ি দেখতে পেলেন, হ্যাঁ, আসছেন সুগত! পদক্ষেপ ধীর, শান্ত। প্রভাতসূর্যালোকে পীতকাষায়ধারী মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণগণের সম্মুখবর্তী বুদ্ধের সর্বাঙ্গে এক অপূর্ব দীপ্তি!

এতকাল পরে কুমারকে এই বেশে দেখে শুদ্ধোদন পুনরায় অশ্রুপাত ক'রতে লাগলেন। তিনি সবই শুনেছেন কিন্তু মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না!

আরও কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই স্তম্ভিত, হতবাক্ হ'য়ে গেলেন শুদ্ধোদন।

পথিপার্শ্বে এক চণ্ডালপল্লী। সেই পল্লীরই একটি কুটিরের সম্মুখে একটি মৃৎপাত্র হস্তে দণ্ডায়মানা এক চণ্ডাল তরুণী। বুদ্ধ নিকটবর্তী হ'তেই চণ্ডাল তরুণী তাঁকে ভিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হ'ল। নতমস্তকে অভিবাদন জ্ঞাপন করলে সে। বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষাকরঙ্ক এগিয়ে দিলেন। মৃৎপাত্র থেকে কিছু আহার্য-বস্তু বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রে দান ক'রে করযোড়ে প্রণিপাত জ্ঞাপন ক'রলে চণ্ডালতরুণী।

—কুমার! এ কী অশুচি কার্য তোমার!—রথের উপর থেকেই ভগ্ন, ব্যথিত কণ্ঠে প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন শুদ্ধোদন, তুমি কি জানো না, ওই শূদ্র চণ্ডালগণ শাক্যক্ষত্রিয়ের অস্পৃশ্য? কেন তুমি ওই চণ্ডাল রমণীর অপবিত্র ভিক্ষা গ্রহণ ক'রে শাক্যক্ষত্রিয়ের মর্যাদাহানি ক'রলে, কুমার?

প্রশান্ত, স্নিগ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেন বুদ্ধ, রাজন্! আমি এখন শাক্যও নই, ক্ষত্রিয়-ও নই। আমি এখন বুদ্ধবংশীয়। আমার কোনো জাতিপরিচয় নেই!

—কী বলছো কুমার! সকল পন্থার শ্রমণ-ভিক্ষুই এই জাতিভেদটুকু অন্তত স্বীকার করেন যে, শূদ্র চণ্ডালগণ অস্পৃশ্য। চণ্ডালপল্লীতে তাঁরা কদাপি ভিক্ষার্থে গমন করেন না। তুমি সেই ভেদবোধটুকুও লুপ্ত ক'রতে চাও?

—আমি কেবল সুকৃতিকারী এবং দুষ্কৃতিকারীর ভেদটুকুই স্বীকার করি, রাজন! বুদ্ধবংশে জাতিভেদ, বর্ণভেদ বর্জনীয়। এই যে আমার সঙ্গী শ্রমণগণ আপনার সম্মুখে—এঁদের-মধ্যে প্রাক্-শ্রমণ জীবনের পরিচয়ে ব্রাহ্মণসন্তান আছেন, বৈশ্য-সন্তান আছেন এবং আপনার কথিত অস্পৃশ্য শূদ্র-বংশীয় ব্যক্তিও আছেন। কিন্তু এখন তাঁরা জাতিহীন, বর্ণহীন। যেমন গঙ্গা, অচিরাবতী, সরভূ কিম্বা হিরণ্যবতীর জলধারা যে-মুহূর্তে সমুদ্রজলে মিশ্রিত হয়, সেই মুহূর্ত থেকে জল-প্রবাহের আর পৃথক পরিচয় থাকে না, তেমনই সদ্ধর্মের শ্রমণসংঘে যারা এসে মিলিত হয়, তাদের জাতি-বর্ণ পরিচয় লুপ্ত হয়ে যায়। সেই কারণেই আমি আর এখন শাক্যবংশীয় নই, রাজন! আমার এই ভিক্ষাগ্রহণে আপনাদের শাক্যসমাজের কোনো মর্যাদাহানি হয়নি।

—কুমার! আমার পুত্র হ'য়ে আমারই দৃষ্টির সম্মুখে তুমি অস্পৃশ্য চণ্ডালিনীর ওই অপবিত্র ভিক্ষাদান গ্রহণ ক'রলে, এ-দৃশ্য আমি সহ্য ক'রতে পারছি না! ওই আহার্য তুমি মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করো! তুমি এবং তোমার শ্রমণসংঘের জন্য আমার ভবনে উত্তম আহার্যসম্ভার প্রস্তুত হচ্ছে। আমার অনুরোধ, ও আহার্যবস্তু তুমি নিক্ষেপ করো—

নির্লিপ্ত, প্রশান্ত স্বরে বুদ্ধ ব'ললেন, নিক্ষেপ করা সম্ভব নয়, রাজন্! আজ ওই ভগ্নী আমাকে প্রথম ভিক্ষাদান ক'রেছে। আজ দিবসের জন্য এই-ই আমার আহার্য।

—অপবিত্র আহার্য!

—আপনি কি এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, এই আহার্য অপবিত্র?

—অবশ্যই! নিমিত্ত ব্যতিরেকে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হয়নি। যারা পূর্বজন্মে বহু পাপকর্ম ক'রেছে, তারাই শূদ্র চণ্ডাল সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে, এ-কথা সর্বজনবিদিত। সেই কারণেই তারা অস্পৃশ্য, অপবিত্র। তাদের স্পৃষ্ট অন্ন অশুচি!

—রাজন্! আপনি কি মনে করেন, প্রত্যেক শাক্যক্ষত্রিয় সদ্যধৌত বস্ত্র কিম্বা সদ্যপ্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় পবিত্র?

—প্রত্যেক শাক্য হয়তো সেইরূপ পবিত্র নয়। কিন্তু শাক্যক্ষত্রিয় বংশ সেইরূপই পবিত্র।

—শাক্যগণের কৃষিক্ষেত্রের শস্যেই আহার্য প্রস্তুত হয়। সেই কৃষিক্ষেত্রগুলি কি নগরবহির্দেশে রোহিণী নদীর তীরে নয়?

—হ্যাঁ, রোহিণী নদীতীরে।

—সেই অঞ্চলে কোন্ সম্প্রদায়ের বসবাস?

—অনার্য অস্পৃশ্য চণ্ডাল সম্প্রদায়।

—তারাও শাক্যক্ষত্রিয়ের মতোই মূত্র-পুরীষ ত্যাগ করে?

—হ্যাঁ, করে। কিন্তু এ-সকল ঘৃণ্য প্রসঙ্গ কেন?

—তারা কৃষিক্ষেত্রের নিকটে কিম্বা রোহিণী নদীর তীরে সেই প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন করে, তাই নয় কি?

—হ'তে পারে। কিন্তু এ-প্রসঙ্গ বন্ধ করো কুমার!

—করছি রাজন্! তার পূর্বে আমার আর মাত্র দু'একটি প্রশ্ন আছে। বর্ষা-সমাগমে সেই অস্পৃশ্য চণ্ডালগণেরই পরিত্যক্ত মূত্র-পুরিষ শস্যক্ষেত্রের জলে মিশ্রিত হ'য়ে শস্যকে সুপুষ্ট করে না কি? শাক্যক্ষত্রিয়গণ সেই কৃষিক্ষেত্রজাত শস্য এবং শাকাদির দ্বারা প্রস্তুত যে সুস্বাদু এবং উত্তম আহার্য গ্রহণ করে, সেই আহার্য তাহ'লে পরোক্ষে অস্পৃশ্য চণ্ডালের দ্বারা স্পৃষ্ট কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর দান করুন, রাজন্!

শুদ্ধোদন নীরব।

কালুদায়ি অনুচ্চকণ্ঠে শুদ্ধোদনকে ব'ললেন, রাজন্! যিনি আপনাকে প্রশ্ন ক'রছেন তিনি আর কুমার গৌতম নন, সম্যক বোধির জ্ঞানালোকে ভাস্বর প্রদীপ্ত বুদ্ধ। তাঁর নিকট শাক্যজাতিগৌরবের কথা বলা নিষ্ফল। আপনি সসম্মানে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করুন!

ক্ষণকাল পরে বুদ্ধ ব'ললেন, রাজন্! আমার জাতি-পরিচয় লুপ্ত, সেই কারণেই ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ অথবা চণ্ডালে আমার নিকট কোনো ভেদ নেই। একদা আমার ঘনিষ্ঠতম সুহৃদ ছন্দকের নিকট আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম, যদি বোধিলাভে সক্ষম হই তাহ'লে কপিলবাস্তুতে একবার অন্তত আগমন ক'রবো। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিমিত্ত আমি এসেছি। আপনি যদি মনে করেন, আমার এই চণ্ডালিনীপ্রদত্ত ভিক্ষাগ্রহণের

ফলে শাক্যসমাজে আপনি ধিক্কৃত হবেন, তাহ'লে আমি অবশ্যই নগরে প্রবেশ ক'রবো না। এইস্থান থেকেই আমি প্রত্যাবর্তন ক'রবো!

—না, কুমার, না!—আর্তনাদ ক'রে উঠলেন শুদ্ধোদন।—তুমি এতকাল পরে আমার সম্মুখে এসেও এ-স্থান থেকে প্রত্যাগমন ক'রলে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে যাবে! তুমি নগরে প্রবেশ করো! আরোহণ করো ওই রথে।

—প্রব্রজিত শ্রমণ রথারোহণ করে না, রাজন্! আমরা পদব্রজেই অগ্রসর হচ্চি। আপনারা গমন করুন!

কালুদায়ি বিনম্র কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রলেন, আপনি রাজভবনে গমন ক'রবেন তো?

—হ্যাঁ, ভদন্ত। তবে আজ দিবসের মতো ভিক্ষান্ন আমার সংগৃহীত হয়েছে বলে আমি আজ ভিক্ষা গ্রহণে অক্ষম। আমার সঙ্গী শ্রমণবৃন্দ ভিক্ষা গ্রহণ করবেন।

—আগামী কল্য?—বিচলিত, কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন শুদ্ধোদন।

—আগামী কল্য কোনো বাধা নেই।

—আজ রাত্রে?

—আমরা একাহারী, রাজন্! দিবসে একবারই মাত্র আহার্যগ্রহণ আমার এবং সংঘের ভিক্ষুগণের আচরণীয় নীতি। রাত্রিকালে আমরা আহার্য গ্রহণ করি না।

—কিন্তু রাত্রিবাস? আমি সকল আয়োজন ক'রে রেখেছি, কুমার! পিতার অনুরোধে অন্তত এই বিষয়ে সম্মতি দান করো, কুমার!

প্রশান্তস্বরে বুদ্ধ ব'ললেন, আমার পক্ষে সম্ভব হ'লে অবশ্যই সম্মত হ'তাম। কিন্তু তা সম্ভব নয়। গৃহীর গৃহে রাত্রিযাপন শ্রমণের অকর্তব্য।

—কিন্তু শীতের তীব্রতা যে এরই মধ্যে ভয়ংকর হ'য়ে উঠেছে। এই তীব্র শীতের রাত্রিতে কোথায় বাস ক'রবে, কুমার?

—এ-বিষয়ে আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না, রাজন্! দুরন্ত শীতে বৃক্ষতলে রাত্রি-যাপনেও আমরা অভ্যস্ত। এই বৃহৎ নগরে কোথাও না কোথাও আমাদের উপযুক্ত একটি আশ্রয়স্থান আমরা স্থির ক'রে নেবো।

সখেদে দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে স্বগতোক্তির ন্যায় শুদ্ধোদন ব'ললেন, অদৃষ্টের কি পরিহাস! আমি রাত্রিযাপন ক'রবো উষ্ণশয্যায় আর আমারই পুত্র এই নগরে রাত্রিযাপন ক'রবে বৃক্ষতলে!

কালুদায়ি বললেন, রাজন্! এ-কথা শুনে আমারও মন বিষণ্ণ হচ্ছে। কিন্তু অনিবার্য বাস্তবকে স্বীকার ক'রে নেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই! আমি সর্বপ্রযত্নে দৃষ্টি রাখবো যাতে কুমার এই শীতের রাত্রিতে কোথাও যথাসম্ভব সুরক্ষিত একটি আশ্রয়-স্থান লাভ করেন। এখন ভবনে প্রত্যাবর্তন করবেন, চলুন। কুমার যখন প্রতিশ্রুতি দান ক'রেছেন, ভিক্ষাগ্রহণ আজ না করলেও আপনার ভবনে অবশ্যই গমন ক'রবেন।

রথ পুনরায় নগরাভিমুখী হ'ল।

শুদ্ধোদন সজলনয়নে পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে রইলেন। যতক্ষণ কুমারকে দেখা যায়! কিন্তু অশ্বদ্বয়ের ক্ষুর-উৎক্ষিপ্ত ধূলিজালে অগ্রসরমান পীতকাষায়ধারী বুদ্ধ এবং সঙ্গীবৃন্দকে ক্রমেই অস্পষ্ট দেখাতে লাগলো।

কপিলবাস্তু নগর বুদ্ধের আগমনেও প্রায় নিরুত্তাপ।

একদা কুমার গৌতম শ্রমণ গৌতমে রূপান্তরিত হওয়ার পর তাঁর পরিবর্তিত

রূপ সম্বন্ধে উৎসুক কিছু সংখ্যক নর-নারী ভিন্ন আর কারো কোনো আগ্রহই নেই। যশোধরার পিতা সুপ্রবুদ্ধ তো প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হ'য়ে আছেন। তাঁর উপস্থিতির প্রশ্নই ওঠে না। অন্যান্য শাক্যনায়কগণের মধ্যে অল্পসংখ্যকই রাজন ভবনে সমবেত হ'য়েছেন। তাঁদের মধ্যে ভদ্রিকই একমাত্র উৎসাহী ব্যক্তি।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কর্তৃক সম্মানিত গৌতমকে নিতান্ত স্বাগত না জানালেই নয়, এই কারণেই শাক্যপ্রধানগণ সমবেত। নিষ্প্রাণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ক'রে তাঁরা অল্পক্ষণ পরেই প্রস্থান ক'রলেন। ভদ্রিক বয়োজ্যেষ্ঠ হ'লেও সসম্ভ্রম অভিবাদন জ্ঞাপন ক'রলেন শাক্যশ্রমণকে।

যশোধরা নির্নিমেষ নয়নে দৃষ্টিপাত ক'রে ছিল পথের দিকে। দিবা তৃতীয় প্রহরের প্রারম্ভকালেই সশিষ্য বুদ্ধ রাজন্ভবন থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে ধীরে ধীরে দৃষ্টির অন্তরালে চ'লে গেলেন। যে ভবনে তাঁর বিবাহিত জীবনের অতগুলি বৎসর অতিবাহিত হ'য়েছে, যে ভবনে তাঁর দর্শনপ্রতীক্ষায় ব্যাকুলা, বিবশা এক অভাগিনী নারী বাতায়নবর্তিনী হ'য়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মানা, সে ভবনের দিকে একবার দৃষ্টিপাতও ক'রলেন না তিনি। পদক্ষেপকালে দৃষ্টি অবনত।

যশোধরা উদ্গত ক্রন্দনাবেগে কক্ষের ভূমিতলে লুটিয়ে পড়লেন। সিক্ত হ'ল তাঁর কপোল, সিক্ত হ'ল ভূমিতল। শীতের সংক্ষিপ্ত দিবসের বিষণ্ণ, পাণ্ডুর অপরাহ্ন ছায়াবিস্তার ক'রলো কপিলবাস্তু নগরে। অল্পক্ষণ পরেই আরম্ভ হ'ল নিদারুণ শৈত্যপ্রবাহ।

উত্তর বায়ুতে উঠেছে যেন উন্মাদ ঝটিকা!

সূচীতীক্ষ্ণ হিমশীতল বায়ু প্রবাহিত হ'য়ে আসছে হিমবন্ত থেকে।

ব্যাকুল শুদ্ধোদন। ব্যাকুলা গৌতমী।...এই অসহ্য শীতে কুমার কি পথিপার্শ্বে কোনো বৃক্ষতলে?...তাঁর সমস্ত দেহ যে শৈত্যপ্রবাহে অসাড় হ'য়ে যাবে!

কালুদায়ি তখনো শুদ্ধোদনের ভবনেই রয়েছেন। উদ্ভ্রান্ত শুদ্ধোদন এবং গৌতমীর অনুরোধে এবং নিজের মনেরও উদ্বেগে কালুদায়ি রাজনের রথে বুদ্ধের অন্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন।

কিন্তু কোথায় বুদ্ধ? কোথায় তাঁর সঙ্গী শ্রমণ পঞ্চক? পথে জনমানব তো দূরের কথা, একটি পথাশ্রয়ী সারমেয় পর্যন্ত নেই। তারাও কোথাও না কোথাও নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে।

কালুদায়ির দেহে পর্যাপ্ত শীতনিরোধ বস্ত্র থাকা সত্ত্বেও দেহ যেন অসাড় হ'য়ে যাচ্ছে। সারথীর অবস্থাও তদ্রূপ। রথের অশ্বদ্বয় পর্যন্ত স্খলিতগতি হ'য়ে পড়ছে। তারা আর অগ্রসর হ'তে নিতান্ত অনিচ্ছুক। করুণ স্বরে সারথী ব'ললে, আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, মন্ত্রীবর!

কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন কপিলবাস্তুর উপর নেমে এলো তমিস্র রজনী।

কালুদায়ি ব্যর্থ বিফল অনুসন্ধানে ক্লান্ত, উদ্বিগ্নহৃদয়ে প্রত্যাবর্তন ক'রলেন। তাঁর অজ্ঞাত রয়ে গেল বুদ্ধ কোথায়!

পরদিন প্রত্যূষে কালুদায়ি পদব্রজেই অনুসন্ধান ক'রতে লাগলেন, কোথায় রাত্রি-যাপন ক'রলেন বুদ্ধ। কেমন আছেন তিনি।

—কালুদায়ি! তুমি কি আমার অন্বেষণে রত?

অকস্মাৎ বুদ্ধের কণ্ঠস্বর শ্রবণে কালুদায়ি যেন দেহে প্রাণ ফিরে পেলেন।

কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছে এক অভিজাত শাক্যের ভবনসীমানা সংলগ্ন অশ্বশালা থেকে! তিনি কি অশ্বশালায় রাত্রির আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলেন!

কালুদায়ি দ্রুত ধাবিত হ'য়ে গেলেন অশ্বশালার দ্বারে। বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখলেন, অশ্বশালার একপ্রান্তে স্তূপীকৃত খড়-বিচালির শয্যার উপর প্রশান্ত আননে উপবিষ্ট বুদ্ধ!

—প্রভু! এ কী দুর্দৈব! আপনি এই স্থানে রাত্রিবাস ক'রেছেন?—উদ্গত ক্রন্দনাবেগ মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে ব'ললেন কালুদায়ি।

—ক্ষতি কী? পশুখাদ্য এই শুষ্ক তৃণরাজি যথেষ্ট শীত-নিবারক।

—প্রভু! বোধিলাভের দ্বারা আপনি তীব্রতম দৈহিক কষ্টকেও অনায়াসে জয়ের ক্ষমতা অর্জন ক'রেছেন! আপনি যথার্থই অতিমানব!

—না কালুদায়ি, আমি অতিমানব নই। দেহ যখন আছে তখন আর প্রত্যেকটি মানুষের ন্যায় দৈহিক কষ্টবোধও আমার একই প্রকার আছে। প্রবল শীতের তাড়নায় কষ্টবোধ হ'য়েছে ব'লেই তো এই অশ্বশালায় আশ্রয় গ্রহণ ক'রে শীত-নিবারণের জন্য এই উপায় অবলম্বন ক'রেছি।

—কপিলবাস্তুতে আপনাকে এই অবস্থায়—উঃ! এ-দৃশ্য আমি সহ্য ক'রতে পারছি না প্রভু!

—কালুদায়ি! আমার প্রব্রজ্যাগ্রহণের দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার দিন রাত্রি কখন কোথায় কিভাবে অতিবাহিত হ'য়েছে, সে-সম্পর্কে তুমি অবহিত কি? প্রবল শীতের মধ্যেও সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে বৈশালিতে আমার কত রাত্রি অতিবাহিত হ'য়েছে। কিন্তু সে ভ্রান্ত পন্থা আমি অবশেষে পরিত্যাগ ক'রেছি। এ-দেহ এবং চেতনা যতক্ষণ না পর্যন্ত নির্বাণপ্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ দেহ-মনকে সুস্থ রাখা কর্তব্য। তার জন্য পর্যাপ্ত বিলাসবহুল আহার্যেরও যেমন প্রয়োজন নেই, বিলাসবহুল শয্যাদ্রব্যেরও প্রয়োজন নেই। জেতবনবিহারে কিম্বা বেণুবনে আমি উপাসক-উপাসিকা প্রদত্ত উত্তম শীতবস্ত্রে শীতনিবারণ ক'রেছি। এস্থানে শুষ্ক তৃণের উত্তাপেও শীত নিবারিত হ'ল। এ-দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু আছে কি? এই নগরে কত দরিদ্র ব্যক্তির বাস। অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ক'রতে তারা বাধ্য হয়। সামর্থ্যানুযায়ী সংগৃহীত শীতবস্ত্রে তারা শীত নিবারণ করে। দরিদ্রতম শূদ্র চণ্ডালগণ প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্রের অভাবে শুষ্কতৃণ এবং মুদ্গ, মাষ, কুলুত্থ ইত্যাদি ডালজাতীয় শস্যের পরিত্যক্ত ত্বগাবরণ স্তূপীকৃত ক'রে তারই উত্তাপের সাহায্যে প্রতিহত করে প্রচণ্ড শীতকষ্টকে। আমি শ্রমণ-ভিক্ষু। আমাকেও অবস্থার সঙ্গেই সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে দিনযাপন ক'রতে হয়। আমার পন্থানুগামী শ্রমণগণ সেইরূপ-ভাবে অভ্যস্থ। এস্থানে আমি ভিন্ন আরও পঞ্চ-শ্রমণ উপস্থিত। কারো প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ ক'রে তোমার মনে হচ্ছে কি, তিনি শীতে কাতর রয়েছেন?

কালুদায়ি ব'ললেন, না, প্রভু!

বুদ্ধ বললেন, যে কোনো ব্যাধি কিম্বা প্রাকৃতিক কারণে দৈহিক ক্লেশ একজন সম্রাটেরও যেরূপ, একজন দরিদ্র দাসেরও সেইরূপ। শ্রমণ হ'লেও আমরাও কিন্তু তার ব্যতিক্রম নই। যখন শীতের প্রকোপে দেহ অসাড়বৎ মনে হয় তখন আমরা হস্তে হস্ত ঘর্ষণ করি, হস্তদ্বারা মুখমণ্ডল ঘর্ষণ করি, দৈহিক ব্যায়াম করি। গত

রাত্রেও আমরা তা ক'রেছি। তারপর শুষ্কতৃণরাজির আচ্ছাদনতলে নিরুপদ্রব নিদ্রা। আমরা শান্তিতেই রাত্রিযাপন ক'রেছি।

নতজানু হ'য়ে বসলেন কালুদায়ি। করযোড়ে ব'ললেন, প্রভু! শুনেছি, আপনার এই অমৃত সদ্ধর্মের বহু সংখ্যক গৃহী উপাসক যথার্থ শান্তি লাভ ক'রেছেন। আমাকেও একজন দীন উপাসকরূপে দীক্ষাদানে ধন্য করুন!

কালুদায়িকে অষ্টশীলের দীক্ষাদান ক'রলেন বুদ্ধ।

শুদ্ধোদনের আমন্ত্রণে আজ রাজভবনে ভিক্ষাগ্রহণ। দিবসের প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হওয়ার পর যখন সূর্যতাপ কিঞ্চিৎ বর্ধিত হ'ল তখন সারিপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন, অশ্বজিৎ, মহাকাত্যায়ন এবং কৌণ্ডিণ্যসহ রাজভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা ক'রলেন বুদ্ধ।

আহার্যগ্রহণের পর ক্ষণিক বিশ্রামান্তে তিনি শুদ্ধোদন এবং গৌতমীর উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা সম্পন্ন ক'রলেন। সশিষ্য তিনি যখন প্রস্থানোদ্যত হ'য়েছেন তখন গৌতমী ব'ললেন, তুমি বুদ্ধ, তুমি শাস্তা, তুমি ধর্মদেশক আচার্য! তৎসত্ত্বেও আমার নিকট তুমি সেই পুত্র গৌতম!

—অবশ্যই মাতা!

—পুত্র! এই ভবনেরই অদূরে একদা তোমার বাসভবনে ব্যাকুলহৃদয়ে এক হতভাগিনী নারী তোমার দর্শনপ্রত্যাশিনী। তার পরিচয় রাহুলমাতা যশোধরা। সে তোমার দর্শনপ্রত্যাশায় ব্যাকুলা হওয়া সত্ত্বেও এই অভিমত জ্ঞাপন ক'রেছে, যদি আমার হৃদয় নিষ্কলুষ হয় তাহ'লে তিনিই এসে আমাকে দর্শনদান ক'রবেন! নতুবা আমার বক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে গেলেও আমি নিজে উপযাচিকা হ'য়ে তাঁর সন্নিধানে গমন ক'রবো না। তুমি কি তাকে দর্শনদান ক'রবে, বৎস?

বুদ্ধের আননে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠলো করুণাঘন এক প্রশান্ত দীপ্তি।

স্নিগ্ধকণ্ঠে তিনি ব'ললেন, রাহুলমাতা যথার্থ-ই ব'লেছেন, মাতা! আমি তাঁর ভবনে অবশ্যই গমন ক'রবো।

আনন্দাশ্রুসিক্ত নয়নে গৌতমী সঙ্গে সঙ্গে কিঙ্করী উপসমা এবং ধীরাকে প্রেরণ ক'রলেন যশোধরার ভবনে। বুদ্ধ আগমন ক'রবেন! যশোধরা যেন সত্বর প্রস্তুত হ'তে পারেন।

বুদ্ধ পদার্পণ ক'রলেন যশোধরার ভবনে। সঙ্গী সারীপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়ন।

পরিচারিকা উত্তরা পূর্বেই স্থাপিত ক'রে রেখেছে বিলাসবর্জিত নাতিউচ্চ কাষ্ঠাসন। সুগন্ধি অগুরু-চন্দনে কক্ষ ক'রে রেখেছে সুরভিত।

আসন পরিগ্রহ ক'রলেন বুদ্ধ।

ক্ষণকাল পরে বৌদ্ধশ্রমণের কাষায়বস্ত্রের অনুরূপ রক্তাভপীতবর্ণের বস্ত্র-পরিহিতা যশোধরা নতমস্তকে কক্ষে প্রবেশ ক'রলো। হস্তে তাম্রপাত্রে পুষ্পার্ঘ্য। অতি ধীর পদে অগ্রসর হ'য়ে বুদ্ধের চরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে কয়েকমুহূর্ত নিজ মস্তকে ধারণ ক'রে রইলো বুদ্ধের চরণযুগল। অতিবাহিত হ'ল কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত। তারপর নতজানু যশোধরা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। যেমন নির্বাক নতমুখে সে কক্ষে প্রবেশ ক'রেছিল ঠিক তেমনভাবেই কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল। অস্বাভাবিক স্তব্ধ কক্ষের একপ্রান্ত থেকে কেবল শোনা গেল পরিচারিকা উত্তরার বক্ষনিঃসৃত এক দীর্ঘশ্বাসের ধ্বনি।

কয়েকদিবস অতিক্রান্ত।

কুমার গৌতম আজ শ্রমণ গৌতম হ'য়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে গমন করেন, এই অভিনব বিষয়টি কপিলবাস্তুর এক কৌতুকাবহ আলোচ্য উপাদান হ'য়ে উঠলো। বিশেষত, দেবদত্ত এবং তার অন্তরঙ্গ সঙ্গীগণ এই কৌতুকে বিপুল উল্লসিত। তাদের সঙ্গে যোগদান ক'রলো আরও কিছু ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যযুবক।

দেবদত্ত যদিও অসাধারণ উল্লসিত, তৎসত্ত্বেও সে প্রকাশ্যে তার স্বভাবসুলভ কোনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছে না। সে রাজন্ পদপ্রার্থী। শুদ্ধোদনের আয়ু সমাপ্ত হ'তে চ'লেছে, তা একপ্রকার অবধারিত। বিশেষত, পিতা সুপ্রবুদ্ধ গৌতমের উপর চূড়ান্ত ক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে পিতার পৃষ্ঠপোষণ লাভ তার পক্ষে অনিবার্য। সুতরাং এই সময়ে কোশলরাজের বন্দিত ওই মায়াজালশক্তির ঋদ্ধিসম্পন্ন গৌতমকে কোনোরূপে বিব্রত করা নিতান্ত মূর্খতা। সেই বহুবর্ষ পূর্বে এক যোগীকে কেন্দ্র ক'রে গৌতমের সঙ্গে যে বিরোধ ঘটেছিল, সে-বিরোধে অপমানিত হওয়ার জ্বালা দেবদত্ত বিস্মৃত হয়নি। প্রতিজ্ঞারক্ষা সে ক'রবেই! • ওই ভণ্ড শ্রমণ গৌতমকে যেদিন সে হত্যা ক'রতে সক্ষম হবে, সেইদিনই পূর্ণ হবে তার প্রতিশোধ গ্রহণ, পূর্ণ হবে প্রতিজ্ঞা রক্ষা! শাক্যরাজনের পদে অধিষ্ঠিত হ'তে সক্ষম হ'লে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দিনটিও হয়তো হবে না বিলম্বিত!

জননী যশোধরার পার্শ্বে বাতায়নে দণ্ডায়মান কিশোর রাহুল।

অনতিদূরের পথে নগরের বহির্দেশে ন্যগ্রোধবনের দিকে চ'লেছেন সশিষ্যবর্গ বুদ্ধ। ন্যগ্রোধবনে আশ্রয়গ্রহণযোগ্য একটি ক্ষুদ্র গৃহ আছে। বুদ্ধ সেইস্থানেই অবস্থান ক'রছেন।

সম্মুখে দিব্যশ্রী বুদ্ধ। পশ্চাতে শৃংখলাবদ্ধ ভিক্ষুগণ।

রাহুলের দৃষ্টি কেমন যেন অভিভূত আবিষ্টের ন্যায় হ'য়ে গেল। ব্যগ্রকণ্ঠে যশোধরাকে সে প্রশ্ন ক'রলে, মা, সম্মুখে যে দিব্যকান্তি শ্রমণ উনিই কি আমার পিতা?

—হ্যাঁ, বৎস!—অশ্রুবাষ্পরুদ্ধস্বরে ব'ললেন যশোধরা।—উনি এখন সুগত বুদ্ধ!

—আমার পিতা এত সুন্দর! উনিই কি সেদিন আমাদের ভবনে আগমন ক'রেছিলেন?

—হ্যাঁ, বৎস!

—আমার পিতা সুগত বুদ্ধ!—আপনমনেই অজ্ঞাত তৃপ্তিভরে উচ্চারণ ক'রলে রাহুল।—আমি একবার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবো মা?

—কেন বৎস?—ক্রন্দনজড়িত স্বরে বললে যশোধরা, তিনি তো আর এই গৃহে তোমার পিতার ন্যায় জীবন যাপন করবেন না! তিনি সংসার ত্যাগ ক'রেছেন!

—তথাপি আমি একবার সাক্ষাৎ ক'রতে চাই!

যশোধরাকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই দ্রুতপদে ভবন থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল রাহুল! দ্রুত ধাবিত হ'ল অগ্রসরমান বুদ্ধের দিকে।

—পিতা!—একটু দূর থেকে কম্পিত কণ্ঠের সম্বোধন।

কিশোর কণ্ঠের আহ্বান শুনে গতি স্তব্ধ ক'রলেন বুদ্ধ। শ্রমণপঞ্চকও বন্ধ ক'রলেন পদক্ষেপ। ধাবমান রাহুল তখন নিকটে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। বুদ্ধের সম্মুখে প্রণাম জানিয়ে সে ব'ললে, শ্রমণ! রাজন্ শুদ্ধোদন আমার পিতামহ, মাতা

যশোধরা। আমার নাম রাহুল। মাতার নিকট শুনেছি আপনি আমার পিতা। আমি আপনার নিকট পিতৃসম্পদ প্রার্থনা ক'রছি!

সস্নেহে দৃষ্টিপাত ক'রলেন বুদ্ধ। ব'ললেন, বৎস! স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মাণিক্য জাতীয় কোনো জাগতিক সম্পদ তো আমার নেই! আমি শ্রমণমাত্র!

—তা আমি জানি পিতা। তথাপি আপনি আমাকে দান করুন উত্তরাধিকার!

—উত্তরাধিকার!—বললেন বুদ্ধ।—বৎস! আমার উত্তরাধিকারের একটিই মাত্র অর্থ—সদ্ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ।

—আমাকে তাই দান করুন!

—কিন্তু বৎস, তুমি এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক। এই বয়সে মাতৃস্নেহ-ই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তুমি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও যদি আমার উত্তরাধিকার গ্রহণের আগ্রহ তোমার থাকে তবে তখন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো। যাও বৎস, এখন গৃহে মাতৃসন্নিধানে প্রত্যাবর্তন করো!

—মাতৃস্নেহে আমি ধন্য, পিতা! তৎসত্ত্বেও আমি আপনার উত্তরাধিকার লাভেই আগ্রহী। সদ্ধর্মের দীক্ষাগ্রহণ ক'রে আমি শ্রমণ-জীবন যাপনে ইচ্ছুক!

—প্রাপ্তবয়স্ক না হ'লে শ্রমণ-জীবনের উপসম্পদা দান করা যায় না, বৎস!

—আমি রাজপথে আমার ন্যায় বয়স্ক ভিক্ষু দেখেছি, পিতা। আমি শুনেছি তারা 'শ্রামণের' পরিচয়ে অভিহিত। আমি শ্রামণের হ'য়েই থাকবো। প্রাপ্তবয়স্ক হ'লে আমাকে উপসম্পদা দান করবেন।

বুদ্ধ কয়েকমুহূর্ত কঠোরসংকল্পদৃঢ় রাহুলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে রইলেন।

সারিপুত্র ব'ললেন, শাস্তা! অন্যান্য কয়েকটি পন্থায় 'শ্রামণের' প্রথা বর্তমান। কিন্তু আমাদের সংঘে সে-প্রথা এখনো তো প্রবর্তিত হয়নি!

সুগত ব'ললেন, সে-কথা সত্য। কিন্তু যথার্থ আগ্রহীর জন্য সে-প্রথা হয়তো প্রবর্তন ক'রতে হবে! বৎস রাহুল! তুমি কি কৃতসংকল্প?

—সে-কথা আমি পূর্বেই নিবেদন করেছি, পিতা!

—তাহ'লে পিতৃসম্পদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করো, বৎস! বিংশতিবর্ষ পূর্ণ হ'লে তারপর তোমাকে উপসম্পদা দান ক'রবো। তার পূর্বে আমার একটি প্রশ্ন আছে। অবিচ্ছিন্ন পরিচয়ের নিমিত্ত তুমি পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে কদাপি ঘৃণা করো কি? যিনি মনুষ্যলোকে জ্ঞানালোক বিতরণ করেন তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো তো?

—অবিচ্ছিন্ন পরিচয়ের নিমিত্ত কোনো পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমি ঘৃণা করি না। যিনি মনুষ্যলোকে জ্ঞানালোক বিতরণ করেন, তিনি আমার সর্বদা নমস্য!

রাহুলকে অষ্টশীল সম্বন্ধীয় উপদেশ দানের পর সারীপুত্রের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ ব'ললেন, সারীপুত্র! আমাদের সংঘের এই প্রথম 'শ্রামণের' রাহুলের দায়িত্ব আমি তোমারই উপর ন্যস্ত ক'রলাম।

ন্যগ্রোধবনে তখন রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হ'য়েছে।

সন্ধ্যা হ'য়ে যাওয়া সত্ত্বেও রাহুলকে প্রত্যাবর্তন ক'রতে না দেখে যশোধরা উন্মাদিনীর মতো শুদ্ধোদন এবং গৌতমীর ভবনে গিয়ে তাঁদের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা হ'য়ে পড়লেন।

বৃদ্ধ শুদ্ধোদনেরও অবস্থা উন্মাদপ্রায়। কয়েকজন সঙ্গী সহ সেই মুহূর্তেই তিনি যাত্রা ক'রলেন ন্যগ্রোধবনের উদ্দেশ্যে।

সন্ধ্যাকালীন ধ্যান সমাপ্ত ক'রে বুদ্ধ তখন সদ্য ধীর পদচারণা আরম্ভ ক'রেছেন কুটিরাভ্যন্তরের স্বল্পপরিসরে।

বেদনাহত, বিহ্বল বৃদ্ধ শুদ্ধোদনও যশোধরার ন্যায় কম্পিতকলেবরে প্রায় ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে প'ড়লেন।

—কুমার!—হে সুগত! সন্তানের বিয়োগব্যথায় জনক-জননীর হৃদয় কি মর্মান্তিকভাবে বিদীর্ণ হয়, তা তুমি জ্ঞাত নও। তুমি যখন গৃহত্যাগ ক'রেছিলে তখন আমাদের হৃদয় কিভাবে শতধাবিদীর্ণ হ'য়েছিল, তা-ও তোমার অজ্ঞাত। তুমি তবু তখন ছিলে প্রাপ্তবয়স্ক, কিন্তু রাহুল তো নিতান্ত বালক! তোমার নিকট আমি করযোড়ে প্রার্থনা করছি, রাহুলকে তার মাতৃক্রোড়ে প্রত্যর্পণ করো! নতুবা সেই অভাগিনী আর কোন্ অবলম্বন নিয়ে দিনযাপন ক'রবে?

—আপনি ভূমিতল থেকে উঠুন, রাজন্! বালক রাহুলের বিংশতিবর্ষ বয়স হয়নি ব'লেই আমি তাকে শ্রমণ-ধর্মে দীক্ষাদান করিনি। আমি তাকে ব'লেছি, মাতৃস্নেহই এই বয়সের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমি তাকে নিবৃত্ত ক'রতে পারিনি। তৎসত্ত্বেও তাকে আমি আহ্বান করছি। সে যদি প্রত্যাবর্তনে সম্মত হয়, আপনি অবিলম্বে তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রস্থান ক'রতে পারেন।

পিতামহের সম্মুখে এসে দণ্ডায়মান হ'ল রাহুল। কিন্তু দুই হাতে পিতার চীবরপ্রান্ত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে রইলো। তার একটিই মাত্র বক্তব্য, সে পিতৃসম্পদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হ'য়েছে। গৃহে আর সে প্রত্যাবর্তন ক'রবে না! অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে সে প্রত্যাবর্তন করলো যে, বিংশতিবর্ষ বয়স হ'লে তাকে উপসম্পদা দান করা হবে।

গৌতমীর পুত্র নন্দ-ও যে একদিন পরমারূপসী পত্নী, কুসুমাস্তীর্ণ শয্যা—ভোগ, বিলাস-ব্যসনের চিরাভ্যস্ত জীবন পরিত্যাগ ক'রে বুদ্ধের উপদেশে শ্রমণের চীবর অঙ্গে ধারণ ক'রতে পারে, তা ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু তাই হ'ল বাস্তব!

শুদ্ধোদন এত বিমূঢ় যে তাঁর কোটরগত চক্ষুতে অশ্রুধারাও নিঃশেষ। গৌতমী সঙ্গোপনে অশ্রুপাত ক'রলেন। নন্দভার্যা পূর্ণা যুবতী সুন্দরী মূর্চ্ছাগতা। যিনি বুদ্ধ, তিনি এত নির্মম?

কপিলবাস্তু নগরে একদিকে বুদ্ধের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অন্যদিকে বিস্ময়ের-পর বিস্ময়।

শুদ্ধোদনের অনুজ শুক্লোদনের জ্যেষ্ঠপুত্র মহানাম প্রথম থেকেই বুদ্ধ এবং তাঁর সহচরবৃন্দের উপর প্রচণ্ডভাবে বিরূপ। তারই উৎসাহদানে নগরের বহু শাক্য যুবক প্রতিদিন ভিক্ষার্থে পরিক্রমারত বুদ্ধ এবং অন্যান্য ভিক্ষুগণের উপর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ এবং অশ্রাব্য কটু-কাটব্য বর্ষণ ক'রে চ'লেছে। রাত্রিকালে তারা ন্যগ্রোধবনে কুটিরের উপর প্রস্তরখণ্ড উৎক্ষেপণ করে, বর্ষণ ক'রে অশ্লীল কটূক্তি।

বুদ্ধ নির্বিকার।

মহানাম মনে মনে সংকল্প করেছে, গৌতম যদি কোনোদিন ভিক্ষার্থে তার গৃহ-দ্বারে আগমন করে তাহ'লে নিজের পালিত একটি অতি হিংস্র পার্বত্য সারমেয়কে সে নিয়োগ ক'রবে ভিক্ষু-বিতাড়নে। সারমেয়টির আকৃতি প্রায় সিংহের ন্যায়, প্রকৃতি সিংহ অপেক্ষা অধিকতর ভয়ংকর।

পার্বত্য অঞ্চল থেকে একটি রূপবতী পরিচারিকা সংগ্রহ ক'রেছে মহানাম। আর সংগ্রহ ক'রেছে এই সারমেয়টি। পার্বত্য অনার্য পরিচারিকার গর্ভজাতা যে পরমা রূপসী কন্যাটি শশিকলার ন্যায় বর্ধিতা হচ্ছে, সে-কন্যাটির জনক মহানাম স্বয়ং। কন্যাটির নাম বাসবক্ষত্রিয়া। হিংস্র সারমেয়টি পরিবারস্থ সকলের মধ্যে কেবল মহানাম এবং দাসী-কন্যা বাসবক্ষত্রিয়ার অনুগত। মহানাম বাসবক্ষত্রিয়াকে আদেশ দান ক'রে রেখেছে, শ্রমণ বেশধারী গৌতম যে মুহূর্তে ভিক্ষার জন্য দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হবে সেই মুহূর্তেই সে যেন সারমেয়টিকে শৃংখলমুক্ত ক'রে দেয়!

ব্যথিতচিত্তে সম্মতিসূচক মস্তক হেলন ক'রেছে বাসবক্ষত্রিয়া। সে দাসী-কন্যা এবং নিজেও দাসী। কেন নিরপরাধ সেই দিব্যশ্রীসম্পন্ন শ্রমণের রক্তে হিংস্র সারমেয়টির তীক্ষ্ণ দন্ত নিষ্ঠুরভাবে রঞ্জিত করাতে হবে, এ-প্রশ্ন করবার অধিকার তার নেই! বাসবক্ষত্রিয়া জানে, ওই সারমেয় কারো প্রতি ধাবিত হ'লে তাঁর রক্তপাত অনিবার্য—জীবনবিনাশও হ'তে পারে। তার প্রভু কেন এত নিষ্ঠুর? বয়সে কনিষ্ঠ হ'লেও শ্রমণ গৌতম তো তাঁর প্রভুরই জ্যেষ্ঠতাতপুত্র! তিনি তার প্রভুর কোনো ক্ষতিসাধনও করেননি। তবুও কেন এই হিংস্র, পৈশাচিক সংকল্প?

দিবা দ্বিপ্রহর সেদিন সদ্য সূচিত হ'য়েছে।

অলিন্দে দণ্ডায়মান মহানামের দৃষ্টিতে সহসা ক্রূর, কুটিল অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। সম্পূর্ণ সঙ্গীবিহীন একাকী গৌতম ভিক্ষাপাত্র হস্তে তারই গৃহদ্বার অভিমুখে অগ্রসরমান! দ্রুতপদে নিম্নতলে অবতরণ ক'রে হিংস্র পার্বত্য সারমেয়টিকে আক্রমণের লক্ষ্য সম্বন্ধে ইঙ্গিতদানের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে শৃংখলমুক্ত ক'রে দিলে মহানাম। ভয়ংকর গর্জনে চতুর্দিক উচ্চকিত ক'রে সারমেয় ধাবিত হল প্রধান প্রবেশ-দ্বারের দিকে। গৃহ-সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানে দণ্ডায়মান মহানাম। এ দুর্লভ যোগ অপ্রত্যাশিত! শাক্যক্ষত্রিয় হ'য়েও নগরপ্রবেশের পূর্বে যে ব্যক্তি চণ্ডালিনীর ভিক্ষা গ্রহণ ক'রে ইচ্ছাকৃতভাবে শাক্যজাতির মুখে কালিমালেপন ক'রেছে, তার ক্ষমা নেই!

কিন্তু কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই মহানামের মুখ থেকে অন্তর্হিত হ'ল কুটিল হাস্যরেখা। এ কি অসম্ভব বিস্ময়!

অশ্ব অপেক্ষাও দ্রুত গতিতে ধাবিত সেই সারমেয় শ্রমণের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়েই গর্জনে বিরত! লক্ষিত ব্যক্তির উপর ঝম্পপ্রদানের পরিবর্তে তাঁর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সে এত আনন্দে লাঙ্গুল-সঞ্চালন ক'রতে লাগলো যেন আগন্তুক তার কতকালের পরিচিত! সেই সঙ্গে শ্রমণের পদদ্বয় লেহন ক'রে সে সানন্দ ধ্বনিতে আগন্তুককে যেন অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ক'রতে লাগলো। বুদ্ধ সস্নেহে সারমেয়টির মস্তকে হস্ত-স্পর্শ দান ক'রলেন। সে-স্পর্শে সারমেয় বিগলিত হ'য়ে গেল। বৃদ্ধি পেলো তার আনন্দসূচক লাঙ্গুল-সঞ্চালন।

মহানাম স্তম্ভিত, হতবাক্।

সত্যই কি গৌতম বোধিলাভ ক'রেছে? অথবা হঠযোগ সাধনায় কিছু ঋদ্ধি অর্জন ক'রে কপিলবাস্তুর মানুষকে প্রবঞ্চিত ক'রতে এসেছে?

মহানামের দিকেই অগ্রসর হ'তে লাগলেন বুদ্ধ। সারমেয়টি তাঁর নিতান্ত অনুগতের ন্যায় তাঁকে অনুসরণ ক'রতে লাগলো।

বুদ্ধের কনিষ্ঠ পিতৃব্য অমৃতোদনের পুত্র আনন্দ সেই পথে গৃহাভিমুখে গমন করছিল। সে রাহুলের চেয়ে বয়সে জ্যেষ্ঠ, যদিও সেই বয়সগত পার্থক্য যথেষ্ট নয়। দূর থেকেই আনন্দ লক্ষ্য ক'রেছিল জ্যেষ্ঠতাতপুত্র অগ্রজ মহানামের ক্রিয়াকলাপ। সারমেয়টিকে প্রচণ্ড গর্জনে ধাবিত হতে দেখে ভয়ে সে শিহরিত হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু কয়েকমুহূর্ত পরেই তার মুখে ফুটে উঠলো বিমূঢ় বিস্ময়।

বুদ্ধ ধীরপদে অগ্রসর হ'য়ে মহানামের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। ওষ্ঠাধরে স্মিত, প্রশান্ত হাসি। দৃষ্টি করুণাস্নিগ্ধ।

ব্যগ্র ঔৎসুক্যে আনন্দ পুষ্পোদ্যানের বেষ্টনপ্রাচীরের অন্তরালে স্থান গ্রহণ ক'রলে। এত জঘন্য আচরণের পরেও মহানাম কী বলে, তা তাকে জানতেই হবে!

মহানামের সেই আকস্মিক স্তম্ভিতভাব তৎক্ষণে লীন। তার চোখে-মুখে পুনরায় ফুটে উঠেছে শাণিত, কুটিল অভিব্যক্তি। গৌতমকে চূড়ান্ত লাঞ্ছনায় বিতাড়নের পর তার প্রথম কার্যই হবে অপদার্থ সারমেয়টিকে নিধন!

বুদ্ধ ব'ললেন, মহানাম শাক্য! আজ আমি তোমার গৃহে ভিক্ষাপ্রার্থী!

অস্থির উত্তেজনায় চিৎকার ক'রে উঠলে মহানাম, গৌতম! আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ। আমাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রাপ্য সম্মান সহ কথা বলো!

বুদ্ধ ব'ললেন, আমি তো কোনো অসম্মান প্রদর্শন করিনি! তা ভিন্ন, পূর্ব সম্পর্কের প্রশ্ন এখন অর্থহীন। আমি গৃহত্যাগী শ্রমণ।

--তুমি ভণ্ড শ্রমণ!—পুনরায় গর্জন ক'রে ব'ললে মহানাম।—তোমার বোধিলাভ অবিশ্বাস্য! হঠযোগ সাধনায় কিছু ঋদ্ধি লাভ ক'রে শাক্যরাজ্যে তুমি প্রভাব বিস্তার ক'রতে এসেছ!

—আমি এককালে হঠযোগ সাধনা ক'রেছি এবং অলৌকিক ঋদ্ধিসমূহ লাভ ক'রেছি, তোমার এ-কথা সত্য। কিন্তু অলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শন আমার নিকট সর্বতোভাবে নিন্দনীয়।

--নিন্দনীয়? তাহ'লে এই হিংস্র পার্বত্য সারমেয়কে তুমি মেষ-সুলভ আচরণে বাধ্য ক'রলে কেন?

—তোমার এই সারমেয় কতখানি হিংস্র তা আমি জ্ঞাত নই মহানাম। কোনো অলৌকিক শক্তিতেও আমি তার আচরণ পরিবর্তিত করিনি। তুমি কি আমার প্রতি হিংস্র স্বভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে ওকে নিয়োগ ক'রেছিলে?

-হ্যাঁ ক'রেছিলাম!

—কিন্তু সারমেয়টি যেভাবে আমাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ক'রেছে তাতে আমি মনে ক'রেছি, সেই উদ্দেশ্যেই ওকে তুমি প্রেরণ করেছ।

—স্তব্ধ হও! তুমি ভণ্ড—তুমি অধর্মাচারী!

- আমার ব্রত সদ্ধর্ম প্রচার।

—সদ্ধর্ম! যে ধর্ম শাক্যক্ষত্রিয় এবং অস্পৃশ্য চণ্ডালকে একাকার ক'রে দেয়, তার নাম সদ্ধর্ম? নগরে প্রবেশকালের অব্যবহিত পূর্বে অস্পৃশ্যা চণ্ডালিনী-প্রদত্ত ভিক্ষাগ্রহণ ক'রে তুমি শাক্যজাতির সম্মান ভূলুণ্ঠিত ক'রেছ!

—মহানাম শাক্য! কোনো ব্যক্তি কিম্বা জাতির সম্মান নির্ভর করে তার চরিত্র-

ধর্মের উপর। চরিত্রবলে অর্জিত প্রকৃত সম্মান কদাপি ভূলুণ্ঠিত হয় না। যা ভুলুণ্ঠিত হয় তা ভ্রান্ত সম্মান।

—তুমি তোমার তত্ত্বকথা ব'লে আমাকে বিভ্রান্ত ক'রতে পারবে না গৌতম!

—কোনো ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করা আমার ধর্ম নয়। তুমি কি এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে চণ্ডালমাত্রেই অপবিত্র এবং অস্পৃশ্য?

—অবশ্যই।

—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য পবিত্র?

—নিশ্চয়ই। তবে বৈশ্য অপেক্ষাও পবিত্র ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ!

—কোনো ক্ষত্রিয় কিম্বা ব্রাহ্মণগৃহে কি পরস্বাপহারী, মিথ্যাভাষী, প্রতারক, ব্যভিচারী, হিংস্রস্বভাব কিম্বা অপরের প্রাণনিধনকারী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে না?

—হ্যাঁ, জন্মগ্রহণ করে।

—এই জাতীয় পাপকার্য কি সমর্থনযোগ্য?

—না।

—কিন্তু চণ্ডালগৃহে জাত কোনো ব্যক্তি যদি এইসকল পাপকার্য থেকে নিজেকে বিরত রেখে শুদ্ধাচারে জীবন যাপন করে, তা কি নিন্দনীয়?

—না, নিন্দনীয় নয়।

—তাহ'লে সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও সম্মানিত হওয়ার যোগ্য কিনা?

—কদাপি না। ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ কোনোক্রমেই ঘৃণ্য চণ্ডালকে সম্মান প্রদর্শন করতে পারে না!

—কোনো শূদ্র চণ্ডাল যদি তপোবল এবং চরিত্রবলে মানবতার সর্বোচ্চস্তরে উন্নীত হন?

—সেক্ষেত্রেও নয়।

—মহর্ষি মাতংগ একদা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় কর্তৃক পূজিত হ'য়েছেন। তাঁর জন্ম চণ্ডালকুলে।

—তাতে আমার কী?

—মহানাম শাক্য! নিজের জন্ম কারো নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, কিন্তু কর্ম, চিন্তা, সংকল্প নিজেরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

—এই সকল কথা প্রচার ক'রে তুমি শাক্যরাজ্যে এসে তোমার ভিক্ষু-সংঘে সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছ, তা আমি জানি গৌতম!

—সংসারের যাবতীয় ব্যক্তিকেই আমি সংসারত্যাগের জন্য উদ্বুদ্ধ ক'রতে আসিনি। যাদের ইচ্ছা হয় তারা সংসার ত্যাগ ক'রে ভিক্ষু-সংঘে যোগদান ক'রবে। কিন্তু সংসার জীবনকেও সুন্দর, শ্রীমণ্ডিত করাও কি কাম্য নয়? সমাজে পুঞ্জীভূত অসাম্য, উচ্ছৃংখলতা, নির্মমতা এবং ঘৃণা, হিংসার অপনোদনও আমার সদ্ধর্মের লক্ষ্য! শোনো মহানাম শাক্য, অস্ত্রবল কিম্বা বিত্তবলের ঔদ্ধত্যে অপরকে ভীত, সন্ত্রস্ত করা সহজেই সম্ভব, কিন্তু তার দ্বারা মহিমান্বিত সম্ভ্রম অর্জন করা সম্ভব নয়। যথার্থ সম্মান অর্জনের জন্য প্রয়োজন সদাচার, শীল এবং বিনয়। হিংসার দ্বারা কল্যাণ হয়না! উত্তেজনা প্রশমিত করো! পরিচ্ছন্ন মনে আমার দিকে দৃষ্টি-পাত করো! এবং লক্ষ্য করো তোমার হিংস্র সারমেয়কে। চতুষ্পদ জীব হওয়া সত্ত্বেও সে অনুভব ক'রেছে আমি অহিংসক। সেই কারণেই নিজ স্বভাবের হিংস্রতা

সে সম্বরণ ক'রেছে। এ পরিবর্তন কোনো অলৌকিক ঋদ্ধির দ্বারা সংঘটিত নয়। নিতান্তই লৌকিক। আমি পুনর্বার বলছি, যে-সকল শ্রমণ স্বীয় অলৌকিক ঋদ্ধির প্রয়োগে লোকমানসে প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, আমি তাঁদের নিন্দা করি। হিংসা ত্যাগ করো মহানাম শাক্য! অনুভব করতে পারবে, হৃদয় ক্রমে নির্মল, প্রশান্ত হ'য়ে উঠছে!

যদিও তখন শিশির ঋতুর সমাপ্তি হয়নি, তবুও মহানামের সর্বাঙ্গ তখন স্বেদাক্ত। কেবল একবার মাত্র বুদ্ধের মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সে ব'ললে, তোমার ভিক্ষাপাত্র দাও গৌতম!

অমৃতোদনের একটিই মাত্র পুত্র আনন্দ।

আনন্দ যে প্রথম থেকেই বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবান তা জানতেন অমৃতোদন। তিনি সর্বপ্রযত্নে ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রেছিলেন যাতে বুদ্ধের সঙ্গে আনন্দের যোগাযোগ না ঘটে। কিন্তু ব্যর্থ হ'ল তাঁর চেষ্টা। আনন্দ সদ্ধর্মে দীক্ষাগ্রহণে কৃত সংকল্প। অবশেষে অশ্রুজলে সম্মতিদান ক'রলেন আনন্দের জনক-জননী।

বসন্তঋতু শেষে কপিলবাস্তু থেকে সঙ্গীগণ সহ বৈশালির পথে যাত্রা করলেন বুদ্ধ। বৈশালির লিচ্ছবিগণের প্রধান নায়ক সিংহ স্বয়ং নির্গ্রন্থ নাটপুত্রের শিষ্য হলেও শ্রমণ গৌতম সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য ক্রমবর্ধমান। পরন্তু লিচ্ছবিজাতিও শ্রমণ গৌতম সম্বন্ধে আগ্রহী। তারা আমন্ত্রণ জ্ঞাপন ক'রেছে বুদ্ধকে। এমন কি, নগর-উপান্তে মহাবনসংলগ্ন কূটাগারশালায় বুদ্ধের বর্ষাবাসের জন্যও তারা স্থান নির্দিষ্ট ক'রে রেখেছে।

* * * *

কূটাগারশালায় অবস্থান ক'রছেন বুদ্ধ।

শ্রমণগণের বাসোপযোগী পর্যাপ্ত সংখ্যক কক্ষ ভিন্নও আরও কয়েকটি ভবন রয়েছে। লিচ্ছবিগণ হয়তো ভেবেছিল, শ্রমণ-সংখ্যা যথেষ্টই হবে। কিন্তু বুদ্ধ যখন উপস্থিত হ'লেন তখন সঙ্গী মাত্র ষড়-শ্রমণ এবং শ্রামণের আনন্দ।

কিঞ্চিদধিক একমাস অতিবাহিত হ'য়েছে।

বুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণের জন্য প্রতিদিনই সমাগত গৃহী নর-নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রাবস্তীর ন্যায় ঘটনারই পুনরাবৃত্তি! নির্গ্রন্থী, তীর্থিক, আজীবিক সকল সম্প্রদায়েই ঈর্ষা ক্রমবর্ধমান।

কপিলবাস্তু থেকে একদিন সংবাদ এলো, পুনরায় শাক্য-কোলিয় সংঘর্ষ আসন্ন! উপলক্ষ্য সেই একই—রোহিণী নদীর জল।

করুণ বেদনায় সজল হ'য়ে উঠলো বুদ্ধের লোচনযুগল। পুনর্বার সেই হিংসা, বিদ্বেষ, পৈশাচিক উল্লাসে অস্ত্র ঝনৎকার, অজস্র শোণিতপাত!

একাকী বুদ্ধ যাত্রা ক'রলেন কপিলবাস্তুর পথে।

গ্রীষ্মের শীর্ণতোয়া রোহিণী সেই একইভাবে প্রবাহিত হ'য়ে চ'লেছে। নদীর উভয়তীরস্থ বৃক্ষশাখায় মুক্ত বিহঙ্গকুল সেই একইভাবে কূজনরত। কেবল নদীর

উভয়তীরে যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ শাক্য এবং কোলিয়গণ বিবিধ অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত হ'য়ে রণদামামার ইঙ্গিতধ্বনির প্রতীক্ষায়।

পীত কাষায়ধারী বুদ্ধ নদীগর্ভে অবতরণ ক'রে মধ্যস্থলে আবক্ষ জলস্রোতের মধ্যে দণ্ডায়মান হ'লেন। ঘটনার এই আকস্মিকতায় উভয়পক্ষই হতবাক্।

—হে কোলিয় এবং শাক্যগণ! আমি তোমাদের উভয়পক্ষের সমদূরত্বে অবস্থান করছি। তোমরা যদি রক্তক্ষয়ী অস্ত্রসংগ্রামকেই অনিবার্য বিবেচনা করো তাহলে সর্বাগ্রে উভয়পক্ষের অস্ত্রই যেন আমাকে প্রথম বিদ্ধ করে! এই রোহিণী নদী যুগযুগান্ত যাবৎ হিমবন্তের তুষারগলিত জলধারায় পুষ্ট হ'য়ে প্রবাহিত। হিমবন্তের তুষাররাজি শাক্যেরও নয়, কোলিয়জাতিরও নয়। অধিকন্তু যে বর্ষার জলধারা এই নদীস্রোতকে স্ফীত করে, সে বর্ষাধারার উৎস নভোমণ্ডলের মেঘপুঞ্জ। তোমরা কি বলতে সক্ষম যে নভোমণ্ডল কাদের অধিকারভূক্ত—শাক্যরাজ্যের অথবা কোলিয়রাজ্যের?

উভয়পক্ষ নিরুত্তর।

বুদ্ধ পুনরায় ব'লতে আরম্ভ ক'রলেন, শাক্যনায়কবৃন্দ! কোলিয় নায়কবৃন্দ! তোমরা উভয়পক্ষই বিজয়প্রার্থী। অথচ তোমরা জানো, পুরুষানুক্রমে এই বিরোধ চ'লে আসছে। এক পক্ষ সমূলে নির্মূল না হ'লে কোনোদিনই পরস্পরের প্রতি এই বিদ্বেষ, হিংসা আর ঘৃণার উপশম হবে না। যে কোনো যুদ্ধেই উভয়পক্ষ একই সঙ্গে বিজয়ী হয় না! আজ যুদ্ধ হ'লেও একপক্ষকে পরাজিত হ'তেই হবে। অজস্র পরিমাণে শোণিতক্ষয় হবে উভয়পক্ষেই। পুনর্বার যুদ্ধও অনিবার্য। কারণ উভয় গোষ্ঠীর প্রতি উভয় গোষ্ঠীর হিংস্র মনোভাব, ঘৃণা এবং বিদ্বেষের অপহ্নব হবে না! যে বিদ্বেষবৃত্তি ক্রমাগত ঘৃণা এবং হিংসারই উদ্রেক করে, সেই বিদ্বেষবৃত্তিকে ত্যাগ ক'রে উভয়পক্ষের মৈত্রীপূর্ণ আলোচনার দ্বারা এই কলহের স্থায়ী অবসানই কি সর্বাধিক কল্যাণপ্রদ নয়?

উভয়পক্ষের সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সৈন্যগণ মস্তক অবনত ক'রলে।

রণদুন্দুভি নীরব। অসি, ধনুর্বাণ অবনমিত। বৃক্ষশাখায় পক্ষীকূজনধ্বনি বর্ধিত হ'তে লাগলো। রণদুন্দুভিধ্বনি এবং যুদ্ধোন্মাদ যোদ্ধৃগণের উৎকট উল্লাস-ধ্বনিতে পক্ষীকূজনধ্বনি আর বিঘ্নিত হ'ল না।

কপিলবাস্তু থেকে বৈশালি প্রত্যাবর্তনের পর বর্ষাবাসের চাতুর্মাস্যা কুটাগার-শালাতেই অতিবাহন ক'রলেন বুদ্ধ। শরৎ এবং হেমন্ত ঋতু বৃজিরাজ্যেরই বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ ক'রে পুনরায় প্রত্যাবর্তন ক'রলেন কুটাগারশালায়। শিশিরঋতুর শেষে তাঁর রাজগৃহে গমনের পরিকল্পনা।

উত্তরে হিমবন্ত থেকে শিশিরঋতুর চিরাচরিত শৈত্যপ্রবাহ এবং ঝটিকা আরম্ভ হ'য়ে গেছে সমগ্র অঞ্চলে। শাক্য, কোলিয়, বর্গ, মোরিয়, মল্ল, বৃজি—হিমবন্ত পাদদেশের প্রত্যেক রাজ্যেই প্রতি বৎসর প্রকৃতি এই ঋতুতে ভয়ংকরী নিষ্ঠুরা।

এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই একদিন কপিলবাস্তু থেকে পতিহীনা গোতমীর সঙ্গে বৈশালির উদ্দেশে যাত্রা করলেন পঞ্চ শাক্য রমণী এবং তাঁদের সঙ্গে পুরুষ কেবল একজন—কিশোর রাহুল। পঞ্চ শাক্যরমণীর মধ্যে রয়েছে যশোধরা, পরিচারিকা উত্তরা, গোতমীকন্যা রূপানন্দা, শাক্যরাজন্য ক্ষেমকের কন্যা অভিরূপানন্দা এবং গোপিকা নাম্নী এক শাক্যযুবতী।

রাজন্‌ শুদ্ধোদনের মৃত্যু হয়েছে। মহানাম নির্বাচিত হয়েছে নতুন শাক্যরাজন্‌। কপিলবাস্তুর রাজনভবন হ'য়ে উঠেছে বুদ্ধ-বিরোধীদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হয় রাত্রির অন্ধকারে। কিংকর-কিংকরীগণ চলে গেছে নতুন রাজন্‌ মহানামের ভবনে। · ধীরা, তিষ্যা, উপসমার ন্যায় যে একান্ত পরিচারিকাগণকে এতকাল কন্যার স্নেহে পালন ক'রেছেন গোতমী, তারাও বিদায় গ্রহণ ক'রেছে। একমাত্র যশোধরার একান্ত সহচরী উত্তরা এই দুর্দিনেও যশোধরাকে পরিত্যাগ করেনি। পুত্র নন্দের শ্রমণ-জীবনে প্রবেশের পর পুত্রবধূ সুন্দরী পূর্বেই পিতৃগৃহে গমন ক'রেছিল।

গোতমী সংসার-জীবন ত্যাগে কৃতসংকল্পা। যশোধরাও তাঁর অনুবর্তিনী। দুই শাক্যপ্রধান তনয়া অভিরূপানন্দা এবং তিষ্যা পূর্বেই সদ্ধর্মের অনুরাগিনী হ'য়েছিলেন। বুদ্ধ যখন ন্যগ্রোধবনে অবস্থান ক'রছেন তখন গোতমীর সঙ্গে তাঁরাও গিয়ে সাক্ষাৎ করেছিলেন বুদ্ধের সঙ্গে। তাঁরা বিবাহ এবং সাংসারিক জীবন যাপনে তখন সম্পূর্ণ অনভীষ্গা। গোতমীরও সকাতর অনুনয় ছিল, বুদ্ধ শ্রমণ-সংঘের ন্যায় শ্রমণী-সংঘ-ও স্থাপন করুন। কিন্তু সম্মত হন নি সুগত। কারণ, তখনো সে সময় হয়নি। ব্যর্থ হয়েছে তাঁদের আবেদন।

একমাত্র কন্যা রূপানন্দা-ই সংসারজীবন ত্যাগে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। তার রূপ-যৌবন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে, এ-কথা চিন্তা ক'রতেই ভয়ে, নিরানন্দে তার মন হ'য়েছে কম্পিত, শিহরিত। যে রূপ-যৌবনকে পদদলিত ক'রে অর্থহীন ব্রহ্মচর্যপালনের কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রতে ইচ্ছুক, সে করুক। কিন্তু এই উপচিত পূর্ণযৌবন সম্পদকে, সে কেন অপব্যয় ক'রবে?

কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে বৈশালি যাত্রায় সম্মত হ'তে হ'য়েছে। কারণ, পিতৃব্যগণ বিমুখ, মাতামহ সুপ্রবুদ্ধ দীর্ঘকালাবধি শুদ্ধোদনের পরিবারস্থ সকলের প্রতি ক্রোধে, ঘৃণায় রক্তাক্ষ হ'য়ে আছেন।

কপিলবাস্তু থেকে বৈশালি দীর্ঘ দ্বাবিংশ যোজন পথ—যাত্রার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও গোতমীর হৃদয় শংকাতুর। উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা, কেউ জানে না। তবুও নিরুপায়ভাবে যাত্রা তাঁকে করতেই হয়েছে। এত দীর্ঘপথযাত্রায় সম্পূর্ণ অনভ্যস্তা ছয়টি নারী তবুও চ'লেছেন বৈশালির পথে। দেহ ক্লান্ত, পদযুগল ক্ষত-বিক্ষত, সর্বাঙ্গ ধূলিধূসর। কখনো উত্তরা, কখনো রাহুল, কখনো বা যশোধরা কিম্বা তিষ্যা কিম্বা অভিরূপানন্দা নিজ স্কন্ধে গোতমীর হস্তভার নিয়ে পথপরিক্রমায় সাহায্য ক'রছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম রূপানন্দা। জননী গোতমীর উপর অভিমানে সে অন্তরে বিদ্রোহিনী। তার জননী তার রূপ-যৌবনকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে চলেছেন!

সেদিন সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পূর্বেই অসহ্য শৈত্যপ্রবাহের সঙ্গে আরম্ভ হ'য়েছে মৃদু বারিবর্ষণ।

পথ জনবিরল। নিতান্ত নিরুপায় পথিক ভিন্ন পথে আর কেউ নেই। বৈশালি নগর অতিক্রম ক'রে নগরপ্রান্তে সুমিত্র নামক এক গৃহপ্রত্যাগমনরত যুবকের নিকট কূটাগারশালার অবস্থান জ্ঞাত হ'লেন গোতমী। একে দুরন্ত শীত, তার উপর বারিধারা। সর্বাঙ্গ সিক্ত হ'য়ে গেছে সকলের। দেহের সহনশক্তি তখন প্রায় শেষ সীমায়। সেই অবস্থাতেই ছয় নারী এবং এক কিশোর শেষ পর্যন্ত উপনীত হ'ল কূটাগারশালার ভবনপ্রাঙ্গণে।

ভবন মধ্যে আলোকিত কক্ষে বুদ্ধের সান্ধ্যকালীন ধর্মদেশনা তখন সদ্য সমাপ্ত হ'য়েছে। আনন্দের কর্ণে সহসা ক্ষীণ নারীকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ ক'রলো। একটি দীপহস্তে প্রাঙ্গণে এলেন আনন্দ।

কিছুক্ষণ পরের কথা।

কক্ষমধ্যে ধীর পদচারণা ক'রছেন বুদ্ধ। আনন্দ এসে মস্তক অবনত ক'রে সম্ভ্রম জ্ঞাপনান্তে ব'ললে, শাস্তা! সুগত বুদ্ধ যে সদ্ধর্মের প্রবর্তন ক'রেছেন, সেই সদ্ধর্মে দীক্ষিতা হ'য়ে কোনো নারী যদি শ্রমণীরূপে যোগদান করেন তাহ'লে তাঁর পক্ষে স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামী ফল, অনাগামীফল এবং অর্হৎফল লাভ সম্ভব কি?

– সম্ভব।—প্রশান্তকণ্ঠে ব'ললেন বুদ্ধ। নারীজাতিকে কদাপি আমি পুরুষ অপেক্ষা হীন ব'লে মনে করিনি, এখনো করিনা।

—তাহ'লে সুগত এখনো শ্রমণী-সংঘ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হননি কেন?—প্রশ্ন ক'রলে আনন্দ।

আনন্দ! অন্যান্য শ্রমণ-সম্প্রদায়ের ভিক্ষুণীসংঘ পূর্বাবধিই আছে। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, জৈন শ্রমণ-সংঘে কোনো কোনো শ্রমণ-শ্রমণী সংঘের নিয়ম ভংগ ক'রে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'য়েছেন। তীর্থিক-সম্প্রদায়েও অনুরূপ ঘটনা আমি জানি।

--কিন্তু সদ্ধর্মের সংঘেও তার পুনরাবৃত্তি সংঘটিত হ'বে, শাস্তার এ-আশংকা কেন?

—আনন্দ! নারী এবং পুরুষের পরস্পরের প্রতি দেহজ কামের তৃষ্ণাজাত আকর্ষণ প্রকৃতি প্রদত্ত সহজাত বৃত্তি। কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের পরিপূর্ণ মানসিক নিয়ন্ত্রণের অধিকারী না হ'লে শ্রমণ-সংঘে যোগদানকারী শ্রমণ-ও অর্হৎ ফললাভে ব্যর্থ হ'তে পারেন। অন্যপক্ষে সেইরূপ মানসিক নিয়ন্ত্রণের অধিকারিণী কোনো নারী অর্হৎফললাভে সিদ্ধা হ'তে পারেন। কিন্তু এরূপ কি প্রত্যাশা করা সম্ভব যে, শ্রমণ সংঘের সকল ভিক্ষু এবং শ্রমণী সংঘের সকল ভিক্ষুণী চিরকাল নিজের মনের উপর সেই শাসন, সেই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে পারবেন? আমি পুনর্বার ব'লছি, মাতৃজাতি নারী আমার শ্রদ্ধেয়া। নারী সুজাতা-প্রদত্ত পায়সান্ন আমি বোধিলাভের দিনেই পরম শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ ক'রেছিলাম। তথাপি আমি শ্রমণী-সংঘ প্রতিষ্ঠার কোনো-রূপ উদ্যোগ গ্রহণ করিনি, তার কারণ, নারী গৃহধর্মেই যদি তার কল্যাণীরূপকে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারে, তার দ্বারাই সমাজে, সংসারে আসবে পবিত্রতা—দূর হবে সমাজ-সংসারের দুঃখদায়ক অকল্যাণকারী বৃত্তিসমূহ। শ্রমণীর পরিবর্তে গৃহধর্মে নিরতা উপাসিকার সংখ্যা বৃদ্ধিই সদ্ধর্মের উদ্দেশ্যসাধনে অধিক সাহায্য ক'রবে, এই আমার বিশ্বাস!

আনন্দ কয়েকমুহূর্ত নীরব রইলেন। তারপর গৌতমীর নিকট সদ্যশ্রুত তাঁর অসহায় অবস্থার কথা বিবৃত ক'রে তিনি করযোড়ে ব'ললেন, শাস্তা! যে মাতৃষ্বসা সুগতের নিতান্ত শৈশবে তাঁর মাতৃস্নেহসিঞ্চনে সুগতকে লালন-পালন ক'রেছেন, অন্তত তাঁর অনুরোধে নারীগণকে আপনি শ্রমণীরূপে সদ্ধর্মে প্রবেশের অনুমতি দান করুন! এই কূটাগারশালায় পৃথক ভবনও আছে!

বুদ্ধ ক্ষণকাল নীরব। তারপর ব'ললেন, আমি সম্মতিদান করছি!

॥ ১৩ ॥

দেবদত্তের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে।

শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর রাজন্ পদে নির্বাচিত হ'য়েছে মহানাম। শাক্যরাজনের বহু আকাঙ্ক্ষিত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ক্রোধে, ক্ষোভে, হতাশায় দেবদত্ত যেন উন্মাদ হ'য়ে উঠলো। রাজন্‌পদ তার অভিলাষ, তার স্বপ্ন! অধিকন্তু রাজন্‌পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর গৌতমের উপর তার সঙ্গোপন প্রতিশোধস্পৃহা চূড়ান্তভাবে চরিতার্থ ক'রবে, এই ছিল তার পরিকল্পনা।

সে পরিকল্পনাও ব্যর্থ হল।

কোকিলক একদিন ব'ললে, দেবদত্ত! মহানামের রাজন্ পদে নির্বাচনকালে তোমার পিতার দৃঢ় বিরোধিতার কথা মহানাম বিস্মৃত হয়নি এবং হবেও না। এ অবস্থায় শাক্যরাজ্যে তোমার সম্মান এবং সেইসঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে আমাদের সম্মান-ও হয়তো অচিরাৎ বিপন্ন হবে!

--তাহ'লে এখন কী কর্তব্য আমার? দেখছি, অদৃষ্ট আমার প্রতি নিতান্তই বিরূপ! কত বৎসর পূর্বে জম্বুবনের নিকটস্থ রাজপথে ওই গৌতমের হস্তে লাঞ্ছিত হ'য়ে তোমাদের সম্মুখে যে-প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ ক'রেছিলাম, সে-প্রতিজ্ঞা আর আমার পালন করা হ'ল না কোকিলক!

--পালন করবার উপায় আছে, দেবদত্ত!

—কী সে উপায়?—বিস্মিত দেবদত্ত প্রশ্ন ক'রলে অতি উদ্‌গ্রীবভাবে।

—গৌতমের শ্রমণসংঘে যোগদান।—ব'ললে কোকিলক।

—কী ব'লছো তুমি!

কোকিলকের মুখে অর্থপূর্ণ কুটিল হাস্য। ব'ললে, এইটিই বর্তমানে একমাত্র উপায়, দেবদত্ত! গৌতমের শ্রমণ-সংঘে যোগদান ক'রে তার বিশ্বাস অর্জন ক'রতে হবে। তারপর সময় এবং সুযোগ অনুসারে কর্তব্য নির্ধারণ!

—গৌতমের আনুগত্য স্বীকার ক'রতে হবে! ওই মুণ্ডিতমস্তক অসহ্য লোক-গুলির সঙ্গে বাস ক'রতে হবে, তাদের সঙ্গে ভিক্ষাপাত্র হাতে দ্বারে দ্বারে যেতে হবে?

—উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য জীবনে অনেক কিছুই করতে হয়, দেবদত্ত! তোমার চিন্তা নেই, আমরা সকলেই তোমার সঙ্গে শ্রমণ-সংঘে যোগদান ক'রবো। আমি যতদূর শুনেছি, রাজগৃহে এবং শ্রাবস্তীতে গৌতমের এখন যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি। এখানে বাস ক'রে যে কোনো মুহূর্তে মহানামের নিকট অপমানিত হওয়া অপেক্ষা গৌতমের শ্রমণ-সংঘে দিনযাপন অনেক নিরাপদ। তা ভিন্ন, প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'রতে হ'লে শাক্যরাজ্য থেকে তা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তার নিকটবর্তী হ'য়েই ভিতর থেকে তোমাকে আঘাত হানতে হবে!

দেবদত্ত কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে তারপর ব'ললে, তোমার পরামর্শ গ্রহণ করাই সম্ভবত এখন সমীচীন। আমি সম্মত।

বুদ্ধ তখন বৈশালি ত্যাগ ক'রে রাজগৃহের পথে যাত্রা ক'রেছেন। সঙ্গী কেবল

তিনজন—সারীপুত্র মৌদ্‌গল্যায়ন এবং আনন্দ। অপর শ্রমণগণের উপর বৈশালির শ্রমণ-সংঘের দায়িত্ব ন্যস্ত ক'রেছেন। সেখানে আরো কয়েকজন লিচ্ছবিযুবক যোগদান ক'রেছেন সংঘে। শ্রমণী সংঘের দায়িত্বভার অর্হৎ মহাপ্রজাপতি গৌতমীর।

বৃজি গণ-রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে হিরণ্যবতী নদী। তারপরই মগধরাজ্য আরম্ভ হয়েছে। মগধরাজ্যে প্রবেশের পূর্বেই একদিন বুদ্ধের সম্মুখে এসে দাঁড়ালে কয়েকজন শাক্যযুবক—দেবদত্ত, কোকিলক, খণ্ডধনুজ, সগরদত্ত, কটমোরকতিষ্য, কিম্বিল এবং ভৃগু। তাদের সঙ্গে রাজক্ষৌরকার উপালি।

দেবদত্ত অবনতমস্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে করযোড়ে বললে, হে শাস্তা! হে সুগত! এতকাল আমি দুর্বিনীত, উচ্ছৃংখল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু আপনি শাক্যরাজ্যে সদ্ধর্ম প্রচার করবার পর আমি আমার ভ্রম উপলব্ধি করেছি। আমি অনুতপ্ত। আপনি সানুগ্রহে আমাকে এবং এই শাক্যযুবকগণকে উপসম্পদা দানে নির্মল করুন!

বুদ্ধ একবার মাত্র সকল শাক্যযুবকের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ ক'রে নিলেন।

করযোড়ে কোকিলক বললেন, শাস্তা! আমরা প্রত্যেকেই শ্রমণের কাষায় বস্ত্র সঙ্গে এনেছি। রাজক্ষৌরকার উপালিকে আমাদের মস্তকমুণ্ডনের জন্য সঙ্গে এনেছি। আপনি অনুগ্রহ করুন! আমরা যেন অর্হৎফললাভে নির্বাণ অর্জন ক'রতে পারি!

বুদ্ধের মুখমণ্ডলে মৃদু হাস্যরেখা।

উদার, প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি ব'ললেন, আমি অবশ্যই তোমাদের উপসম্পদা দান ক'রবো। কিন্তু স্মরণ রেখো, কেবলমাত্র শ্রমণের কাষায়বস্ত্র পরিধান করলেই অর্হৎ-ফললাভ হয় না। সেই প্রার্থিত ফললাভ নির্ভর করে শ্রমণের সুকৃতির উপর। অষ্টাংগ-মার্গিক সাধনা এবং মৈত্রীপূর্ণ সদাচারণের দ্বারা অর্হৎপদ অর্জন ক'রলেই নির্বাণ-লাভের পথ তোমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হবে!

উপালি একে একে সকলের মস্তকমুণ্ডন ক'রে দিলেন। তাদের উপসম্পদা দান ক'রলেন বুদ্ধ। শ্রমণের পীত চীবর অংগে ধারণ ক'রলেন দেবদত্ত এবং তাঁর সংগী-বৃন্দ। হস্তে নিলেন ভিক্ষাপাত্র।

নবীন শ্রমণগণের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে উপালি মনে মনে ভাবলেন, এই সকল অভিজাত শাক্য যুবক বিলাস-ব্যসন, ভোগ সুখ ত্যাগ ক'রে ভিক্ষু-জীবন গ্রহণ করলে আর আমি এদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, আমি একাকী এস্থান থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন ক'রবো?

—উপালি! তুমি চিন্তামগ্ন কেন? তোমার মনে কি কোনোরূপ অশান্তি আছে?

বুদ্ধের প্রশ্ন শুনেই চমকিত হ'লেন উপালি। সুগত বুদ্ধ নিশ্চয়ই তাঁর মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কথা উপলব্ধি ক'রেছেন!

করযোড়ে ছলছল নয়নে উপালি ব'ললেন, প্রভু! আমার মনে কোনো অশান্তি ছিল না। কিন্তু স্বল্পকাল পূর্বেই অশান্তির উদ্ভব হ'য়েছে! সংসারিক জীবনে আর আমি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বোধ ক'রছি না। আমিও সংসার ত্যাগ ক'রতে চাই। কিন্তু আমি নীচ জাতি। আপনার অনুগ্রহ লাভ কি আমার পক্ষে সম্ভব?

উপালির হস্ত ধারণ ক'রে বুদ্ধ ব'ললেন, সদ্ধর্মে জাতিভেদ, বর্ণভেদ নেই,

উপালি! উপসম্পদা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রাক্-জীবনের জাতি-বর্ণ পরিচয় লুপ্ত হ'য়ে যায়।

উপালিও লাভ ক'রলেন উপসম্পদা।

সারীপুত্রের সঙ্গে অতিরিক্ত শ্রমণ-চীবর ছিল, তাই পরিধান ক'রলেন উপালি। শ্রমণের চীবর অঙ্গে গ্রহণের পর রীতি অনুযায়ী অবনতমস্তকে সম্ভ্রম জ্ঞাপন ক'রলেন তিনি অন্যান্য শ্রমণের প্রতি। একমাত্র দেবদত্ত ভিন্ন অন্য সকলেই অবনত-মস্তকে প্রত্যভিবাদনে উপালিকে সম্ভ্রম জ্ঞাপন ক'রলেন।

—ভিক্ষু দেবদত্ত! তুমি মস্তক অবনত ক'রলে না যে?—প্রশ্ন ক'রলেন বুদ্ধ।

—আমি তো এতকাল এরূপ সম্ভ্রমজ্ঞাপনে অভ্যস্ত ছিলাম না!—উত্তর দিলেন দেবদত্ত।

এতকাল তুমি ছিলে অভিজাতবংশীয় শাক্যযুবক। এখন তুমি জাতিবর্ণ-পরিচয়হীন সদ্ধর্মমার্গের শ্রমণ। ভিক্ষু উপালি এবং ভিক্ষু দেবদত্তের পূর্বপরিচয় বিলুপ্ত। সংঘের বিনয় অনুযায়ী ভিক্ষু উপালির প্রতি সম্ভ্রমজ্ঞাপন তোমার অবশ্য-কর্তব্য! অভিবাদন জ্ঞাপন করো।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মস্তক আংশিক নত ক'রলেন দেবদত্ত।

উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুনরায় দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

বৈশালি থেকে রাজগৃহে উপনীত হ'য়ে স্বল্প কয়েকদিন অবস্থান ক'রলেন বুদ্ধ। রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তী যাত্রা ক'রতে হবে।

রাজগৃহে এসে বুদ্ধ লক্ষ্য ক'রলেন, নবাগত কিছুসংখ্যক ভিক্ষু বিলাসপ্রিয় হ'য়ে উঠেছেন। তাঁরা মৃৎনির্মিত ভিক্ষাপাত্রের পরিবর্তে উপাসক-উপাসিকাগণের নিকট প্রাপ্ত তাম্র অথবা পিত্তল নির্মিত ভিক্ষাপাত্র ব্যবহার ক'রতে অভ্যস্ত হ'য়েছেন। প্রথমাবধি প্রচলিত বিনয়-বিধি লঙ্ঘনপূর্বক কর্কশ কাষায়বস্ত্রের পরিবর্তে মসৃণ, আরামদায়ক চীবর পরিধান ক'রছেন। সেই সামগ্রী সমূহের সংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধেও তাঁরা যত্নবান। অর্থাৎ সর্বত্যাগী শ্রমণ হ'য়েও গৃহীর সহজাত সম্পদাধিকারবোধ থেকে তাঁরা মুক্ত হ'তে পারেননি!

ব্যথিত হ'লেন বুদ্ধ। ব্যথিত হ'লেন সারীপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন। কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত উল্লসিত হ'লেন দেবদত্ত। এই ভিক্ষুগণের উপর আধিপত্য-বিস্তার ক'রে এঁদের নিয়েই তিনি গৌতমের বিরোধী একটি শক্তি সৃষ্টিতে সমর্থ হবেন। সে প্রচেষ্টা তাঁকে ক'রতেই হবে!

সারীপুত্র বুদ্ধকে ব'ললেন, শাস্তা! অবিলম্বে সংঘে এই বিলাসপ্রিয়তার মূলোৎপাটন প্রয়োজন! বিনয় এবং শীল পালনের নির্দিষ্ট শাসন প্রবর্তন না ক'রলে কালক্রমে আমাদের সংঘেও হয়তো আজীবিক, নির্গ্রন্থী অথবা তীর্থিক সংঘ সমূহের ন্যায় অনাচার প্রবেশ করবে!

বুদ্ধ হেসে ব'ললেন, সারীপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন! তোমাদের হৃদয়ের বেদনা এবং আশংকা আমি উপলব্ধি করছি। সংঘের বিনয়ে অতি কঠোরতা অথবা অতি শিথিলতা উভয়ই সমভাবে পরিত্যাজ্য। বিনয়ের আরো কয়েকটি আচরণ অবশ্যই প্রবর্তন ক'রতে হবে। পরবর্তীকালে যদি লক্ষ্য করা যায় সেই আচরণগুলির প্রত্যেকটিই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত না হ'লেও কোনোরূপ ক্ষতি হচ্ছে না অথবা

নবপ্রবর্তিত কোনো শাসন ত্রুটিযুক্ত, তখন সে বিনয়ের সংস্কার, এমন কি পরিবর্জনও প্রয়োজন হ'তে পারে। এ-জগতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। সেক্ষেত্রে বিনয়ের শাসনেও চিরস্থায়িত্ব আশা করা কি উচিত?

মৌদ্গল্যায়ন ব'ললেন, শাস্তা, আপনি যথার্থই বলেছেন!

বুদ্ধ ব'ললেন, তৎসত্ত্বেও সংঘের শৃংখলা এবং শুদ্ধি রক্ষার জন্য অন্তত কয়েকটি মৌলিক বিনয়ের অবশ্যই প্রয়োজন। আপাতত আমার মনে হচ্ছে, বিলাসস্পর্শবিহীন ত্রিচীবর, একটি মৃৎনির্মিত ভিক্ষাপাত্র, অকস্মাৎ চীবর ছিন্ন হ'লে তা সীবন করবার উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ সূত্র সহ একটি সূচিকা, কটিদেশে চীবরের অবলম্বনস্বরূপ একটি শক্ত সূত্র-বন্ধনী, জলশোধনের জন্য একখানি বস্ত্রখণ্ড এবং পথে-প্রান্তরে আকস্মিক বিপদে আত্মরক্ষার জন্য একখানি বহনযোগ্য ক্ষুদ্র কুঠারই প্রত্যেক ভিক্ষুর পক্ষে যথেষ্ট।

উৎফুল্ল মৌদ্গল্যায়ন ব'ললেন, এর অধিক বস্তুতে ভিক্ষুর প্রয়োজন কী?

সারীপুত্র সানন্দে বললেন, আপনি এ শাসন প্রচার করুন। কিন্তু ভগবন্! সংঘের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পক্ষেও কয়েকটি মৌলিক বিধির প্রয়োজন নয় কি?

বুদ্ধ ব'ললেন, অবশ্যই প্রয়োজন। সে-কথাও আমি চিন্তা করেছি, সারীপুত্র! সংঘ অর্থেই সমাবেশ এবং সমার্থক জীবনযাপন পদ্ধতি। তোমরা এতকাল বৈশালিতে অবস্থানকালে নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রেছ যে, সমগ্র বৃজি গণরাজ্যে বিশেষত লিচ্ছবিজাতির দৈনন্দিন জীবনযাপন পদ্ধতি থেকে আরম্ভ ক'রে তাদের রাজ্যশাসন-প্রণালী পর্যন্ত সকল কিছুই কতখানি সুশৃংখল? অবশ্য রাষ্ট্রনৈতিক শৃংখলা বিষয়ক বিধিব্যবস্থা ভিক্ষুসংঘের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কিন্তু শৃংখলার অনুশাসন সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সংঘের শৃংখলা অটুটভাবে রক্ষা করবার নিমিত্ত আমি কয়েকটি অবশ্য পালনীয় বিনয় প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রেছি! আমাদের সদ্ধর্মমার্গ যেহেতু মধ্যমার্গ, সেই হেতু অতিশয় ক্লেশদায়ক শীলও যেমন বাঞ্ছনীয় নয়, অপরপক্ষে অসংযমের অংকুরোদ্গম হয় এমন কোনো শিথিল অনুশাসনও বর্জনীয়। হে সারীপুত্র! হে মৌদ্গল্যায়ন! সহজ সরল অনাড়ম্বর ভিক্ষুজীবন যাপন, সংঘবদ্ধতা, প্রতি পক্ষান্তরে মিলিত হ'য়ে ভিক্ষুগণ বিগত পক্ষকালে কায়িক, মানসিক অথবা বাচনিক কোনোরূপ অকুশল কর্ম ক'রেছে কিনা সর্বসমক্ষে তা ঘোষণা ক'রে উপোসথ পালনের যে বিনয় প্রবর্তিত আছে, তার উপর সমধিক গুরুত্ব দান ক'রতে হবে! উপরন্তু, অল্প সময়ের ব্যবধানেই ভিক্ষুগণ সভায় মিলিত হ'য়ে পরস্পর আলোচনার দ্বারা সংঘের উন্নতিসাধনে সদা সচেষ্ট থাকবে। ভিক্ষু-সংঘ এবং ভিক্ষুণী-সংঘে বিনয় পালনে কোনোরূপ পৃথক শাসন অপ্রয়োজনীয়। ভিক্ষু-সংঘ প্রবীণ ভিক্ষুগণের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং ভিক্ষুণী-সংঘ পরিচালনার দায়িত্ব পালন ক'রবেন সেই সকল ভিক্ষুণী—যাঁরা অর্হত্ত্ব অর্জন ক'রে স্থবিরা রূপে পরিচিত হয়েছেন। বৈশালিতে ভিক্ষুণী-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। আমার অনুমান, অন্যান্য বিহারেও অচিরে ভিক্ষুণী-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হবে। কেবল এই বিধি সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে যে, একই বিহারের মধ্যে স্থাপিত ভিক্ষু-সংঘের আবাসস্থান থেকে যথেষ্ট দূরত্বে থাকবে ভিক্ষুণীবর্গের বাসভবন। নারীকে আমি পুরুষ অপেক্ষা কদাপি কোনো অংশে হীন মনে করি না। ধর্মপালনে ভিক্ষুও যেমন অর্হত্ত্বপদ লাভ ক'রতে পারে, নারীও তেমন অর্হত্ত্বপদলাভে সমর্থা। বৈশালিতে আমার কৃচ্ছ্রসাধনা-

ভিত্তিক তপশ্চর্যাকালে আমি কোনো কোনো শ্রমণপন্থার এমন কয়েকজন শ্রমণীকে দেখেছি যাঁরা তাঁদের পালিত ধর্মের ব্যাখ্যা এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অসাধারণ নিপুণা। তাঁদের কোনো কোনো শ্রমণীকে প্রকাশ্য রাজপথে জনসমাবেশে আমি বিস্ময়কর বাগ্মিতা প্রদর্শন ক'রতে দেখেছি। হে সারীপুত্র! হে মৌদ্গল্যায়ন! তোমাদের উভয়কেই আমি যথার্থ চিন্তাশীল, প্রাজ্ঞ মনে করি। সংঘের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে তোমাদের সুচিন্তিত পদ্ধতিও তোমরা নির্দ্বিধায় আমার নিকট প্রকাশ ক'রবে!

রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তী।

জেতবনবিহার নবোজ্জীবিত প্রাণস্পন্দনে পুনরায় স্পন্দিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

বুদ্ধের অনুপস্থিতিতে এই সময়ের মধ্যে উপাসিকা বিশাখার জীবনে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তিনি এখন মৃগধরমাতা নামেই সমধিক পরিচিতা।

বুদ্ধ যেদিন জেতবনবিহারে উপস্থিত হ'লেন, সেইদিনই তাঁর ধর্মদেশনাকালে উপস্থিত হ'লেন মৃগধর। ধর্মদেশনা সমাপ্তির পর তিনি ব্যাকুলভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জ্ঞাপন ক'রলেন বুদ্ধের চরণে।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে মৃগধর বললেন, হে পরম সুগত বুদ্ধ! আমার পাপের জন্য আপনি আমাকে মার্জনা করুন!

বুদ্ধ সবিস্ময়ে ব'ললেন, আপনি কে? কোন্ অপরাধে মার্জনা ভিক্ষা?

—আমি কোশলরাজের মন্ত্রী মৃগধর। হে পরম বুদ্ধ! আমি মহাপাপ ক'রেছি!

—কিরূপ পাপ, ভদন্ত?

—আমার পুত্রবধূ—আমার মাতৃসমা মহিয়সী বিশাখা আপনার উপাসিকা। আমি ছিলাম নির্গ্রন্থ নাটপুত্রের অনুগামী গৃহী মানবক। ভগবন্! পুত্রবধূ যেদিন আমার ধর্মবিশ্বাসকে অগ্রাহ্য ক'রে আপনার সদ্ধর্মের উপাসিকা হ'লেন, সেইদিন থেকেই তাঁর প্রতি আমি কুপিত হই। তাঁকে মত-পরিবর্তনের জন্য বাধ্য ক'রতে আমি সমুদ্যত হ'য়েছিলাম। কারণ, নির্গ্রন্থ নাটপুত্র কয়েক বৎসর পূর্বে যখন শ্রাবস্তীতে আগমন করেন তখন তিনি স্পষ্টভাবে ব'লে গিয়েছিলেন, শ্রমণ গৌতম অক্রিয়বাদী প্রচারক। তাঁর ধর্মমতে কোনো সারসত্য নেই। হে সুগত! পুত্রবধূ বিশাখাকে আমি অহরহ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দিয়েছি, তীব্র কটু ভর্ৎসনা ক'রেছি। কিন্তু তিনি তাঁর বিশ্বাসে অবিচলা। তিনি অকাতরে আমার প্রদত্ত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ভর্ৎসনা, অপমান সবই সহ্য ক'রেছেন। তীব্রভাবে অপমানিতা হ'য়েও তিনি আমার প্রতি ক্ষণমাত্র বিরূপ আচরণ করেননি। আমার সেবাযত্নে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেননি। অবশেষে আমার মনে হ'ল, তাঁর এই বিশ্বাসের এত দৃঢ়তা কিরূপে সম্ভব হ'ল? কোন্ সে প্রশান্তি, যা এত আঘাতেও বিচলিত হয় না? আমার কৌতূহল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল। তারপর আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনার নিকটপ্রাপ্ত অষ্টশীলের নিগূঢ় তাৎপর্য আমার নিকট বিবৃত ক'রতে লাগলেন বিশাখা। বিবৃত ক'রলেন কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক পাপকর্মের স্বরূপ। ব্যাখ্যা ক'রলেন কায়িক, বাচনিক, মানসিক কুশলকর্মের সত্য। আমার যেন নবজন্ম হ'ল! পুত্রবধূ যথার্থই যেন জননী হ'য়ে আমাকে নবজন্ম দান ক'রলেন! হে শাস্তা! আমার পুত্রবধূর

অনুগ্রহেই আমি উপলব্ধি ক'রলাম আপনার সদ্ধর্ম অক্রিয়বাদী নয়! হে সুগত! পুত্রবধূ আমার জননীর কর্তব্য ক'রেছেন। তিনি মাতা, আমি সন্তান! তাঁকে শ্রাবস্তীর লোক এখন মৃগধরমাতা রূপেই জানে। হে পরম বুদ্ধ! আমি যতদিন নাটপুত্রের অনুগামী ছিলাম, ততদিন আপনার প্রতি বিদ্বেষবশত কখনো জেতবনে আসিনি। আমি ভ্রান্তপথের পথিক ছিলাম, তাই আমি পাপী। যিনি আমাকে ভ্রান্তিমুক্ত ক'রেছেন তাঁর প্রতি অহরহ যে অন্যায় আচরণ ক'রেছি, সেজন্যও আমি পাপী! হে সুগত! আমি সেই পাপের জন্যই আপনার চরণে মার্জনা ভিক্ষা করছি!

প্রশান্ত নয়নে মৃগধরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রলেন সুগত।

—ভদন্ত! নির্গ্রন্থ নাটপুত্রের প্রচারিত কঠোরতম কৃচ্ছ্রসাধনাভিত্তিক তপস্যাবিধির সঙ্গে আমার মতানৈক্য আছে, এ-কথা সত্য। কিন্তু তিনিও পরম প্রজ্ঞাবান তাপস। সুতরাং তাঁর প্রতি বিশ্বাসের আনুগত্য আপনার পাপ নয়। আর পুত্রবধূর প্রতি অনুচিত আচরণ জনিত যে-পাপের জন্য আপনি ক্ষমাপ্রার্থী, সে-পাপের ক্ষমা আপনার অনুতাপের মাধ্যমেই আপনি লাভ ক'রেছেন!

করুণাঘন বুদ্ধের দিব্য মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রলেন রাজমন্ত্রী তথা লক্ষণাধ্যক্ষ মৃগধর। পুনরায় প্রণিপাত জ্ঞাপন ক'রলেন বুদ্ধের চরণে।

উল্লেখযোগ্য শ্রমণ-সংখ্যা বৃদ্ধি হ'য়েছে জেতবন বিহারে।

প্রবীণ অর্হৎ মহাকাশ্যপ সমাগত সকল ব্যক্তিকেই উদারহৃদয়ে দান ক'রেছেন উপসম্পদা! কিন্তু নবীন শ্রমণগণের মধ্যে সকলেই যে শ্রমণ-জীবন যাপনের উপযোগী নন, তা লক্ষ্য করলেন বুদ্ধ। রাজগৃহের ন্যায় শ্রাবস্তীতেও কিছু সংখ্যক বিলাসপ্রিয় শ্রমণকে দেখে ঈষৎ চিন্তিত হ'লেন তিনি। কৌণ্ডিণ্য এবং অশ্বজিৎকে পশ্চিমে বৎস রাজ্যে প্রেরণ ক'রে সারীপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন এবং আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে শ্রাবস্তীর উদ্দেশে যাত্রা ক'রেছিলেন তিনি। এবার তিন সঙ্গীকেই জেতবনে অবস্থান করবার নির্দেশ দিয়ে দীর্ঘ কয়েক বৎসর পরে নিঃসঙ্গ বুদ্ধ ত্যাগ ক'রলেন শ্রাবস্তী। লক্ষ্যস্থল বৎসরাজ্যের রাজধানী কৌশাম্বী।

*   *   *   *

যমুনানদীর তীরবর্তী অঞ্চল দিয়ে দক্ষিণাভিমুখে চ'লেছেন বুদ্ধ।

একদিন এক ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম করছেন তিনি। দিবস দ্বিপ্রহর। ভিক্ষান্নও সংগৃহীত হয়ে গেছে। গ্রামপ্রান্তে নদীতীরে নির্জনে কোথাও স্নান এবং আহার সমাপন ক'রে আবার আরম্ভ করতে হবে অবশিষ্ট দিবসের পথ-পরিক্রমা।

হঠাৎ মাগন্দিক নামক এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ গৃহসম্মুখস্থ পথে দিব্যকান্তি জ্যোতির্ময় শ্রমণকে দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিপাত ক'রে রইলেন।......এই সর্বসুলক্ষণযুক্ত দিব্য-দেহী পুরুষরত্নের অঙ্গে শ্রমণের চীবর!

মাগন্দিকের একমাত্র কন্যা মাগন্দিকা পরমা রূপবতী। তার যৌবন এখন পূর্ণ প্রস্ফুটিত। কিন্তু কন্যার রূপের উপযুক্ত পুরুষ সুলভ নয় ব'লে ব্রাহ্মণ এখনও

কন্যাকে পাত্রস্থ ক'রতে পারেননি। তিনি জানেন, তাঁর কন্যা অতি সুপুরুষ ভিন্ন বরমাল্য দেবে না!

মাগন্দিকার পতিরূপে এই পুরুষরত্নই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত! অঙ্গে শ্রমণের চীবর? তা হোক। তাঁর রূপবতী কন্যার সঙ্গে একবার দৃষ্টিবিনিময় হ'লে গৃহ-ত্যাগী শ্রমণ পুনরায় গৃহীজীবনের জন্য ব্যাকুল হবে! রূপসী নারীর দর্শনে পরম তপস্বী পরাশর, বিশ্বামিত্রের চিত্ত বিচলিত হ'য়েছে আর সামান্য এক শ্রমণের চিত্ত বিকল হবে না?......দুর্লভ এমন সর্বসুলক্ষণ দিব্যাবয়ব পুরুষরত্ন! এমন দিব্য-দর্শন স্বামীলাভে আদরিণী কন্যা মাগন্দিকাও হবে পরিতৃপ্তা!

মাগন্দিকাও বাতায়নপথে দেখেছে শ্রমণকে।

বিহ্বল, বিবশ হ'য়েছে তার চিত্ত। অনঙ্গের পঞ্চশর মুহূর্তে বিদ্ধ ক'রেছে তার যৌবনচেতনাকে। অপলক নয়ন—বিভোর দৃষ্টি তার। হায়! কোন্ দুঃখে এই দেবোপম পুরুষ অঙ্গে নিয়েছেন শ্রমণের কর্কশ চীবর!

দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রলেন, মাগন্দিক। নিজের মনোগত অভিলাষ দ্রুত জ্ঞাপন ক'রলেন পত্নীকে। তারপর আহ্বান ক'রলেন বাতায়নবর্তিনী কন্যাকে।

—বৎসে! শ্রমণবেশধারী এক অনিন্দ্যকান্তি দিব্যপুরুষ সদ্য আমাদের গৃহের সম্মুখস্থ পথ অতিক্রম ক'রে গেলেন, তুমি কি তাঁকে দেখেছ?

মাগন্দিকা নতমুখে মৃদুস্বরে ব'ললে, হ্যাঁ, পিতা।

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উনি তোমার স্বামীরূপে সর্বাংশে উপযুক্ত। আমার অনুরোধে তিনি যদি গৃহী-জীবনে প্রত্যাবর্তনে সম্মত হন এবং তাঁরই হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করি, তাতে কি তুমি সম্মত?

অশান্ত বক্ষোস্পন্দনকে শান্ত করবার চেষ্টায় ব্যর্থ মাগন্দিকা। বক্ষ উত্তাল, সর্বাঙ্গ যেন বিবশপ্রায়। গ্রীবাহেলনে সে জানিয়ে দিলে তার সম্মতি।

—তবে সত্বর সুসজ্জিতা হ'য়ে নাও, বৎসে! আমি দেখেছি, শ্রমণের ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ। সম্ভবত আহারশেষে নদীতীরস্থ কোনো স্থানে উনি বিশ্রাম করবেন। তুমি আমার সঙ্গে চলো, বৎসে। তোমাকে পার্শ্বে রেখেই ওই শ্রমণের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ ক'রবো!

নদীতীরে একটি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট বুদ্ধ।

স্নানাহার সমাপ্ত। অদূরে স্নান-সিক্ত চীবর তৃণভূমির উপর বিসারিত। পরিধানে দ্বিতীয় চীবর। সিক্ত চীবর শুষ্ক হ'তেও বিশেষ বিলম্ব নেই। অল্পক্ষণ পরেই যাত্রারম্ভ ক'রতে পারবেন তিনি।

সুসজ্জিতা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন মাগন্দিক। এত নিকট থেকে শ্রমণকে দেখে মাগন্দিকার কামসন্তপ্তা সর্বাঙ্গ শিহরিত হ'তে লাগলো। প্রকাশ্যে ব্রীড়াভারাবনতা। কিন্তু অপাঙ্গে সে বারংবার শ্রমণের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রতে লাগলো। নয়নদ্বয়কে সে কোনোভাবেই সংযত ক'রতে পারছে না!

কোমলকণ্ঠে বুদ্ধের নিকট নিজের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ ক'রলেন মাগন্দিক।

—ভদন্ত! আপনার দিব্যকান্তি দেখেই আমি অনুমান করছি ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় কোনো উচ্চকুলে আপনার জন্ম। আপনি স্বচক্ষে অবলোকন করুন, আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা আমার কন্যা মাগন্দিকা পরম রূপযৌবনের অধিকারিণী। আমার

নাম মাগন্দিক। বর্ণে ব্রাহ্মণ। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, এই অনুচিত বয়সকালে আপনি শ্রমণ-জীবনের কঠোরতা ত্যাগ করুন এবং আমার এই কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ ক'রে নতুনভাবে গৃহীজীবন আরম্ভ করুন!

বুদ্ধের মুখমণ্ডলে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্মিত, প্রশান্ত হাস্যরেখা।

—ভদন্ত মাগন্দিক! আপনি কি এইরূপ প্রত্যাশা করেন যে, আমার দেহের এই কান্তি অক্ষয়, অব্যয়? জরা কোনোদিন এই দেহসৌষ্ঠবকে গ্রাস ক'রবে না?

—না শ্রমণ, সেরূপ প্রত্যাশা বাতুলতা।

—আপনি কি মনে করেন, আপনার সর্বাধিক স্নেহের পাত্রী ওই কন্যার দেহে এই যৌবন চিরস্থায়ী হবে?

—না শ্রমণ, সেরূপ মনে করি না। কারণ, প্রাকৃতিক নিয়মে সকলেরই দেহগত যৌবন একদিন বিলীন হয়।

—তাহ'লে হে ভদন্ত মাগন্দিক! যে দেহ জরা এবং মৃত্যুর অমোঘ নিয়মের অধীন, সেই দেহ কিম্বা তার ক্ষণস্থায়ী যৌবনকে গ্রহণ ক'রে আমার কোন্ সত্য লাভ হবে, বলুন? আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অস্থিপঞ্জরে নির্মিত এবং রক্ত-মাংস-ত্বকের প্রলেপনে সুসজ্জিত আপনার কন্যার ওই যৌবনপুষ্ট দেহকান্তি জরার ভারে কুৎসিত দর্শন হ'য়ে উঠছে!

তীব্র জ্বালাময়ী কটাক্ষে বুদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রলে মাগন্দিকা। তার যে যৌবনপুষ্ট অঙ্গদর্শনে যে কোনো পুরুষের চিত্ত বিকল হয়, সেই দেহকে, সেই যৌবনকে এইভাবে অবহেলা করবার স্পর্ধা করেন এই শ্রমণ?

কিন্তু পরমুহূর্তেই তার শাণিত দৃষ্টিতে জাগ্রত সেই সুতীব্র অপমানজ্বালা রূপান্তরিত হ'ল তীব্রতর লালসায়। এই অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষের নির্মম, কঠোর বাক্যসত্ত্বেও কণ্ঠস্বরে এত মাধুর্য! এঁর আশ্লেষ-আলিঙ্গনে কে জানে কি প্রচণ্ড মাদকতা! কিন্তু শ্রমণ কি নিষ্প্রাণ প্রস্তর? তার দেহে-মনে যৌবনাগ্নি কি সত্যই নিরুত্তাপ অথবা এ কেবল ছলনা মাত্র?

মাগন্দিকার দৃষ্টিতে কামনার জ্বলন্ত বহ্নি। বিজয়িনী তাকে হ'তেই হবে! এই পুরুষরত্নের অঙ্কশায়িনী হ'য়েই সে তার যৌবনকে ক'রবে চরিতার্থ। নতুবা ব্যর্থ তার জীবন, ব্যর্থ তার যৌবন!

কামনা-মদিরতার সর্বানুভূতি দৃষ্টিতে সংহত ক'রে সে পুনর্বার বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রলে বুদ্ধের প্রতি। কিন্তু সে ব্যর্থ—পরিপূর্ণ ব্যর্থকামা! শ্রমণের দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র লালসাও তো উদ্রিক্ত হ'ল না।

ক্রোধে, ক্ষোভে, অপমানে উন্মাদিনীর ন্যায় প্রস্থানোদ্যতা হ'ল মাগন্দিকা।

—ভগিনী মাগন্দিকা! অপেক্ষা করো!

মাগন্দিকার পদদ্বয় যেন মৃত্তিকায় আবদ্ধ হ'য়ে গেল। পদক্ষেপ ক'রতে গিয়েও সে কিছুতেই তা পারছে না!

—ভগিনী! তোমার কল্যাণ হোক! আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবার সময় তোমার নয়নে যে চিহ্ন দেখেছি, তার নাম তৃষ্ণা। তৃষ্ণাই জাগ্রত করে কামনা-বাসনাকে। আমার দিকে পুনর্বার দৃষ্টিপাত করো। দেখবে, প্রশান্তি। ভগিনী মাগন্দিকা! তুমি এক পূর্ণ যুবতী। আর আমাকে দেখতে পাচ্ছ মধ্যবয়স্ক এক ভিক্ষু। আমারও বিবাহ হ'য়েছিল। আমার পত্নীও তোমার অপেক্ষা দেহসৌন্দর্যে কোনো অংশে ন্যূন

ছিলেন না। তৎসত্ত্বেও পূর্ণ যৌবনেই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রেছি। যে সত্য তৃষ্ণাজয়ের পথ প্রদর্শন করে, আমি সেই সত্যকে লাভ ক'রেছি। সেই সত্যকে প্রচারের নিমিত্তই আমি পরিক্রমারত। লালসার ইন্ধন কেবল লালসার অগ্নিকেই বৃদ্ধি করে, দুঃখের দহনজ্বালাকে করে তীব্রতর। যৌবনমদে গর্বিতা হয়ো না ভগিনী, এ যৌবন ক্ষণস্থায়ী!

মাগন্দিকার অন্তরে তখন প্রত্যাখ্যানজনিত অপমানের প্রচণ্ড দাহ। শ্রমণের একটি কথাও শ্রবণ করবার ধৈর্য তার নেই। উন্মাদিনীর ন্যায় কবরী ও কণ্ঠের পুষ্পমাল্য ছিন্ন ক'রে নিক্ষেপ ক'রলে ধূলিতলে। তারপর দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে প্রস্থান ক'রলে মাগন্দিকা।

ব্রাহ্মণ মাগন্দিক কন্যার এই দশায় বিচলিত। রূঢ়স্বরে তিনি বুদ্ধকে প্রশ্ন ক'রলেন, শ্রমণ! এই মনুষ্যদেহ যদি আপনার নিকট এতই ঘৃণিত হয় তবে এই দেহের পুষ্টির জন্যই কেন আহার্য গ্রহণ করেন?

—দেহকে আমি ঘৃণা করিনি ভদন্ত! আমি কেবল তার পরিণতির কথাই ব'লেছি। আমার এ-দেহও একদিন জরাগ্রস্ত হবে। কিন্তু যতদিন দেহের অস্তিত্ব আছে তাকে নীরোগ এবং সুস্থ রাখার জন্যই বাহুল্যবর্জিত আহার্য গ্রহণ করি।

—আপনি কোন্ প্রচলিত দার্শনিক পন্থার শ্রমণ?

কোনো প্রচলিত দার্শনিক পন্থা আমার নয়। যুক্তিমার্গী বিভিন্ন দর্শনে জ্ঞানের অহং চরিতার্থ হয়, কিন্তু উপলব্ধির প্রজ্ঞালাভ হয় না।

—কিন্তু শ্রমণ! প্রচলিত দার্শনিক তত্ত্বেই বহু মুনিঋষি সিদ্ধিলাভ ক'রেছেন। আপনি কি সিদ্ধ?

—ভদন্ত! আমি আমার নিজস্ব মার্গে বোধিলাভ ক'রেছি। আপনি দার্শনিক জ্ঞান সম্বন্ধে মোহগ্রস্ত ব'লেই হয়তো এইরূপ চিন্তা ক'রছেন যে আমি সিদ্ধ নই। আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি হয়তো সিদ্ধ নই, কিন্তু আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি সিদ্ধ। ভদন্ত! আমি দুঃখের কারণসমূহ সম্যক অবগত হ'য়েছি, সেই হেতু দুঃখনিবৃত্তির উপায় নির্ধারণ ক'রতেও আমি সক্ষম হয়েছি। কোনো প্রচলিত দার্শনিক তপস্যাবিধি অথবা-অন্যান্য শ্রমণপন্থীর সঙ্গে আমাকে তুলনা করা নিরর্থক। কারণ, যে ব্যক্তি নিজেকে অপরের সমকক্ষ কিম্বা অপেক্ষাকৃত উত্তম অথবা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বিবেচনা করে সেই ব্যক্তিই অনর্থক বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। উক্ত ত্রিবিধ অবস্থায় যিনি নির্বিকার, তাঁর নিকট সমকক্ষও নেই, অপেক্ষাকৃত উত্তমও নেই, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টও নেই।

মাগন্দিক কয়েক মুহূর্ত নির্বাক রইলেন।

তারপর মৃদুস্বরে প্রশ্ন ক'রলেন, যিনি বোধিলাভ ক'রেছেন ব'লে শুনেছি, তিনি তো শ্রমণ গৌতম!

—আমিই শ্রমণ গৌতম নামে পরিচিত।

—আমার অপরাধ মার্জনা করুন শাক্যশ্রমণ!—বিনীত করযোড়ে বললেন মাগন্দিক।—আমি আমার রূপবতী কন্যার উপযুক্ত দিব্য স্বামীর চিন্তায় বিভ্রান্ত হ'য়েছিলাম! আমি তো এযাবৎ আপনার নামই শুনেছি, স্বচক্ষে দর্শন করিনি। আমার প্রস্তাবের জন্য অনুতপ্ত চিত্তে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি!

বুদ্ধ ব'ললেন, ক্ষমা প্রার্থনার কোনো কারণ নেই, ভদন্ত! আপনার কন্যার কল্যাণ হোক!

—মহাশ্রমণ! কন্যার বিবাহ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তার জনক-জননীরূপে আমরা পতি-পত্নী দায়বদ্ধ। তার বিবাহ সম্পন্ন হ'লে আমরা যদি আপনার ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ ক'রতে চাই, আপনি সম্মত হবেন কি?

বুদ্ধ ব'ললেন ভদন্ত! আমার সদ্ধর্মে কিন্তু জাতিভেদ, বর্ণভেদ নেই।

—আমি শুনেছি।—বললেন মাগন্দিক।—তা জেনেই আমি প্রস্তুত!

—তাহ'লে সদ্ধর্মও আপনাকে আশ্রয় দান ক'রবে, ভদন্ত!

॥ ১৪ ॥

কৌশাম্বী তখনও দূরবর্তী।

দক্ষিণ কোশলের সীমা আর কয়েকদিনের মধ্যেই অতিক্রম ক'রতে সক্ষম হবেন বুদ্ধ। তারপর আরম্ভ হবে বৎস-রাজ্যের ভূমি।

কৌশাম্বীতে সদ্ধর্মের প্রচারে কৌণ্ডিণ্য এবং অশ্বজিৎ সফল। নগরপ্রান্তে নির্জনস্থানে স্থাপিত হ'য়েছে নতুন বিহার ঘোষিতারাম। বৎসরাজ উদয়ন সহযোগিতা ক'রেছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা মহিষী শ্যামাবতী বুদ্ধকে প্রত্যক্ষে দর্শন না ক'রেও হ'য়ে উঠেছেন একনিষ্ঠ বুদ্ধভক্তা। কৌশাম্বীতে একবার বুদ্ধের পদার্পণ ঘটলে শ্রাবস্তীর ন্যায় সে-নগরেও যে সদ্ধর্মের শাসন বহুল বিস্তৃত হবে তা সুনিশ্চিত।

একদিন প্রাতঃকালে এক কৃষকপল্লীর পথ ধরে চ'লেছেন বুদ্ধ।

হঠাৎ এক কৃশকায় প্রৌঢ় কৃষক ছুটে এসে তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লো। কৃষক আকুলভাবে ক্রন্দনরত।

—তোমার কী হ'য়েছে, বন্ধু? ক্রন্দন ক'রছ কেন?

—প্রভু! আমার সর্বনাশ হ'য়েছে। অদূরে ব্রাহ্মণ জনপদে উদ্গতশরীর নামক এক ধনাঢ্য প্রতাপশালী ব্রাহ্মণ বাস করেন। তিনি এক মহাযজ্ঞের আয়োজন ক'রেছেন। সেই যজ্ঞে পাঁচশত ষণ্ড, পাঁচশত পুরুষ-গোবৎস, পাঁচশত গাভী-গোবৎস, পাঁচশত ছাগ এবং পাঁচশত মেষ বলিদান করা হবে। প্রভু! আমি দরিদ্র কৃষক। আমার মাত্র চারটি বলীবর্দ সম্বল। তারা আমার সন্তানের ন্যায়। তাদের দ্বারাই কৃষিকার্যদ্বারা আমি অন্নসংস্থান করি। কিন্তু হায়! ব্রাহ্মণের অনুচরবৃন্দ আমার সেই বলীবর্দগুলিকে বলিদানের উদ্দেশ্যে নিয়ে চ'লে গেছে! তারা বলপূর্বক নিয়ে গেল! আমার বাধাদান তারা গ্রাহ্য করেনি।

—ব্রাহ্মণ কি কেবল তোমার বলীবর্দগুলিকেই বলপূর্বক নিয়ে গেছেন?

—না প্রভু, নিকটস্থ সকল জনপদের দরিদ্র কৃষকদের নিকট থেকেই তাঁর অনুচরবৃন্দ একই উপায়ে যজ্ঞের পশুগুলি সংগ্রহ ক'রেছে। প্রভু! আপনি কে আমি জানি না। কিন্তু আমার মন ব'লছে, আপনি অনুগ্রহ ক'রলে হয়তো আমি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারি!

—তোমার জন্য আমি অবশ্যই চেষ্টা ক'রবো, বন্ধু! ব্রাহ্মণের যজ্ঞস্থল কোন্‌দিকে সেই পথ আমাকে প্রদর্শন করো!

উদ্গতশরীরের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হ'লেন বুদ্ধ। বিপুল আয়োজন! উদ্গতশরীর এবং তাঁর অনুচরবৃন্দ অত্যন্ত ব্যস্ত। যূপকাষ্ঠ স্থাপিত হ'য়েছে। চতুষ্পার্শে বলির উদ্দেশ্যে সংগৃহীত শত শত রজ্জুবদ্ধ পশু। অগ্নিকুণ্ড, স্রক্, সমিধ, অরণি ইত্যাদি সকল কিছুই আয়োজিত। কেবল যজ্ঞারম্ভের অপেক্ষা।

ব্রাহ্মণ উদ্গতশরীর শ্রাবস্তীর রাজপথে বুদ্ধকে দেখেছেন। তিনি সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ক'রে ব'ললেন, হে শ্রমণ গোতম! আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আপনি আমার যজ্ঞস্থলে আগমন ক'রেছেন! হে শ্রমণ, আশা করি আপনিও আমার এই মহাযজ্ঞকে অনুমোদন ক'রবেন? কারণ, আমি শুনেছি যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালন এবং যূপকাষ্ঠে পশুবলিদান মহাফলদায়ক।

বুদ্ধ ব'ললেন, হে ব্রাহ্মণ! যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালন এবং যূপকাষ্ঠে পশুবলিদান মহাফলদায়ক, এ-কথা আমিও শুনেছি।

—উত্তম!—সানন্দে ব'ললেন উদ্গতশরীর।—আমার সৌভাগ্য যে, আপনার উপস্থিতিতেই আমার মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন হবে। কারণ, যজ্ঞবিধি সম্বন্ধে আপনি যখন অন্যান্য অবৈদিক শ্রমণগণের ন্যায় বিরূপ মত পোষণ করেন না, তখন আপনার ন্যায় পরম প্রজ্ঞাবান শ্রমণের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে আমার এই মহাযজ্ঞের পক্ষে কল্যাণকর!

—কিন্তু ব্রাহ্মণ, আমি কি এরূপ কথা ব'লেছি যে, যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালন এবং যূপকাষ্ঠে পশুবলিদান মহাফলদায়ক—এবিষয়ে আমি নিশ্চিত?

—না, শ্রমণ! আপনি ব'লেছেন, এই কার্য যে মহাফলদায়ক, সে-কথা আপনিও শুনেছেন।

—যথার্থ!—ব'ললেন বুদ্ধ।—আমি আপনার কথারই প্রতিধ্বনি ক'রেছি মাত্র। কোনো কথা শোনা এবং সেই কথায় বিশ্বাস কি সমার্থক?

—না, শ্রমণ। সমার্থক নয়।

—আপনি ব'লেছেন, আপনিও শুনেছেন। কিন্তু আপনি কি এই জাতীয় যজ্ঞানুষ্ঠানের মহাফলদায়ী শক্তি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা উপলব্ধি দ্বারা সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত?

—না, শ্রমণ। বেদবিহিত এই যজ্ঞানুষ্ঠান যজমানের পক্ষে মহাকল্যাণকর সে-কথা পূর্বাপর প্রচলিত বিশ্বাস। আমি ব্রাহ্মণ। এই কারণেই সে-বিশ্বাস আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

—কিন্তু ব্রাহ্মণ, প্রচলিত বিশ্বাস মাত্রেই সত্য, এমন কথা বলা যায় কি?

—না শ্রমণ, তা অবশ্য বলা যায় না।

—এই যজ্ঞের মহাফলস্বরূপ কি প্রকারের লাভ হ'তে পারে ব'লে আপনার ধারণা?

—পুণ্যার্জন। মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকে গমন। পরিবারস্থ সকলেই সেই ভাগ্য-লাভের অধিকারী হবে!

—বলিদানের জন্য এই যে সকল পশু সংগৃহীত হ'য়েছে, এদের পরিণতি কী?

—সৎ যজ্ঞে বলিপ্রদত্ত হয়ে এদের আত্মাও স্বর্গলোকে যাবে।

—উত্তম! তাহ'লে আপনার নিজের, পরিবারস্থ সকলের এবং এই পশুসমূহের স্বর্গগমন এই যজ্ঞদারা সম্ভব?

—অবশ্যই। এইরূপই শাস্ত্রে কথিত আছে।

—আপনি আপনার পরিবারস্থ পত্নী, পুত্র, কন্যা এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের প্রতি অধিক স্নেহশীল অথবা এই পশুগুলির প্রতি অধিক স্নেহশীল?

—এ-প্রশ্নের কি উত্তরদানের প্রয়োজন আছে শ্রমণ? নিঃসন্দেহে পুত্র কলত্রাদির প্রতি আমার স্নেহ সমধিক।

—তাই স্বাভাবিক। হে ব্রাহ্মণ! এত সহজ উপায়ে এবং দ্রুত স্বর্গগমন যদি সম্ভব হয়, তাহ'লে আপনার মহাযজ্ঞের মাধ্যমে আমিও স্বর্গগমনে অভিলাষী। আপনি অনুগ্রহ ক'রে এই নিরীহ পশুগুলিকে মুক্ত ক'রে দিয়ে যূপকাষ্ঠে আমাকেই বলিদান করুন!

প্রচণ্ড বিস্ময়ে উদ্গতশরীর ব'ললেন, এ কি অসম্ভব কথা, মহাশ্রমণ!

—ব্রাহ্মণ! শাস্ত্রেই উল্লিখিত আছে অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সম্যক্‌পাশ, বাজপেয় এবং নিরর্গল—এই সকল যজ্ঞ মহাফলদায়ক। বলিদানের দ্বারা যদি যজ্ঞের মহাফললাভ সম্ভব হয় তবে পুরুষমেধই সম্ভবত সর্বাপেক্ষা উত্তম। আমি সানন্দে আমার এই দেহ উৎসর্গ করছি। আপনি পুরুষমেধ যজ্ঞে সর্বোত্তম ফললাভ করুন!

উদ্গতশরীরের সর্বাঙ্গ স্বেদাক্ত হ'য়ে উঠলো। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, হে মহাশ্রমণ! সেরূপ কার্য আমার পক্ষে অসম্ভব! এ-রূপ বাক্য উচ্চারণে আমাকে অপরাধী ক'রবেন না।

বুদ্ধ ব'ললেন, আপনি আমার সঙ্গে সুপরিচিত নন, অতএব আমার প্রতি আপনার গভীর প্রীতি থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু আপনার পরিবারস্থ সকলের প্রতি নিঃসন্দেহে আপনার প্রীতি সমধিক?

উদ্গতশরীর পূর্বের মতোই বিস্ময়বিহ্বল কম্পিতকণ্ঠে ব'ললেন, হ্যাঁ মহাশ্রমণ গৌতম! গৃহী রূপে আমি আমার পুত্র কলত্রাদিকে আন্তরিকভাবেই স্নেহ করি।

—উত্তম স্বীকৃতি ব্রাহ্মণ!—বললেন বুদ্ধ।—আমাকে স্বর্গে প্রেরণে আপনি ইচ্ছুক নন। কিন্তু যাদের স্বর্গলোকে যাত্রার পথ সুগম ক'রতে আপনি আগ্রহী সেই আপনি স্বয়ং এবং আপনার পুত্র-কলত্রাদিকে আরও দীর্ঘকাল জীবিত থেকে এই পৃথিবীর শোক-দুঃখ, জরা-বার্ধক্যের দ্বারা তাড়িত হ'তে না দিয়ে যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত হওয়ার ব্যবস্থা করুন! আপনার প্রিয়জন এবং আপনি অচিরাৎ স্বর্গে গমন করতে পারবেন!

এবার উদ্গতশরীরের বিস্ময়বিহ্বলতা অপনোদিত হ'য়ে মুহূর্তের মধ্যে উদ্রিক্ত হ'ল ক্রোধ এবং বিরক্তি। বললেন, হে শ্রমণ গৌতম! আমি যতদূর জ্ঞাত আছি, আপনি চার্বাকপন্থী লোকায়তিক নন। কিন্তু সেই বেদনিন্দক মহাপাপিষ্ঠ চার্বাকের ন্যায় কথা বলছেন কেন?

—কী ব'লেছেন চার্বাক?—প্রশান্তস্বরে প্রশ্ন ক'রলেন বুদ্ধ।

—ব'লেছেন, পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি। স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥......অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে যে-পশুকে বলিদান করা হয়, সেই পশু যদি স্বর্গে যায়, তবে ওই যজ্ঞে যজমান নিজের পিতাকে বলিদান করে না কেন? ...হে শ্রমণ গৌতম! আপনিও কি চার্বাকের ন্যায় বেদনিন্দক?

—না, ব্রাহ্মণ! বেদনিন্দক আমি নই। আমার শ্রমণ সংঘেই অসাধারণ বেদজ্ঞ মহাকাত্যায়ন আছেন। বেদপাঠ এবং তার নির্গলিত সত্যকে যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁদের আমি প্রশংসা করি। কিন্তু বেদ কথিত ব'লেই কোনো বিশ্বাসকে আমি

অভ্রান্ত মনে করি না। হে ব্রাহ্মণ উদ্গতশরীর! পুরাকালে মহাবিজিত নামে এক প্রখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনিও এক মহাযজ্ঞ সম্পন্ন ক'রেছিলেন। তাঁর যজ্ঞই সুযজ্ঞ। তিনি দরিদ্র কৃষকের নিকট হ'তে বলপূর্বক পশু সংগ্রহ এবং বলিদানের পরিবর্তে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে ঘৃত, মধু, তৈল ইত্যাদি আহুতিদানেই যজ্ঞফল লাভে সমর্থ হ'য়েছিলেন।

উদ্গতশরীর নির্বাক নিরুত্তর।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন, হে ব্রাহ্মণ! আপনার আয়োজিত এই যজ্ঞ বেদবিধি অনুসারেই আত্মন্তপ এবং পরন্তপ হওয়া উচিত ছিল। আপনি আপনার প্রতিপত্তির অহংকারে নিজে কোনো ক্লেশ বহন ক'রে আত্মন্তপ হননি; পরন্তু পশুগুলি এবং তাদের অধিকারী দরিদ্র কৃষককুলকে কষ্টদান ক'রে হত্যাকারী ব্যাধের ন্যায় কেবলমাত্র পরন্তপ হ'য়েছেন। সুতরাং এ-যজ্ঞে পুণ্যফল অর্জন সম্ভব নয়। আপনি চিন্তা ক'রে দেখুন, এই সকল জীব কতভাবে মানুষের উপকার সাধন করে। বৃষজাতির উপর নির্ভর করে কৃষিকর্ম। গাভীদুগ্ধ এবং ছাগদুগ্ধ মানুষকে শক্তি, কান্তি এবং স্বাস্থ্য-দান করে। মাতৃদুগ্ধের দ্বারা প্রাথমিক পুষ্টির অব্যবহিত পরেই শিশুগণের স্বাস্থ্য গোদুগ্ধের উপর নির্ভরশীল। মেষজাতির রোমগুচ্ছদ্বারা শীতনিবারণের নিমিত্ত উষ্ণ গাত্রাবরণ প্রস্তুত হয়। অতএব, যজ্ঞ উপলক্ষে শত সহস্র পশু বলিদান ক'রলে কৃষিকার্য, শিশুপুষ্টি, শীতনিবারণের বস্ত্র প্রস্তুত—সকল কিছুই ব্যাহত হয় না কি?

উদ্গতশরীর মৃদুস্বরে ব'ললেন, হ্যাঁ মহাশ্রমণ! আপনার এ-বিচার সত্য।

বুদ্ধ ব'ললেন, হে ব্রাহ্মণ! দরিদ্র প্রজাকুল কিন্তু এই জাতীয় যজ্ঞের প্রতি বিরূপ। কারণ, তাদের দারিদ্র্য এবং অসহায়তার সুযোগেই তাদের নিকট থেকে বলপূর্বক অথবা নামমাত্র মূল্যে এই সকল পশু সংগৃহীত হয়। পরন্তু, এই নিরীহ পশুগুলির অপরাধ কী? তাদের স্বর্গে প্রেরণের জন্য মানুষের এত ব্যগ্রতা কেন?

উদ্গতশরীর এবার বিচলিত কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রলেন, হে শ্রমণ গৌতম! এই অবস্থায় আমার কর্তব্য কী?

—তুমি যথার্থ সুযজ্ঞ সম্পাদন করো ব্রাহ্মণ! অকুশল কর্ম পরিত্যাগ ক'রে কুশলকর্মে প্রবৃত্ত হও! এই নিরপরাধ পশুগুলিকে রজ্জুপাশ থেকে মুক্ত ক'রে দাও। ঘৃত, মধু ইত্যাদি আহুতি প্রদানে যজ্ঞ সম্পাদনে উদ্যোগী হও! কামাগ্নি, দ্বেষাগ্নি এবং মোহাগ্নিকে বর্জন করো। সেবা করো ত্রিবিধ অগ্নির—আহবনীয় অগ্নি, গার্হপত্য অগ্নি এবং দক্ষিণ অগ্নির। পিতামাতা আহবনীয় অগ্নি। তাঁদের সসম্মানে পূজা করো। পুত্র-কলত্র, ভৃত্য এবং অনুচরবৃন্দ গার্হপত্য অগ্নি। তাদের যথাযোগ্য সেবা করো। শ্রমণ এবং যথার্থ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ অগ্নিস্বরূপ জ্ঞান ক'রবে। তাঁদেরও সম্মান প্রদর্শন ক'রবে! কিন্তু হে ব্রাহ্মণ! এই ত্রিবিধ অগ্নিও প্রয়োজন অনুসারে কখনো প্রজ্বলিত ক'রতে হয়, কখনো উপেক্ষা ক'রতে হয়, কখনো বা নির্বাপিত ক'রতে হয়।

উদ্গতশরীর বুদ্ধের চরণে প্রণিপাত ক'রে আবেগকম্পিত কণ্ঠে ব'ললেন, হে মহাশ্রমণ! আপনি আজ আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন ক'রে দিলেন! এই মুহূর্তেই আমি রজ্জুবদ্ধ পশুগুলিকে মুক্তিদান ক'রছি!

প্রভুর নির্দেশ মাত্রেই ভৃত্য-অনুচরবৃন্দ পশুগুলিকে বন্ধনমুক্ত ক'রে দিল। সদ্যমুক্ত পশুগুলি সানন্দে ইতস্তত ধাবিত হ'ল। তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে

আবেগাসিক্ত কন্ঠে ব্রাহ্মণ উদ্গতশরীর স্বগতোক্তির ন্যায় ব'ললেন, মহাশ্রমণ গৌতমের শিক্ষায় আমি ভ্রান্তি সংশোধনে সমর্থ হয়েছি! হে নিরপরাধ পশুগণ, তোমরা যে যার স্থানে প্রত্যাবর্তন করো! শ্যামলতৃণ, শীতল জল এবং শীতল বৃক্ষচ্ছায়া তোমাদের আনন্দ দান করুক!

* * * *

কোশল থেকে দূত মাধ্যমে এক অনুরোধবার্তা এসেছে কপিলবাস্তুতে।

যে পবিত্র শাক্যবংশে সুগত বুদ্ধের জন্ম, সেই পবিত্র জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে একান্ত অভিলাষী কোশলরাজ প্রসেনজিৎ। একটি সুরূপা, সুলক্ষণা শাক্যযুবতীকে তিনি মহিষীরূপে গ্রহণ করবার আগ্রহে উদ্‌গ্রীব। শাক্যপ্রধানগণ যেন অবিলম্বে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন!

প্রচণ্ড সংকট! প্রভূত দুশ্চিন্তার বিষয়!

অস্পৃশ্য শূদ্র মাতঙ্গের বংশধর প্রসেনজিৎ। কোনো প্রকারেই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় শোণিতের অধিকারিণী কোনো শাক্য-কন্যাকে প্রসেনজিতের মহিষীরূপে অর্পণ করা সম্ভব নয়। অথচ এই অনুরোধ উপেক্ষা করাও অসম্ভব! কোশলসম্রাট শাক্যগণেরও সম্রাট। তাঁর অনুরোধের অর্থই হ'ল আদেশ! অনুরোধের ছদ্মবেশে এই আদেশ প্রত্যাখ্যাত ক'রলে তার পরিণতি সমগ্র শাক্যগোষ্ঠীর পক্ষেই বিপর্যয়কর হ'তে পারে।

কোশলদূতকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ক'রে সুরম্য এক ভবনে তাঁকে কয়েকটি দিন যাপনের অনুরোধ জানালেন শাক্যপ্রধানগণ। কারণ, কোশলসম্রাটের উপযুক্ত হ'তে পারে এমন কোনো শাক্যনারীর সন্ধানতো ক'রতে হবে? কন্যা নির্বাচন এবং আনুষঙ্গিক সকল ব্যবস্থাদি নিষ্পন্ন করবার সঙ্গে সঙ্গেই দূতের হস্তে মহামান্য সম্রাট প্রসেনজিৎকে তাঁরা কপিলবাস্তুতে আগমনের সসম্ভ্রম আবেদনপত্র অর্পণ করবেন।

রাজন্ মহানাম গুরুতর চিন্তিত। এই উভয়-সংকট থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায়ই তাঁর মনে আসছে না!

কয়েকদিন যাবৎ চ'ললো সঙ্গোপন পরামর্শ। কিন্তু কেউই উপায় নির্ধারণ ক'রতে সক্ষম হচ্ছেন না।......অবশেষে কি এইভাবে শাক্যক্ষত্রিয়ের পুরুষানুক্রমিক শোণিতবিশুদ্ধির গৌরব চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত হবে মাতঙ্গবংশীয় হীন শূদ্র প্রসেনজিতের পদতলে?

কপিলবাস্তু এবং দেবদহের শাক্যনায়কগণের অতিবাহিত হ'ল কয়েকটি বিনিদ্র-রজনী।

সম্রাটের মনস্তুষ্টিসাধন ক'রতে হবে অথচ দেহে শোণিতবিন্দু থাকতে কোনো শাক্যযুবতীকে প্রসেনজিতের অঙ্কশায়িনী হওয়ার জন্য দান করা যায় না।

একমাত্র উপায় –রাজ-অনুরোধ প্রত্যাখ্যান এবং বিদ্রোহ!

কিন্তু তাও সম্ভব নয়। বিগত কয়েক বৎসরে শাক্যজাতি আরো হীনবল হ'য়ে প'ড়েছে। কোলিয়গণ এখন শাক্যদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। বিদ্রোহ করবার মতো সামর্থ্য শাক্যদের নেই!

অবশেষে আচম্বিতেই কুলিকশাক্য একটি উপায়ের সন্ধান পেলেন।

মহানামের দাসীকন্যা বাসবক্ষত্রিয়ার দ্বারাই এই বিপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। পরমা রূপবতী যুবতী বাসবক্ষত্রিয়া। তার দেহে পিতৃসূত্রে শাক্যরক্ত থাকলেও মাতা অনার্য পার্বত্যনারী। সুতরাং একমাত্র তার দ্বারাই সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় বিদ্যমান! সম্রাট প্রসেনজিৎও জানবেন, শাক্যরাজন্ মহানামের কন্যাকেই তিনি পত্নীরূপে লাভ্ ক'রেছেন।

সাধু! সাধু!—উপস্থিত শাক্যপ্রধানগণ সমস্বরে সমর্থন জ্ঞাপন ক'রলেন কুলিক শাক্যের প্রস্তাবে। এত সহজ উপায় থাকা সত্ত্বেও কেন যে এ-ক'দিন এই উপায়টির কথা তাঁদের মনে আসেনি, তাই নিয়েই তাঁরা অনুশোচনা ক'রতে লাগলেন। মহানামের নিকট বাসবক্ষত্রিয়া যদিও অতি প্রিয় দাসী তৎসত্ত্বেও তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রলেন। বাসবক্ষত্রিয়া চ'লে গেলে অত সুন্দর পুষ্পমালিকা কে রচনা ক'রবে? তা হোক। সুন্দর পুষ্পমালিকা অপেক্ষা শাক্যক্ষত্রিয়ের বিশুদ্ধি রক্ষা যথেষ্ট অধিক কাম্য।

—তুমি কোশলরাজের মহিষী হ'তে চ'লেছ বাসবক্ষত্রিয়া!

অবাক্ বিস্ময়ে মহানামের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সপ্তদশী বাসবক্ষত্রিয়া নতমুখে ব'ললে, সে কি প্রভু! কেমন ক'রে তা সম্ভব?

—সম্ভব না হ'লে তিনি কেন তোমাকে প্রার্থনা ক'রে পত্র প্রেরণ ক'রবেন? তিনি ছদ্মবেশে এই নগরে এসেছিলেন। উদ্যানে পুষ্পচয়নরতা তোমাকে দেখে তিনি সম্ভবত মুগ্ধ হ'য়েছেন।

বাসবক্ষত্রিয়ার বক্ষোস্পন্দন অশান্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। সে সামান্যা দাসীকন্যা। কোশলরাজের এত অনুগ্রহ যে তিনি তার মতো অতি তুচ্ছ এক দাসীকন্যাকে মহিষীর মর্যাদাদানে সম্মানিত করতে চেয়েছেন!

মহানাম ব'ললেন, সম্রাট প্রসেনজিতের দূতের হস্তে সম্মতিসূচক পত্র আমি প্রদান করেছি। কিন্তু বাসবক্ষত্রিয়া, চিরজীবন একটি বিষয়ে তোমাকে সদাসতর্ক থাকতে হবে!

—কী বিষয়ে প্রভু?

—তিনি তোমাকে শাক্যনারী ব'লেই জানেন। সুতরাং, তোমার মাতা যে অশাক্য পার্বত্য কুলজাতা, এই বিষয়টি কদাপি যেন প্রকাশ না পায়!

বক্ষ কেঁপে উঠলো বাসবক্ষত্রিয়ার। অস্ফুটস্বরে সে ব'ললে, কিন্তু প্রভু, তিনি যদি কখনো প্রশ্ন করেন—

বাধাদান ক'রে মহানাম ব'ললেন, মিথ্যা উত্তর দান করবে! তুমি শাক্য মহানামের কন্যা, এই পরিচয়ই যথেষ্ট। মাতৃপরিচয়ের প্রয়োজন কী? তৎসত্ত্বেও যদি তিনি প্রশ্ন করেন তাহ'লে অসত্যভাষণ তোমাকে ক'রতেই হবে! মাতাও শাক্যনারী—এই কথাই তুমি বলবে! আমার এ আদেশ লঙ্ঘন ক'রলে তোমার সমূহ বিপদ অনিবার্য, একথা স্মরণে রেখো!

স্বল্প কয়েক মুহূর্ত পূর্বে বাসবক্ষত্রিয়ার হৃদয়ে যে অপ্রত্যাশিত পুলকের শিহরণ সঞ্চারিত হ'য়েছিল তা কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল। তাকে সারাজীবন সদাসতর্ক থাকতে হবে! গোপন ক'রতে হবে নিজের মাতৃপরিচয়! সে শাক্য

মহানামের কন্যা—এই পরিচয়টুকুই যথেষ্ট? তার অভাগিনী দাসীমাতার পরিচয় লুপ্ত ক'রে দিতে হবে চিরতরে?

সংবাদপ্রাপ্তির অল্পকিছুকাল পরেই মৃগয়ার ছলে প্রসেনজিৎ এলেন কপিলবাস্তুতে। বিবাহ ক'রে নিয়ে গেলেন বাসবক্ষত্রিয়াকে। শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্তনের পথে অভিভূত ভাবাবেগে বাসবক্ষত্রিয়ার হস্তধারণ ক'রে ব'ললেন, প্রিয়তমে! যে পবিত্র শাক্যকুলে সুগত বুদ্ধের জন্ম, সার্থক সে শাক্যকুল! আমি তোমাদের শাক্যকুলের সঙ্গে সেই কারণেই নিকট সম্বন্ধ স্থাপনে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিলাম। আমার সৌভাগ্য যে, শাক্যরাজন মহানাম তাঁর নিজ কন্যাকে দান ক'রে আমার সেই ব্যাকুল আগ্রহের পূর্ণ মর্যাদা দান ক'রেছেন! তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্ন লাভ ক'রে আমিও গর্বিত!

বাসবক্ষত্রিয়ার দু'চোখ জলে ভরে আসছে।

প্রাণপণে অশ্রুসম্বরণ ক'রতে ক'রতে সে মনে মনেই তার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রলে বুদ্ধের উদ্দেশে। মৃদুস্বরে কেবল ব'ললে, সেই মহাপুরুষ কেবল শাক্যজাতির নন প্রভু, তিনি বিশ্বজনের!

*　　　*　　　*　　　*

কৌশাম্বী নগরের উপকণ্ঠে ঘোষিতারাম বিহার।

বুদ্ধের আগমনের পূর্বেই বিহারে নবদীক্ষিতগণের একটি সংঘ গঠিত হ'য়েছে। রাজগৃহ থেকেও অনিরুদ্ধ, নন্দিক, কম্বিল এবং আরো কয়েকজন ভিক্ষু এসে যোগদান ক'রেছিলেন। কিন্তু চাতুর্মাস্যার পূর্বেই সংঘাধ্যক্ষের অনুমতি গ্রহণ ক'রে অনিরুদ্ধ, নন্দিক এবং কম্বিল নির্জনবাসের নিমিত্ত বংশদাব উপবনে চ'লে যান। তখনো বুদ্ধ এসে উপস্থিত হননি।

কৌশাম্বীতে এসে উপনীত হওয়ার পরই সারীপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন এবং আনন্দকে শ্রাবস্তী থেকে সেখানে চ'লে আসার জন্য সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন বুদ্ধ। তাঁরাও চাতুর্মাস্যার পূর্বেই কৌশাম্বীতে এসে উপস্থিত হ'য়েছেন।

আরম্ভ হ'য়ে গেছে বর্ষাঋতু।

কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে এবারে বর্ষাবাস। কিন্তু সম্বোধিলাভের এত বৎসর পরে এই প্রথম বর্ষাবাসকালে বুদ্ধের শান্তি নষ্ট হ'ল।

অনিরুদ্ধের নিকট উপসম্পদা লাভ ক'রেছিল ভিক্ষু বাহীক এবং সুভূতি। তাদের উভয়ের মধ্যে ভিক্ষুর পালনীয় একটি গৌণ বিনয়প্রসঙ্গে একদিন তর্কবিতর্ক হ'ল। কিন্তু তাতেই সে বিবাদের সমাপ্তি হ'ল না। ক্রমে বাহীক এবং সুভূতির নেতৃত্বে ভিক্ষুগণের অধিকাংশই বিভক্ত হ'য়ে গেল দুই বিবদমান গোষ্ঠীতে। বিবাদ ক্রমেই জটিলতর হ'তে লাগলো। আনন্দ বেদনামথিত হৃদয়ে লক্ষ্য করলেন, সংঘে বিশৃংখলতা দ্রুত বর্ধমান। সুভূতির চেয়েও বাহীক যেন বহুগুণে উগ্র। সামান্যতম সহনশীলতা তার নেই।

আনন্দ একদিন বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হ'তেই বুদ্ধ প্রশ্ন ক'রলেন, ভিক্ষুগণের বিবাদ কি মীমাংসা হ'য়েছে আনন্দ?

—কেমন ক'রে মীমাংসা হবে, শাস্তা? ভিক্ষু বাহীক যেন সংঘভেদের সংকল্প

গ্রহণ ক'রেই সংঘে প্রবেশ ক'রেছেন! ভগবন্! আপনি ভিক্ষুসংঘে শান্তি এবং নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে সর্বদাই উপদেশ দান করেন। আপনার উপস্থিতি সত্ত্বেও যদি এই সকল ভিক্ষুগণ বিনয়ের এইরূপ মর্যাদাহানি করেন তবে আপনার অনুপস্থিতিতে এ'রা কী ক'রবেন, তা অনুমান ক'রতেও আমার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হচ্ছে!

ম্লান হাসি হেসে বুদ্ধ ব'ললেন, আনন্দ! একই অরণ্যের ভূমি-নিহিত রস দ্বারা পুষ্ট হ'য়ে কোনো বৃক্ষগুল্ম হয় ওষধিগর্ভ, কোনো বৃক্ষগুল্ম হয় বিষগর্ভ। কারও ফলের রস মিষ্ট, কারও কষায়, কারও অম্ল, কারও তিক্ত। সাংসারিক জীবনের আচরণ থেকে এরা এখনো মুক্ত হ'তে পারেনি ব'লেই এইভাবে নিজ নিজ স্বভাবের প্রকাশ ঘটছে!

--কিন্তু ভগবন্! এই বিশৃংখলার দ্রুত অবসান তো প্রয়োজন?

—অবশ্যই প্রয়োজন। তুমি যাও, ভিক্ষুগণকে বলো, আমি তাদের উভয় পক্ষকেই আহ্বান ক'রেছি।

কিছুক্ষণ পরে ভিক্ষুগণ সমবেত হ'লেন। বুদ্ধের সম্মুখে সকলেই সংযত কিন্তু সকলে একত্রে দণ্ডায়মান হ'লেন না। তাঁরা বিবদমান দুই পক্ষ কিঞ্চিৎ দূরত্ব রক্ষা ক'রে নিজ নিজ পক্ষের দিকে স্থান গ্রহণ ক'রলেন।

তাঁদের প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে নিয়ে প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে বুদ্ধ বললেন, হে ভিক্ষুগণ! তোমরা যখন পরস্পরের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হও তখন পরস্পরের প্রতি তোমাদের মানসিক এবং বাচনিক কর্ম মৈত্রীপূর্ণ থাকা সম্ভব হয় কি?

ভিক্ষুগণ ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিলেন, না, শাস্তা! তা সম্ভব হয় না।

বুদ্ধ বললেন, আমি তোমাদের সর্বদা স্মরণযোগ্য ছয়টি বিনয়ের নির্দেশ দান ক'রছি যার দ্বারা তোমরা বিবাদ-মীমাংসা, উদ্দিষ্ট সামগ্রীলাভ এবং ঐক্যলাভে সক্ষম হবে। এই ছয়টি বিনয় হ'ল মৈত্রীপূর্ণ শারীরিক কর্ম, মৈত্রীপূর্ণ বাচনিক কর্ম, মৈত্রীপূর্ণ মানসিক কর্ম, উপাসক-উপাসিকাবৃন্দের প্রদত্ত দানসামগ্রী সকলের মধ্যে সমভাবে বন্টন, নিজের চরিত্রকে ত্রুটিমুক্ত করা এবং সর্বত্যাগী শ্রমণের পক্ষে শোভনীয় সম্যক্ দৃষ্টিকে সদাজাগ্রত রাখা।

ভিক্ষুগণ নীরব।

বুদ্ধ তাঁদের মুখগুলি পুনর্বার নিরীক্ষণ ক'রে নিয়ে ব'ললেন, তোমরা সদ্ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছ। সংসারত্যাগপূর্বক তোমরা এই ভিক্ষুজীবন গ্রহণ ক'রেছ। লৌকিক জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তোমরা আত্মনিবেদিত। গৃহী নর-নারী তোমাদিগের নিকট পবিত্রজীবন যাপনের মর্ম শিক্ষা ক'রবে। লোকশিক্ষকের গুরু দায়িত্ব তোমরা গ্রহণ ক'রেছ। অতএব, লৌকিক মানুষের মনে ঘৃণা কিম্বা বিরক্তি উৎপাদন ক'রতে পারে, এমন কোনো কর্মই ভিক্ষুর পক্ষে শোভন নয়! তোমরা যাও, চিন্তা করো এবং প্রত্যেকেই আত্মসংশোধনের চেষ্টা করো। আমি আশা করি, তোমরা প্রত্যেকেই তাতে সক্ষম হবে!

অতিক্রান্ত হ'ল বর্ষাবাসের কাল।

কিন্তু এই কয়েকমাসেও ভিক্ষুসংঘের সেই বিবাদ নিশ্চিহ্ন হ'ল না। পূর্বের

ন্যায় প্রকাশ্য এবং প্রবল নয় কিন্তু তুষাগ্নির ন্যায় সে বিবাদের অস্তিত্ব রয়েই গেল।

বুদ্ধ একদিন সারীপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন এবং আনন্দকে ব'ললেন, আমার কিছুকাল নির্জনবাসের প্রয়োজন। আমি কৌশাম্বী ত্যাগ ক'রছি। নির্জনবাসের পর একবার রাজগৃহ হ'য়ে শ্রাবস্তী গমন ক'রবো। তোমরা নির্জনবাসের কালে আমার সন্ধানে প্রবৃত্ত হ'য়ো না।

সারীপুত্র করুণ কণ্ঠে ব'ললেন, শাস্তা! আপনি অনুপস্থিত থাকলে এই ভিক্ষুগণের কলহ যে আরো বৃদ্ধি পাবে।

—হয়তো বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তারপর একসময় তারা নিজেদের ভ্রম অনুভব ক'রতে পারবে। তোমরা শুনে রাখো, এরপর থেকে সংঘে যোগদানেচ্ছু কোনো ব্যক্তিকেই যেন যথোপযুক্ত বিচার-বিবেচনা না ক'রে উপসম্পদা দান করা না হয়' যারা আসবে তাদের কয়েকমাস শিক্ষার্থীরূপে বিহারে আশ্রয় দান করবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর উপসম্পদা দান ক'রবে। যারা বিবাদে প্রবৃত্ত হয়নি সেই সামান্য সংখ্যক ভিক্ষুগণের মধ্যে ছ'জনকে নির্বাচন ক'রে দু'জন-দু'জন ক'রে রাজগৃহ, বৈশালি এবং শ্রাবস্তীর বিহারে এই নিয়ম জ্ঞাপনের জন্য প্রেরণ করো। পুনর্বার তোমাদের জানিয়ে রাখছি, নির্জনবাসের কালে আমি কোথায় আছি, কোনোক্রমে সে-সংবাদ জ্ঞাত হ'লেও আমার সন্ধানে তোমরা কেউ গমন ক'রবে না!

কৌশাম্বী ত্যাগ ক'রলেন বুদ্ধ।

কলহপরায়ণ ভিক্ষুদের আচরণ উপাসক-উপাসিকা এবং অন্যান্য গৃহীগণেরও অবিদিত রইলো না। বুদ্ধের কৌশাম্বী ত্যাগের অল্পকালের মধ্যেই দেখা গেল, কৌশাম্বী এবং নিকটবর্তী জনপদসমূহের উপাসক-উপাসিকা এবং অন্যান্য গৃহী কেবলমাত্র সারীপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন, আনন্দ এবং অতি অল্পসংখ্যক নির্বিবাদ ভিক্ষুগণকেই সম্ভ্রমপূর্বক ভিক্ষাদান করে। কলহপরায়ণ ভিক্ষুগণ তাদের উপহাসের পাত্র। তাঁরা সাধারণ গৃহীর নিকট সম্পূর্ণ অনাদৃত। উদয়নের জ্যেষ্ঠা মহিষী শ্যামাবতী বুদ্ধের আগমনের পর প্রতিদিন তাঁর একান্তা-পরিচারিকা ক্ষুদ্রা উত্তরার মাধ্যমে ঘোষিতারামে আহার্যসম্ভার প্রেরণ ক'রতেন। হতাশ হৃদয়ে তিনি তা বন্ধ ক'রলেন।

কৌশাম্বী ত্যাগ ক'রে বুদ্ধ প্রথমে উপস্থিত হ'লেন বংশদাব বনে। স্থানটি মনোরম। কিন্তু কিম্বিল, নন্দিক এবং অনিরুদ্ধ সেই বনে একটি পর্ণকুটির প্রস্তুত ক'রে নির্জনে মৈত্রীপূর্ণভাবে তখন তপস্যারত। তাঁদের পারস্পরিক মৈত্রীর প্রশংসা ক'রে বংশদাব বন ত্যাগ ক'রলেন বুদ্ধ। তাঁর প্রয়োজন সম্পূর্ণ জনহীন একটি অরণ্য।

অবশেষে সেইরূপ একটি অরণ্যের সন্ধান পেলেন তিনি।

অরণ্যের নাম পারিলেয্যক। সে অরণ্যে কোনো তপস্বীর কুটির নেই- আছে কেবল সুস্নিগ্ধ ছায়াদানকারী বৃক্ষরাজি। বনের অধিবাসী পক্ষীকুল, কপিকুল এবং একটি যূথভ্রষ্ট বৃদ্ধ হস্তী। কিছু হিংস্র শ্বাপদও বনের অধিবাসী।

স্বল্প প্রশস্ত অগভীর একটি পার্বত্য নির্ঝর। পার্শ্বে কতিপয় বৃহৎ শিলাখণ্ডের মধ্যে গুহাজাতীয় একটি আশ্রয়স্থান। অদূরে কয়েকটি অর্জুন, সর্জ ও

শাল্মলীবৃক্ষ। বনে আহারের উপযুক্ত ফলেরও অভাব নেই। নির্ঝরের জল সুপেয়।

সেই গুহাজাতীয় স্থানটিতে আশ্রয় নিলেন বুদ্ধ। বোধিলাভের পর ক্রমাগত শত শত যোজন পথ অতিক্রমণের পর কথঞ্চিৎ বিশ্রাম। কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে বিঘ্নিত মানসিক প্রশান্তির পুনরুদ্ধারকল্পে কিছুকালের একান্ত নির্জনবাস।

অরণ্যের কপিকুল প্রথম কয়েকদিন তাদের রাজ্যে আগন্তুক মনুষ্যজাতীয় একটি জীবকে যথেষ্ট সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই দূর হ'য়ে গেল তাদের সন্দেহ। উপরন্তু তারাই সুমিষ্ট ফল সংগ্রহ ক'রে এনে রেখে যায় তাদের অতিথির সম্মুখে। চতুস্পার্শ্বের বৃক্ষশাখায় তারা লম্ফঝম্প করে। কিন্তু যখন দেখে তাদের অতিথি নিমীলিত নয়নে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হ'য়ে আছেন তখন তারা নিজেরাই কলরব বন্ধ করে। বনের পক্ষীকুল এই অতিথির নিকট নির্ভয়। তারা পীতকাষায়ধারী অতিথির মস্তকে, স্কন্ধে কিম্বা ক্রোড়ে ব'সে সুমিষ্ট ধ্বনিতে পরিবেশকে স্নিগ্ধ ক'রে তোলে। হিংস্র শ্বাপদেরা নিকটে এসেও ফিরে যায়।

যূথভ্রষ্ট হস্তীটি বৃদ্ধ। একদিন সে প্রবল পরাক্রান্ত যূথপতি ছিল। কিন্তু হস্তীযূথের নিয়ম অনুসারে সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ যুবকহস্তী যূথপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবার সংগে সংগে বৃদ্ধ হস্তীটি হ'য়েছে বিতাড়িত।

হস্তীটি প্রতিদিন আসে।

তার শুণ্ডে এবং গাত্রে হস্তস্পর্শদানে প্রীতিজ্ঞাপন করেন বুদ্ধ। প্রীতির স্পর্শ সে অনুভব করে। তার ক্ষুদ্র চক্ষু দু'টি অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়। বুদ্ধের মুখের ভাষাও সে যেন সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারে।

বুদ্ধ বলেন, হস্তীবর! আজ তোমার বার্ধক্য এসেছে ব'লে তুমি বিতাড়িত। চিন্তা করো, তোমার যৌবনে তুমিও একদিন তৎকালীন বৃদ্ধ যূথপতিকে বিতাড়িত ক'রে নিজে যূথপতি হয়েছিলে! আজ তোমার যে নিঃসংগতার বেদনা, সেদিন সেই বিতাড়িত বৃদ্ধ হস্তী ঠিক এইরূপেই বেদনাবোধ ক'রেছে! তাই নয় কি?

উত্তরদানে অসমর্থ বৃদ্ধ হস্তীর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নামে।

নিজ চীবরের প্রান্ত দিয়ে হস্তীটির অশ্রুমার্জনা ক'রে দেন বুদ্ধ। বলেন, তোমার যৌবন আর প্রত্যাবৃত্ত হবে না, বন্ধু! বার্ধক্যের এই অপরিবর্তনীয় বাস্তবকে স্বীকার ক'রে নিয়ে শান্তচিত্তে অবশিষ্ট জীবন যাপন করো! তোমার কল্যাণ হোক!

তিনমাস পারিলেয্যক বনে অবস্থানের পর একদিন সেই শান্তিস্নিগ্ধ পরিবেশ ত্যাগ ক'রলেন বুদ্ধ। আর নিঃসঙ্গ বিশ্রাম নয়, এখনো বহু কার্য অসমাপ্ত।

তাঁর বিদায়ক্ষণটি পক্ষীকুল, কপিকুল এবং বৃদ্ধ নিঃসঙ্গ হস্তীটিও যেন বুঝতে পেরেছে। তারা ম্রিয়মান, বিষণ্ণ।

প্রসন্ন রৌদ্রালোকে বনস্থল বৃক্ষছায়া সহযোগে আলো-ছায়ামণ্ডিত। চতুষ্পার্শে সমবেত হস্তী, কপি এবং পক্ষীকে সস্নেহে স্পর্শ ক'রে বুদ্ধ ব'ললেন, বন্ধুবৃন্দ! এই তিনমাস তোমরাই ছিলে আমার সহচর। তোমাদের প্রীতি আমার অন্তরকে পরিপূর্ণ ক'রেছে! লোকালয়ে আমার বহু কর্ম এখনো অসম্পূর্ণ রয়েছে, তাই আমাকে এ-বন ত্যাগ ক'রে পুনরায় লোকালয়ে গমন ক'রতে হবে। তোমাদের জীবন হোক নির্বিঘ্ন! তোমাদের দুঃখ-কষ্ট-ব্যাধির উপশম হোক! তোমরা আমৃত্যু শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করো!

॥ ১৫ ॥

কুটাগারশালায় আবার বহুদিন পরে নবপ্রাণের সঞ্চার হল।

পারিলেয্যক বন থেকে বুদ্ধ প্রথমে গিয়েছিলেন রাজগৃহে। স্বল্পকাল বেণুবন-বিহারে অবস্থানের পর পুনরায় পরিব্রাজন। একটি বর্ষাবাস সম্পন্ন হল একনালা গ্রামে, পরবর্তী বর্ষাবাস বেরঞ্জা নামক অপর এক গ্রামে।

মগধরাজ্যের পূর্বদিকেই যোজনের পর যোজনব্যাপী ঘন অরণ্যাবৃত কজঙ্গলভূমি। তার দক্ষিণে কলিঙ্গ। কজঙ্গলভূমির আরো পূর্বে রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ ও পুণ্ড্রদেশ। কজঙ্গলের উত্তরে অঙ্গরাজ্য।

রাজগৃহ থেকে কজঙ্গলের পথে উত্তরমুখী হয়ে অঙ্গরাজ্যের চম্পানগরীতে উপনীত হলেন বুদ্ধ। শ্রাবস্তীর উপাসিকা বিশাখার একান্ত নিবেদন ছিল, পূর্বাঞ্চলে পরিব্রাজনকালে তিনি যেন একবার অন্তত বিশাখার পিত্রালয় চম্পানগরীতে গমন করেন। কয়েকদিবস চম্পানগরীতে অতিবাহনের পর পুনরায় পশ্চিমে বৈশালির উদ্দেশে যাত্রা করলেন বুদ্ধ। সপ্তাহকাল পূর্বে এসে উপনীত হয়েছেন।

কুটাগারশালায় কুক্কুটারামে জনস্রোত প্রতিদিন ক্রমবর্ধমান।

বুদ্ধের অনুপস্থিতিকালে আরো কয়েকজন নারী স্থবিরা গৌতমীর নিকট উপসম্পদা লাভ ক'রে প্রবেশ করেছেন শ্রমণীসংঘে। তাঁদের মধ্যে জয়ন্তী এবং রোহিণী নাম্নী দুই যুবতী শ্রমণী যথার্থ প্রজ্ঞাবলে অর্হৎপদলাভে সমর্থা হয়েছেন। স্থবিরা অর্থাৎ জ্ঞানপ্রবীণারূপেই শ্রমণ-শ্রমণী সংঘে তাঁরা হয়েছেন শ্রদ্ধেয়া।

লিচ্ছবিনায়ক সিংহ দীর্ঘকাল যাবৎ নিগ্রন্থ নাটপুত্রের পন্থানুসারী গৃহীভক্ত অর্থাৎ মানবক। তৎসত্ত্বেও শ্রমণ গৌতম সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বিশেষত, যে ধর্মের শ্রমণ এবং শ্রমণী সংঘে আচরণীয় বিনয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত কঠোর বিধিবিধান না থাকা সত্ত্বেও শ্রমণ এবং শ্রমণীগণের পরস্পরের প্রতি আচরণে কোনোরূপ শৈথিল্য নেই, দেহগত ব্যাভিচার নেই, সে ধর্মের মূল শক্তি কোথায় নিহিত, সেই সম্বন্ধেই সিংহের কৌতূহল সর্বাধিক। তিনি নিজে নিগ্রন্থী পন্থার প্রতি আস্থাবান কিন্তু নিগ্রন্থী শ্রমণ-শ্রমণীগণের কিছু সংখ্যকের মধ্যে দেহ-সম্ভোগের সংবাদ তাঁর অজ্ঞাত নয়। অথচ কঠোর দৈহিক এবং মানসিক সংযমই তো জিন নাটপুত্রের নির্দেশ! শ্রমণ গৌতম কোন্ সে ধর্মচেতনার শিক্ষাদান করেছেন, যা এত সংখ্যক যুবক শ্রমণ এবং যুবতী শ্রমণীকেও করছে সুশৃংখল, সদাচারী, সাত্ত্বিক? কী সে ধর্মনীতি যা শ্রমণ অথবা গৃহী সমগ্র সম্প্রদায়কে করে তুলেছে লোকহিতে উৎসর্গিত-প্রাণ? সিংহের কনিষ্ঠা ভাগিনেয়ী সিংহা শ্রমণ বুদ্ধের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করেন তা তিনি লক্ষ্য করেছেন। গৃহে পরিচারক-পরিচারিকাগণের প্রতি সিংহার আচরণ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হ'য়ে গেছে। তাদের অশন-বসন সম্বন্ধে সিংহার সদাসতর্ক দৃষ্টি। পরিচারক-পরিচারিকাগণের কেউ অসুস্থ হলে তার পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা, ঔষধ, পথ্য সকল কিছুরই দায়িত্ব সিংহা স্বেচ্ছায় পালন করে। প্রয়োজনে নিজ হস্তে করে সেবাশুশ্রূষা। সম্ভবত এসকল কিছুই শ্রমণ গৌতমের প্রভাবজাত। সিংহ নিজে যে ধর্মমতে বিশ্বাসী, সেই ধর্মে এরূপ কোনো নির্দেশ তিনি কিন্তু কদাপি লাভ করেননি।

অধুনা অপর একটি বিষয় সিংহের মনে বহুতর জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে। সেটি হল, ভিক্ষাগ্রহণকালে নির্গ্রন্থী শ্রমণ এবং শ্রমণ গৌতমের অনুগামী ভিক্ষুগণের আচরণে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য।

নির্গ্রন্থী শ্রমণগণ ভিক্ষাগ্রহণকালে গৃহপতি অথবা গৃহিণীর উদ্দেশে স্পষ্টই জ্ঞাপন করেন, যে মৎস্য কন্টকবহুল, যে মাংসখণ্ড অস্থিসমন্বিত সেরূপ মৎস্য-মাংস আমি ভিক্ষান্নের সংগে গ্রহণ করবো না। আমাকে কেবল কণ্টকবিহীন মৎস্য এবং অস্থিবর্জিত মাংসখণ্ড দান করুন! কেবল আদেশের ভঙ্গিতে এই অনুরোধই নয়, কোনো নিরুপায় গৃহপতি অথবা তাঁর পরিবারস্থ কোনো নারী যদি ভিক্ষাপাত্রে সকন্টক মৎস্য এবং অস্থিসমন্বিত মাংসখণ্ড দান করেন সেক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ নির্গ্রন্থী শ্রমণ ভিক্ষাদাতা অথবা ভিক্ষাদাত্রীর সম্মুখেই সেই আহার্য বস্তু মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করেন।

কিন্তু শ্রমণ গৌতমের অনুগামী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর আচরণ সম্পূর্ণ বিপরীত। ভিক্ষাপাত্র হস্তে তাঁরা গৃহীর দ্বারদেশে উপস্থিত হ'য়ে নতমুখে বিনীত ভঙ্গিতে নিবেদন করেন, হে আয়ুষ্মান! হে ভগিনি! আপনাদের কল্যাণ হোক! অতঃপর ভিক্ষান্নে যে আহার্যই দান করা হোক না কেন, সন্তুষ্টচিত্তে তাই-ই গ্রহণ ক'রে তাঁরা প্রস্থান করেন। তার মধ্যে কন্টকযুক্ত মৎস্য অথবা অস্থিসমন্বিত মাংসখণ্ড থাকলেও তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন না অথবা ভূমিতলে নিক্ষেপ করেন না।

ভগবান নির্গ্রন্থ নাটপুত্র অহিংসার প্রচারক। তৎসত্ত্বেও কৃচ্ছ্রসাধনব্রতী তাঁর অনুগামী শ্রমণ-শ্রমণীবৃন্দ কেন মৎস্য-মাংস আহারে বীতস্পৃহ ন'ন, এ-প্রশ্ন একদা সিংহের মনে জাগরিত হয়েছিল। এ-প্রশ্নের উত্তর অবশ্য তিনি তাঁর নিকট থেকেই পেয়েছিলেন। গৃহী প্রদত্ত ভিক্ষান্ন যখন শ্রমণ-শ্রমণীর পক্ষে অপরিহার্য তখন ভিক্ষাদাতার গৃহে সে-দিবসের আহার্যরূপে যা প্রস্তুত হয়েছে তার মধ্যে মৎস্য কিম্বা মাংস থাকলে তা গ্রহণে ভিক্ষার্থীর পাপ হয় না।

শ্রমণ গৌতমও অহিংসার প্রচারক। তাঁর অনুগামী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর মৎস্য-মাংস ভক্ষণেও একই প্রশ্ন জাগরিত হয়েছিল সিংহের মনে। সে-প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে দিয়েছেন ভিক্ষুণী জয়ন্তী। তিনি একদিন ভিক্ষার্থে সিংহের হর্ম্যদ্বারে এসেছিলেন।

সিংহের প্রশ্নের উত্তরে জয়ন্তী স্নিগ্ধস্বরে বললেন, ভদন্ত, আপনি যথার্থ প্রশ্নই ক'রেছেন। কিন্তু পরম সুগত বুদ্ধের এই নির্দেশ যে, ভিক্ষাদানকালে যদি কোনো দাতা অথবা দাত্রী অন্নসহ মৎস্য কিম্বা পশুমাংস দান করেন, তা গ্রহণ করবে। ভিক্ষা প্রার্থনা করবার পর প্রত্যাখ্যান ক'রে দাতা-দাত্রীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করবে না। সেই মৎস্য বা মাংস আহার করা তোমার ইচ্ছাধীন। কেবল একটিমাত্র বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকবে যে, তোমাদের ভিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই যদি পশুবধ করা হ'য়ে থাকে সেক্ষেত্রে সেই মাংস কিম্বা মৎস্য বর্জনীয়। দাতা অথবা দাত্রীকে প্রশ্ন ক'রে পূর্বেই সে-বিষয়ে অবহিত হ'য়ে নেবে। ভদন্ত, এই কারণেই ভিক্ষাগ্রহণের পূর্বে সন্দেহস্থলে আমরা প্রশ্ন ক'রে সংশয়ের নিরসন ক'রে নিই, সেই আমিষ আহার্য গৃহস্থের সেইদিবসের খাদ্যরূপেই প্রস্তুত হ'য়েছে অথবা উপাদেয় খাদ্য ভিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই পশুবধ করা হয়েছে।

বিগত বর্ষে শ্রমণ গৌতম বৈশালিতে ছিলেন না। সেই সময় নির্গ্রন্থ নাটপুত্র

কয়েক পক্ষকাল এই নগরে অবস্থান ক'রে গেছেন। সিংহ একদিন তাঁকে বলেছিলেন, ভগবন্‌! বৈশালির বহু নরনারীই শ্রমণ গৌতমের ধর্মদেশনা শ্রবণের জন্যে কুক্কুটারামে গমন করেছেন দেখেছি। আমার কিঞ্চিৎ কৌতূহল আছে। তিনি যখন বৈশালিতে আগমন করবেন তখন আমি কি অন্তত এক দিবসের জন্য আমার কৌতূহল নিবারণ করতে পারি?

কিঞ্চিৎ বিরক্ত কণ্ঠে নির্গ্রন্থ নাটপুত্র ব'লেছিলেন, সিংহ, ধর্মমতে তুমি শ্রেষ্ঠতম ক্রিয়াবাদী পন্থার উপর তোমার আস্থা ন্যস্ত করেছ। গৌতম অক্রিয়বাদী তপশ্চর্যা-বিমুখ এক সাধারণ ব্যক্তি মাত্র। যথার্থ শ্রমণগণ তাকে শ্রমণরূপে স্বীকার করতেও পরাঙ্মুখ। সেক্ষেত্রে তার ন্যায় এক অক্রিয়বাদীর অর্থহীন প্রলাপ শ্রবণে তোমার লাভ কী?

বুদ্ধ এবার বৈশালিতে আগমন করবার অল্প কয়েকদিবস পরেই একদিন অকস্মাৎ কুক্কুটারামে এসে উপস্থিত হলেন সিংহ। যথাবিহিত সসম্ভ্রম অভিবাদন জ্ঞাপন ক'রে বললেন, ভদন্ত, আমি লিচ্ছবি সেনানায়ক সিংহ। একটি প্রশ্নের উত্তরলাভের আশায় আমি এসেছি।

বুদ্ধের মুখে মৃদু হাসি।—কী প্রশ্ন, জ্ঞাপন করো ভদ্র!

—একথা কি সত্য যে আপনি অক্রিয়বাদী এবং অনুগামী শ্রমণ-শ্রমণীবৃন্দকে অক্রিয়বাদের শিক্ষা দান করেন?

—আয়ুষ্মান! এক অর্থে আমি সত্যই অক্রিয়বাদী কারণ, আমি শারীরিক, মানসিক এবং বাচনিক দুরাচরণের অক্রিয়াপালনের উপদেশ দান করি। অন্য অর্থে আমি পরিপূর্ণরূপে ক্রিয়াবাদী। কারণ, আমি সর্বদাই শারীরিক, মানসিক এবং বাচনিক সদাচরণের ক্রিয়া পালনের উপদেশ দান করি। অন্য আর এক অর্থে কোনো সত্যবাদী ব্যক্তি আমাকে স্পষ্টতই উচ্ছেদবাদী বলতে পারেন। সে অর্থটি হ'ল, আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দ্বেষ, হিংসা ইত্যাদি পাপবৃত্তিকে মন থেকে উচ্ছেদ করবার নিমিত্ত উৎসাহিত করে থাকি। হে সিংহ! আমি অতীতে কঠোরতম কৃচ্ছ্রসাধনমূলক তপশ্চর্যা করে উপলব্ধি ক'রেছি, সে-পন্থা অফলদায়ী। চূড়ান্ত দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনেও মন থেকে অকুশল বৃত্তিগুলি দূরীভূত হয় না এই সত্য অনুভব করবার পর সে-পন্থা আমি পরিত্যাগ ক'রেছি বলেই সেই পন্থার তপস্বীবৃন্দ আমাকে অক্রিয়বাদী আখ্যা দান ক'রেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তুমি আমাকে তপস্বী বলতে পারো। কারণ, আমি শ্রমণ-শ্রমণীগণকে এই নির্দেশই দান করি যে, মানসিক তপস্যার দ্বারা পাপজনক অকুশল চিন্তা সমূহকে নির্মূল করবে। যাঁর চিত্ত থেকে পাপজনক সকল অকুশল চিন্তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে এবং পুনর্বার সেগুলির উৎপত্তির সম্ভাবনা নেই, একমাত্র সেইরূপ শ্রমণকেই আমি যথার্থ তপস্বীরূপে অভিহিত করি।

কয়েকমুহূর্ত নির্বাক বিস্ময়ে অতিবাহিত হল সিংহের।

কি অপরিসীম ভ্রান্ত ধারণা এতদিন পোষণ করছিলেন তিনি! বিরাগ, অসূয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এই দিব্যশ্রী, সৌম্যদর্শন শ্রমণের হৃদয়। তাঁর বিরাগ-বিতৃষ্ণা কেবল পাপকর্মের প্রতি! এত মহান এই শ্রমণ! তিনি যদি অক্রিয়বাদী হন, তবে ক্রিয়াবাদী কে?

বুদ্ধের পদতলে প্রণিপাত ক'রে সিংহ বললেন, হে পরম প্রাজ্ঞ! হে সুগত আপনার উপাসকরূপে স্বীকৃতিদানে আমাকে কৃতার্থ করুন!

স্মিত হেসে বুদ্ধ বললেন, আয়ুষ্মান! আমিও তোমারই ন্যায় মানুষ। আমার উপাসক নয়—উপাসক হও সদ্ধর্মের।

পক্ষকাল পরে কোনো একদিন প্রদোষকাল।

সন্ধ্যার অন্ধকার মহাবনে দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। চতুর্দিক ঝিল্লীরবে মুখরিত। ইতস্তত সঞ্চরমান জ্যোতিরিঙ্গণের দেহ-বিচ্ছুরিত ক্ষণিকালোকের প্রদীপন ও নির্বাপণ গাঢ় তমিস্রার ঘনায়মান বিস্তারকে ব্যাহত করছে।

ধর্মদেশনার পর দৈনন্দিন অভ্যাস অনুযায়ী মূলগন্ধকুটিরসম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ধীরপদচারণায় নিরত রয়েছেন বুদ্ধ। এই সময়ে চিত্তকে তিনি সর্বচিন্তা থেকে মুক্ত রাখেন।

কে যেন ছায়ান্ধকারে অতি মৃদু পদসঞ্চারে অগ্রসর হচ্ছে আবার গতিরোধ করছে। অন্ধকারে তাকে ঠিক প্রত্যক্ষও করা যাচ্ছে না। পদচারণা বন্ধ ক'রে শান্তস্বরে বুদ্ধ প্রশ্ন করলে, কে?

সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের উদ্গত ক্রন্দনধ্বনি নৈঃশব্দ ভঙ্গ করে দিল।

—কে তুমি ভগিনী? কী হয়েছে তোমার?

সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রন্দনধ্বনি আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে সমগ্র পরিবেশকে কারুণ্যের বিষাদে পরিপূর্ণ করে দিল। অশ্রুবাষ্পনিরুদ্ধ নারীকণ্ঠ থেকে ভেসে এলো, ভগবন্! আমি এক মহাপাপিষ্ঠা।

—কী তোমার নাম ভগিনী?

—এই মহাপাপিষ্ঠা অভাগিনীর নাম উৎপলবর্ণা, প্রভু!

—ভগিনী উৎপলবর্ণা, সম্মুখে এসো। আমার নিকট তোমার কি কোনো বক্তব্য আছে?

—হ্যাঁ ভগবন্! আজ ছ'দিন হল আমি বৈশালিতে এসেছি। প্রতিদিন আসি আবার প্রতিদিনই সভয়ে ফিরে যাই। আত্মগোপন ক'রে থাকি এই মহাবনের এমন কোনো নির্জনস্থানে যেখানে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না।

—সভয়ে ফিরে যাও কেন ভগিনী?

—কেবল ভয়েই নয়, প্রভু। আমি ফিরে যাই নিজের প্রতি ঘৃণায়, লজ্জায়, ধিক্কারে। আমি যে পাপিষ্ঠা!

—ভগিনী, তুমি কি সুনিশ্চিতা যে তুমি পাপিষ্ঠা?

—হ্যাঁ প্রভু। আমি শুনেছি, পাপী-তাপী সকলকেই আপনি মানসিক শান্তি দান করেন। ভগবন্! সেই মানসিক শান্তির আশায় আমি সুদূর রাজগৃহ থেকে এই বৈশালিতে ছুটে এসেছি। আমার জীবনব্যাপী পাপকর্মের কাহিনী অকপটে আপনার নিকট ব্যক্ত করে মানসিক শান্তির পথনির্দেশ প্রার্থনা করবো এই উদ্দেশ্যেই আমার ছুটে আসা। কিন্তু প্রতিদিনই এক দুর্বার ভীতি এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে, আমি অধিক নিকটে যাবো না। আমার ঘৃণ্য স্পর্শে মৃত্তিকা, তৃণ-শষ্প পর্যন্ত অশুচি হয়। আমি আর অধিক অগ্রসর হলে আপনার পবিত্র পরিমণ্ডল হয়তো অশুচি হয়ে যাবে!

—ভগিনী উৎপলবর্ণা, নিসর্গপ্রকৃতি সদাশুচি। কোনোরূপ অশুচি কিম্বা বিষাক্ত দ্রব্যের সংস্পর্শে সাময়িকভাবে অশুচি হলেও অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা অল্পক্ষণের মধ্যেই পুনরায় শুচি হ'য়ে যায়। মানুষের প্রকৃতিও একইরূপ। অকুশল কর্ম করলেও তা উপলব্ধি করবার পর হৃদয়স্থ অনুশোচনার দ্বারাই সে পুনরায় নির্মল হয়। আমি অনুভব করছি, তোমার কণ্ঠস্বরে ঐকান্তিক অনুতাপ, তোমার অক্ষিদ্বয় অনুতাপের অশ্রুবাষ্পে পরিপূর্ণ!

—কিন্তু ভগবন্, এ তো নিরুপায়ের অনুতাপ। আমার অদৃষ্টই আমাকে এক ঘৃণ্যা পাপীয়সী করে তুলেছিল। সেই অদৃষ্ট অল্পকালের জন্য আমাকে সুখও দিয়েছিল। সর্বশেষে প্রচণ্ড নির্মম আঘাতে আমাকে নিঃস্বা, রিক্তা, সর্বস্বান্তা করে পুনরায় পথের ধুলিতে নিক্ষেপ করেছে।

—তোমার মতে, অদৃষ্টই তোমাকে পাপাচরণে প্রবৃত্ত করেছিল?

—হ্যাঁ প্রভু!

—যে পাপে লিপ্ত হয়েছিল সে-পাপ তুমি স্বেচ্ছায় করোনি?

—আমার প্রথম পদস্খলনের জন্য আমার দুরদৃষ্টই হয়তো দায়ী। কিন্তু তারপর আর অদৃষ্টকে দায়ী করি না। অদম্য প্রবৃত্তির তাড়নায় আমি স্বেচ্ছায় সেই পাপাচারে লিপ্ত হ'য়ে গেলাম। এ-কথা অন্য কেউ না জানুক, আমি নিজেই তো জানি! ভগবন্! আমি মানসিক শান্তির আশায় এখন উন্মাদিনীপ্রায়। নিজের পাপকাহিনী ব্যক্ত না ক'রে তো আপনার করুণা প্রার্থনা করতে পারি না! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমার সে-কাহিনী শুনলে আপনিও আমাকে ঘৃণা করবেন।

—ভগিনী উৎপলবর্ণা, কোনো ব্যক্তির প্রতিই আমি কদাচ ঘৃণার মনোভাব পোষণ করি না।

—আমি নিজমুখে বলছি, আমি নিকৃষ্টতম ব্যাভিচারিণী পাপিষ্ঠা, তা শুনেও আপনি ঘৃণা করছেন না?

—না, ভগিনী।

আত্মগ্লানিতে ক্ষতবিক্ষত বিগতযৌবনা উৎপলবর্ণা নির্বাক, বিস্ময়াভিভূতা। এই অপূর্ব করুণাস্পর্শ তার জীবনে প্রথম!

পূর্বগগনে শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্র উদিত হচ্ছে। একটু একটু করে অপসারিত হচ্ছে অন্ধকার। বুদ্ধ দেখছেন, কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মানা নারী কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারছে না। প্রবল ক্রন্দনাবেগে তার সমগ্র দেহ কম্পমানা।

কয়েকমুহূর্ত পরে প্রবলতর বেগে উদ্গত ক্রন্দনধ্বনিজড়িত কণ্ঠে উৎপলবর্ণা বললে, ভগবন্! আমার পাপের গ্লানি বড়ো ভয়ংকর, বড়ো তীব্র তার জ্বালা। এ দুঃসহ জ্বালা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি আমার জীবনকাহিনী শুনবেন?

—ভগিনী, তোমার যদি মনে হয়, আমার নিকট সে-কাহিনী বর্ণনা করলে তোমার দুঃসহ জ্বালার লাঘব হবে, তাহলে আমি নিশ্চয়ই শুনবো।

ভূমিতলে নতজানু হয়ে জোড়হস্তে ব্যাকুলস্বরে উৎপলবর্ণা বললেন, হ্যাঁ প্রভু, আমার মন বলছে, জ্বালার উপশম হবে—হ্যাঁ, হবে!

বুদ্ধ বললেন, বিবৃত করো তোমার কাহিনী।

মুখমণ্ডল নত করলেন উৎপলবর্ণা। কয়েকমুহূর্ত পরে অদূরে স্থির, প্রশান্ত-

ভাবে দণ্ডায়মান মূর্তিটির প্রতি ক্ষণকাল মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে পুনর্বার আনতা-মুখ হলেন। তারপর আরম্ভ করলেন তাঁর জীবনকাহিনী।

ভগবন! আমি ছিলাম শ্রাবস্তীর এক ধনী শ্রেষ্ঠীর আদরিণী দুহিতা। আমি শুনেছি, আমার অনুপম রূপলাবণ্যের জন্যই আমার নাম রাখা হয়েছিল উৎপলবর্ণা। যৌবনে উপনীত হওয়ার পরে যথাসময়েই পিতা আমার বিবাহ দিলেন শ্রাবস্তীরই এক ধনী শ্রেষ্ঠী যুবকের সঙ্গে। তখন আমি নবযৌবনা বলেই হয়তো দাম্পত্যজীবনের প্রথম পর্বে স্বামীর প্রেমে আমি হয়েছিলাম মুগ্ধা, বিবশা। সেই দিনগুলিকে এখন মনে হয় স্বপ্নের মতো। আমার দুর্ভাগ্যে আমার সেই স্বপ্নমধুর দাম্পত্যজীবন হল স্বল্পস্থায়ী। আমার স্বামীর বাণিজ্যবুদ্ধি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। কখন কোন্ রাজ্যে কোন্ কোন্ পণ্যে সর্বাধিক লভ্যাংশ অর্জন করা যাবে, তা ছিল তাঁর নখদর্পণে। তাই সম্বৎসর যাবৎই তিনি কখনো কুরু, কখনো পাঞ্চাল, কখনো কাশী, কখনো চেদি, কখনো মগধ, কখনো বৎস, কখনো বা অবন্তী রাজ্যে গমনাগমন করতেন। সম্বৎসরে কদাচিৎ শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্তন করলেও একপক্ষকালের অধিক অবস্থান করতেন না। এমন কি শয়নেও তিনি বাণিজ্যচিন্তায় তন্ময়। বাণিজ্যে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন কিন্তু আমার কথা যেন তাঁর মনেও হ'ত না। প্রকৃতপক্ষে মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ আমাকে প্রোষিতভর্তৃকার জীবন যাপন করতে হয়েছে। স্বামীর প্রতি আমার প্রেম ছিল একনিষ্ঠ। কিন্তু ক্রমাগত অবহেলায় আমার বিড়ম্বিত যৌবনের অভিমান ক্রমেই পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠতে লাগলো। আমার রূপ-যৌবন যদি এইভাবেই অবহেলিত হবে তাহলে কেন আমার এ বিবাহ? কেন আমার স্বামী বিবাহ ক'রে অসহায়ার ন্যায় বন্দিনী ক'রে রেখে দিলেন? তিনি নিজে সম্বৎসরই কোনো না কোনো প্রখ্যাত নগরীতে অবস্থান করেন এবং অন্যান্য ধনী শ্রেষ্ঠীর ন্যায় নগরের কোনো সম্ভ্রান্ত গণিকার সাহচর্যে নিজের কামতৃষ্ণা নিবারণ করেন। কিন্তু আমি?

উৎপলবর্ণার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। ব্যাকুল ক্রন্দনাবেগে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর বাক্‌স্ফুরণের ক্ষমতা রইলো না। পরে ক্রন্দনাবেগ সাধ্যমতো চেষ্টায় সংযত ক'রে তিনি তাঁর কাহিনীর পরবর্তী অংশ বলতে আরম্ভ করলেন।

—ভগবন্! স্বামীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের আক্রোশে আমি সত্যই তখন ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে উঠেছিলাম। আমি জানতাম, শ্রাবস্তীর কোনো কোনো প্রোষিত-ভর্তৃকা সঙ্গোপনে অন্যপুরুষ সংসর্গে নিজেদের কামদাহকে নিবৃত্ত করতো। স্বামীর উপর বিক্ষুব্ধ অভিমানে, প্রবৃত্তির প্রবল তাড়নায় একদা এক দুর্বল মুহূর্তে আমিও সেই পথে পদক্ষেপ করলাম। স্বামীর সম্পর্কিত এক ভ্রাতার সঙ্গে আমি কামকলায় লিপ্ত হলাম। ভগবন্! নিজের সম্বন্ধে কোনো কথাই আমি আপনার নিকট গোপন করবো না। আমার কামতৃষ্ণা ছিল অতীব প্রবল। হয়তো সেই কারণেই দীর্ঘকাল উপবাসের পর সেই স্বেচ্ছাকৃত ব্যভিচার তৃষ্ণাচরিতার্থতায় আমাকে উন্মাদিনী করে দিল। তখন আমি দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্যা, হিতাহিত জ্ঞানরহিত। স্বভাবতই আমার পদস্খলনের সংবাদ অধিক দিন গোপন রইলো না। দুশ্চরিত্রা অভিযোগে একদিন আমি গৃহ থেকে বিতাড়িতা হলাম। আমি জানতাম, আমার স্বামী তখন রাজগৃহে। ভগবন! সেই ব্যভিচারই হল আমার জীবনে পাপাচরণের আরম্ভ।

পুনর্বার কিছুক্ষণের জন্য নীরব হ'য়ে রইলেন উৎপলবর্ণা। অতঃপর তাঁর জীর্ণ,

মলিন উত্তরাসঙ্গের প্রান্তদ্বারা লোচনদ্বয় এবং কপোলদেশ থেকে অশ্রুমার্জন ক'রে বলতে আরম্ভ ক'রলেন।

—প্রভু! দুশ্চরিত্রা অভিযোগে স্বামীগৃহ থেকে বিতাড়িতা হওয়ার পর আমি আর পিতৃগৃহেও প্রত্যাবর্তন করিনি। আমি ধনীর দুহিতা, ধনীর বনিতা—অর্থাভাব আমার ছিল না। আমি মনস্থ করলাম, রাজগৃহেই গমন করবো। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে সাময়িক চারিত্রিক ভ্রষ্টতার ত্রুটি অকপটে স্বীকার করলে হয়তো আমি পুনর্বার তাঁর আশ্রয় লাভ করবো এবং অবশিষ্ট জীবন তাঁর প্রতি অনুগতা থেকেই আমার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। আমি শুনেছিলাম, শ্রাবস্তী থেকে রাজগৃহ পঞ্চচত্বারিংশযোজন পথ। পদব্রজে একাকিনী সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা আমার ন্যায় বিলাস-ব্যসনলালিতা যুবতী নারীর পক্ষে কতখানি সম্ভব অথবা কষ্টসাধ্য, সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আমার ছিল না। আমি রাজগৃহের উদ্দেশেই যাত্রা করলাম। পথব্যয়স্বরূপ একটি পেটিকায় আমার পক্ষে সর্বাধিক বহনযোগ্য যথেষ্ট সংখ্যক সুবর্ণমাষক, নিষ্ক এবং কার্ষাপণ সঙ্গে নিয়ে এক রাত্রিশেষে শ্রাবস্তী ত্যাগ করলাম আমি। সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ব'লে প্রখর রৌদ্রতাপে পদব্রজে পথ অতিক্রম করতে আমার প্রভূত ক্লেশ হ'ত। তৎসত্ত্বেও আমি হতাশ হইনি। সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ছিল বলে পথে খাদ্যাভাব অথবা রাত্রিকালে আশ্রয়ের অভাব আমার হয়নি। কতদিন হল পদব্রজে চ'লেছি, কত যোজন পথ অতিক্রম করেছি, সে-সম্বন্ধে আমার কোনো চেতনাই ছিল না। আমার অবস্থা তখন আচ্ছন্নের মতো। চলেছি আর চলেছি। তারপর হঠাৎ একদিন যখন কতিপয় জনপদবাসীর নিকট অবগত হলাম যে সম্মুখে অর্ধযোজনব্যাপী এক ঘন বন অতিক্রম করলেই এক দিবসের মধ্যে আমি রাজগৃহে উপস্থিত হতে পারবো, তখনই আমার ক্লান্ত দেহে এলো উদ্দীপনা। আর একটি দিবস! তারপরই আমি রাজগৃহে উপস্থিত হ'য়ে সাক্ষাৎ পাবো আমার স্বামীর! তিনি নগরের যেস্থানেই অবস্থান করুন, তাঁকে আমি নিশ্চয়ই অন্বেষণ ক'রে নিতে পারবো! ভগবন্! আমি তখনো কি জানি, সেই ঘোর অরণ্যের মধ্যে আমার দুরদৃষ্ট অতি নির্মম, অতি হিংস্রভাবে মুখব্যাদান ক'রে আছে? দিবা দ্বিপ্রহরেও অরণ্যমধ্যে আলোক অতি ক্ষীণ। সুবিশাল বৃক্ষরাজির শাখাপত্র ভেদ করে সূর্যরশ্মি সেখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না। অদৃষ্টের নিষ্করুণ লিপি! সেই অরণ্যে এক দুর্দান্ত দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হলাম আমি। দীর্ঘ পথশ্রমে আমার রূপলাবণ্য কিঞ্চিৎ ম্লান হলেও সম্ভবত সেই রূপলাবণ্যের আকর্ষণ তখনো ছিল দুর্বার। একদিকে সেই দৈহিক সৌন্দর্য, অন্যদিকে আমার পেটিকায় তখনো শতাধিক সুবর্ণমুদ্রা হ'ল আমার কাল! দস্যু যদি আমার পেটিকাটি গ্রহণ করে সেই মুহূর্তে আমাকে হত্যা করতো, তাহলেও হয়তো আমার জীবনে পরবর্তী ঘৃণ্য পাপাচরণের অবকাশ আর হ'ত না। দস্যু আমাকে হত্যা না ক'রে বীর্যশুল্কার ন্যায় গভীর অরণ্যমধ্যে তার গৃহে নিয়ে গেল।

পুনর্বার ক্ষণিক নীরবতার পর অশ্রুমার্জন ক'রে উৎপলবর্ণা বলতে লাগলেন, ভগবন্! আমি যদি সেই দস্যুদ্বারা বলপূর্বক ধর্ষিতা হতাম তাহলেও সান্ত্বনা থাকতো যে আমি দুর্বলা নারী বলে সেই সবল পুরুষকে প্রতিরোধ করতে পারিনি। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তার বিপরীত। প্রভু, আমি পূর্বেই অকপটে জ্ঞাপন করেছি, আমার কামতৃষ্ণা ছিল অতি প্রবল। সেই সুপুষ্টদেহী যুবক দস্যু আমার সঙ্গকামনা

করলেও বলপ্রয়োগ সে করেনি। তার আলিঙ্গনমাত্রে আমার কামবিবশা দেহ সহজে এবং স্বেচ্ছায় সেই দস্যুর অঙ্কে আত্মসমর্পণ করলো। আমার মনে হল, নারীদেহের আসঙ্গতৃষ্ণার যথার্থ পরিতৃপ্তি জীবনে আমি সেইদিনই যেন প্রথম লাভ করলাম। বিবাহের পর যে সামান্যতম স্বামীসঙ্গ আমি পেয়েছি, এর তুলনায় তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কামকেলিতে এই বিবশ-করা পরিতৃপ্তি দানের আংশিক ক্ষমতাও নেই সেই অমিত বিত্তশালী শ্রেষ্ঠী যুবকের। তবে কেন আমি তারই অনুগ্রহলাভের অনিশ্চিত প্রত্যাশায় এত ক্লেশ স্বীকার করবো? প্রয়োজন নেই আমার বিলাস-বৈভবের, প্রয়োজন নেই আমার আভিজাত্যের। এই শক্তিমান দস্যুই চরিতার্থ করুক আমার প্রবল কামতৃষ্ণাকে, সার্থক করুক আমার অবজ্ঞাত রূপযৌবনকে। সেই অবৈধ সম্পর্ককে মনে-প্রাণে স্বীকার করে দস্যুকে আমি আমার নব-পতি রূপে হৃদয়ে স্থান দিলাম।

একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে উৎপলবর্ণা পুনর্বার বলতে আরম্ভ করলেন, এক বৎসর কাল পরে আমার ক্রোড়ে এলো একটি কন্যাসন্তান। আমার কন্যা আমারই ন্যায় সুগৌরবর্ণা এবং রূপলাবণ্যের অধিকারিণী। তার জন্মদাতা পিতার কৃষ্ণবর্ণ অথবা মুখমণ্ডলের কঠোর কর্কশতার কোনো প্রভাবই ছিল না আমার কন্যার অবয়বে। সেই পরমারূপসী কন্যার জন্মদান ক'রে সে যে আমার কী আনন্দ! তার জন্মের পূর্ব পর্যন্ত আমি ছিলাম প্রচণ্ড কামার্তা এক যুবতী মাত্র। তার জন্মের পর মাতৃত্বের অমৃত স্বাদে আমি হলাম এক পরিতৃপ্তা জননী। কিন্তু প্রভু! আমার সেই অবৈধ পতি যে কত নির্মমহৃদয় তা আমি ওই এক বৎসরকালের মধ্যে মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। তার নির্দয় প্রহারের বেদনাকে আমি উপেক্ষা করেছি, তাকে সতত সন্তুষ্ট রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কারণ সেই অবস্থায় ওই দস্যুই তো আমার নির্ভরস্থল, আমার রক্ষক।

অল্প কয়েক মাস পরের ঘটনা।

কোনো কারণে আমার প্রতি ক্রোধবশত সুরামত্ত সেই দস্যু সহসা আমার ক্রোড় থেকে শিশুকন্যাটিকে সবলে তুলে নিয়ে গৃহকোণে নিক্ষেপ করলো। কন্যা যন্ত্রণা-কাতর স্বরে ক্রন্দন ক'রে উঠলো। পাগলিনীর ন্যায় ছুটে গিয়ে তাকে তুলে দেখি, তার মস্তকের পশ্চাদ্দেশে একটি স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হওয়ায় রক্তপাত হচ্ছে। আমার তীব্র ভর্ৎসনায় দস্যু গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু আমিও সেই মুহূর্তে মনে মনে সংকল্প করলাম, আর এ-জীবন নয়। কন্যা কিঞ্চিৎ সুস্থ হলেই এই দস্যুর গৃহ থেকে আমাকে পলায়ন করতে হবে।

কন্যার ক্ষত নিরাময় হলেও মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে চিন্তা করবার কোনো কারণ নেই। ওই শিশু যখন যুবতী হবে তখন হয়তো আমারই ন্যায় নিবিড় কুন্তলদামে আবৃত হয়ে থাকবে ওই ক্ষুদ্র ক্ষতচিহ্ন। কেউ তা জানতেও সক্ষম হবে না।

কন্যার ক্ষতচিহ্ন নিরাময়ের স্বল্প কিছুদিন পরেই সুরামত্ত সেই আমার অবৈধ স্বামীর হস্তে আমি পুনরায় প্রচণ্ডভাবে প্রহৃতা হলাম। ক্রোধে, বিতৃষ্ণায় সেদিন আমি উদ্‌ভ্রান্তা হয়ে গিয়েছিলাম। দস্যু বহির্গমনের অব্যবহিত পরেই সেই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় আমি গৃহত্যাগ করলাম। ভগবন্‌! আমি সত্যই সন্তানের জননী না পিশাচিনী? নতুবা, যে-শিশুকে গর্ভে ধারণ করেছি, সেই শিশুকে বক্ষে

তুলে নিতে বিস্মৃতা হলাম কেন? হ্যাঁ, ক্ষণেকের জন্য আমার হৃদয় বিচলিত হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই নির্মম পিশাচিনীর মতো সে ইচ্ছাকে অবজ্ঞা করলাম। হতে পারি আমি ওই শিশুর জন্মদাত্রী, কিন্তু ও তো আমার জারজ সন্তান! যার জন্মদাতা পিতা এত নির্দয়, এত নিষ্ঠুর, তার প্রতি আমার কিসের মায়া? ঘুমন্ত শিশুকন্যা শায়িত রইলো শয্যায়—আমি দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্যার ন্যায় পুনর্বার পথে নেমে ছুটতে আরম্ভ করলাম। তখন আমি কপর্দকহীনা। কিন্তু নিজেকে মুক্ত করবার দুঃসহ তাড়নায় তখন আমি এতই ব্যাকুল যে এ-সব কোনো চিন্তাই আমি করিনি। উঃ, নিজের গর্ভজাতা নিরপরাধ অসহায় কন্যাকে পরিত্যাগ করে কত সহজে আমি গৃহত্যাগ করতে পারলাম! প্রভু, আপনি কি এখন উপলব্ধি করতে পারছেন, এই উৎপলবর্ণা কত বড়ো পাপিষ্ঠা?

—ভগিনী, তোমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী কি এইস্থলেই সমাপ্ত?—প্রশ্ন করলেন বুদ্ধ।

—না প্রভু, না!—মর্মভেদী আর্তনাদ করে বললেন উৎপলবর্ণা, আমার অদৃষ্ট যে তখনো অন্যতর মর্মভেদী পরিণতির দিকে আমাকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে চ'লেছে, তা আমি বুঝতে পারিনি। উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ইতস্তত বিচরণ করতে করতে একদিন আমি এসে উপস্থিত হলাম রাজগৃহ নগরে। কিন্তু আমার প্রকৃত স্বামীকে আর আমি সন্ধান করিনি। কোন্ যোগ্যতায় সে-চেষ্টা আমি করবো? তা ভিন্ন, তিনি হয়তো তখন অন্য কোনো রাজ্যে, অন্য নগরে। জঠরজ্বালা যে কত বড়ো জ্বালা! রাজগৃহের পথে পথে কপর্দকহীনা আমি সেদিন তা অনুভব করতে পারলাম। আমার অন্য কোনো উপায় ছিল না। দেহের রূপযৌবনকে পণ্য ক'রে আমি গ্রহণ করলাম গণিকাবৃত্তি। কত বর্ষ যে গণিকাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেছি, আজ তা আমার মনে নেই। উঃ, নারীর রূপযৌবন যে কত কদর্য, কত পঙ্কিল! অল্পকালের মধ্যেই আমি অতি সাধারণ গণিকা থেকে উন্নীত হলাম অভিজাত পণ্যাঙ্গনায়। কারণ, আমার রূপ-যৌবনের খ্যাতি দ্রুত প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল রাজগৃহে। বৃত্তি আরম্ভকালে আমার শুল্ক ছিল মাত্র এক কার্ষাপণ। সেই সামান্য তাম্রমুদ্রা থেকে বর্ধিত হয়ে শুল্ক হল পঞ্চসুবর্ণমুদ্রা। ভগবন্! আমি ঘোর পাপিষ্ঠা, কিন্তু সেই গণিকা-জীবনে বীভৎস কামাতুর কত বিচিত্র পুরুষকেই না দেখেছি! বিংশতি-বর্ষীয় নবযুবক থেকে সপ্ততিবর্ষীয় লোলচর্ম বৃদ্ধকেও সঙ্গদান করতে হয়েছে আমাকে। গৃহে বৃদ্ধা পত্নী, পুত্র-কন্যা, পৌত্র-দৌহিত্র বিদ্যমান তথাপি এমন কত বৃদ্ধকে দেখেছি যাদের অক্ষম দেহেও আসঙ্গতৃষ্ণার অন্ত নেই! প্রভু, গণিকাবৃত্তিই আমাকে শিক্ষাদান করেছিল যে, কামতৃষ্ণা অন্তহীন—তার সমাপ্তি নেই। এই তৃষ্ণার প্রাবল্যেই একদা আমি ভ্রষ্টচরিত্রা হয়েছিলাম। কিন্তু আমি কি শান্তিলাভ করেছি? না, করিনি। বরঞ্চ, অশান্তির দুঃসহ দহনে আমি নিরন্তর জ্বলছি।

—ভগিনী, তোমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতাই তোমাকে এই উপলব্ধি দান করেছে, তুমি কি এই কথাই বলছ?

—হ্যাঁ ভগবন্! এ আমার বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত করুণ উপলব্ধি। তখন আমার নিয়ত মনে হত, কামক্লিন্ন এই ঘৃণ্য জীবন থেকে মুক্ত হয়ে যদি আমি পুনর্বার স্নিগ্ধ, পবিত্র গৃহ জীবন আরম্ভ করতে পারতাম! কিন্তু সে তো উন্মাদের কল্পনা! অথচ আশ্চর্য, আকস্মিকভাবে একদিন আমার জীবনে সেই সুযোগ এলো।

আমার সংগ-কামনায় প্রথম আগত আমার অপেক্ষা অন্তত দশবর্ষ. বয়োকনিষ্ঠ এক ধনী যুবক আমাকে পত্নীত্বে বরণ করবার প্রস্তাব জ্ঞাপন করলো। আমি সংগে সংগে সেই প্রস্তাবে সম্মতা হয়েছিলাম।

ভগবন্! আমার যেন নবজন্ম হল। গৃহবধূরূপে সেই পরিবর্তিত জীবনকে অন্তরের একান্ত নিষ্ঠায় গ্রহণ করেছিলাম আমি। আমার সেই স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

অল্পকাল পরেই আমার স্বামী অপর এক ষোড়শী যুবতীকে বিবাহ করলেন। আমার সেই নবাগতা সপত্নীর বাসস্থান নির্ধারিত হল আমার গৃহেরই অদূরে পৃথক একটি ভবনে। এই অভাগিনীকে আপনি বিশ্বাস করুন প্রভু, সেই নবীনা সপত্নীকে আমি বিন্দুমাত্র ঈর্ষ্যা করিনি। আমার স্বামীর বয়স অনুযায়ী সেই নবীনাই তো তাঁর স্বাভাবিক যোগ্য্য পত্নী। আমার উদারহৃদয় স্বামী যে আমাকে নরকপঙ্ক থেকে উদ্ধার করে এনে গৃহবধূর মর্যাদা দান করেছেন, সেই সৌভাগ্য আমার প্রত্যাশার অতীত! নাই বা লাভ করলাম তাঁর সংগ। তিনি সুখী হোন তাঁর নবযুবতী পত্নীকে নিয়ে। সর্বসুখে সুখী হোক আমার সপত্নী!

ভগবন্! আমি কত নির্বোধ। ভেবেছিলাম, আমার বিড়ম্বিত জীবনের পরিসমাপ্তি হয়েছে। কিন্তু আমার অদৃষ্ট যে চূড়ান্ত আঘাতে আমার সব স্বপ্ন, সব শান্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবার জন্যে অস্ত্র উত্তোলন করতে উদ্যত, তখন তা আমি বুঝতে পারিনি। একদিন আমি আমার সেই নবীনা সপত্নীকে দেখলাম। সংগে সংগে আমার দেহে-মনে নিমেষের মধ্যে কী যে এক প্রতিক্রিয়া হয়ে গেল তা আমি ব্যক্ত করতে পারবো না। শয্যায় শয়ন করে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি আর ভেবেছি, এত সাদৃশ্য কেমন ক'রে সম্ভব? সেই নবোদ্ভিন্নযৌবনা নারী যে আমারই প্রথম যৌবনকালের পরিপূর্ণ প্রতিমূর্তি! সপত্নীর প্রতি স্নেহরসে আমার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠলো। পরের দিন তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই জানতে পারলাম, সে এক মাতৃপরিত্যক্তা দস্যুকন্যা। কৈশোরে পিতার মৃত্যুর পর এক স্নেহময়ী কর্মকারবনিতার দ্বারা প্রতিপালিত হয়। আমার স্বামী সেই কর্মকারগৃহ থেকে পুষ্পটি চয়ন ক'রে এনেছেন।

সেই বনের নাম, সেই পিতার দেহাকৃতি বর্ণনা—সব মিলে যাচ্ছে! ভগবন্! আমি তখন উন্মাদিনীর মতো তার অপরূপ সুন্দর ঘনকৃষ্ণ কেশদামের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করে স্পষ্ট অনুভব করলাম, মস্তকের পশ্চাদ্দেশে তার নিতান্ত শৈশবের সেই ক্ষতচিহ্ন। উঃ, কি মর্মভেদী পরিণতি! মাতা এবং কন্যার একই পতি?

আর আমার বাহ্যজ্ঞান ছিল না, প্রভু! হতচেতনের মতো সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করলাম। কতদিন পথে পথে ঘুরেছি আমার মনে নেই। প্রভু, আমি মানসিক শান্তির আশা নিয়েই ছুটে এসেছি। কিন্তু আমার এই চরম অশুচি জীবনের কাহিনী জ্ঞাত হওয়ার পরও কি আপনি আমাকে মার্জনা করতে পারবেন? আমাকে প্রদর্শন করতে পারবেন শান্তির পথ?

ভূমিতলে লুণ্ঠিতা হয়ে আকুলস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন উৎপলবর্ণা।

—ভগিনী উৎপলবর্ণা! অকুশল তৃষ্ণার পরিণাম যে কিরূপ বিষময়, তোমার জীবনের অভিজ্ঞতায় তুমি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছ!

—হ্যাঁ প্রভু। ধিক্ কামতৃষ্ণায়! ধিক্ রূপযৌবনে! আমি এত ভীরু যে আত্মহনন করে চিরশান্তি লাভের সাহসও অর্জন করতে পারিনি।

বুদ্ধ বললেন, ভগিনী, আত্মহননই ভীরুজনোচিত। যে-মুহূর্তে জন্ম হয়েছে সেই মুহূর্ত থেকে এও সত্য যে একদা মৃত্যু-পরিণাম অনিবার্য। আত্মহননের কথা কেন ভগিনী? এযাবৎকাল জীবনে যে অকুশল কর্ম তুমি করেছ তার জন্য অতি কঠিন মূল্যও দিয়েছ। জীবনের সত্য সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি তোমার ঘটেছে। অবশিষ্ট জীবনকে কুশলকর্ম এবং লোকহিতে নিয়োজিত করো। সেই কর্মই তোমাকে দান করবে তোমার প্রার্থিত শান্তি।

—শান্তি? আমি কি শান্তিলাভের যোগ্যা? আমি যে এক ঘৃণ্যা, ভ্রষ্টা, গণিকা।

—পূর্বে ছিলে ভগিনী, বর্তমানে নও। উপলব্ধি এবং অনুশোচনা তোমার দেহমনকে কলুষমুক্ত করেছে, তুমি এখন নির্মল। ভগিনী, তুমি উপসম্পদা লাভের যোগ্যা পাত্রী!

—ভগবন্! এ আপনি কী বলছেন? আমার ন্যায় ঘৃণ্যা নারী উপসম্পদা লাভ করলে আপনার ধর্ম কলুষিত হবে না?

স্মিত হাস্যে বুদ্ধ বললেন, না ভগিনী। তুমি যদি এককভাবে কুশলকর্মে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করতে চাও, তাই করো। অথবা তুমি যদি উপসম্পদা গ্রহণ ক'রে শ্রমণী-সংঘে যোগদানে ইচ্ছুক হও, তাও আমি অনুমোদন করছি।

—আমি? শ্রমণী!—বেদনাবিমূঢ় বিস্মিতস্বরে উৎপলবর্ণা বললেন, আমার মতো পাপিষ্ঠা বারাঙ্গনা হবে শ্রমণী! প্রভু, আমার সংস্পর্শে পবিত্র শ্রমণী সংঘ যে অপবিত্র হবে!

—না ভগিনী, রূঢ়, নির্মম বাস্তব যাকে অন্তহীন তৃষ্ণার পরিণাম সম্বন্ধে গভীরতম চেতনার অধিকারিণী করেছে তার সংস্পর্শে সংঘ অপবিত্র হতে পারে না। বরঞ্চ তোমার অর্জিত জ্ঞান বিতরণের দ্বারা তুমি অন্যান্য শ্রমণীকে পথ প্রদর্শনে সক্ষমা।

—ভগবন্! আজ আমি ধন্যা। মনে হচ্ছে, আমি শান্তির স্পর্শ পেতে আরম্ভ করেছি! একক জীবন দিয়ে কী আর করবো? আমি শ্রমণীসংঘেই যোগদান করবো।

বুদ্ধের চরণে মস্তক স্থাপন ক'রে উচ্ছ্বসিত আনন্দ-বেদনার আবেগে অঝোর-ধারায় ক্রন্দন করতে লাগলেন উৎপলবর্ণা। তাঁর অশ্রুধারায় সিক্ত হতে লাগলো বুদ্ধের চরণ।

কুক্কুটারাম থেকে পুনর্বার বেণুবনবিহার।

বৈশালি থেকে রাজগৃহে আগমনের প্রয়োজন ছিল বুদ্ধের। সংবাদ এসেছে, রাজগৃহে শ্রমণীসংঘের ভবন নির্মিত হয়ে গেছে। সংঘপ্রতিষ্ঠার কালে বুদ্ধের উপস্থিতি প্রার্থনা করেছেন রাজগৃহে শ্রমণসংঘের প্রবীণতম অর্হৎ মহাকাত্যায়ন। শ্রমণীসংঘ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজগৃহে স্থবিরা গৌতমীর উপস্থিতিও অপরিহার্য অনুভব করলেন বুদ্ধ।

শ্রমণীসংঘে অল্পকালের মধ্যেই যোগদান করেছেন কয়েকজন নারী। তাঁদের মধ্যে লিচ্ছবিনায়ক সিংহের ভাগিনেয়ী সিংহা অন্যতমা। তিনি কুমারীজীবনেই

শ্রমণী জীবন বরণ ক'রেছেন। সিংহ স্বয়ং নিগ্রন্থ নাটপুত্রের অনুগামী হয়েও শ্রমণ গোতমকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন ব'লে বৈশালির নিগ্রন্থী সমাজে একদা কিঞ্চিৎ গুঞ্জন উঠেছিল। উপরন্তু অল্পকালের ব্যবধানে তাঁর ভাগিনেয়ী সকলের দৃষ্টির সম্মুখে অক্রিয়বাদী শ্রমণ গোতমের সংঘে যোগদান করে নিগ্রন্থীসম্প্রদায়ের বিরক্তি আরো কিঞ্চিৎ বর্ধিত করলেন। অবশ্য সে-বিষয়ে প্রকাশ্যে উল্লেখযোগ্য আলোড়ন কিছু হ'ল না।

শ্রমণী জয়ন্তীর উপর সংঘের দায়িত্ব ন্যস্ত ক'রে কেবলমাত্র রোহিণীকে সঙ্গে নিয়ে রাজগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করলেন গোতমী। বুদ্ধের সঙ্গে আনন্দ ভিন্ন আরো তিন শ্রমণ রাজগৃহে যাত্রা করলেন—নন্দিক, রেবত এবং চুনন্দ।

রাজগৃহে গোতমীর আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমণীসংঘে যোগদান করলেন গৃহবধূ ধর্মদত্তা। তাঁর স্বামী বিশাখ পূর্বেই গৃহী-জীবন ত্যাগ ক'রে বুদ্ধের শ্রমণ-সংঘে যোগদান করেছিলেন। সংসারে নিরাপত্তাবিহীন একাকিনী ধর্মদত্তা একসময় বুদ্ধের প্রতি কুপিতা হয়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে সেই কোপ দূরীভূত হল। যে বুদ্ধের ধর্ম তাঁর যুবক পতিকে মুহূর্তের মধ্যে ভোগবৈরাগী করে দিয়েছে, সেই ধর্মে নিশ্চয়ই এমন কোনো পথের নির্দেশ আছে যা সংসারপথ থেকে বহুগুণে শান্তিময়! বুদ্ধের রাজগৃহে পুনরাগমনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ধর্মদত্তা।...স্বামী শ্রমণসংঘে, স্ত্রী শ্রমণীসংঘে। কিন্তু পূর্বের সেই সাংসারিক সম্পর্ক এবং পরিচয় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

ভদ্রা কুণ্ডলকেশা যেদিন নিগ্রন্থী শ্রমণী-সংঘ ত্যাগ করে বুদ্ধের শ্রমণীসংঘে যোগদান করলেন সেদিন নিগ্রন্থী সম্প্রদায়ের মধ্যেই কেবল নয়, সমগ্র রাজগৃহ নগরেই বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল।

তাঁর প্রকৃত নাম সুভদ্রা। সংক্ষেপে ভদ্রা। কুণ্ডলকেশা তাঁর সৌন্দর্যের বিশেষণ।

বিচিত্র জীবন কুণ্ডলকেশার। রাজগৃহের অন্যতম এক ধনী শ্রেষ্ঠীর কন্যা সুভদ্রার অমিত রূপলাবণ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অভিনব কুঞ্চিত কেশদামের সৌন্দর্য। তাই তাঁর পরিচিতি হয়ে গেল কুণ্ডলকেশা। নবোদ্ভিন্নযৌবনা সুভদ্রা কোনো শ্রেষ্ঠীপুত্রের প্রতি আকৃষ্টা হয়নি। জীবনের প্রথম প্রেম নিবেদন করেছিলেন তিনি তাঁদের কুলপুরোহিতের পুত্র সার্থকের উদ্দেশে। কিন্তু সে প্রেমনিবেদন ছিল একান্তই সঙ্গোপন। সার্থক-ও তা জানতো না। সাধুকল্প ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পুত্র সার্থক যে প্রথম যৌবন থেকেই কুসঙ্গপ্রভাবে পরস্বাপহরণে সিদ্ধহস্ত, দুশ্চরিত্র এক মদ্যপে পরিণত হয়েছে, সে-সংবাদ জানা ছিল না সুভদ্রার। চৌর্যাপরাধে একদিন বন্দী হল সার্থক। বিচারে তার হল মৃত্যুদণ্ড। ঘাতকদল যখন সার্থককে বধ্য-ভূমির দিকে নিয়ে চলেছে সেই সময় বাতায়নপথে সে দৃশ্য দেখতে পেয়েই ব্যাকুল, উদ্ভ্রান্ত সুভদ্রা অশ্রুরুদ্ধস্বরে নিজের পিতার নিকট তাঁর সঙ্গোপন অনুরাগের কথা ব্যক্ত করলেন। পিতা স্তম্ভিত, বিচলিত। কিন্তু আদরিণী কন্যার অশ্রুধারা তাঁকে আর স্থির থাকতে দিল না। অনুচরমাধ্যমে তিনি সহস্র সুবর্ণমাষক উৎকোচ দান করলেন রাজকর্মচারী এবং ঘাতকদলকে। নগরসীমার বহির্দেশে প্রদোষকালে মুক্ত হল সার্থক। কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কন্যার মনোনীত সেই সার্থকের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিলেন শ্রেষ্ঠী। তাঁর আদরিণী কন্যা যেন

কোনোরূপ অভাবে তাড়িতা না হয় সেজন্য কন্যাকে পর্যাপ্ত যৌতুক এবং বহুমূল্য অজস্র রত্নালংকার উপহার দিলেন তিনি।

কিছুকাল অতিবাহিত হল দাম্পত্যজীবন। সুভদ্রা তাঁর প্রথম অনুরাগের পরিণত সাফল্যে আত্মহারা। স্বামী তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তাঁর স্বামী যে নির্দোষ, রাজকর্মচারিবৃন্দ ভ্রমক্রমে নির্দোষকে কারারুদ্ধ করেছিল, সার্থকের এই বক্তব্যও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছেন সুভদ্রা।

একদিন সার্থক বললে, প্রিয়তমে ভদ্রা! মিথ্যা চৌর্যাপরাধে যখন বিপন্ন হয়েছিলাম, এমন কি আমার প্রাণবিনাশও অবধারিত হয়ে উঠেছিল সেইসময় বৈভার পর্বতশিখরের দেবতার উদ্দেশ্যে মানসিক করেছিলাম, যদি এই কলংক এবং বিপদ থেকে রক্ষা পাই তাহ'লে আমি সাড়ম্বরে তাঁর পূজা দেবো। দেবতা নিঃসন্দেহে তোমারই মাধ্যমে আমাকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং অবিলম্বে সেই পূজা নিবেদন অবশ্য কর্তব্য। পূজা-উপচার প্রত্যূষে আমি সংগ্রহ করে রেখেছি, এবারে সজ্জিত হয়ে নিচ্ছি। তুমিও সালাঙ্কারা হয়ে চলো, আমরা উভয়ে একসঙ্গে দেবতার পূজা ক'রে আসি। তোমার সকল অলংকারগুলিই অঙ্গে ধারণ করো। দেবতা তাহলে আমাদের উপর আরো প্রসন্ন হবেন।

সুভদ্রা সানন্দে বললেন, তাই করছি, প্রিয়তম! দেবতা আমাদের প্রতি চিরপ্রসন্ন থাকুন! তোমাকে আর যেন কোনোদিন এরূপ মিথ্যা অপবাদের কলঙ্কভার বহন করতে না হয়।

পিতৃ-প্রদত্ত মহার্ঘ পট্টবস্ত্র পরিধান ক'রে সকল অলঙ্কারে নিজতনু বিভূষিত ক'রে স্বামীর অনুগামিনী হলেন সুভদ্রা।

পর্বতশিখর সম্পূর্ণ নির্জন। বেশ কিছু অংশ সমতলভূমির মতো। কিন্তু নিকটে কোনো দেবমন্দির দেখা গেল না। সুভদ্রা বললেন, প্রিয়তম, কোথায় দেবমন্দির? তুমি ভুল করোনি তো?

সার্থকের মুখে অবশ্যম্ভাবী সাফল্যের মৃদু কুটিল হাসি। সে-হাসির উদ্দেশ্য সুভদ্রার অনুধাবন করবার কথা নয়। সার্থক বললে, না প্রিয়তমে, আমি ভুল করিনি। আর একটু উত্তরদিকে গেলেই দেখা যাবে দেবমন্দির।

আর একটু উত্তরদিকে যাওয়ার পর দেখা গেল পর্বতের অবতলভূমি। বিরাটাকার বহু শিলাখণ্ড ইতস্তত গর্বোদ্ধত ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। বহু নিম্নে দেখা যাচ্ছে শস্যক্ষেত্র। কিন্তু সেখানেও কোনো মন্দির নেই।

সুভদ্রা বিস্মিত স্বরে বললেন, এ তো পর্বতশিখরের প্রান্তদেশ। মন্দির কোথায়?

এইবার সার্থক তার কুটিল হাসিকে অবারিত করলে।—দেবমন্দির এখানে নেই, দেবমন্দিরে আমার প্রয়োজনও নেই। আমার প্রয়োজন তোমার ওই বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি। ওগুলি আমাকে দাও!

বিস্ময়বিহ্বলা সুভদ্রা বললেন, তোমাকে পৃথকভাবে দিতে হবে কেন, প্রিয়তম? আমি তোমার ভার্যা। আমার উপর তোমার নিরঙ্কুশ অধিকার! আমি তোমারই, এ অলংকাররাজিও তোমারই!

—আমার বলেই তো ওগুলি আমাকে দেবার জন্যে তোমাকে আদেশ করছি! ওইগুলিরই প্রয়োজন আমার। তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই শ্রেষ্ঠীকন্যা।

—আমাকে তোমার আর প্রয়োজন নেই?—উদ্গত ক্রন্দনের তরঙ্গাভিঘাতে সুভদ্রার কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হ'য়ে এলো।

সেই একইপ্রকার নির্মম কুটিল হাসি হেসে সার্থক বললে, তোমার ওই কমনীয় দেহকে এই কয়েকমাস আমি যথেচ্ছ উপভোগ করেছি। আমার অরুচি হয়ে গেছে। একই নারীকে একাদিক্রমে অঙ্কশায়িনী করতে আমার তীব্র অনীহা। আমি চাই নিত্যনূতন নারীদেহ। এই ক'মাস আমার গণিকালয়ে যাওয়া হয়নি, শৌণ্ডিকালয়ে গিয়ে মাধ্বীপান ক'রে তৃপ্তি লাভ ক'রতে পারিনি আমি। আর সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়। তুমি একবার আমার প্রাণ রক্ষা করেছ, সেই কারণেই বলপ্রয়োগ না ক'রে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, অলঙ্কারগুলি দাও!

বেদনাবিহ্বল চিত্তে অঙ্গ থেকে সকল অলঙ্কার উন্মোচন ক'রে একখণ্ড কঠিন শিলার উপর রাখলেন সুভদ্রা। সার্থক সহসা সবলে তাঁর বক্ষ থেকে আকর্ষণ করলে উত্তরাসঙ্গ বস্ত্রখানি। সুভদ্রার ঊর্ধাঙ্গ হ'য়ে গেল অনাবৃত।

সুভদ্রা একবার অতি করুণ দৃষ্টিপাত করলেন। এই তাঁর পতি! একেই হৃদয়ের প্রেম সমর্পণ করে তিনি গভীর স্বপ্ন রচনা ক'রেছিলেন!

উত্তরাসঙ্গ বস্ত্রে অলঙ্কারগুলি গ্রন্থিবদ্ধ করলো সার্থক।

তারপর বিস্ময়বেদনাহত মুহ্যমানা সুভদ্রার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে বললে, শ্রেষ্ঠীকন্যা, তোমার এই উত্তরাসঙ্গেও যতগুলি রত্ন খচিত আছে এর মূল্যে কাশী, বৈশালি কিম্বা শ্রাবস্তীর পরমারূপসী গণিকাদের উপযোগী একবর্ষকালের শুল্কও আমার হ'য়ে যাবে।

অশ্রুরুদ্ধস্বরে সুভদ্রা বললেন, তুমি রাজগৃহ ত্যাগ করবে?

—অবশ্যই। তুমি মার্জনা করলেও তোমার পিতৃরোষ নিশ্চয়ই আমাকে মার্জনা করবে না। সুতরাং এই দণ্ডেই আমি রাজগৃহ ত্যাগ করবো। শ্রেষ্ঠীকন্যা! জীবনে সত্যভাষণ আমি নিতান্ত স্বল্পই করেছি। কিন্তু এখন অন্তত করছি। আমাকে ঘাতকের হস্ত থেকে রক্ষা করবার জন্য তোমার পিতা সহস্র সুবর্ণমাষক ব্যয় করেছিলেন। আমি যদি এর পরেও মূর্খের ন্যায় এই নগরেই অবস্থান করি তাহলে আমাকে হত্যা করবার জন্য হয়তো দশসহস্র সুবর্ণমুদ্রা ব্যয় করতেও তিনি কার্পণ্য করবেন না। সুতরাং হৃতসর্বস্বা কন্যাকে তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে রেখে যাওয়া আমার পক্ষে বিবেচনার কাজ হবে না। সম্মুখে শিলাখণ্ডের পার্শ্ব দিয়ে যে নিম্নাভিমুখী সঙ্কীর্ণ পথ দেখতে পাচ্ছ, এই পথেই আমি নগরের বহির্দেশে অবতরণ করবো। অশ্ব প্রস্তুত আছে, আমি দ্রুত মগধরাজ্য ত্যাগ ক'রতে পারবো। তার পূর্বে একটি মাত্র কাজ। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও সুভদ্রা!

—আমাকে তুমি হত্যা করবে?—সুভদ্রার আয়তলোচনে আর অশ্রুধারা নেই।

—আমি তো আগেই জানিয়েছি, তোমাকে জীবিত রেখে যাওয়া আমার পক্ষে নির্বোধের কাজ হবে।

সুভদ্রা অতি করুণ দৃষ্টিতে একবার দেখে নিলেন তাঁর স্বামীর মুখখানি। মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য নির্ধারণও করা হয়ে গেছে তাঁর।

—প্রিয়তম! তোমার হস্তে আমার মৃত্যু হয়তো দেবতারই অভিপ্রায়! আমি দুঃখ করবো না, ভীতা হবো না। যাঁকে আমি সর্বস্ব সমর্পণ করেছি, আমার এ তুচ্ছ

জীবনও তাঁর হস্তেই সমাপ্ত হোক। কেবল আমাকে হত্যা করবার পূর্বে আমার একটিমাত্র প্রার্থনা তুমি রক্ষা করো! আমাকে শেষ আলিঙ্গনে ধন্যা করো, প্রিয়তম!

এই আবেদনে সার্থক-ও কেমন যেন একটু বিচলিত বোধ ক'রে বললে, তাই হবে। তোমার অন্তিম ইচ্ছা পূরণে আমি সম্মত।

সার্থককে নিবিড় আলিঙ্গনপাশে বন্ধ ক'রে গভীর আবেগে চুম্বন করতে করতে পর্বতশীর্ষের প্রান্তদেশে একখানি শিলাখন্ডের উপর নিয়ে গেলেন সুভদ্রা। আবেশ-জড়িত স্বরে বারম্বার বলতে লাগলেন, এতেই আমার আত্মার তৃপ্তি হবে, প্রিয়তম—এতেই আমার আত্মার তৃপ্তি হবে প্রিয়তম!

একটি মুহূর্ত মাত্র।

আলিঙ্গন-করা হস্তদ্বয় মুহূর্তের মধ্যে উন্মুক্ত করে দেহের সমস্ত শক্তি সেই হস্তদ্বয়ে সংহত ক'রে অতর্কিতে শিথিলদেহ সার্থকের বুকে আঘাত হানলেন তিনি। প্রস্তরখন্ডগুলির আঘাতে আঘাতে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে বহু নিম্নে একখানি বিরাট কঠিন শিলাতলে গিয়ে প্রতিহত হ'ল সার্থকের দেহ। সুভদ্রার অশ্রু আগেই অন্তর্হিত হয়েছিল। স্বস্থানে দন্ডায়মানা অবস্থাতেই তিনি দেখতে পেলেন, শিলাখন্ডের উপর নিথর নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ে আছে তাঁর প্রিয়তম পুরুষের দেহ—পুরুষরূপী এক পিশাচের নিষ্প্রাণ শেষ চিহ্ন!

অলঙ্কার সেখানেই পড়ে রইলো। উন্মাদিনীর ন্যায় পর্বতশীর্ষ থেকে নগরে অবতরণ করলেন সুভদ্রা। কিন্তু আর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেননি। কিছুদিন পরে তিনি যোগদান করলেন নির্গ্রন্থী শ্রমণী-সংঘে।

কয়েকবর্ষ পরে ভদ্রা কুন্ডলকেশা লোকহিতে নিজেকে উৎসর্গ করবার ব্যাকুলতায় যোগদান করেছেন বুদ্ধের শ্রমণীসংঘে। পরিচিতি তাঁর ওই একই—ভদ্রা কুন্ডলকেশা।

॥ ১৬ ॥

উদয়নের কনিষ্ঠা মহিষী এখন মাগন্দিকা।

তাঁর রূপের দ্যুতি উন্মাদ করে দিয়েছিল বৎসরাজ উদয়নকে। যমুনাতীরবর্তী এক ব্রাহ্মণ জনপদ থেকে মাদক রূপবতী মাগন্দিকাকে কৌশাম্বীর রাজপ্রাসাদের জন্য আহরণ ক'রে এনেছেন উদয়ন। অপহরণেও উদয়ন অসাধারণ নিপুণ। অবন্তীরাজ চন্ডপ্রদ্যোতের অশেষ গুণশালিনী, বিদুষী, রূপবতী কন্যা বাসবদত্তাকেও তো তিনি সুকৌশলে অপহরণ ক'রে এনেছিলেন। উদয়নের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবশেষে পরাজয় স্বীকার ক'রতে হয়েছিল সুচতুর অবন্তীরাজকে।

উদয়নের অগ্রমহিষী শ্যামাবতীও সুন্দরী, রূপবতী। কিন্তু তাঁর সে সৌন্দর্য এমন এক শুচিশুভ্র ব্যঞ্জনায় মন্ডিত যা উদয়নের দুরন্ত যৌবনাবেগকে বরঞ্চ প্রশমিত ক'রে দেয়। মুগ্ধ বিস্ময়ে শ্যামাবতীকে বহুবার পর্যবেক্ষণ করেছেন উদয়ন। স্বামীর প্রতি সুগভীর প্রেমে তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ। স্বামীকে দেহসঙ্গদানেও তিনি কৃপণা নন, তথাপি কোথায় যেন একটা ব্যবধানের অদৃশ্য প্রাচীর! উদয়ন সশ্রদ্ধভাবে দৃষ্টিপাত করেন কুসুমকোমলা, আত্মবিভোরহৃদয় অগ্রমহিষীর প্রতি। শ্যামাবতীর শুচিশুভ্র কান্তিই যেন উদয়নকে শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের অনুপ্রেরণা দান করে। শ্যামাবতীকে

এক-এক সময় উদয়নের মনে হয় তিনি যেন রক্তমাংসে গঠিত মানবী নন—সুকোমল পর্ণে রচিত এক অর্ঘ্যপুষ্প!

দ্বিতীয়া মহিষী বাসবদত্তা প্রকৃতপক্ষে উদয়নের মর্মলোকের যথার্থ সঙ্গিনী। বিদুষী এবং বিবিধ কলাপারঙ্গমা বাসবদত্তার বিদ্যা এবং রূপযৌবন সমভাবেই আকর্ষণ করে উদয়নকে। বাসবদত্তার ভবনে তিনি কেবল যৌবনসম্ভোগের উদ্দেশ্যেই গমন করেন না। মহিষীর সপ্তস্বরা বিপঞ্চীবাদনও তাঁর হৃদয়কে অভিভূত করে সূক্ষ্ম, সুকুমার রসের আনন্দধারায়।

কনিষ্ঠা মহিষী মাগন্দিকা একান্তভাবেই সম্রাটের নর্মসঙ্গিনী মাত্র। তিনি তাঁর রূপযৌবনের দর্পে সদাদর্পিতা। দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা মাগন্দিকা জানেন, সম্রাট উদয়ন কামবিহ্বলচিত্তে তাঁকে মহিষীপদে বরণ করেছেন। সেই কারণে দেহের রূপযৌবনকে বিন্দুমাত্র ম্লান হ'তে না দেওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত তাঁর সযত্ন প্রচেষ্টার ত্রুটি নেই।

উদয়নের মুখেই এক রাত্রে মাগন্দিকা শুনলেন, শ্রমণ গৌতম কয়েকদিন পূর্বে এসেছেন কৌশাম্বীনগরে ; অবস্থান করছেন ঘোষিতারাম বিহারে।

সংবাদটি কর্ণগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাগন্দিকার হৃদয়ে যেন শত শত অগ্নি-শিখা জ্বলে উঠলো। মস্তিষ্ক হল উত্তপ্ত।......এই সেই স্পর্ধিত শ্রমণ যিনি কয়েকবর্ষ পূর্বে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মাগন্দিকার নবযৌবনের উন্মুখ প্রেম-নিবেদন! জীবন-যৌবনের অসারত্বের তত্ত্বকথা বলে স্পষ্টতই বিদ্রূপ করেছিলেন তাঁর উপচিত যৌবনসম্ভারকে। কৌশলে ভগিনী সম্বোধনে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে করেছিলেন বিদূরিতা!

সে অপমানের জ্বালা ভোলেননি মাগন্দিকা। এইবার প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ এসেছে। ওই জীর্ণ চীবরধারী ভণ্ড শ্রমণ যাঁকে সেদিন তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করবার স্পর্ধা প্রদর্শন করেছিলেন, সেই নারী আজ বৎসরাজ উদয়নের মহিষী! এইবার সেই ধৃষ্ট শ্রমণ উপলব্ধি করুন, কাকে তিনি সেদিন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন!

সর্বোত্তম সজ্জায় সেদিন নিজ তনু সজ্জিতা করলেন মাগন্দিকা।

পরিধানে সুবর্ণখচিত মাদক রক্তবর্ণ স্বচ্ছপ্রায় মেখলা, কঞ্চুলিকাও মহার্ঘতম বিবিধ রত্নখচিত। ঊর্ধাঙ্গে স্বচ্ছপ্রায় রত্নখচিত উত্তরসাটক। কাঞ্চী-কেয়ূর-কঙ্কণ-কুণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সুতীব্র দ্যুতি।

দর্পণে বারম্বার নিজের প্রতিবিম্ব দেখলেন মাগন্দিকা। নিজের অমোঘ আকর্ষণী সৌন্দর্যে তিনি নিজেই বিমোহিতা। দেহাবরণ, অলঙ্কার আর চন্দন-কুঙ্কুম-লোধ্র-লাক্ষারসের প্রসাধন তাঁকে যেন মূর্তিমতী কামদেবীতে রূপান্তরিত করে তুলেছে। এর সঙ্গে থাকবে সুতীব্র কটাক্ষশর। ভণ্ড শ্রমণ গৌতমের চিত্ত বিচলিত ক'রে তবে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করবেন, এই তাঁর পণ!

মাগন্দিকার ওষ্ঠাধরে পরিতৃপ্তির হাস্যরেখা। যেন বিজয়িনী তিনি হ'য়েই গেছেন, কেবল ওই শ্রমণের কামার্ত, বিচলিত দৃষ্টির সম্মুখবর্তিনী হওয়ার অপেক্ষা মাত্র! অন্তরঙ্গ সহচরী মল্লিকার উদ্দেশে মাগন্দিকা বললেন, সারথীকে রথ প্রস্তুত রাখতে বলে আয়। তোরাও সজ্জিতা হয়ে নে মল্লিকা। তোদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে আজ আমি উপবনবিহারে যাবো।

কয়েকখানি রথ চ'লেছে কৌশাম্বীর রাজপথে। সম্মুখবর্তী সুবর্ণমণ্ডিত রথে

স্বয়ং মাগন্দিকা উপবিষ্টা। পশ্চাদবর্তী সাধারণ রথগুলিতে সহচরী ও কিঙ্করী-বৃন্দা। রথগুলি যখন ঘোষিতারাম বিহারের প্রায় নিকটবর্তী হয়েছে তখন মল্লিকা বললে, দেবি, এ-পথ তো উপবনের পথ নয়, এ-পথ গেছে শ্রমণ বুদ্ধের ঘোষিতারাম বিহারের দিকে।

মাগন্দিকার ওষ্ঠাধরে শাণিত হাস্যরেখা। বললেন, কৌশাম্বী নগরে কি রাজপথের অভাব আছে মল্লিকা? এ-পথ হয়েই নাহয় আমরা উপবনের পথ ধরবো।

ঘোষিতারাম বিহারের নিকটবর্তী হ'তেই মাগন্দিকা বললেন, রথ থামাও, সারথি!

মহিষীর আদেশ মাত্রেই পথিপার্শ্বস্থ এক বিশাল পিপ্পলবৃক্ষের ছায়ায় রথবেগ সম্বরণ করলে সারথী।

মাগন্দিকা বললেন, ওইটিই তো ঘোষিতারাম বিহার? আমি শুনেছি, শ্রমণ গৌতম নাকি সম্প্রতি এই বিহারে অবস্থান করছেন। সারথি, তুমি সেই শ্রমণের নিকট গিয়ে এই বার্তা জ্ঞাপন করো যে, বৎসরাজ উদয়নের মহিষী দেবী মাগন্দিকার আদেশ, তিনি যেন অবিলম্বে এইস্থানে এসে মহিষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন!

প্রৌঢ় সারথী প্রচণ্ডভাবে বিস্মিত এবং বিচলিত। করজোড়ে বিনম্রকণ্ঠে সে বললে, দেবি। শ্রমণ গৌতম মহাসম্মানিত তাপস। স্বয়ং সম্রাট তাঁর উপাসক না হলেও তাঁর প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শনের জন্য মাঝে মাঝে তাঁর সমীপে আগমন করেন। অধীনের ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন, দেবি! স্বয়ং সম্রাট যাঁকে এইভাবে শ্রদ্ধা করেন তাঁর প্রতি এরূপ আদেশ কি—

সারথীর কথা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তাকে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে রোষকষায়িত লোচনে মাগন্দিকা বললেন, সম্রাট ওই শ্রমণের নিকট স্বয়ং আগমন করেন কি করেন না, সে তথ্য তোমার নিকট অবগত হওয়ার প্রয়োজন আমার নেই। আমি রাজমহিষী। আমার আদেশ আমারই আদেশ। তুমি কেবল আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। যাও, অবিলম্বে আমার আদেশ বহন ক'রে নিয়ে যাও—

রাজসারথীকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্রামরত বুদ্ধের সম্মুখে উপনীত হলেন আনন্দ।

করযোড়ে অবনতমস্তকে বুদ্ধের উদ্দেশে সম্ভ্রম জ্ঞাপন ক'রে সারথী ব'ললে, ভদন্ত! আমি কনিষ্ঠা রাজমহিষীর এক বার্তা বহন করে এনেছি। দেবী মাগন্দিকা এই বিহারের অদূরে এক পিপ্পলবৃক্ষতলে রথোপরি অপেক্ষামানা। তাঁর আদেশ, আপনি অবিলম্বে সেইস্থানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন!

—আদেশ!—অস্বাভাবিক বিস্ময় অভিব্যক্ত হল আনন্দের মুখমণ্ডলে।

বুদ্ধের মুখমণ্ডলে অবিকৃত প্রশান্তি। সারথীর উদ্দেশে বললেন, বন্ধু! আদেশকর্ত্রী মহিষী সম্ভবত প্রভূত রূপযৌবনের অধিকারিণী?

—আপনার অনুমান যথার্থ! তাঁর রূপসৌন্দর্য অনিন্দ্য!

—তিনি কি ব্রাহ্মণকন্যা? পিত্রালয় উত্তরে যমুনানদীর তীরবর্তী কোনো জনপদ?

—হ্যাঁ ভদন্ত। আমরাও সেইরূপই শুনেছি। মনে হচ্ছে, মহিষীর পূর্ব পরিচয় আপনি জ্ঞাত আছেন?

সারথীর এ-কথা প্রসঙ্গে কিছুমাত্র উল্লেখ না করে স্মিতহাস্যে বুদ্ধ বললেন, বন্ধু,

আমার সেই ভগিনীকে তুমি আমার এই বার্তা জ্ঞাপন করো যে, শ্রমণ গৌতম একমাত্র সদ্ধর্মের নির্দেশ পালনেই অভ্যস্ত। তাঁর যদি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের যথার্থ কোনো প্রয়োজন থাকে, তিনি স্বয়ং এসে সাক্ষাৎ করুন। আমি অবশ্যই তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করবো। আনন্দ, তুমি বরং সারথীর সঙ্গে যাও!

দূর থেকে সারথীর সঙ্গে পীতকাষায়ধারী একজন শ্রমণকে অগ্রসরমান দেখে উল্লাসে দ্রুত বক্ষোস্পন্দন আরম্ভ হল মাগন্দিকার। ভণ্ড শ্রমণ! যখন মাগন্দিকা ছিলেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা তখন কত সহজে ওই শ্রমণ তাঁকে প্রত্যাখ্যানে অপমানিতা করেছিলেন! আজ সেই যখন বৎসরাজ উদয়নের মহিষী তখন তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য হয়ে তিনি আগমন করছেন! কিন্তু শ্রমণ সম্মুখে এলে কী বলবেন তিনি? তাঁর সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কোনো কথাতো নেই! মাগন্দিকা আজ কেবল লক্ষ্য করবেন, কামনার রক্তবর্ণ স্বচ্ছপ্রায় পরিচ্ছদের অন্তরালে তাঁর দেহসৌষ্ঠব ওই শ্রমণের দৃষ্টিকে কতখানি বিচলিত করে, কতখানি কামার্ত করে তোলে! সেই কামার্ত দৃষ্টিকে নিজের বিলোল কটাক্ষ দ্বারা তিনি বিবশ, বিহ্বল করে দেবেন। তবেই মাগন্দিকার প্রতিশোধ গ্রহণ হবে চরিতার্থ! তারপর বিহারের ব্যয়নির্বাহের জন্য দান উপলক্ষে অঙ্গ থেকে যেকোনো একখানি মূল্যবান অলঙ্কার ভিক্ষাস্বরূপ নিক্ষেপ করবেন শ্রমণের করাঞ্জলিপুটে। কপট শ্রমণ! সদ্যোদ্ভিন্ন যৌবনে যে কুমারীর নারীত্বকে চূড়ান্ত অবজ্ঞা করতে তোমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি—আজ তারই আদেশ পালন করো ভৃত্যের মতো, তারই হাত থেকে করো ভিক্ষাগ্রহণ!

সারথী এবং আনন্দ নিকটবর্তী হতেই মাগন্দিকার উল্লাস পরিবর্তিত হল বিস্ময়ে। এই শ্রমণ তো সেই শ্রমণ গৌতম নন!

আনন্দ রথের সমীপবর্তী হয়ে বললেন, ভদ্রে! সুগত বুদ্ধ কেবলমাত্র সদ্ধর্মের নির্দেশ-ই পালন করেন।

—তার অর্থ?—মুহূর্তের মধ্যে রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠলো মাগন্দিকার লোচনযুগল। —আমার আদেশ পালন করবেন না তিনি?

—ভদ্রে! আপনি অকারণ উত্তেজিতা হবেন না। পরম সুগত স্বয়ং কোনো ব্যক্তিকে কদাপি আদেশ দান করেন না, ব্যক্তির আদেশও পালন করেন না। আপনার প্রয়োজন থাকলে আপনি চলুন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন!

—সারথী, রথের দিক পরিবর্তন করো। ফিরে চলো প্রাসাদে।

দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে সারথীকে নির্দেশ দান করলেন মাগন্দিকা। ব্যর্থতার উত্তেজনায়, গ্লানিতে তাঁর সর্বাঙ্গ তখন কম্পমানা। মস্তিষ্কে জ্বলছে চূড়ান্ত অপমানজ্বালার হুতাশন।

কয়েকদিন পূর্বে রাজগৃহ থেকে শতাধিক ভিক্ষুসহ কৌশাম্বীতে এসেছেন ভিক্ষু দেবদত্ত। দেবদত্ত উত্তেজিত। কয়েকটি গুরুতর অভিযোগের প্রতিকার বিধানের জন্যই তাঁর আগমন। সঙ্গী ভিক্ষুবৃন্দও দেবদত্তের অভিমতের সমর্থক।

দেবদত্ত এবং তাঁর সঙ্গী ভিক্ষুবৃন্দের আগমনের পর থেকেই বিশৃঙ্খল কোলাহলে মুখরিত হ'য়ে থাকছে ঘোষিতারাম বিহার। আগন্তুক ভিক্ষুবৃন্দ সকলেই উচ্চরবে বাক্যালাপে অভ্যস্ত। সংঘারামের শৃংখলা এবং প্রশান্তি মধ্যরাত্রি

পর্যন্ত বিঘ্নিত হয়ে চলেছে। সারীপুত্র, মৌদগল্যায়ন, আনন্দ এবং স্থানীয় অন্যান্য ভিক্ষুগণ মুহূর্তমাত্র স্বস্তিবোধ করতে পারছেন না।

দুটি দিন অতিবাহিত হয়েছে।

তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে বুদ্ধ প্রশ্ন করলেন, আনন্দ, বিহারে এরূপ অশালীন কোলাহল কেন? মনে হচ্ছে যেন, ধীবরগণ প্রচুর মৎস্য জালবদ্ধ করে মহোৎসাহে উল্লাস করছে! ভিক্ষুগণ কি সংঘের বিনয়-শৃঙ্খলা বিস্মৃত হল?

আনন্দ বেদনাহত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, শাস্তা! সংঘের স্থানীয় ভিক্ষুবৃন্দ যথাবিধি বিনয় পালন করে চলেছেন। রাজগৃহ থেকে ভিক্ষু দেবদত্তের সঙ্গে যেসকল ভিক্ষু আগমন করেছেন, এ তাঁদেরই কোলাহল।

—ওই ভিক্ষুগণকে জ্ঞাপন করো, সংঘারামে এ-জাতীয় কোলাহল বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁরা যেন সংঘের বিনয়-শৃঙ্খলা পালনে যত্নবান হন।

আনন্দের প্রস্থানের অল্পকাল পরেই বুদ্ধের সমীপে এসে উপনীত হলেন ভিক্ষু দেবদত্ত এবং তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ভিক্ষু কোকিলক। অনতিকাল পরেই পুনঃপ্রবেশ করলেন আনন্দ। তাঁর পশ্চাতে সারীপুত্র এবং মৌদগল্যায়ন।

বুদ্ধের প্রতি অভিবাদন জ্ঞাপন ক'রে দেবদত্ত বললেন, ভিক্ষুগণের ধর্মালোচনায় শাস্তা কি বিরক্তি বোধ করছেন?

—দেবদত্ত, ধর্মালোচনার জন্য বিপণিকেন্দ্রের ন্যায় অসংযত কোলাহলের প্রয়োজন হয় না।

এবারে দেবদত্তের কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হল।—শাস্তা! নির্দোষ ভিক্ষুগণের কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বাসপূর্ণ কণ্ঠস্বরেই যদি সংঘের বিনয়শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় তবে তা অপেক্ষাও বহুগুণে গর্হিত কর্ম এই অল্পকালের মধ্যেই সংঘের শৃঙ্খলা এবং গৌরবকে বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে, এ-কথা জ্ঞাপন করতে আমি বাধ্য হচ্ছি!

—কোন্ জাতীয় গর্হিত কর্ম তা অসঙ্কোচে ব্যক্ত করো।

—যারা অস্পৃশ্য বলে লোকসমাজে ঘৃণিত সেই চণ্ডালজাতীয় ব্যক্তিকেও শ্রমণসংঘে গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত শ্রমণগণের মর্যাদা হানি করা হয়েছে।

—দেবদত্ত! তুমি কি জ্ঞাত নও যে আমাদের শ্রমণসংঘে লৌকিক জাতিভেদ, বর্ণভেদের কোনো স্থান নেই? কে যথার্থ ব্রাহ্মণপদবাচ্য, কে যথার্থ চণ্ডাল তা জন্মের দ্বারা নিরূপিত হয় না—নিরূপিত হয় তার কর্ম দ্বারা।

—এ তত্ত্বকথা আমার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু এই তত্ত্বের অনুশাসনেই কি আমরা শ্বপাক চণ্ডালকেও সমপর্যায়ের বলে স্বীকার করতে বাধ্য?

—এটি বাধ্যতার প্রশ্ন নয় দেবদত্ত, উপলব্ধির। আমি রাজগৃহে অবস্থানকালে পূর্বেও লক্ষ্য করেছি এবং এখনও অনুভব করতে পারছি, ক্ষত্রিয়ত্বের পূর্ব-সংস্কারকে তুমি জয় করতে সক্ষম হওনি।

—তাই যদি হয় তাহলে এ-কথাও আমার স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করা প্রয়োজন যে, এ কেবল ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রশ্ন নয়। আমার সঙ্গে যে শতাধিক ভিক্ষু এসেছেন, তাঁদের সকলেরই প্রশ্ন।

—তুমি কি তাঁদের নেতৃত্ব দান করছো?

—আমি তাঁদের মুখপাত্র।

এইসময় কোকিলক দেবদত্তের কানে কানে বললেন, ইতস্তত করো না দেবদত্ত। নির্ভয়ে আমাদের অভিযোগগুলি ব্যক্ত করো। আমরা তো আছি!

বুদ্ধ ঈষৎ হাস্যসহ বললেন, ভিক্ষু কোকিলক, দেবদত্তের যথেষ্ট বাক্‌পটুতা আছে। তাকেই বলতে দাও।

দেবদত্ত এতক্ষণে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ক'রে নিয়েছেন। যে অভিযোগগুলি বহন করে সুদূর রাজগৃহ থেকে তিনি এই কৌশাম্বী নগরে আগমন করেছেন, সেগুলিকে সম্পূর্ণ নগ্ন করেই উপস্থাপিত করতে হবে! তাঁর সমর্থক ভিক্ষু-সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়!

—শাস্তা! কেবল চণ্ডালকে উপসম্পদা দানই নয়, তার সঙ্গে আরও প্রভূত গর্হিত কর্ম সংঘের পবিত্রতাকে বিনষ্ট করেছে এবং করছে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রমণসংঘে হত্যাকারী, মদ্যপ, গণিকাসক্ত এবং আরো বিভিন্ন প্রকার অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে! বৈশালি অথবা শ্রাবস্তীর সংঘ সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। সুতরাং সে-সকল সংঘ সম্বন্ধে আমি কিছু বলবো না। রাজগৃহের শ্রমণসংঘে এমন কি শ্রমণী সংঘেও যে সকল নরনারীর আগমন দেখছি তাতে আমি এবং আমার সঙ্গী ভিক্ষুগণ সকলেই বিক্ষুব্ধ।

—তুমি যাদের কথা বলছ, তারা কি এখনো সেই সকল পাপাচরণ করে?

—সকলের কথা জানি না। কিন্তু কিছুসংখ্যক চীবরধারীকে জানি যারা এখনো পূর্ব-অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেনি। আমি অন্তত এমন দু'জন শ্রমণকে জানি, যারা সুযোগ প্রাপ্তিমাত্রেই গৃহীর ছদ্মবেশে গণিকালয়ে যায়।

—ভিক্ষু লালুদায়ির কথাও বলো!—পুনর্বার দেবদত্তের কানের কাছে বললেন কোকিলক।

—কোকিলক! তুমি কি দেবদত্তের চালকস্বরূপ আগমন করেছ?—ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বললেন বুদ্ধ।

দেবদত্ত সঙ্গে সঙ্গে বললেন, দেবদত্তের চালকের প্রয়োজন হয় না। কোকিলক আমাকে একটি দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে মাত্র। ভিক্ষু লালুদায়িকে আপনি দেখেননি কারণ আপনার রাজগৃহে অনুপস্থিতিকালে অর্হৎ মহাকাশ্যপের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করে সে সংঘারামে যোগদান করেছিল। তার প্রকৃত নাম উদায়ি। আহার্য্য বিষয়ে সে নিতান্ত লোভী বলেই রাজগৃহের গৃহীগণ তার নামের পূর্বে লালক যুক্ত ক'রে তাকে লালুদায়ি নামে চিহ্নিত করেছে। সম্প্রতি সে রাজগৃহ ত্যাগ করে শ্রাবস্তীর পথে যাত্রা করেছে। লালুদায়ি যতক্ষণ বিহারে থাকতো ততক্ষণ সে সংঘের বিনয় পালনের ভান করতো, পালন করতো না। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল উপাদেয় আহার্য সংগ্রহ। নগরের সর্বত্র সে পুনর্বিবাহাভিলাষিণী স্বামীহীনা যুবতীগণকে অন্বেষণ করে বেড়াতো। তাদের সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে আশ্বাস দান করতো যে অল্পকালের মধ্যেই বিবাহেচ্ছু উপযুক্ত পুরুষের সন্ধান ক'রে পতিহীনাকে পুনরায় নবপতির আশ্রয়ে স্থিতা করে দেবে। পতিহীনা কামার্তা যুবতীগণ তার সেই মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস ন্যস্ত ক'রে তার জন্য উপাদেয় আহার্যবস্তুর আয়োজন করতো। কিন্তু তার আশ্বাস যে সর্বৈব মিথ্যা তা প্রকটিত হয়ে যাওয়ায় সেই সকল নারী তাকে অবজ্ঞা এবং অপমানের চূড়ান্ত করেছে।

অগত্যা রাজগৃহ পরিত্যাগ করে সে শ্রাবস্তীতে যাত্রা করেছে। সম্ভবত সেই নগরে গিয়েও এই একই আচরণ সে করবে।

বুদ্ধ প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, আমি শীঘ্রই শ্রাবস্তী নগরে গমন করবো। তাকে সংশোধনের প্রয়াস করতে হবে আমাকে!

দেবদত্ত বললেন, লালুদায়ি সংশোধনের অতীত।

—দেবদত্ত, সে-বিচারের দায়িত্ব আমার—তোমার নয়। কারণ, সংঘ আমিই প্রতিষ্ঠা করেছি।

দেবদত্তের মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো। সেই সঙ্গে হৃদয়ের নিভৃতে একান্ত সঙ্গোপন উল্লাস। এইরূপ একটি পরিস্থিতিই যে তার কাম্য!

শাস্তা! এ-কথা অবশ্যই সত্য যে সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আপনি। এ-কথাও নাকি ভিক্ষুসংঘে সর্বজনজ্ঞাত যে, সংঘের বিনয়, শীল এবং শৃঙ্খলারক্ষায় আপনি সদাসতর্ক। কিন্তু সদাসতর্ক প্রতিষ্ঠাতার কুশলকর্মভিত্তিক সংঘে মদ্যপ, গণিকাসক্ত, হত্যাকারী ব্যক্তিবর্গের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি কি শৃঙ্খলা এবং পবিত্রতার লক্ষণ? শ্রমণীসংঘে স্বামীঘাতিনী ভদ্রা কুণ্ডলকেশা অবাধে আশ্রয় পেয়েছে। আমি যতদূর জানি, একদা-গণিকা কতিপয় নারীও শ্রমণী হওয়ার অধিকার পেয়েছে। আপনি শ্রবণ করলে বিস্মিত হবেন কিনা জানি না, আপনার অনুপস্থিতিকালে উপসম্পদা-প্রাপ্তা কাশ্যপা নাম্নী এক যুবতী শ্রমণী যে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে, রাজগৃহে আজ আর সে-কথা কারো অবিদিত নেই। অন্যান্য সংঘের শ্রমণ-শ্রমণীগণের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আমরা জর্জরিত। সেই কারণেই আমি এবং আমার সঙ্গে যে ভিক্ষুবৃন্দ এসেছেন তাঁদের সকলেরই প্রশ্ন, এই সকল দুশ্চরিত্র শ্রমণ এবং ব্যভিচারিণী গণিকা জাতীয় শ্রমণীগণই কি হবে সদ্ধর্মের প্রচারক আর প্রচারিকা? আমি যদি সংঘপ্রতিষ্ঠাতা হতাম তাহ'লে ওই সকল ঘৃণ্য নরনারীকে অবিলম্বে সংঘ থেকে বিতাড়িত করতাম!

দেবদত্তের উত্তেজিত ক্রুদ্ধ মূর্তির প্রতি নিষ্পলক নেত্রে কয়েকমুহূর্ত দৃষ্টিপাত ক'রে রইলন বুদ্ধ। তারপর শান্ত, ধীর, অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, ভিক্ষু দেবদত্ত, কুশলকর্মকে উৎসাহ প্রদানের জন্যই সংঘের প্রতিষ্ঠা—অনাচারের স্রোত উৎসারিত ক'রে দেওয়ার জন্য নয়। ক্রোধান্ধ হয়ে তুমি সম্ভবত বিস্মৃত হচ্ছ যে, সদ্ধর্ম কেবলমাত্র সমাজের উচ্চকোটি অভিজাতবর্গের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়নি। সমাজে যারা রিক্ত, বঞ্চিত, অসহায় অথবা অকুশল চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পাপাচরণ করেছে তাদের সকলকেই কুশলকর্মে উদ্বুদ্ধ করবার নিমিত্ত সদ্ধর্মের দ্বার মুক্ত!

—সংঘারামের শ্রমণসংঘ দুশ্চরিত্র পাপীগণের দ্বারা পূর্ণ হোক, শ্রমণী সংঘে অবাধে আশ্রয়লাভ করুক গণিকা আর ব্যভিচারিণী নারীর দল—এই কি তবে সদ্ধর্মের লক্ষ্য?

—সদ্ধর্মের লক্ষ্য সম্বন্ধে তোমার এ-প্রশ্ন সম্পূর্ণ ভ্রান্তবুদ্ধিসঞ্জাত। দেবদত্ত, তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি অবশ্যই দান করবো কিন্তু তার পূর্বে তুমি আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দান করো! তুমি নিজে কি শ্রমণের আচরণীয় বিনয় এবং শীল সমূহ সর্বাংশে পালন করে থাকো?

—অবশ্যই করি।

—উপসম্পদালাভের পর আজ পর্যন্ত এই কয়েকবর্ষের মধ্যে তুমি কি কখনো একটি দিনও জনপদ থেকে দূরে কোনো অরণ্যে নির্জনবাস করেছ?

—না, তা করিনি।

—অথচ সেটি একটি বিনয়। নিষ্ঠাবান সকল শ্রমণই এ-বিনয় পালন করেন। এবারে উত্তর দাও, তুমি কি পশুমাংস ভক্ষণ থেকে বিরত হয়েছ?

—পশুমাংস যে সর্বথা বর্জনীয় এমন কোনো কঠোর বিধি তো সংঘে প্রবর্তিত হয়নি?

—একমাত্র ভিক্ষালব্ধ পশুমাংসের ক্ষেত্রেই কিঞ্চিৎ শিথিল। তাও যদি ভিক্ষু জানতে পারেন যে তাঁকে বিশেষভাবে মাংসাহারে পরিতুষ্ট করবার উদ্দেশ্যেই গৃহী পশুহনন ক'রেছেন, সেক্ষেত্রে সে-মাংস ভিক্ষুর গ্রহণীয় নয়।

—আমি ভিক্ষালব্ধ মাংসই আহার করি।

—না দেবদত্ত! তুমি প্রায়শই নিমন্ত্রণকারী গৃহপতিকে তোমার আহার্যের উদ্দেশ্যেই পশুবধে প্ররোচিত করো সে-সংবাদ আমি জ্ঞাত।

সহসা অপ্রস্তুত অবস্থায় অধোবদন হলেন দেবদত্ত।

বুদ্ধ পুনর্বার বললেন, এর পূর্বে যেবার আমি রাজগৃহে গমন করেছিলাম সেইবারই লক্ষ্য করেছি, ভিক্ষার নিমিত্ত তুমি মৃৎকরঙ্কের পরিবর্তে ধাতুনির্মিত করঙ্ক ব্যবহার করছো। কেবল তুমিই নও, তোমার অন্তরঙ্গ অনেক ভিক্ষুই ধাতুকরঙ্ক ব্যবহার করেন। এবং আমি এ-সংবাদও জ্ঞাত যে, তোমাদেরই উপাসক-উপাসিকাগণ সেই সকল মূল্যবান করঙ্ক তোমাদের উপহার প্রদান করেছেন। শ্রমণের জীবন ত্যাগ-সংযমের জীবন। তোমার পরিধানে অতি সূক্ষ্ম মসৃণ তন্তুনির্মিত যে চীবর রয়েছে তাও কিন্তু শ্রমণের উপযোগী নয়। এ বস্ত্র মহার্ঘ। আমি এ-বিষয়ও জ্ঞাত আছি, তোমার এবং তোমার সঙ্গী ভিক্ষুগণের অনুরোধে ধনী উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ মহার্ঘ বস্ত্রে প্রস্তুত এই চীবর-ও তোমাদের প্রায়শই উপহার দান ক'রে থাকেন। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, শ্রমণ-জীবনের প্রাথমিক বিনয়গুলি সম্বন্ধেই তুমি ব্যক্তিগতভাবে নিষ্ঠাবান নও, তাই নয় কি?

দেবদত্ত প্রচণ্ড উত্তেজিতভাবে বললেন, শাস্তা কি এই তুচ্ছ বিষয়গুলির উল্লেখ ক'রে আমাদের গুরুতর অভিযোগগুলিকে লঘু ক'রে দিতে ইচ্ছুক?

—না, দেবদত্ত।

—তাহলে স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করুন, সেই সকল ঘৃণ্য পাপী-শ্রমণ এবং গণিকা-শ্রমণী সংঘে অবস্থান করবে অথবা তাদের বিতাড়ন করা হবে?

—দেবদত্ত! সংঘের পবিত্রতা রক্ষায় তোমার এই ঐকান্তিক আগ্রহ অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু তুমি কি মনে করো, ঘৃণাবৃত্তির বশবর্তী হয়ে সংঘ থেকে তাদের বিতাড়ন করলেই সংঘের পবিত্রতা রক্ষিত হবে?

—হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি।

—কিন্তু আমি তা মনে করি না। দেবদত্ত, ঘৃণাবৃত্তিও একপ্রকার মানসিক অকুশল কর্ম। এই বৃত্তি হৃদয়কে সঙ্কুচিত করে। ঘৃণার দ্বারা নয়, করুণা-মৈত্রী-প্রেম-প্রীতির স্পর্শেই তাদের হৃদয়কে নির্মল করে তুলতে হবে!

—গণিকার প্রতি প্রেম? ব্যভিচারিণীর প্রতি প্রীতি?—নাসিকা কুঞ্চন করলেন দেবদত্ত।

তাঁর ঘৃণাকুঞ্চিত মুখমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে স্নিগ্ধ প্রশান্ত স্বরে বুদ্ধ বললেন, ভিক্ষু দেবদত্ত, গণিকা মাত্রেই নারী—তাঁরাই মাতৃজাতি। কোনো নারী কি শৈশব থেকেই গণিকা হয়? এর উত্তর এককথায়—না। অতি সামান্য সংখ্যক নারী কাম এবং লোভরিপুর প্রাবল্যে ওই বৃত্তি গ্রহণ করে। কিন্তু অবশিষ্ট অধিকাংশ অভাগিনী? বিত্তবান, শক্তিমান পুরুষেরা তাদের উচ্ছৃঙ্খল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য সেই সকল নারীকে গণিকা জীবন যাপনে বাধ্য করে। জঠর-জ্বালায় তাড়িতা কোনো কোনো নারীও উপায়ান্তরহীন হ'য়ে দেহকে পণ্য করতে বাধ্য হয়। তাহ'লে ত্রুটি কার? সমাজ, আর্থিক বৈষম্য অথবা সেই নারীর?

দেবদত্ত সহসা উত্তর দিতে পারলেন না। উত্তরদানে অক্ষম হওয়ার ফলেই তিনি শাণিত বিদ্রূপ সহ বললেন, গণিকা-সম্প্রদায়ের প্রতি শাস্তার অগাধ করুণা! কিন্তু কোনো যুবতী নারী যদি শ্রমণীসংঘের নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান করে ব্যভিচারের ফলে অন্তঃসত্ত্বা হয় তাহ'লে তার প্রতিও কি শাস্তা এই করুণা প্রদর্শনে আগ্রহী? আমি ভিক্ষুণী কাশ্যপার কথা বলছি। তার ব্যভিচারের ফলে আমাদের সংঘ চূড়ান্ত কলুষিত হয়েছে! আমি এবং আমার সংগী ভিক্ষুগণ—আমরা সকলেই পবিত্র জীবন যাপনের জন্য উপসম্পদা গ্রহণ করেছি। ক্রমবর্ধমান ঘৃণ্য নর-নারীর সমাগমে দ্রুত কলুষিত এই শ্রমণ সংঘে জীবনযাপন আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার সঙ্গী শ্রমণবৃন্দও আমারই অভিমতের সমর্থক।

ধীরস্বরে বুদ্ধ বললেন, তুমি কি পৃথক শ্রমণ-সংঘ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী?

—এতকাল পর্যন্ত আগ্রহী ছিলাম না। আশা ছিল, সংঘ-প্রতিষ্ঠাতার হস্তক্ষেপে সংঘশোধন হবে। এখন দেখছি সে আশা অলীক। সুতরাং প্রয়োজন-বোধে সম্ভবত সেইরূপ সিদ্ধান্তই আমাকে গ্রহণ করতে হবে!

কক্ষ থেকে দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলেন দেবদত্ত।

আনন্দ ব্যাকুল স্বরে বললেন, শাস্তা! এ যে সংঘবিভেদের সুস্পষ্ট লক্ষণ!

বুদ্ধ বললেন, সংঘবিভেদ যদি অনিবার্য হয় তবে তাই হবে! ভিক্ষু দেবদত্ত এবং তাঁর সংগীবৃন্দ শ্রমণের চীবর-ই অঙ্গে ধারণ করেছেন মাত্র। পূর্ব-সংস্কারের অহংবোধে এখনো তাঁরা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন।

কয়েকদিন অতিবাহিত হল।

দেবদত্ত তাঁর সঙ্গীদল সহ রাজগৃহে যাত্রা করেছেন। কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে পূর্বের ন্যায় প্রশান্তি। স্থানীয় শ্রমণ-ভিক্ষুবৃন্দ সুস্থিরভাবে নিজ নিজ কর্ম-পালনে রত।

সারীপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়নের উপর এক দায়িত্বভার ন্যস্ত করলেন বুদ্ধ।

—তোমরা উভয়েই রাজগৃহে যাও। দেবদত্ত যদি কোনো পৃথক সংঘ স্থাপন করেন সে-প্রসঙ্গে তোমরা কোনো উচ্চবাচ্য করবে না। তোমরা অনুসন্ধান ক'রে দেখবে, যে-সকল শ্রমণের বিরুদ্ধে দেবদত্ত অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তাঁরা প্রকৃতই সংঘারামকে কলুষিত করেছেন কিনা। যদি তাঁদের আচরণে অভিযোগ সত্য বলেই প্রমাণিত হয় তৎসত্ত্বেও তাঁদের সংঘ থেকে বিতাড়ন করবে না। প্রতি পক্ষান্তরে উপোসথা অনুষ্ঠানে তাঁরা যাতে যোগদান করেন তার ব্যবস্থা করবে। সকল শ্রমণের উপস্থিতিতে তাঁরা যদি নিজেদের সঙ্গোপন অকুশল কর্মের কথা স্বীকার

ক'রে অনুতপ্ত হন তাহলেই মঙ্গল। মমতার স্পর্শদানে তাঁদের ভ্রম সংশোধন করবে। আর যদি দেবদত্তের অভিযোগ প্রমাণিত না হয় সেক্ষেত্রেও কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করবে না। আমাদের শ্রমণসংঘের শৃঙ্খলা এবং বিনয়বিধি সম্বন্ধে যারা এখনো ভ্রমাত্মক ধারণা পোষণ করে তাদের সে-ধারণা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। মিথ্যা এবং ঈর্ষ্যাবৃত্তির উপর যার ভিত্তি, তার অস্তিত্ব সাময়িক।

মৌদগল্যায়ন বললেন, ভিক্ষু দেবদত্ত যে আচরণ ক'রে গেলেন তা আমাদের স্তম্ভিত করেছে।

—মৌদ্গল্যায়ন! গৃহীজীবনেও যেমন সৎ-অসৎ, সহিষ্ণু-অসহিষ্ণু ব্যক্তি থাকে, ভিক্ষুসংঘেও সেইরূপ উভয়বিধ মনোবৃত্তির অধিকারী বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক। কারণ, গৃহীজীবন থেকেই তো শ্রমণের আগমন হয়! সকল চীবরধারী শ্রমণ-ই উপালি, সারীপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, আনন্দ বা অশ্বজিতের ন্যায় যথার্থ শ্রমণ হবেন, আমি এরূপ আশা করি না। অপরপক্ষে এই বিশ্বাস রাখি যে, জীবনে সর্বভাবে পর্যুদস্তা, ক্ষতবিক্ষতহৃদয়া গণিকা উৎপলবর্ণা, একদা যৌবনমদমত্তা গণিকা পদ্মাবতী অথবা বিমলার ন্যায় সমাজনিন্দিতা নারীও সদ্ধর্মের প্রকৃত অনুশীলনে যথার্থ মহীয়সী হয়ে উঠতে পারেন!

—ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণা অর্হৎপদ লাভ করেছেন। বৈশালিতে আজ তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়া।—বললেন সারীপুত্র।

—ভিক্ষু দেবদত্তের ধিক্কারের পাত্রী ভিক্ষুণী কাশ্যপা সম্বন্ধে তোমাদের কি কোনো তথ্য জানা আছে?

—না, শাস্তা।—বললেন মৌদ্গল্যায়ন।

—দেবদত্তের আগমনের পূর্বেই উপালির মাধ্যমে অর্হৎ গৌতমীর নিকট থেকে ভিক্ষুণী কাশ্যপা সম্বন্ধে সংবাদ আমার নিকট এসেছে। দরিদ্রকন্যা কাশ্যপা অনূঢ়া যুবতী। অকস্মাৎ অল্পকালের ব্যবধানে পিতা এবং মাতার মৃত্যু হওয়ায় তার রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত কেউ ছিল না। এই অবস্থায় এক বিত্তবান দুশ্চরিত্র যুবকের দ্বারা সে ধর্ষিতা হয়। সেই ঘটনার অব্যবহিত পরেই নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় কাশ্যপা শ্রমণী-সংঘে যোগদান করে। কিন্তু তার কিছুকাল পরেই সে অনুভব করতে পারে যে সে অন্তঃসত্ত্বা। লজ্জায়, বেদনায়, ধিক্কারে সে আত্মহননে উদ্যতা হয়েছিল। অর্হৎ গৌতমী তাকে নিবৃত্ত করেন। অবিলম্বেই তিনি অর্হৎ উপালির মাধ্যমে সে-কাহিনী এবং নির্দোষ যুবতীকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে তাঁর পরিকল্পনা আমাকে জ্ঞাপন করেছেন। গৌতমীর পরিকল্পনার কথা ভিক্ষু দেবদত্তের অজ্ঞাত। কিন্তু কাশ্যপার পূর্ব বৃত্তান্ত সবই তাঁর জ্ঞাত। কাশ্যপা যে স্বৈরিণী বা ব্যভিচারিণী নয়, সে-কথা উত্তমরূপেই জানা আছে দেবদত্তের। পরন্তু, সেই অসহায়া নারীর নামে কুৎসা রটনাও কিন্তু দেবদত্তেরই চক্রান্ত। অর্হৎ গৌতমী এ-বিষয়েও আমাকে অবহিত করেছেন।

আনন্দ বিক্ষুব্ধ ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, শাস্তা! কেন আপনি ভিক্ষু দেবদত্তকে এ-কথা বললেন না?

—আনন্দ! আমি যে প্রকৃত তথ্য জানি তা প্রকাশ করলেও দেবদত্তের অপবাদ-উদ্গীরণ ক্ষান্ত হত না। বরঞ্চ, তা বর্ধিত হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। সংঘের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় মত্ত হ'য়ে দেবদত্ত সার্ধশত শ্রমণকে ভ্রান্তপথে চালিত

ক'রে এতদিনে তাঁর অনুগামীরূপে সংহত করবার প্রচেষ্টায় সফল হয়েছেন। আমি যদি তখন এ-তথ্য প্রকাশ ক'রে বলতাম প্রকৃত সত্য জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞতার ভান করছেন তাহলে অনুগামীবৃন্দের সম্মুখে অপদস্থ হওয়ার লজ্জায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে যেতেন। ঘোষিতারামের এই সুশৃংখল পরিবেশ এক উগ্র বিচ্ছৃংখলায় প্রচন্ডভাবে বিঘ্নিত হত।

—কিন্তু শাস্তা, দেবদত্তের এই কার্যকলাপে সংঘবিভেদের ভিত্তি যে সুদৃঢ় হ'য়ে গেল!—বললেন সারীপুত্র।

—সারীপুত্র! মিথ্যার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

মৌদ্‌গল্যায়ন বললেন, রাজগৃহে ভিক্ষু দেবদত্ত প্রভূত প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হলে সদ্ধর্মের সংঘ কি নির্বিঘ্ন থাকবে?

—অবশ্যই থাকবে, মৌদগল্যায়ন। আমাদের এই দেহকে সবল, সুস্থ এবং সক্রিয় রাখবার জন্য রক্তপ্রবাহ দেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তাই নয় কি?

—হ্যাঁ, শাস্তা!—বললেন মৌদগল্যায়ন।

—কিন্তু দেহের কোনো অংশে যদি দূষিত, বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি হয় তাহলে সেই ক্ষতস্থানের দূষিত রক্তও কি দেহের পক্ষে মঙ্গলকর?

—না। সেই দূষিত রক্ত দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক।

—কোনো ব্যক্তি যদি এরূপ চিন্তা করে যে, রক্তকণিকা মাত্রেই যেহেতু দেহের অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান সেইহেতু ক্ষতস্থানের দূষিত রক্তের মোক্ষণকর্ম অনুচিত সেক্ষেত্রে তার ব্যধির নিরাময় হবে অথবা দেহ আরো অসুস্থ হবে?

—অধিকতর অসুস্থ হবে।

—কিন্তু দূষিত রক্ত দেহ থেকে সম্পূর্ণ নির্গত হওয়ার পর ক্ষতনিরাময়-ও হবে এবং সম্যক ঔষধ প্রয়োগে দেহ পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ সুস্থ হবে। এই প্রাকৃতিক বিধিকে স্মরণে রাখলেই সংঘভেদ আশংকা তোমাদের মনকে আর প্রভাবিত করতে পারবে না।

সারীপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন এবং আনন্দ বুদ্ধের চরণবন্দনা করলেন।

সূর্যোদয়ে কৌশাম্বীর প্রাসাদ-হর্ম্য-কুটির, বৃক্ষরাজি আলোকিত। তৃণ-শষ্প এবং বৃক্ষলতার পত্র-পল্লবে সঞ্চিত শিশিরবিন্দু উজ্জ্বল সূর্যকিরণে প্রতিভাসিত।

ঊষাকালীন ধ্যান ও ধীরচারণা সমাপনান্তে দৈনন্দিন রীতি অনুযায়ী দিবা প্রথম প্রহরের শেষভাগে ভিক্ষাকরংক হস্তে ভিক্ষুগণসহ রাজপথে অগ্রসর হয়ে চলেছেন বুদ্ধ। রাজপথের উভয়পার্শ্বের বৃক্ষরাজির পত্র-পল্লব থেকে তখনো মধ্যে মধ্যে শিশিরবিন্দু বর্ষিত হচ্ছে ভিক্ষুগণের অঙ্গে। চতুর্দিকে সুমিষ্ট পক্ষীকাকলি।

—উদ্ধত কপট এই শ্রমণ আর কতদিন নগরে থাকবে জানিস?—নিজ প্রাসাদ-ভবনের গবাক্ষসম্মুখে দণ্ডায়মানা মাগন্দিকা তিক্তস্বরে প্রশ্ন করলেন তাঁর একান্ত সহচরী মল্লিকাকে।

—আমি জানি না, দেবি। আপনি যদি জানতে উৎসুক হন তবে অগ্রমহিষীর ভবন থেকে জেনে আসতে পারি।—উত্তর দিলে মল্লিকা।

—অগ্রমহিষী আর অগ্রমহিষী!—তীব্র ক্রোধে বললেন মাগন্দিকা।—কেন, সেই

বিগতযৌবনা শ্যামাবতী ভিন্ন নগরে আর কি কেউ নেই? মল্লিকা, আর কখনো যদি ওই মহিষীর নাম আমার সম্মুখে উচ্চারণ করিস তবে সেই মুহূর্তেই এই ভবন থেকে দূর করে দেবো। এ-কথা যেন মনে থাকে! যা—

মল্লিকা অধোবদনে সেস্থান ত্যাগ করলে। কিন্তু তার মনের ভিতর একটা তীব্র অস্বস্তি নতুন করে দেখা দিল। কি কুক্ষণেই যে সে এই কনিষ্ঠা মহিষীর একান্ত সহচরীরূপে নিযুক্তা হয়েছিল! এর চেয়ে যদি মহিষী শ্যামাবতীর ভবনে সে একজন সাধারণ কিংকরীও হত! মহিষী শ্যামাবতী তাঁর কিঙ্করীগণের সঙ্গে ভগ্নীর ন্যায় আচরণ করেন। তাঁর যে-ক'জন পরিচারিকা তাদের মুখে সর্বদা হাসি। আর এই কনিষ্ঠা মহিষী? অতি তুচ্ছ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পদাঘাত করতেই তিনি অভ্যস্তা। মল্লিকা নিতান্ত তাঁর একান্ত সহচরী বলেই হয়তো পদাঘাত এখনো তাকে সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু তার স্বাদ লাভ করতেই বা কতক্ষণ?

অগ্রমহিষী শ্যামাবতীর একান্ত সহচরীর নামও শ্যামা। তাঁর একান্ত পরিচারিকা ক্ষুদ্রা উত্তরা নামে পরিচিতা। উত্তরা নাম্নী বয়োজ্যেষ্ঠা অপর একজন পরিচারিকা আছে বলে কনিষ্ঠা উত্তরার পরিচয়স্বরূপ 'ক্ষুদ্রা' শব্দটি সংযুক্ত করে নেওয়া হয়েছে।

নগরের শ্রেষ্ঠ মালাকর সুমনের নিকট থেকে মহিষীর জন্য প্রতিদিনই অষ্ট কার্ষাপণ মূল্যের পুষ্প ক্রয় করে আনতো ক্ষুদ্রা উত্তরা। একদিন পুষ্পসম্ভারের পরিমাণ দ্বিগুণ দেখে শ্যামাবতী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, উত্তরা, আজ কি তুমি ষোড়শ কার্ষাপণ মূল্যের পুষ্প ক্রয় করেছ?

ক্ষুদ্রা উত্তরা অশ্রুসজল নেত্রে একবার মাত্র মহিষীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেই তাঁর পদতলে লুণ্ঠিতা হয়ে ক্রন্দনজড়িত স্বরে বললে, আমার অপরাধ মার্জনা করুন, দেবি! এযাবৎকাল আমি আপনাকে প্রতারণা করে এসেছি।

—সে কি!—বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন শ্যামাবতী।

—হ্যাঁ দেবি, আজ আমি সত্য কথা বলছি। আমি চুরির অপরাধে অপরাধিনী। আপনি প্রতিদিন আমাকে আট কাহাপণ দেন। কিন্তু এযাবৎ প্রতিদিনই আমি চার কাহাপণের ফুল কিনে এনে আপনাকে দিয়েছি, অবশিষ্ট চার কাহাপণ চুরি করেছি। আজ আমি চুরি করিনি। ফুলের যে পরিমাণ আজ দেখছেন এই-ই যথার্থ আট কাহাপণের ফুল। দেবি! আমাকে মার্জনা করুন। জীবনে আর কোনোদিন আমি চুরি করবো না।

ক্ষুদ্রা উত্তরা মহিষীর পায়ে মাথা রেখে অঝোরধারায় কাঁদছে। তাকে সস্নেহে হাত ধরে তুলে শ্যামাবতী বললেন, তুমি নির্ভয় হও উত্তরা, আমি তোমাকে মার্জনা করেছি। কিন্তু এতকাল পরে অকস্মাৎ আজ তোমার এই মানসিক পরিবর্তন হল কেন?

উত্তরা আশ্বস্তা হলেও অনুতাপের অশ্রুতে তার দুই নয়ন পরিপূর্ণ। কম্পিত স্বরে সে বললে, দেবি! আজ মালাকর সুমনের গৃহে শ্রমণ গৌতমের ভিক্ষুসংঘের আমন্ত্রণ ছিল। আমি যখন সুমনের গৃহে উপস্থিত হলাম তখন সেই মহাপুরুষ শ্রমণ গৌতম উপদেশ দান করছেন। আমি এর আগে কখনো তাঁর উপদেশ শুনিনি। আজ শোনার পর নিজের ধিক্কার জাগলো। আমি সেই মুহূর্তেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম,

আমার এযাবৎকালের অপরাধের কথা আপনার নিকট অকপটে বলবো। আপনি যদি দণ্ডদান করেন, সে-দণ্ড আমি মাথা পেতে নেবো।

সস্নেহে শ্যামাবতী বললেন, দণ্ড কেন দেবো উত্তরা? পরম সুগত বুদ্ধ যে তোমার হৃদয় থেকে মালিন্য দূর করে দিয়েছেন, এই তো তোমার পরম প্রাপ্তি। আমার সঙ্গে আমার উপাসনাকক্ষে চলো। তাঁর যে মূর্তিকে আমি প্রতিদিন অর্ঘ্যপ্রদান করি, সেই মূর্তিকে আর একবার দর্শন করো। এই পুষ্প থেকে তুমিও অর্ঘ্যপ্রদান করো। তোমার চিত্ত হবে সর্বকলুষমুক্ত!

কৌশাম্বীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর এবং তক্ষণশিল্পী পতঞ্জলিকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দানে শ্বেতচন্দন কাষ্ঠের এক অনুপম বুদ্ধমূর্তি প্রস্তুত করিয়ে নিয়েছেন শ্যামাবতী। মৈত্রী-করুণা-প্রেম-ক্ষমায় উদ্ভাসিত মূর্তিটি শ্যামাবতীর হৃদয়কে অনুক্ষণ উদ্বুদ্ধ করে—পরিপূরিত ক'রে রাখে সুগভীর প্রশান্তিতে। অগুরু-চন্দনধূপে প্রতিদিন সুপবিত্র হয়ে থাকে তাঁর নিভৃত উপাসনাকক্ষ।

০

মাগন্দিকা যেদিন শ্রমণ বুদ্ধের উপর প্রতিশোধ চরিতার্থতায় ব্যর্থকামা হয়ে ঘোষিতারামের নিকট থেকে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করেন সেইদিন থেকেই তিনি দলিতা কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় ভীষণা হ'য়ে উঠেছিলেন। তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন শ্রমণ গৌতমের একটি চন্দনকাষ্ঠমূর্তিকে পূজা করেন শ্যামাবতী। মাগন্দিকাও ভাস্কর পতঞ্জলির দ্বারা শ্বেত চন্দনকাষ্ঠে স্বামী উদয়নের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রস্তুত করিয়ে নিয়ে নিজ শয়নকক্ষে একটি উচ্চ প্রস্তরবেদীর উপর স্থাপন করলেন। প্রতিদিন সেই মূর্তির সম্মুখে তিনি অর্ঘ্যরচনা করতে লাগলেন।

উদ্দেশ্য একদিন সফল হল মাগন্দিকার।

উদয়ন সেদিন প্রজ্জ্বলিত কামানলের দহনে আদিমপুরুষ। তাই শ্যামাবতী অথবা বাসবদত্তার ভবনের পরিবর্তে আগমন করেছেন কনিষ্ঠা মহিষীর ভবনে।

শয়নকক্ষে নিজের একটি প্রতিমূর্তি দেখে সবিস্ময়ে উদয়ন বললেন, আমি এখনো জীবিত। সেক্ষেত্রে আমারই এরূপ একটি প্রতিমূর্তি তোমার কক্ষে কেন?

মাগন্দিকা উদয়নের পার্শ্বে উপবেশন করে আবেগাপ্লুত স্বরে বললেন, প্রভু! তুমি আমার স্বামী, আমার দেবতা! আমার ধ্যান-জ্ঞান সকলই তো তুমি। কিন্তু হায়, প্রতিমুহূর্তেই তোমার এই স্বর্গীয় সুখস্পর্শ লাভের সৌভাগ্য তো আমার নেই? সেই কারণেই দৃষ্টির সম্মুখে তোমার এই প্রতিমূর্তি আমি স্থাপন করে রেখেছি। আমার শয়নে-স্বপনে-জাগরণে ওই প্রতিমূর্তির ভিতর দিয়েই তোমাকে আমি দেখতে পাই, ওই মূর্তি স্পর্শ করে তোমার স্পর্শসুখ অনুভব করি। আমি যে একান্তভাবে তোমারই প্রিয়তম! ওই প্রতিমূর্তিকে আমি প্রতিদিন আলিঙ্গন করি, চুম্বনস্পর্শ অনুভব করি ওই প্রতিমূর্তিরই ওষ্ঠাধরে। প্রতিদিন অর্ঘ্য প্রদান করি আমার দেবতার পদতলে।

উদয়ন বিস্ময়-বিহ্বল।

এ কার কণ্ঠস্বর? উদ্দাম কামকলাকুশলা রূপগরবিনী মহিষী মাগন্দিকার কণ্ঠে এই ভক্তি-বিনম্র স্বর—এই সুস্নিগ্ধ আবেশবিহ্বলতা! তবে কি মাগন্দিকাও দেবী শ্যামাবতীর ন্যায় শুচিস্নিগ্ধতায় মণ্ডিতা হতে চলেছে?

পূর্ণপাত্র অতি উগ্র গৌড়ী সুরা উদয়নের ওষ্ঠের সম্মুখে তুলে ধরলেন

মাগন্দিকা। চকিত কটাক্ষে অনুমান ক'রে নিলেন, নিক্ষিপ্ত শর লক্ষ্যভেদ করেছে কিনা। উগ্র ফেনিল মাদক প্রভাবে উদয়ন যখন কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ হয়েছেন সেই সময় তাঁকে আলিঙ্গনপাশে বন্ধ করে অতি মৃদু সুমধুর স্বরে মাগন্দিকা বললেন, প্রিয়তম, আমি তোমার একান্ত হিতাকাঙ্খিনী বলেই একটি গূঢ় বিষয়ে তোমাকে সতর্ক ক'রে দেওয়া আমার কর্তব্য ব'লে অনুভব করছি।

সুরাপ্রভাবে কিঞ্চিৎ বিবশ হলেও অকস্মাৎ এই ধরণের একটি কথায় ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে উদয়ন প্রশ্ন করলেন, এমন কী গূঢ় বিষয় থাকতে পারে প্রিয়তমে?

—প্রভু, অগ্রমহিষী দেবী শ্যামাবতী আমার পূজ্যা। তৎসত্ত্বেও অতি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, গূঢ় প্রসঙ্গটি তাঁরই সম্পর্কে। তুমি নিশ্চয়ই অবগত যে তিনি শ্রমণ গৌতমের উপাসিকা?

—অবশ্যই অবগত আছি। তাঁর ন্যায় পবিত্রচরিত্রা নারীর পক্ষে এটি স্বাভাবিক। হয়তো সেই কারণেই দেবীসদৃশা সেই মহিষীকে কামোন্মাদ মুহূর্তেও স্পর্শ করতে আমার কেমন যেন দ্বিধা হয়।

মাগন্দিকার বুকের মধ্যে তীব্র ক্রোধ-বিতৃষ্ণার বহ্নি যেন শত শিখায় জ্বলে উঠলো। কিন্তু এই মুহূর্তে তার বিন্দুমাত্র তাপ বিকীরণ হতে দেওয়া যাবে না। কার্যোদ্ধার করতেই হবে!

উদয়নের আরো বক্ষোলগ্না হয়ে আর একপাত্র সুরা তার মুখের সম্মুখে ধ'রে মাগন্দিকা বললেন, প্রিয়তম, আমিও জানতাম তিনি দেবীসদৃশা। কিন্তু একটি সংবাদ আমার সে-ধারণাকে বিচলিত ক'রেছে। আমি তোমার একটি প্রতিমূর্তি স্থাপন করেছি শুনে তিনিও একটি প্রতিমূর্তি স্থাপন করেছেন।

—এ তো উত্তম সংবাদ! আশা হচ্ছে, অতঃপর অগ্রমহিষীকে যথার্থ নর্মসঙ্গিনী-রূপে লাভ করতে হয়তো আর আমার মানসিক অস্বস্তির কারণ ঘটবে না।

—কারণ ঘটবে প্রিয়তম! তিনি যে প্রতিমূর্তি স্থাপন করেছেন তা তোমার নয়—শ্রমণ গৌতমের। আমি আমার আরাধ্য দেবতা সম্রাট উদয়নের এই প্রতিমূর্তির চরণ বন্দনা করি, প্রেমবিহ্বলা হয়ে আলিঙ্গন করি। মহিষী শ্যামাবতীও আলিঙ্গন করেন, চুম্বনদান করেন। কিন্তু সে চুম্বন-আলিঙ্গন শ্রমণ বুদ্ধের প্রতিমূর্তিকে—সম্রাট উদয়নের নয়।

—কী বলছো তুমি মাগন্দিকা?—বিস্ময়বিহ্বল প্রশ্ন উদয়নের।

—যা সত্য। তাঁর ভবনে উপস্থিত হলে দেখবে, সে-প্রতিমূর্তি শয়নকক্ষে স্থাপিত হয়নি। যাতে তোমার দৃষ্টির অন্তরালে থাকে সেই কারণে মূর্তিটিকে স্থাপন করা হয়েছে একটি সঙ্গোপন কক্ষে। মহিষী সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করেই আলিঙ্গন করেন তাঁর প্রিয়তম পুরুষের মূর্তিকে।

উদয়ন অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠলেন।

আর একপাত্র সুরা এগিয়ে দিলেন মাগন্দিকা। সুরাটুকু নিঃশেষে পান ক'রে উঠে দাঁড়ালেন উদয়ন। রক্তপ্রবাহে সুরার অগ্নি, স্নায়ুকেন্দ্রে ক্রোধের বহ্নি।...এই ছলনাময়ী নারীকে তিনি দেবী জ্ঞান করেছেন এতদিন!

দ্রুতবেগে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলেন উদয়ন।

সাফল্যের উল্লাসে দিশাহারা হয়ে গেলেন মাগন্দিকা। সুরাপাত্র থেকে যথেচ্ছ পরিমাণ সুরা পান করে হাসতে হাসতে শয্যায় লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

মহিষী শ্যামাবতী তখন উপাসনাকক্ষে সুগন্ধি চন্দনধূপে জ্বালিয়ে সদ্য পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করছেন। ক্ষুদ্রা উত্তরা শশব্যস্তে এসে সংবাদ দিলে, দেবি! সম্রাট আগমন করছেন।

কিঞ্চিৎ বিস্মিতা হলেন শ্যামাবতী। আজ এ-সময় তো সম্রাটের আগমনের কথা নয়! অনুমান করলেন, হয়তো বিশেষ কোনো প্রয়োজন। স্নিগ্ধস্বরে উত্তরাকে তিনি বললেন, সম্রাটের আহার্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করো, আমি অবিলম্বেই যাচ্ছি।

—তার পূর্বেই আমি এসেছি শ্যামাবতী!—সুরাবিহ্বল জড়িত বিকৃত কণ্ঠে বললেন উদয়ন।—অপূর্ব তোমার পবিত্রতা! সম্মুখে ওই কাষ্ঠমূর্তি কার?

উদয়নের রূঢ়, কর্কশ প্রশ্নে চরম বিস্মিতা হলেন শ্যামাবতী। কী হল সম্রাটের?

শ্যামাবতী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধস্বরেই উত্তর দিলেন, প্রভু! এ প্রতিমূর্তি পরম সুগত বুদ্ধের।

—কেন আমার প্রাসাদে ওই মূর্তি? শ্যামাবতী, স্পষ্ট উত্তর দান করো, কে তোমার প্রেমাস্পদ—বৎসরাজ উদয়ন অথবা ওই শ্রমণ?

কর্ণকুহরে যেন উত্তপ্ত গলিত তীক্ষ্ণ প্রবিষ্ট হল শ্যামাবতীর। অতিরিক্ত সুরাপানে সম্রাট কি উন্মাদ হয়ে গেছেন?

—আমার প্রশ্নের উত্তর দাও শ্যামাবতী!—উদয়নের মাদকপ্রভাবিত কর্কশ কণ্ঠস্বর আরো অসহিষ্ণু হল।

—প্রভু! সুরার প্রভাবে তুমি এখন প্রকৃতিস্থ নও। নতুবা এই অসম্ভব অবাস্তব প্রশ্ন তোমার মনে এলো কেন? যিনি নিজে সর্বতৃষ্ণার অতীত, যিনি তৃষ্ণামুক্তির পথপ্রদর্শক, তাঁকে জাগতিক কামতৃষ্ণার প্রেমাস্পদরূপে কল্পনা করাও যে মহাপাতক!

—তোমার কপটতা ত্যাগ করো শ্যামাবতী! যদি সে-কল্পনা মহাপাতক বলেই বিবেচনা করো তবে শ্রমণ গৌতমের ওই মূর্তিকে কেন তুমি আলিঙ্গন করো? কেন চুম্বন স্পর্শ দাও ওই নিষ্প্রাণ কাষ্ঠমূর্তির ওষ্ঠাধরে? কেন? কেন?

করপুটে দুই কর্ণকে সজোরে আবৃত করলেন শ্যামাবতী। এ কী উন্মাদের প্রলাপ! এ কী অশুচি চিন্তা! শিহরিত হ'য়ে উঠলো মহিষীর সর্বাঙ্গ। দুইচোখে অশ্রুধারা।

—প্রভু, প্রিয়তম! তুমি স্থির হ'য়ে উপবেশন করবে, চলো। সম্ভবত সুরা-প্রভাবে তোমার মস্তিষ্ক এখন প্রকৃতিস্থ নয়।

—আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ।—কনিষ্ঠা মহিষী মাগন্দিকা আমার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়ে নিজের শয়নকক্ষে স্থাপন করেছে। সেই মূর্তিকেই সে পূজা করে। কারণ, আমি তার স্বামী। আর তুমি? আমারই সম্পদে রাজমহিষীর সমৃদ্ধ জীবন যাপন করে আমার প্রতি হয়েছ বিশ্বাসহীনা? আমার দৃষ্টির অগোচরে এই সঙ্গোপন কক্ষে স্থাপন করেছ তোমার প্রিয়তম পুরুষের মূর্তি? এর পরেও তুমি অস্বীকার করতে পারো যে, পবিত্রতার কপট আচরণের অন্তরালে তুমি এক সুচতুরা দ্বিচারিণী?

সবলে শ্যামাবতীর কেশাকর্ষণ করলেন উদয়ন। কোষমুক্ত করলেন শাণিত কৃপাণ।

শ্যামাবতী অকম্পিত, ধীর, শান্ত। উদয়নের উন্মাদসুলভ চিন্তা এবং বাক্যের

অন্তর্নিহিত রহস্য তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে। যে-দৃষ্টি তাঁর এতক্ষণ ছিল বিস্মিত, শিহরিত, সেই দৃষ্টি এখন শান্ত—হৃদয় অবিচলিত।

স্থির, অকম্পিত স্বরে শ্যামাবতী বললেন, প্রভু! আমি পবিত্র কিনা জানি না, কিন্তু আমি অবিশ্বাসিনী নই। তুমি যদি আমাকে হত্যা করতে চাও, আমি হাসি-মুখেই তোমার হাতে মৃত্যুবরণ করবো। আমি পরম সুগত বুদ্ধের এক সামান্যা উপাসিকা। আমি সর্বদাই সচেতন যে, জন্মগ্রহণ মাত্রেই জীবের মৃত্যুও একদিন অবধারিত। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তোমার নিকট আমার একটিই মাত্র নিবেদন, তুমি অন্তত একবার ওই মূর্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করো!

—কেন?— কর্কশ কণ্ঠেই বললেন উদয়ন।

—লক্ষ্য ক'রে দ্যাখো, মৈত্রী-প্রেম-করুণা স্নিগ্ধ ওই মূর্তিতে কোনো মালিন্য আছে কিনা। প্রভু, ইহজীবনে তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার প্রিয়তম। তোমার উষ্ণসান্নিধ্য আমি তো প্রত্যক্ষেই লাভ করে থাকি। তোমার প্রতিমূর্তিতে আমার প্রয়োজন কী? কিন্তু ওই মহান পুরুষ আমার জীবনে মহৎ কল্যাণধর্মের পথ-প্রদর্শক। সেই মহাপুরুষকে দর্শন করতে না পারলেও ওই দিব্য, প্রশান্ত, করুণাঘন মূর্তি দৃষ্টির সম্মুখে থাকলে আমি সৎকর্মের প্রেরণা লাভ করি, পাপচিন্তা থেকে বিরত থাকার মানসিক শক্তি অর্জনে সমর্থা হই। প্রিয়তম! আমি সংসারত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী নই। আমি এখনো জৈবিক তৃষ্ণার অধীনস্থা এক নারী। শয়নকক্ষে আমি তোমার কামিনী। সেই পরিবেশে সর্বতৃষ্ণাজয়ী এই মহান পুরুষের প্রতিমূর্তি স্থাপন করা অনুচিত বিবেচনায় আমি এই নিভৃত কক্ষে মূর্তি স্থাপন করেছি। প্রভু! তোমার কৃপাণ উন্মুক্ত-ই থাকুক, তোমার হস্তেই ধৃত থাকুক আমার কেশপাশ। পরম সুগত বুদ্ধের ওই মূর্তি দর্শনেও যদি তোমার হৃদয় অশান্তই থাকে, যদি তোমার তখনো মনে হয়, কামসম্ভোগের দৃষ্টিতেই শ্যামাবতী ওই দিব্য পুরুষকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে তাহ'লে সেই দণ্ডেই নির্দ্বিধায় তুমি আমার এই তুচ্ছ প্রাণ গ্রহণ করো!

উদয়ন কেমন যেন বিচলিত বোধ করছেন। একবার দৃষ্টিপাত করছেন কাষ্ঠ-মূর্তির প্রতি আবার পরক্ষণেই দৃষ্টি সঞ্চালিত করছেন শ্যামাবতীর প্রতি। কি আশ্চর্য, নির্বিকার, ত্রাসহীন, প্রশান্ত দৃষ্টি শ্যামাবতীর! উদ্যত শাণিত কৃপাণের সম্মুখেও তিনি অচঞ্চলা! মৃত্যুভয়ের লেশমাত্র চিহ্ন নেই তাঁর দৃষ্টিতে।

অতিবাহিত হ'ল কয়েক অনুপল...অতিবাহিত হল কয়েকপল...অতিবাহিত হল নীরব, নিঃশব্দ কয়েক মুহূর্ত। শিথিল হ'ল হস্তধৃত কৃপাণ, শিথিল হল শ্যামাবতীর কেশপাশ আকর্ষক বজ্রমুষ্টি। সহসা শ্যামাবতীর কেশপাশ মুক্ত ক'রে দিয়ে কৃপাণ কোষবদ্ধ করলেন উদয়ন। অকম্পিত, নির্বিকার শ্যামাবতীর সম্মুখে অধোবদন হলেন প্রবল পরাক্রান্ত বৎসরাজ উদয়ন। সুরা-বিবশতা অন্তর্হিত—আরক্তিম চক্ষুতে তীব্র অনুশোচনার গ্লানি।

শ্যামাবতীকে সসংকোচে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রুদ্ধকণ্ঠে উদয়ন বললেন, প্রিয়তমে! আমাকে মার্জনা করো। ক্রোধান্ধ হয়ে আমি যে কি ভীষণ এক পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, তা এখন কল্পনা করতে পারছি না! প্রিয়তমে! তুমি পবিত্র, তুমি শুচিতার প্রতিমূর্তি, তুমি যথার্থই দেবীসদৃশা! আমি বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছিলাম। যে

রূপসী ভুজঙ্গিনীর সুকৌশল প্ররোচনায় আমার এ বুদ্ধিভ্রষ্টতা, সমুচিত দণ্ড তারই প্রাপ্য।

সহসা উদয়নের পদতলে উপবিষ্টা হয়ে সকরুণ মিনতি করলেন শ্যামাবতী, প্রভু, প্রিয়তম! এজন্যে তুমি কাউকে দণ্ড দিয়ো না! পরম সুগত বুদ্ধ বলেন, হিংসার দ্বারা হিংসার প্রশমন হয় না। যারই প্ররোচনা হোক, তুমি তাকে ক্ষমা করো— ক্ষমা করো!

অগ্নিশিখা!......অগ্নিশিখা!

পূর্বোক্ত ঘটনার দুই পক্ষকাল পরে এক গভীর রাত্রিতে বহু কণ্ঠের আর্ত-কোলাহলে উচ্চকিত হয়ে উঠলো কৌশাম্বী। অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত হয়েছে রাজপ্রাসাদ সীমার অভ্যন্তরে মহিষী শ্যামাবতীর ভবনে।

দুরন্ত দুর্বার অগ্নিশিখা শত-সহস্র লেলিহান ফণায় বেষ্টন করে ফেলেছে ভবন। দুর্দম গতিতে ধাবিত হয়ে আসছে বায়ুপ্রবাহ। জ্বলন্ত পাবকশিখায় আলোকিত হয়ে উঠেছে সমগ্র প্রাসাদসীমা। কলরব-কোলাহলে গভীর রাত্রির নৈঃশব্দ সহসা প্রচণ্ডভাবে সচকিত হ'য়ে উঠেছে। দলে দলে নাগরিক ছুটে আসছে রাজপ্রাসাদের দিকে কিন্তু কে রক্ষা করবে অগ্রমহিষীর ভবনকে? অগ্নিকাণ্ড অতি দ্রুত এবং প্রচণ্ড। ততক্ষণে প্রায় ভস্মে পরিণত হ'য়ে গেছে মহিষী-ভবন। দগ্ধ কাষ্ঠগন্ধের সঙ্গে ভেসে আসছে দগ্ধ শিলাজতু আর পশুমেদের উৎকট গন্ধ। দ্রুত অগ্নিপ্রজ্জ্বালনের দু'টি অব্যর্থ উপাদান!

আকস্মিক অগ্নিকাণ্ড নয়--সুপরিকল্পিত অগ্নিসংযোগ।

শিলাজতু এবং পশুমেদের ন্যায় দু'টি সহজদাহ্য উপাদানকে প্রচুর পরিমাণে পুঞ্জীভূত করা হয়েছিল ভবনের চতুষ্পার্শ্বে। তারপর করা হয়েছে অগ্নিসংযোগ। নিমেষে বিস্তৃত হয়েছে ধ্বংসবহ্নি। নির্বাপণের সময় পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রহরারত রাজকর্মচারীগণের হস্তে ধৃত হয়েছে কয়েকজন পলায়নপর ব্যক্তি। অবশিষ্টেরা পলায়নে সক্ষম হয়েছে। তারাই গভীর রাত্রিতে বহন ক'রে এনেছিল শিলাজতু আর পশুমেদ। তারাই করেছে অগ্নিসংযোগ। স্বভাবদুর্বৃত্ত সেই ব্যক্তিগণ স্বীকার করেছে, কনিষ্ঠা রাজমহিষী প্রচুর অর্থদানে তাদের এ কার্যে নিয়োগ করেছেন। রাজপুরুষগণ ভয়ে কম্পমান। এ-কথা তাঁরা কেমন ক'রে রাজসমীপে জ্ঞাপন করবেন?

প্রভাতে সূর্যোদয়ের পর দেখা গেল কেবল অঙ্গার আর অঙ্গার।

উদয়ন উন্মাদপ্রায় অন্বেষণ করে চলেছেন শ্যামাবতীর দগ্ধ দেহকে। রাজঅনুচর-বৃন্দ অতি সন্তর্পণে প্রত্যেকটি অঙ্গারখণ্ড অপসারণ করে অন্বেষণে অধীর, রাজ্যের প্রজাকুলের মাতৃসমা অগ্রমহিষীর দেহাবশেষের কিছুমাত্র যদি উদ্ধার করা সম্ভব হয়! অসংখ্য অঙ্গারীভূত দেহের মধ্যে কোন্‌টি অগ্রমহিষীর?

অবশেষে উদ্ধার হল।

অঙ্গারে পরিণত শ্যামাবতীর দেহকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করবার অন্য কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু সেই অঙ্গার-দেহের বক্ষোস্তলে নিবিড়ভাবে সংলগ্ন হ'য়ে আছে একখানি কাষ্ঠঅঙ্গারখণ্ড। শিলাজতু আর পশুমেদের তীব্র গন্ধের মধ্যেও সেই কাষ্ঠখণ্ডের চন্দনগন্ধ নির্দেশ দিল কোন্ অঙ্গারখণ্ডটি শ্যামাবতীর।

উদয়ন দেখলেন অঙ্গারে পরিণতা শ্যামাবতীকে। চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। মৃত্যুর ক্ষণ পর্যন্তও সুগত বুদ্ধের মূর্তিটি রক্ষা করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন তাঁর উপাসিকা!

উদ্‌ভ্রান্ত উদয়ন সেইদিনই উপস্থিত হ'লেন ঘোষিতারাম বিহারে। কিন্তু বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ হল না। পাঁচদিন আগে কৌশাম্বী ত্যাগ ক'রে শ্রাবস্তীর পথে যাত্রা করেছেন বুদ্ধ।

॥ ১৭ ॥

কত জনপদ, কত নদ-নদী, কত প্রান্তর!

কৌশাম্বী থেকে শ্রাবস্তী পর্যন্ত প্রসারিত প্রশস্ত পথে দূরত্ব কিঞ্চিদধিক দ্বাত্রিংশৎ যোজন। সে-পথে সার্থবাহগণের পণ্যসামগ্রী সমন্বিত শকট শ্রেণীরই আধিক্য। বুদ্ধ চলেছেন সাকেত রাজ্যের পথে। সাকেত থেকে উপনীত হবেন শ্রাবস্তী নগরে। এবার তাঁর সঙ্গী আনন্দ, সুভূতি, উপালি এবং কোষ্ঠীলক। সঙ্গী শ্রমণবৃন্দসহ যমুনা এবং গঙ্গানদী অতিক্রম করে তিনি অগ্রসর হ'য়ে চলেছেন গঙ্গানদীরই অববাহিকাপথে।

উর্বর গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চল। অকৃষ্ট ভূমি কোথাও নেই। প্রান্তরের পর প্রান্তর কৃষ্টভূমি। কোথাও কোদর্বক্ষেত্র, কোথাও ইক্ষুবাট, কোথাও পশুচারণের জন্য নির্দিষ্ট বিবীতভূমি। জনপদসংলগ্ন অঞ্চলে ইতস্তত কদলী উৎপাদনের শণ্ড এবং আর্দ্রক, হরিদ্রা ইত্যাদি কৃষির উপযোগী মূল-বাপভূমি। কৃষ্ট ভূমিগুলি মুদ্গ, মাষ, কুলত্থ প্রভৃতি বীজশস্যে পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে সুবিস্তীর্ণ সর্ষপক্ষেত্র।

এবারের যাত্রাপথে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ জনপদের সংখ্যা অধিক। মধ্যে মধ্যে কোথাও মাতঙ্গ, কোলিক, সীবনক, রঞ্জক ইত্যাদি শূদ্র জাতির জনপদ। বরাহপালক, কুক্কুটপালক, শ্বপাক ইত্যাদি জাতির গ্রামও বিদ্যমান। এরা সকলেই কর্মজুঙ্গিত বলে অভিজাত শ্রেণীর নিকট অস্পৃশ্য পর্যায়ভুক্ত। সঙ্গী শ্রমণবৃন্দ সকলেই লক্ষ্য করেছেন, নিতান্ত নিরুপায় ক্ষেত্র ভিন্ন সুগত এবার অস্পৃশ্যজাতির জনপদগুলি থেকেই ভিক্ষান্ন গ্রহণে আগ্রহী। তাঁরা অনুমান করেছেন, জাতিভেদ, বর্ণভেদ সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পরীক্ষা করবার জন্যই সম্ভবত সুগতের এই প্রচেষ্টা।

একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে পথিপার্শ্বে বৃক্ষতলে ভিক্ষালব্ধ আহার্য গ্রহণের পর বিনীতভাবে কোষ্ঠীলক প্রশ্ন করলেন, শাস্তা, আপনি সমদর্শী। কিন্তু ভিক্ষাগ্রহণ-কালে আপনি ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় গৃহীগণকে উপেক্ষা করছেন কেন?

স্মিত হাসি হেসে বুদ্ধ বললেন, কোষ্ঠীলক! তুমি নিজে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেও ব্রহ্মণ্য দম্ভের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে লোকায়ত দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করেছিলে। বর্তমানে কি তোমার কোনোরূপ মানসিক পরিবর্তন হয়েছে?

—না, শাস্তা। ব্রহ্মণ্য দম্ভের প্রতি আমি এখনো সমভাবেই বীতশ্রদ্ধ।

—এই যে সুদীর্ঘ পথ এযাবৎ আমরা অতিক্রম করে এলাম, এই পথে অনেক ব্রাহ্মণ

জনপদেও আমরা ভিক্ষাগ্রহণ করেছি। সেইসব জনপদের সবকজন ব্যক্তিকেই কি তুমি যথার্থ ব্রাহ্মণ বলে মনে করো?

—যদিও তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে আমি জ্ঞাত নই, তা সত্ত্বেও পূর্ব-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অনুমান করতে পারি যে, তাদের বহুজনই হয়তো বিবিধ পাপকর্মের অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও ব্রহ্মাণ্য-বর্ণগর্বে গর্বিত।

—কোষ্ঠীলক, বোধিলাভের পর দ্বাদশবর্ষে আমি বেরঞ্জা নামক একটি গ্রামে চাতুর্মাস্যা যাপন করেছিলাম। সেই গ্রামের অধিকারী ব্রাহ্মণবংশীয় বেরঞ্জ একদিন আমাকে বললেন যে, তিনি লোকমুখে শুনেছেন, আমি কোনো বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জ্ঞাপন করি না এবং আসনও প্রদান করি না। এই জনশ্রুতি সত্য কিনা তিনি তা জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, তিনি যা শুনেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ, ব্রাহ্মণবর্ণজাত এমন কোনো ব্যক্তি তদবধি আমার দৃষ্টি-গোচর হননি যিনি যথার্থ ব্রাহ্মণরূপে বন্দিত হওয়ার যোগ্য।

সুভূতি প্রশ্ন করলেন, শাস্তা! ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় জনপদে ভিক্ষার্থে গমন ক'রলে প্রত্যাখ্যাত না হলেও অন্যান্য শ্রমণসম্প্রদায়ের তুলনায় আমাদের প্রতি গৃহীর আগ্রহ নিতান্তই ক্ষীণ, তা আমি লক্ষ্য করেছি। আপনার এই ঘোষণা-ই কি তার কারণ?

বুদ্ধ বললেন, এটি অন্যতম কারণ হলেও হতে পারে। কিন্তু মুখ্যকারণ, জাতি-ভেদ এবং বর্ণভেদপ্রথাকে আমি অমানবিক, কৃত্রিম এবং গর্হিত ব'লে ঘোষণা করেছি।

উপালি বললেন, যথার্থ! অন্য কোনো সম্প্রদায়ই সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ, বর্ণভেদ ইত্যাদি কোনো প্রথাকেই অস্বীকার করেননি। আজীবিক এবং তীর্থিক সম্প্রদায়ের শ্রমণ-শ্রমণীগণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় গৃহ ভিন্ন ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। আমি যতদূর জানি, নির্গ্রন্থ নাটপুত্রের শ্রমণ-সংঘে যে অষ্টাদশ প্রকার ব্যক্তিকে গ্রহণে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আছে তার মধ্যে শূদ্র, দাস এবং কর্মজুগুপ্সিত অস্পৃশ্য জাতিসমূহের উল্লেখ আছে।

কয়েকমুহূর্ত নীরবতার পর বুদ্ধ বললেন, যারা অস্পৃশ্য বলে ঘৃণিত তাদের শ্রমলব্ধ শস্য কিন্তু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের অস্পৃশ্য নয়। শ্বপাক, বরাহপালক অথবা কুক্কুটপালকের কর্মকে জুগুপ্সিত বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু তাদের প্রতি-পালিত জীবের মাংস উচ্চবর্ণের নিকট জুগুপ্সিত নয়। তাঁরা পরম পরিতোষ সহকারেই বরাহ এবং কুক্কুটমাংসের স্বাদগ্রহণ করেন। কোনো গৃহী ভিক্ষান্নের সঙ্গে সেই মাংস পরিবেশন করলে জাতিভেদ-বর্ণভেদপ্রথার সমর্থক কোনো শ্রমণ সে ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেন কি?

—না শাস্তা, সেরূপ এখনো শুনিনি।—বললেন কোষ্ঠীলক।

—তাহ'লে এই সিদ্ধান্ত কি অসঙ্গত যে, উচ্চবর্ণজাত বলে কথিত ব্যক্তিবর্গের বর্ণগৌরব সম্পূর্ণ কৃত্রিম এবং স্বার্থপর? স্বার্থ এবং প্রয়োজনবোধের বিচারে যেক্ষেত্রে ওই অস্পৃশ্যজাতির উপর তাঁরা নিরুপায়ভাবে নির্ভরশীল সেক্ষেত্রে তাঁরা নির্বাক। যেক্ষেত্রে নির্ভরতার প্রয়োজন নেই সেক্ষেত্রে তাঁরা একইরূপ মনুষ্যদেহধারী বিরাট সংখ্যক দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠীকে অস্পৃশ্যরূপে চিহ্নিত করে সেই মনুষ্য-সম্প্রদায়ের উপর নিয়ত প্রভুত্ব করেন এবং তাদের বঞ্চনা করবার পথ সর্বপ্রকারে উন্মুক্ত রাখেন। ভিক্ষু সুভূতি! তুমি যেমন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ভিক্ষাদাতার আচরণ লক্ষ্য করেছ

তেমন এও কি লক্ষ্য করেছ যে, আমরা যখন অবহেলিত, ঘৃণিত, অস্পৃশ্য গৃহীর দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে উপস্থিত হই তখন তারা কিরূপ উল্লসিত হয়?

—হ্যাঁ শাস্তা, তাও লক্ষ্য করেছি।—সোৎসাহে বললেন সুভূতি।

—তাহ'লে তোমরাই বলো, জাতিবর্ণাভিমানী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ওই ভ্রান্ত, অকল্যাণকর মনোভাবকে সমর্থন করা এবং সামাজিক ভেদনীতির বলিস্বরূপ নির্যাতিত, ঘৃণিত এই গরিষ্ঠসংখ্যক মানবসম্প্রদায়কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে তাদের মানবিক অধিকারকে সুস্থিত করা—এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি যথার্থ কুশলকর্ম?

সসম্ভ্রম সম্মতিতে নীরবে মস্তক নত করলেন ভিক্ষুচতুষ্টয়।

সূর্যতাপের প্রখরতা ঈষৎ স্তিমিত হয়েছে। পুনর্বার যাত্রা করতে হবে। যাত্রার পূর্বে কোষ্ঠীলক এবং সুভূতি কিঞ্চিৎ জল আহরণের জন্য অদূরে জলাশয়ের দিকে গেলেন। সেই অবসরে উপালি মৃদুস্বরে বললেন, শাস্তা! শ্রাবস্তী নগরে উপনীত হতে আর কতদিন লাগতে পারে?

বুদ্ধ বললেন, আমরা সাকেত নগরেরই নিকটবর্তী হয়েছি। সাকেত থেকে শ্রাবস্তীর দূরত্ব অষ্টযোজন। কিন্তু হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন?

—শাস্তা! শ্রমণী কাশ্যপার কথা ভেবে আমি চিন্তিত। আমার অনুমান, রাজগৃহ থেকে যাত্রা করে অর্হৎ গৌতমী এতদিনে কাশ্যপা সহ শ্রাবস্তী নগরে উপনীত হয়েছেন। কাশ্যপার সংবাদসহ আমি যখন কৌশাম্বী যাত্রা করি, তখনই ভিক্ষু দেবদত্ত এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর্গের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষে অভাগিনীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। আমার কৌশাম্বী যাত্রার অল্প কয়েকদিন পরেই অর্হৎ গৌতমীর শ্রাবস্তী যাত্রার কথা। যদি তাঁরা শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হয়ে থাকেন তবে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী শ্রমণী কাশ্যপার সন্তানপ্রসবকাল প্রায় সমাগত। এই ঘটনায় শ্রাবস্তী নগরে আবার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে, কে জানে!

সকরুণ মমতায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো বুদ্ধের আয়তলোচন যুগল। গভীর আবেগমথিত স্বরে বললেন, অর্হৎ বিনয়ধর! তোমার উপসম্পদাগ্রহণ সার্থক। করুণা-মমতায় হৃদয় তোমার পরিপূরিত। সত্যই, ভগিনী কাশ্যপার জীবনে এইরূপ একটি সংকটকালে আমার জেতবনবিহারে উপস্থিতি অতীব প্রয়োজন!

কোশলসম্রাট প্রসেনজিৎ বুদ্ধের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধাশীল হলেও বৈদিক রীতিবিহিত যাগযজ্ঞ ইত্যাদির প্রতি প্রবণতা তাঁর যথেষ্ট। অল্প কয়েকবর্ষ পূর্বে তিনি নিজে একটি যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ শিরোধার্য ক'রে বলিদানের জন্য সংগৃহীত কয়েকশত বৃষ, গাভী, গোবৎস, ছাগ এবং মেষকে মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন। তখন থেকে কোশল রাজ্যের ব্রাহ্মণসম্প্রদায় বুদ্ধ সম্বন্ধে গভীরভাবে ক্ষুব্ধ। শ্রমণ গৌতমের ধর্ম অবৈদিক অতএব অনার্যসুলভ ধর্ম—এ-প্রচার ব্যাপক হ'ল। তার সঙ্গে আর একটি প্রচার তখন থেকে প্রবল হল—শ্রমণ গৌতম বেদনিন্দক নাস্তিক।

এবারে বুদ্ধের শ্রাবস্তী আগমনের পক্ষকাল পরের কথা।

একটি বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য কুরু, পাঞ্চাল, শূরসেন, চেদি, কাশী ইত্যাদি অঞ্চল থেকে কয়েকশত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমবেত হয়েছেন শ্রাবস্তী নগরে।

স্থানীয় এবং সমাগত ব্রাহ্মণবৃন্দ বেদনিন্দক নাস্তিক শ্রমণ গৌতমের ধর্মমত-খণ্ডনে অতীব আগ্রহী। কিন্তু এ-কথাও তাঁরা শুনেছেন যে, যুক্তি-উপস্থাপনার নিজস্ব কৌশলে শ্রমণ গৌতম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করেন যে তাঁর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হ'তে গেলে অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন। কয়েকশত বেদপারঙ্গম ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তর্কে বিজয়ী হ'তে পারবেন, এ-সম্বন্ধে তাঁরা নিজেরাই সন্দিহান হয়ে পড়লেন। অবশেষে তাঁরা আশ্বলায়ন নামক এক যুবককে বিতর্কের জন্য মনোনীত করলেন। অনন্যসাধারণ বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার অধিকারী যুবক সদ্য তাঁর অধ্যয়ন সমাপ্ত করেছেন। চতুর্বেদ এবং বেদাঙ্গ তাঁর কণ্ঠস্থ। উপরন্তু, পরিব্রাজক-ধর্মও তিনি অধ্যয়ন করেছেন। বেদনিন্দক শ্রমণের সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে শ্রমণধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁর যুক্তিজাল বিস্তারে অতীব সহায়ক। সুতরাং বয়সে যুবক হলেও আশ্বলায়নই যোগ্যতম ব্যক্তি যিনি এক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের যথার্থ অধিকারী।

জেতবনবিহারের প্রশান্ত পরিবেশে সেদিন কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য।

আশ্বলায়নকে মুখপাত্র ক'রে শতাধিক প্রবীণ বেদজ্ঞব্রাহ্মণ এসেছেন বুদ্ধের সমীপে। তাঁরা তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন, এ-সংবাদ পূর্বেই নগরে রটনা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং সদ্ধর্মের কিছু সংখ্যক উপাসক-উপাসিকা ভিন্ন কৌতূহলী কতিপয় গৃহী নর-নারীও তর্কযুদ্ধের পরিণতি প্রত্যক্ষ করবার আগ্রহে আগমন করেছেন জেতবন-বিহারে।

কুশলপ্রশ্নাদির পর আগন্তুক ব্রাহ্মণগণ আসন গ্রহণ করলেন। আশ্বলায়ন কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূর্বেই প্রবীণবয়স্ক জনৈক অধৈর্য ব্রাহ্মণ বললেন, হে শ্রমণ গৌতম! আপনার নাস্তিক অনার্য ধর্মমত প্রসারের উদ্দেশ্যে আপনি বেদনিন্দকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এ প্রয়াস ঘৃণ্য!

স্মিত হাস্যে বুদ্ধ বললেন, ভদ্র! আপনার এ ধারণা ভ্রান্ত। যাগযজ্ঞ উপলক্ষ্যে পশুবলিদান অকুশল কর্ম বলেই আমি পশুবলির নিন্দা করি। কিন্তু এযাবৎ বেদনিন্দাবাচক কোনো তত্ত্ব আমি প্রচার করিনি।

—আপনার প্রচারিত তত্ত্বে এ-কথা কি বারম্বার বলা হয়নি যে, জাতিভেদ এবং বর্ণভেদ প্রথা কৃত্রিম, আরোপিত এবং মনুষ্যসমাজের পক্ষে অকল্যাণকর?

—এ তত্ত্ব আমি প্রচার করি এবং ভবিষ্যতেও করবো।—বিনম্র স্বরে বললেন বুদ্ধ।

—আপনি কি জ্ঞাত নন যে, জাতিভেদ এবং বর্ণভেদ বেদের-ই নির্দেশ?

বুদ্ধ পূর্বের মতো ধীর, প্রশান্ত স্বরে বললেন, ভদ্র! আমি কিন্তু এইরূপই অবগত আছি যে, বেদের মাধ্যমে এই দুই সমূহ অকল্যাণকর প্রথার ব্যাপক প্রচার সমাজে সর্বাত্মক কর্তৃত্বের অভিলাষী ব্রাহ্মণ-অভিধেয় এক মনুষ্যগোষ্ঠীর সুচতুর কৌশলমাত্র।

এ-উত্তরে প্রবীণ ব্রাহ্মণ অত্যধিক উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। তাঁকে নিরস্ত করে নম্র, শান্ত কণ্ঠে আশ্বলায়ন বললেন, হে শ্রমণ গৌতম! পূর্বাপর এই তত্ত্বই কিন্তু প্রচলিত যে, চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণই শ্রেষ্ঠ। কেবল ব্রাহ্মণবর্ণই শুক্ল এবং অন্যান্য বর্ণ কৃষ্ণ। উপরন্তু, কেবল ব্রাহ্মণবর্ণই ব্রহ্মদেবের পবিত্র মুখবিবর থেকে উৎপন্ন এবং এইকারণেই তাঁরা ব্রহ্মদেবের উত্তরাধিকারী। আপনি কি এ-তত্ত্ব খণ্ডনে সমর্থ?

—আয়ুষ্মান আশ্বলায়ন! আমার উত্তর গ্রহণের পূর্বে অনুগ্রহ ক'রে আমার একটি অতি সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দান করুন! আপনি কি এযাবৎকালে দেই মধ্যে এমন একজনও ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভ করেছেন যিনি জননীগর্ভের পরিবর্তে কারো মুখবিবর থেকে জন্মলাভ করেছেন?

আশ্বলায়ন অপ্রতিভস্বরে বললেন, না শ্রমণ, এমন কোনো ব্যক্তিকে আমি দেখিনি।

—এবারে অনুগ্রহ করে বলুন, ব্রাহ্মণকন্যাগণ কি ঋতুমতী হন না?

—হ্যাঁ, প্রাকৃতিক নিয়মে তাঁরা ঋতুমতী হন।

—তাঁরা প্রাকৃতিক নিয়মে ঋতুমতী হন, প্রাকৃতিক কারণেই পুরুষসংসর্গে তাঁদের গর্ভাধান হয়, নির্দিষ্ট সময় অন্তে তাঁরা সন্তানের জন্মদান করেন। অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বংশীয়া নারীও একই প্রাকৃতিক নিয়মে গর্ভধারণ এবং সন্তানের জন্মদান করেন। সকল বর্ণের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়ম যদি একইরূপ হয় এবং সেই বাস্তব সত্যকে সম্পূর্ণ জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও কোনো বিশেষ সম্প্রদায় যদি বিশ্বাস করেন, তাঁরা ব্রহ্মদেবের মুখবিবর থেকে জন্মলাভ ক'রেছেন তবে তা নিতান্ত আশ্চর্যজনক ভ্রান্তবিশ্বাস নয় কি?

আশ্বলায়ন নীরব।

অপর একজন প্রবীন ব্রাহ্মণ প্রচণ্ড উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, আপনার উল্লিখিত উপমা যাই হোক না কেন, সমাজে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য বর্ণ হীন!

ক্ষণকাল পরেই স্বভাবসিদ্ধ পরমপ্রশান্ত স্বরে বুদ্ধ বললেন, এই ঘোষণার দ্বারা মনুষ্যসমাজে অন্ধবিশ্বাস সৃষ্টির বাস্তব সত্য আমার অজ্ঞাত নয়, ভদ্র! ক্ষত্রিয়গণও আত্মঘোষিত ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের সহযোগিতা এবং তৎসহ শস্ত্রশক্তির সাহায্যে চতুর্বর্ণের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানটি অধিকার করেছেন। আপনারা প্রাজ্ঞ। এ-কথা নিশ্চয়ই আপনাদের অবিদিত নয় যে, অতীতে যখন শস্ত্রশক্তিরই প্রাধান্য ছিল, তখন ক্ষত্রিয়ই প্রথম বর্ণরূপে গণ্য হত?

আশ্বলায়ন বললেন, হ্যাঁ শ্রমণ, সুপ্রাচীন কালের ক্ষেত্রে এ-কথা সত্য।

বুদ্ধ বললেন, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয় সম্প্রদায়েরই নিজ নিজ স্বার্থে স্থানবিনিময় হয়েছে, এরূপ অনুমান করা কি অসঙ্গত হবে? ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় রাজশক্তির কর্তৃত্ব লাভ ক'রেই তুষ্ট হলেন এবং ব্রাহ্মণসম্প্রদায় বেদকে আশ্রয় ক'রে ধর্মীয় কর্তৃত্বের অধিকারী হ'লেন। যেহেতু জনসম্প্রদায়ের চিন্তায় সর্বোচ্চ লক্ষ্য, সেই হেতু কালক্রমে স্বাভাবিকভাবে ব্রাহ্মণ অভিধেয় বর্ণই শ্রেষ্ঠ বর্ণরূপে পরিগণিত হলেন।

—নাস্তিক শ্রমণ! আপনি বেদ অধ্যয়ন করেননি! বেদবিহিত সমাজধর্ম সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ!– উচ্চৈঃস্বরে বললেন উত্তেজিত সেই প্রবীণ ব্রাহ্মণ।

—ভদ্র! আমি ঊনত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গৃহত্যাগ করেছিলাম। তার পূর্বে কপিলবাস্তুর প্রবীণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আচার্য বিশ্বামিত্রের শিষ্যরূপে বেদ-বেদাঙ্গ আমি অধ্যয়ন করেছি।

আশ্বলায়ন প্রশ্ন করলেন, তৎসত্ত্বেও সমাজে জাতিভেদ-বর্ণভেদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে আপনি অস্বীকার ক'রেছেন কেন?

—অস্বীকারের কারণ আমি পূর্বেই ব্যক্ত করেছি,, আশ্বলায়ন! আপনি বিজ্ঞ,

স্থানীয় . আপনাকে করছি। ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য বর্ণে জাত শিশুগণ কি
অ ' হয় অথবা অন্য কোনোরূপে জীবের দেহপ্রাপ্ত হয়?

হ-ই প্রাপ্ত হয়।

বলায়ন! কাষ্ঠ, শকলিকা, তৃণ এবং শুষ্ক গোবিষ্ঠা এই পদার্থ চতুষ্টয় থেকে উৎপন্ন অগ্নিকে যেমন কাষ্ঠাগ্নি, শর্কালকাগ্নি, তৃণাগ্নি এবং গোময়াগ্নি রূপে অভিহিত করা হয়, তেমনি মনুষ্যকুলে জাত বর্ণচতুষ্টয়কে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই সংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে মাত্র। উৎপাদক পদার্থ যেরূপই হোক না কেন, প্রজ্জ্বলিত অগ্নির তেজ এবং দাহিকাশক্তি সর্বক্ষেত্রেই একরূপ। অতএব, যে বর্ণেই জন্ম হোক না কেন, সে যে মনুষ্যসন্তান—এইটিই মনুষ্যের মৌলিক পরিচয়।

আশ্বলায়ন কয়েকমুহূর্ত নীরব রইলেন।

তারপর অকস্মাৎ তাঁর সঙ্গী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে বুদ্ধের চরণে সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জ্ঞাপন করলেন।

—হে সুগত বুদ্ধ! এই বিতর্কে আমার আর অন্তত প্রয়োজন নেই। অনুগ্রহ ক'রে আপনি আমাকে এই ধর্মের জনৈক দীন উপাসকরূপে স্বীকৃতিদানে কৃতার্থ করুন!

সমাগত ব্রাহ্মণবৃন্দ প্রথমে হয়েছিলেন স্তম্ভিত। পরক্ষণেই প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ কোলাহলে স্থানটি মুখর হ'য়ে উঠলো। কুপিত ব্রাহ্মণবৃন্দ ভর্ৎসনাসূচক কোলাহল করতে করতে স্থানত্যাগ করলেন। কোপের সঙ্গে ভীতিও মিশ্রিত। নাস্তিক শ্রমণ গৌতম নিঃসন্দেহে হঠযোগসাধনায় অতি শক্তিশালী ঋদ্ধি অর্জন করেছে! সেই অলৌকিক ঋদ্ধির প্রয়োগে মনুষ্যকে সে মেষে পরিণত করতে সক্ষম! নতুবা চতুর্বেদ পারঙ্গ আশ্বলায়নের এই শোচনীয় পরিণতি হয়? অনার্য নাস্তিক শ্রমণ গৌতম যা-ই বলুক, ব্রাহ্মণই বর্ণশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাদেবের মুখবিবর থেকেই জন্মলাভ করেছে! ব্রাহ্মণমাত্রেই পবিত্র!

॥ ১৮ ॥

উত্তরবায়ুপ্রবাহের হিমশীতল প্রবাহ ক্ষীয়মান। সূচিত হয়েছে স্নিগ্ধস্পর্শ দক্ষিণবায়ুর আগমন। প্রত্যাশিত নববসন্তের সমাগম ঘোষণা ক'রেছে প্রকৃতি। অশোক-কিংশুক-কোবিদারের শাখায় শাখায় পুষ্পসম্ভারের আয়োজন। জেতবনের সহকার-পল্লবে অজস্র নবমঞ্জরীতে অবিশ্রান্ত মধুপগুঞ্জন।

অকস্মাৎ একদিন থেকে বুদ্ধের ধর্মদেশনাকালে শ্রবণেচ্ছু আগন্তুকের সংখ্যা দেখা গেল নিতান্তই স্বল্প। পরবর্তী দু'তিন দিনে সে-সংখ্যা আরো হ্রাস পেলো। নিতান্ত উপাসক-উপাসিকা যাঁরা আসেন, তাঁদেরও দৃষ্টিতে বিস্ময়াহত প্রশ্ন। জেতবনে আগত কেউ মুখে কিছু বলছেন না, কিন্তু নগরে প্রায় প্রতি গৃহে অধিকাংশ নর-নারীই একটি বিশেষ প্রসঙ্গে আলোচনায় মুখর।

শ্রমণ গৌতমের সংঘেও ব্যভিচার তাহ'লে অকল্পনীয় নয়!

জেতবনবিহারের শ্রমণীসংঘে এক যুবতী শ্রমণী একটি পুত্রসন্তানের জন্মদান

করেছে! ব্যভিচার নিশ্চয়ই অব্যাহতভাবে প্রচলিত। অধিকাংশ শ্রমণ-শ্রমণীই তাঁদেই ব্যভিচার সঙ্গোপন রাখতে সমর্থ হন। হয়তো এই যুবতী শ্রমণী নিজ ব্যভিচার সঙ্গোপন করতে সক্ষম হয়নি তাই এতকাল পরে জানা গেল, কঠোর ব্রহ্মচর্য ভান মাত্র! যে শ্রমণ গৌতমকে মহাপরাক্রান্ত কোশলসম্রাট প্রসেনজিৎ শ্রদ্ধা করেন, রাজভগ্নী পূতচরিত্রা সুমনা যাঁর উপাসিকা, ক্রোরপতি শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ যাঁর নির্দেশ ভৃত্যের ন্যায় পালন করেন, মহাপুণ্যবতী নারী বিশাখা যাঁর প্রবর্তিত ধর্মমতের নিষ্ঠাবতী অনুসারিকা—সেই শ্রমণ গৌতমের প্রবর্তিত সংঘের ভিক্ষু-ভিক্ষুণীও যদি গৃহী নর-নারীর ন্যায় কামরিপুর বশবর্তী হয় তাহলে ধর্মপ্রচারে কোন্ সার্থকতা অর্জন করেছেন শ্রমণ গৌতম? তাঁকে পরমসুগত বুদ্ধরূপে গণ্য ক'রে লাভ কী? তিনি স্বয়ং হয়তো জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু তাঁর অনুগামীবৃন্দ? কামপ্রবৃত্তির দাসত্বই যদি তাদের অভিপ্রায় হয় তবে কেন তারা সংসারাশ্রম ত্যাগ ক'রে ভিক্ষুজীবনে প্রবেশ করেছে? এ তো অতি ঘৃণ্য কপটতা!

নগরের নর-নারী যারা বুদ্ধের ভক্ত তারা এ-সংবাদে বিমর্ষ, চিন্তাকুল। যারা বুদ্ধ-প্রসঙ্গে নিরাসক্ত, নির্বিকার তারা মুখরোচক আলোচনার উপাদানলাভে স্বাভাবিকভাবেই আলোচনামুখর। যারা অন্যান্য বিভিন্ন শ্রমণ সম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন তারা উৎফুল্ল। সর্বাপেক্ষা উল্লসিত অন্যান্য সম্প্রদায়ের যোগী-শ্রমণ বৃন্দ। তাঁদের উল্লাসে শ্রাবস্তী নগর মুখর। কারণ শ্রমণ গৌতমের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় তাঁদের সমাদর শ্রাবস্তী নগরে বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল। হয়তো এই সুযোগে সেই সমাদরের পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে!

একদা প্রাকসায়াহ্নকাল।

জেতবনবিহারের মূলগন্ধকুটি সংলগ্ন প্রাঙ্গনে একটি নবমঞ্জরিত অশোকবৃক্ষতলে আসীন রয়েছেন বুদ্ধ। কিঞ্চিৎ দৈহিক অসুস্থতা হেতু সেদিন তিনি ধর্মদেশনাকাল সংক্ষিপ্ত করেছেন। ধর্মদেশনাকালে উপস্থিত নর-নারীর সংখ্যাও ছিল নগণ্য। একমাত্র উপাসিকা বিশাখা ভিন্ন অন্যসকলেই কিছুক্ষণ পূর্বে গৃহাভিমুখে যাত্রা করেছেন। বিশাখা তাঁর রথে উপবেশন করে চিন্তায় বিভোর। তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডলে বেদনায় বিমর্ষতা প্রগাঢ় ছায়াপাত করে রেখেছে। জনৈকা শ্রমণী যে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করেছেন, এ-সংবাদ বাস্তব সত্য। তথাপি বিশাখা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না! পরম সুগত বুদ্ধের সান্নিধ্যে যাঁরা রয়েছেন সেই সকল ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর একজনও কেমন ক'রে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে?

কিছুক্ষণ পরেই বিশাখার নিশ্চল রথের নিকটে এসে দু'খানি রথ স্তব্ধগতি হল। বিশাখা অবলোকন করলেন প্রথম রথখানি রাজপ্রতীক লাঞ্ছিত সম্রাট প্রসেনজিতের এবং পশ্চাদ্বর্তী রথখানি শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের।

রথ থেকে অবতরণ করলেন সম্রাট প্রসেনজিৎ। তাঁর মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে স্তব্ধ। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের দৃষ্টিতে বিশাখারই মতো বিস্ময়-বিমূঢ় বিষণ্ণতা।

দৃষ্টিবিনিময় হল বুদ্ধের দুই প্রধান উপাসক এবং উপাসিকার। নীরব ইঙ্গিতে বিশাখাকে আহ্বান করলেন অনাথপিণ্ডদ। বিশাখা অনুভব করতে পেরেছেন, সম্রাট এবং শ্রেষ্ঠী কোথায় চলেছেন। কেন চলেছেন তা উপলব্ধি করাও কিছুমাত্র কঠিন

নয়। কিন্তু যে জনরব সম্রাটকে চূড়ান্তভাবে ক্ষুব্ধ করেছে তার প্রসঙ্গে প্রভু বুদ্ধের সম্মুখে একটি বাক্যও তিনি কেমন ক'রে উচ্চারণ করবেন? তা কি সম্ভব?

সম্রাটকে আগেই যথাবিহিত অভিবাদন জ্ঞাপন করেছেন বিশাখা। সম্রাটের জলদগম্ভীর মুখ বিশাখার হৃদয়ের অন্তস্তলকে কম্পিত করছে। এক বিপথ-গামিনী শ্রমণীকে উপলক্ষ্য ক'রে প্রভু বুদ্ধ কি কোশলসম্রাটের নিকট অপমানিত হবেন?

মৃত্তিকার তৃণাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধের সম্মুখে এসে দণ্ডায়মান হ'লেন প্রসেনজিৎ। তাঁর সঙ্গে কিঞ্চিৎ ব্যবধান রক্ষা করে দণ্ডায়মান হলেন অনাথপিণ্ডদ এবং বিশাখা।

—ভদ্র শ্রমণ গৌতম! নগরে বহুব্যপ্ত একটি জনরবের দ্বারা আমি বিভ্রান্ত। সেই জনরবের সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমি প্রত্যক্ষভাবে আপনার অভিমত জ্ঞাত হওয়ার জন্যই এসেছি। এ-কথা কি সত্য যে, আপনার শ্রমণীসংঘের এক শ্রমণী কিছুকাল পূর্বে একটি সন্তানের জন্মদান করেছেন?

—সম্রাট! আপনি যথার্থই শুনেছেন। এ-ঘটনা বাস্তব সত্য। কাশ্যপা নাম্নী জনৈকা শ্রমণী একটি পুত্রসন্তানের জননী হয়েছেন।

—আপনার সংঘের কুৎসায় সমগ্র শ্রাবস্তী মুখর হয়ে উঠেছে।

—তা আমার অজ্ঞাত নয়, সম্রাট।

—যদি অজ্ঞাত না হয় তাহলে সংঘের পবিত্রতা রক্ষাকল্পে সেই পাপীয়সী শ্রমণীকে কেন আপনি সংঘ থেকে বিতাড়িত করেননি?—প্রচণ্ড উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন প্রসেনজিৎ।

—তা সম্ভব নয়, সম্রাট! পরন্তু, সদ্যোজাত শিশু এবং তার জননী যাতে সুস্থ থাকে, সেই ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যই আমি অর্হৎ গৌতমীকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেছি।

প্রসেনজিৎ স্তম্ভিত হয়ে কয়েকমুহূর্ত বুদ্ধের নির্বিকার, প্রশান্ত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে রইলেন। অনাথপিণ্ডদ এবং বিশাখাও বিস্মিত, স্তম্ভিত।

কয়েকমুহূর্ত পরেই প্রসেনজিৎ পূর্বের চেয়েও অধিকতর উত্তেজিত, তীব্র, কর্কশ কণ্ঠে বললেন, ভদ্র! আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন সুবিশাল কোশল-সাম্রাজ্যের প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি প্রসেনজিৎ বৈদিক ধর্মমতে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও এযাবৎকাল আপনার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শনে কোনো কার্পণ্য করেননি? এই ঘটনা প্রচারিত হওয়ার পর ব্রাহ্মণ সমাজের নিকট আমার সম্মান বিপন্ন! তাঁরা নিভৃতে আলোচনা করছেন, সম্রাট প্রসেনজিৎ সনাতন বৈদিক ধর্মকে অবহেলা ক'রে কোন্ অপাত্রে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, এবার স্বয়ং তা উপলব্ধি করুন! আমার বিনীত অনুরোধ, আপনি অবিলম্বে সেই দূষিতা রমণীকে সংঘ থেকে বিতাড়ন করুন! এ যে আপনার পরিচালিত সংঘের পক্ষে দুরপনেয় কলঙ্ক!

—সম্রাট প্রসেনজিৎ! আপনার সম্মান বিপন্ন হোক তা কোনোক্রমেই আমার কাম্য নয়। কিন্তু সংঘের সকল শ্রমণ-শ্রমণী এবং গৃহী উপাসক-উপাসিকাও যদি আমার সংশ্রব ত্যাগ করে তৎসত্ত্বেও শ্রমণী কাশ্যপাকে আমি বিতাড়ন করতে পারি না!

উদ্গত ক্রন্দনজড়িত ব্যাকুল স্বরে বিশাখা প্রশ্ন করলেন, প্রভু! কেন সেই শীলব্রতভ্রষ্টা নারীর প্রতি আপনার এত করুণা?! ওই একটি মাত্র নারীর জন্য সংঘ

যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে—আপনার প্রতি কলঙ্কলেপনে বিরূপ জনগোষ্ঠী উদ্দাম হয়ে উঠবে।

সম্রাট প্রসেনজিৎ এবং বিশাখার মুখমণ্ডলের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে বুদ্ধ বললেন, ভগিনী কাশ্যপার মাতৃত্বলাভ অবশ্যই বাস্তব সত্য। কিন্তু এই পরিণতির জন্য তাঁর স্বেচ্ছাকৃত কোনোরূপ দায়িত্ব নেই। সেই কারণেই তাঁকে পাপিষ্ঠা আখ্যা দেওয়া যায় না।

উপস্থিত তিনজনই চূড়ান্ত বিস্ময়ে বিমূঢ়, বাক্‌রহিত।

—দায়িত্ব নেই!—অস্ফুটকণ্ঠে বললেন অনাথপিণ্ডদ, শাস্তা! এ আপনি কী বলছেন? সন্তানের জন্মদান-ই তো তাঁর ব্যভিচারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে লিপ্ত না হলে কোনো শ্রমণীর পক্ষে নিজ দায়িত্ব অস্বীকার করা কিভাবে সম্ভব?

প্রসেনজিৎ সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, তবে কি শ্রমণী কাশ্যপার গর্ভধারণ কোনো অলৌকিক উপায়ে সংঘটিত হয়েছে?

—না সম্রাট। তাঁর গর্ভধারণ সম্পূর্ণই লৌকিক কারণসম্ভূত। পুরুষ-সংসর্গেই তাঁর গর্ভে সন্তানের আগমন ঘটেছে। অলৌকিকতার বহুপ্রচলিত তত্ত্বে আমি বিশ্বাস করি না। আমি জানি, এ-জগতে কোনো কার্যই কারণ ব্যতীত সংঘটিত হয় না। শ্রমণী কাশ্যপার ক্ষেত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। শ্রমণী সংঘে যোগদানের পূর্বেই ভগিনী কাশ্যপা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন।

বিমূঢ় বিস্মিত স্বরে বিশাখা বললেন, প্রভু! শুনেছি তিনি কুমারী!

- যথার্থই শুনেছ ভগিনী। আশা করি তাঁর বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনী শ্রবণ করলে এ-কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে কেন আমি তাঁকে ব্যভিচারের দায়ে দায়ী করিনি।

নির্বাক তিন শ্রোতা-শ্রোত্রীর নিকট কাশ্যপার বিপর্যস্ত জীবনের কাহিনী বিবৃত করলেন বুদ্ধ।

অশ্রুসজল হয়ে উঠলো বিশাখার দুই চোখ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন অনাথপিণ্ডদ। আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হ'তে লাগলো সম্রাট প্রসেনজিতের হৃদয়।

কয়েক মুহূর্ত অশোকবৃক্ষতল পরিপূর্ণ নিস্তব্ধ। শোনা যাচ্ছে কেবলমাত্র নীড়-প্রত্যাগত পক্ষীকাকলি।

বুদ্ধ বললেন, সম্রাট, কুৎসা-ধিক্কারের জন্য আমি চিন্তিত নই। আমি জানি, শ্রাবস্তীবাসী যখন প্রকৃত সত্য জানবে তখন আর ধিক্কার দেবে না। আমার চিন্তার কারণ ভিন্নতর। শ্রমণী সংঘে কোনো সবৎসা শ্রমণী বাস করলে তার প্রতিক্রিয়া অন্যান্য সংঘেও দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। তা ভিন্ন, শ্রমণীসংঘে কোনো শিশুর অনির্দিষ্টকাল অবস্থানও সংঘের বিনয় বিরোধী। অথচ, সম্পূর্ণভাবে মাতৃস্তন্য-দুগ্ধের উপর নির্ভরশীল সদ্যোজাত শিশুকে মাতৃক্রোড় থেকে স্থানচ্যুত করাও অসম্ভব। সুতরাং ওই শিশুটির জন্য সুষ্ঠু কোনো ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ধিক্কার, কুৎসা সকল কিছুই সহ্য করবার জন্য আমি প্রস্তুত।

করযোড়ে প্রসেনজিৎ বললেন, ভদ্র! আপনার সম্মতি থাকলে শিশুটির দায়িত্বভার আমি গ্রহণ করতে পারি। আমার প্রাসাদে কতিপয় স্তন্যধাত্রী আছেন। শিশুর স্তন্যদুগ্ধের অভাব হবে না।

—সম্রাট, আপনার এ-প্রস্তাবে আমি অবশ্যই স্বস্তিবোধ করছি। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার সম্মতি অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ সেই শিশুর জননীর সম্মতি।

—আপনার সম্মতিই তো চূড়ান্ত কথা বলে আমি মনে করি।

—না সম্রাট। শিশুর বিষয়ে তার জন্মদাত্রী জননীর সিদ্ধান্তই সর্বক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে আমি মনে করি।

—শ্রমণী কাশ্যপার সঙ্গে আমি একবার কথা বলতে পারি?

—অবশ্যই পারেন।

—অনুগ্রহ ক'রে আপনি নির্দেশ দান করুন, তিনি যেন তাঁর পুত্রকে সঙ্গে নিয়েই এস্থানে আগমন করেন!

—তাই হবে। ভগিনী বিশাখা, শ্রমণী সংঘে গিয়ে অর্হৎ গৌতমীকে সংবাদ দাও, পুত্রসহ শ্রমণী কাশ্যপাকে তিনি যেন এস্থানে প্রেরণ করেন!

বিশাখা উৎফুল্ল হৃদয়ে প্রস্থান করলেন।

অল্পকাল পরেই পীতবস্ত্রে আবৃত শিশুকে বক্ষে নিয়ে নতমুখে এসে দাঁড়ালেন কাশ্যপা। তাঁর সঙ্গিনীরূপে এসেছেন অনুপমা নাম্নী অপর এক শ্রমণী।

সম্রাট প্রসেনজিৎ স্নিগ্ধ, স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বললেন, ভদ্রে! আপনি আমার কন্যা-তুল্যা। আপনার দুরদৃষ্টের কাহিনী স্বয়ং শ্রমণ গৌতমের নিকট আমি অবগত হয়েছি। আমি কোশলসম্রাট প্রসেনজিৎ। আপনার মাতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সম্মান এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সহ আমি একটি আবেদন জ্ঞাপন করছি। আমার অনুমান শ্রমণীসংঘে এই সন্তানপালনে ক্রমেই আপনার বিবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হবে। সেই কথা বিবেচনা ক'রে আপনি যদি এই শিশুর দায়িত্বভার আমার উপর অর্পণ করেন তবে আমি সানন্দেই সে দায়িত্বভার পালন করবো। আমার প্রাসাদে আপনার সমবয়স্কা স্তন্যধাত্রী একাধিক আছেন। আপনার সন্তানের কোনোরূপ অযত্ন হবে না, এ প্রতিশ্রুতি আমি দান করছি। আপনি কি আমার প্রস্তাবে সম্মতা হবেন?

অশ্রুবাষ্পসিক্ত নয়নে বুদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন কাশ্যপা।

বুদ্ধ বললেন, ভগিনী, তুমি এই শিশুর জননী। তোমার সম্মতি কিম্বা অসম্মতিই এই শিশুর সম্বন্ধে চূড়ান্ত। তুমি যদি সম্রাটের প্রস্তাবে সম্মতা হও তবে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে পারো। কিন্তু যদি তোমার বিন্দুমাত্র অসম্মতি থাকে তবে শিশুকে নিজবক্ষে ধারণ করে স্বচ্ছন্দে প্রস্থান করতে পারো।

কাশ্যপা কয়েকমুহূর্ত নিস্পন্দের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধীরপদে অগ্রসর হয়ে নতজানু হলেন বুদ্ধের সম্মুখে। পীতচীবরে আবৃত শিশুকে বুদ্ধের সম্মুখে তৃণশষ্পের উপর অতি সন্তর্পণে রেখে অশ্রুরুদ্ধস্বরে বললেন, আমি সম্মতা, প্রভু!

*　　　*　　　*　　　*

উরুবিল্বে সম্বোধিলাভের পর ঊনত্রিংশ বর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে।

এই ঊনত্রিংশ বর্ষ যাবৎ চাতুর্মাস্যের কালটুকু ব্যতীত অবিরাম পরিব্রাজন করেছেন বুদ্ধ। কোশল, মগধ, বৃজি, মল্ল, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, শূরসেন, অবন্তী—সকল রাজ্যেই প্রচারিত হয়েছে সদ্ধর্ম।

সম্পূর্ণ নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাপনের জন্য বুদ্ধের দেহ সম্পূর্ণ সবল এবং সুস্থ। তৎসত্ত্বেও দেহে অতি ক্ষীণভাবে বার্ধক্যের লক্ষণ সদ্য পরিস্ফুট হ'তে আরম্ভ হয়েছে।

আনন্দ একদিন বললেন, শাস্তা! দীর্ঘকাল যাবৎ আপনি অক্লান্তভাবে পরিব্রাজন করেছেন। বর্তমানেও সেই একই প্রকার নিরলস পরিশ্রম দেহের পক্ষে সহনীয় হবে কি?

সারীপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়নও অদূরে উপবিষ্ট। আনন্দের এই প্রশ্নে তাঁরাও সমর্থন জ্ঞাপন করলেন।

বুদ্ধ বললেন, আনন্দ, জরা, বার্ধক্য ইত্যাদি প্রকৃতিরই অমোঘ বিধান। শ্রমণ গৌতম মনুষ্যসন্তান। প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায় বার্ধক্য, জরা এ-দেহেও আসবে। যেদিন প্রাণস্পন্দন স্তব্ধ হবে সেদিন একখানি অচেতন, জড় কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে এই দেহের কোনো পার্থক্য থাকবে না। সুতরাং তার পূর্ব পর্যন্ত দেহ যতক্ষণ সচল এবং কর্মক্ষম থাকবে ততক্ষণ নিষ্ক্রিয়ভাবে দিন যাপন করবো কেন?

কথোপকথন হচ্ছিল পূর্বারাম বিহারে।•

অল্প কিছুকাল আগে উপাসিকা বিশাখা শ্রাবস্তীনগরীর পূর্বপ্রবেশ-তোরণের অনতিদূরে নগরবহির্দেশে এক নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশে এই শ্রমণবিহারটি নির্মাণ করেছেন। বুদ্ধ যেদিন প্রথম শ্রাবস্তী নগরীতে পদার্পণ করেছিলেন সেদিন তাঁর আগমনপথ ছিল ওই পূর্বতোরণ। সেই কারণেই বিশাখা বিহারটি ওইস্থানেই নির্মাণ করেছেন এবং নাম দিয়েছেন 'পূর্বারাম।'

সান্ধ্য ধ্যান এবং ধীরচারণা সমাপ্তির পর সারীপুত্র, মৌদগল্যায়ন এবং আনন্দের সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনার জন্য বুদ্ধ তাঁদের আহ্বান করেছেন। কক্ষে একটি প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপটি উজ্জ্বল।

—কোথায় শ্রমণ গৌতম? কোথায় তিনি? আমি তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই!

হঠাৎ নারীকণ্ঠের উচ্চকিত শব্দে কক্ষের নীরবতা ভঙ্গ হল। দ্বারপথে দ্রুতবেগে প্রবেশ করলেন এক মধ্যযৌবনা নারী। সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা সেই নারী কক্ষের ভিতর প্রবেশ করেই খলখল করে অট্টহাসি হেসে বললেন, আপনাদের মধ্যে কে সেই শ্রমণ গৌতম?

তাঁর প্রশ্নের পূর্বেই তাঁকে বিবস্ত্রা দেখেই বুদ্ধ, আনন্দ, সারীপুত্র এবং মৌদগল্যায়নের আনত দৃষ্টি ভূমিতলে নিবদ্ধ হয়েছে।

পুনর্বার অপ্রকৃতিস্থ খলখল হাস্যে কক্ষের নৈঃশব্দকে উচ্চকিত করে নারী বললেন, শ্রমণ! আপনারা কি নগ্ন নারীদেহ দর্শনে ঘৃণা বোধ করছেন, তাই অধোমুখ? কিন্তু আমিতো বিন্দুমাত্র লজ্জিতা নই? আমি যে উন্মাদিনী! আমার আবার বস্ত্রের প্রয়োজন কী?

অধোবদনেই বুদ্ধ বললেন, ভগিনী, আমরা ঘৃণা করিনি। দেহের লজ্জানিবারণ একটি অবশ্য পালনীয় শিষ্টাচার। তুমি উন্মাদিনী নও! এই নাও অঙ্গাবরণ-বস্ত্র। দেহ আবৃত করো। তারপর তোমার প্রশ্ন আমি সম্পূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গেই শ্রবণ করবো এবং আমার সাধ্য অনুযায়ী উত্তর দানের প্রচেষ্টা করবো ভগিনী!

নতদৃষ্টিতেই নিজদেহের ঊর্ধাঙ্গ-আবরক চীবরখণ্ড সেই নারীর নিকটে ভূমিতলে

নিক্ষেপ করলেন বুদ্ধ। একটি নারীদেহ সম্পূর্ণ আবৃত করবার পক্ষে সেই চীবর-খণ্ড পর্যাপ্ত নয়। সারীপুত্র, মৌদগল্যায়ন এবং আনন্দ-ও তাঁদের ঊর্ধাঙ্গের চীবর একইভাবে নারীর উদ্দেশে নিক্ষেপ করলেন।

—আপনারা আমাকে সবস্ত্রা দেখতে চান? তাই হোক!—ব'লে চীবর খণ্ড-গুলিদ্বারা অনভ্যস্তভাবে নিজ দেহকে আবৃত করলেন নারী। তারপর বললেন, আপনিই তাহলে শ্রমণ গৌতম? আপনার অনুরোধ আমি রক্ষা করেছি। এবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারেন। কিন্তু শ্রমণ! সকলেই বলে, পটাচারা উন্মাদিনী কিন্তু আপনি বলছেন, আমি উন্মাদিনী নই। আপনি কি এর পূর্বে আমাকে কখনো দেখেছেন? আমার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও জানেন?

—না ভগিনী, তোমাকে আমি দেখিনি, তোমার সম্বন্ধে কিছুই জানি না। কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর এবং দৃষ্টিই প্রমাণ করছে, হয়তো সাময়িক কোনো মানসিক আঘাতে তুমি বিপর্যস্তা—যথার্থ উন্মাদিনী তুমি নও!

নারী যুগপৎ বিস্ময় এবং সন্দেহের দৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত দেখলেন বুদ্ধকে। তারপর পুনর্বার অট্টহাস্য হেসে বললেন, ভ্রান্ত! আপনি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, শ্রমণ! আপনি না বোধিলাভ করেছেন? সমগ্র জীবনব্যাপী শোক-দুঃখের উপর্যুপরি দুঃসহ আঘাত আর সাময়িক আঘাত কি এক?

—না, ভগিনী, এক নয়। কিন্তু শোক-দুঃখ মানুষের জীবনে অনিবার্য বাস্তব। তার আঘাত থেকে কোনো জীবেরই পরিত্রাণ নেই। শোক-দুঃখকে যদি দুঃস্বপ্নরূপে জ্ঞান করতে পারো তবে সে আঘাতকে অনায়াসে সহ্য করবার শক্তি তুমি নিশ্চয়ই লাভ করবে!

নারী প্রচণ্ড ক্ষিপ্তস্বরে বললে, লোকে বলে আপনি বোধিলাভ করেছেন। এই কি বোধির নিদর্শন? যে রূঢ় বাস্তব শোক-দুঃখ আমার জীবনকে আঘাতে আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিয়েছে, আমাকে পথের ভিখারিণী করেছে—সেই দুঃসহ বাস্তবকে আমি দুঃস্বপ্ন বলে মনে করবো? কেউ তা পারে? উঃ, এ অভাগিনীর দুঃখ কেউ বুঝতে চায় না, কেউ শুনতে চায় না সেই অসহ্য ভয়ঙ্কর জীবনকাহিনী!

অকস্মাৎ প্রবল অশ্রুবেগ নেমে এলো নারীর কপোল বেয়ে। সুতীব্র দুঃখাবেগে কম্পিত কলেবরে বিবশার ন্যায় তিনি ভূমিতলে লুণ্ঠিতা হলেন।

—ভগিনী, অশ্রুমার্জন করো। আমি শ্রবণ করবো তোমার জীবনকাহিনী।

—আপনি শুনবেন?—আকুল আগ্রহে শীর্ণ কম্পিত হস্তের ওপর দেহভার ন্যস্ত ক'রে তিনি উঠে বসলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর আগ্রহ রূপান্তরিত হল হতাশায়।—কিন্তু আপনি তো গৃহত্যাগী শ্রমণ! গৃহী নর-নারীর চিন্তা-ভাবনা, কামনা-বাসনা আর প্রণয়-লিপ্সার বিচিত্র গতিপ্রকৃতির স্বরূপ কিছুই আপনি তো জানেন না!

—জানি ভগিনী। ঊনত্রিংশ বর্ষ বয়সকালে আমি গৃহত্যাগ করেছি। তার পূর্বে গৃহীজীবনই যাপন করেছি।

—আপনার প্রণয়িণী ছিল?

—আমার বিবাহিতা পত্নীই ছিলেন আমার প্রণয়িণী।

—আপনি তাহ'লে নারী-সঙ্গ করেছেন? জর্জরিত হয়েছেন কামতৃষ্ণায়?

—হ্যাঁ, তাও সত্য।

—কিন্তু শোক?

—অপর ব্যক্তির শোকের মর্মন্তুদ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু সংসারত্যাগের পূর্বে নিজের জীবনে সেই জাতীয় অভিজ্ঞতা হয়নি।

—তৎসত্ত্বেও আপনি শোকের আঘাতকে মর্মন্তুদ বলছেন?

—শ্রমণের নিকট নয়। কিন্তু গৃহীর নিকট অবশ্যই মর্মন্তুদ।

—তাহলে আমার জীবন-কাহিনী আপনার নিকট বলতে পারি।

পুনর্বার অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো নারীর চক্ষুর্দ্বয়।—শ্রমণ! লোকে বলে পটাচারা মহাপাপিষ্ঠা। সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা হয়েও সে বিকৃত কামপরবশার ন্যায় নিতান্ত অন্ত্যজ অনার্য এক যুবক ভৃত্যকে বরণ করেছিল বলে তার এই দুর্দশা। কিন্তু শ্রমণ! আপনি বিশ্বাস করুন, আমি বিকৃত কামনার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে সে-কার্য করিনি। আমি তাঁকে কেবল দেহ নয়, আমার হৃদয়ও সম্পূর্ণভাবেই সমর্পণ করেছিলাম! উচ্চকুলে এখনো কত দ্বিচারিণী, বহুচারিণী রয়েছেন যাঁরা তাঁদের ব্যভিচার সুকৌশলে সংগোপন ক'রে সসম্মানে গৃহিণীজীবন যাপন করছেন। বিবাহিত স্বামীর অগোচরে অন্য পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্তা হয়েও তাঁরা নিষ্পাপ! আর আমি দরিদ্র অনার্য গৃহভৃত্যকে জীবনের একমাত্র প্রণয়াস্পদরূপে হৃদয়ে বরণ করেছিলাম বলেই আমি মহাপাপিষ্ঠা?

—ভগিনী পটাচারা, তোমার সেই প্রেম যদি একনিষ্ঠ হয় তাহলে কোনোক্রমেই তুমি পাপিষ্ঠা নও!

—আপনি এ-কথা বলছেন? আমি পাপিষ্ঠা নই! তাহলে অদৃষ্টের এ দুঃসহ অভিশাপ কেন আমাকে হৃতসর্বস্বা করে দিল? কেন আমার আজ এই দুর্গতি?

বুদ্ধের সম্মুখে ভূলুন্ঠিতা হয়ে ব্যাকুল ক্রন্দন করতে লাগলেন পটাচারা।—প্রভু! শোকে-দুঃখে আমি অর্ধউন্মাদিনী হয়েছিলাম। তারপর লোকের ঘৃণা-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আমাকে সম্ভবত পূর্ণ উন্মাদিনীই ক'রে দিল। আমি লোকালয়ে আসতে সাহস পাইনি। পরিধানের জীর্ণ বস্ত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হ'য়ে যাওয়ার পর সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়েই বনে বনে আমি দিনাতিপাত করে চলেছি। কয়েক দিন আগে বনের মধ্যে এক বৃদ্ধ দরিদ্র কন্দ-সংগ্রাহক আমাকে সস্নেহে মাতৃসম্বোধনে বললেন, তুমি শ্রমণ গৌতমের নিকট গমন করো, তিনিই হয়তো তোমাকে শোক-দুঃখ-তাপ নিবারণের উপায় নির্দেশ করতে পারবেন। প্রভু! দীর্ঘকাল পরে পিতৃসদৃশ সেই বৃদ্ধের নিকট পেলাম মমতার স্পর্শ, তারপর আপনিই দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি আমাকে স্নেহস্পর্শ দান করলেন! আমার জীবনকাহিনী শুনে আপনি আমাকে এই দুঃসহ জ্বালা থেকে মুক্ত করুন! আমি আর সহ্য করতে পারছি না—

—ভগিনী, ওঠো। অশ্রু সম্বরণ করো। বিবৃত করো তোমার জীবনকাহিনী। মনে করো যেন নিকটজনের সম্মুখে তোমার ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের বিবরণ দিয়ে নিজের হৃদয়ের ভীতি অপনোদন করছ!

—না, প্রভু, এ আমার স্বপ্ন নয়—নির্মম বাস্তব! কেবল আঘাত আর আঘাত। অতীতের বহু কথাই বিস্মৃত হয়েছি আমি। সুন্দর একটা নাম ছিল আমার। তাও মনে নেই। লোকে আমার বিভিন্ন অস্বাভাবিক আচরণে পাপিষ্ঠারূপে ঘৃণাভরে আমাকে বলে পটাচারা। আমিও তাই পটাচারাই বলি। প্রভু, আপনি শ্রবণ করুন আমার কাহিনী। বড়ো নিষ্ঠুর, বড়ো নির্দয়, বড়ো ভয়ঙ্কর অদৃষ্ট আমার!

...কৈশোর-যৌবনের সন্ধিকাল থেকেই কাহিনীর সূচনা।

শ্রাবস্তীর অন্যতম ধনাঢ্য এক শ্রেষ্ঠীর একমাত্র কন্যা পিতামাতার নয়নের মণি। জন্মকাল থেকেই বিলাস-বৈভব আর প্রাচুর্যের মধ্যেই একটু একটু ক'রে বড়ো হয়ে উঠলো পটাচারা। অতি আদরিণী বলেই হয়তো স্বভাবে কিছু পরিমাণে অনমনীয়া কিন্তু দুর্বিনীতা কোপনস্বভাবা নয়। বরঞ্চ অন্যান্য ধনীকন্যার তুলনায় তার স্বভাবে যথেষ্ট বৈপরীত্যই আছে। সে সংগীত ভালোবাসে, সুকুমার কলা তার প্রিয়। বীণাবাদন, চিত্রাঙ্কন, মাল্যরচনা—সকল বিষয়েই তার অপরিমিত আগ্রহ। সকলের প্রতি তার আচরণও অমায়িক। পটাচারার চরিত্রে ওই একটি মাত্রই ত্রুটি—হঠাৎ কোনো বিষয়ে কোনো সঙ্কল্প স্থির করলে, তার পূর্ণতা আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত সে পশ্চাদ্‌পদ হবে না অথবা কেউ তাকে সংকল্পচ্যুতা করতে পারবে না।

এই পটাচারার কৈশোরেই তাদের গৃহে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হয়েছিল উপালি নামক এক অনার্য যুবক। সুঠামদেহী যুবক উপালি নম্র, মিষ্টভাষী, কর্তব্যপরায়ণ। জন্মসূত্র এবং দারিদ্র্য তাকে গৃহভৃত্যের জীবিকা অবলম্বনে বাধ্য করলেও তার হৃদয় দরিদ্র নয়। দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও সে সদাপ্রসন্ন। সহকর্মী অন্যান্য গৃহভৃত্যের প্রতি সর্বদা সে নিবিড় সহানুভূতিসম্পন্ন। তাদের ব্যাধিসন্তাপকালে শয্যাপার্শ্বে আর কেউ উপস্থিত না হোক, উপালি অবশ্যই উপস্থিত। কৈশোরপ্রান্তে পটাচারা একবার প্রচণ্ড ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল। সে-সময় শয্যাপার্শ্বে উৎকণ্ঠিত মাতাপিতাকে সে প্রায় সর্বক্ষণই দেখেছে। সুস্থ হওয়ার পর এক পরিচারিকার নিকটে জেনেছিল, সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পরেও গভীর রাত্রিতে অন্যান্য পরিচারিকাদের মুখ থেকে রোগিণীর সংবাদ নিয়ে কক্ষের বহির্দেশে অদূরে কোথাও বসে বিনিদ্র রজনী যাপন করতো উপালি। যদি প্রয়োজনে ভিষকের গৃহে যেতে হয়!

কিশোরী-হৃদয় নিজেরই অজ্ঞাতসারে কখন যে সেই ভৃত্যের প্রতি মুগ্ধা হয়েছিল তা সে নিজেই জানে না। কৈশোর উপনীত হল যৌবনে। নবোদ্ভিন্না যুবতীর হৃদয় একদিন আবিষ্কার করলো তার নবপ্রস্ফুট কুমারী-হৃদয়ের নিষ্কলঙ্ক প্রেম একান্ত সঙ্গোপনে নিবেদিত হয়ে আছে গৃহভৃত্য উপালির উদ্দেশে।

অকস্মাৎ একদিন কুমারীর সঙ্গোপন প্রেম ব্যাকুল ব্যস্ততায় আত্মপ্রকাশ করলো।

আসন্ন সন্ধ্যার প্রাক্কালে পটাচারার কক্ষে দীপালোক প্রজ্বালন ক'রে প্রস্থানোদ্যত উপালির পথরোধ করলেন যুবতী। তাঁর পিতা কন্যার বিবাহ স্থির করেছেন শ্রাবস্তীরই এক ধনী শ্রেষ্ঠী যুবকের সঙ্গে। বিবাহের দিবস পর্যন্ত ধার্য হয়ে গেছে। কিন্তু সে-বিবাহ পটাচারার অবাঞ্ছিত। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নে যে-পুরুষকে তিনি হৃদয় সমর্পণ করেছেন, তাঁকে ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষকে বরণ করতে তিনি পারবেন না!

স্তম্ভিত বিস্ময়ে উপালি বললেন, এ কি অসম্ভব চিন্তা দেবি! আপনি সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠীকন্যা আর আমি অতি নগণ্য দরিদ্র অনার্য এক ভৃত্যমাত্র! এ-চিন্তা আপনার পক্ষে অনুচিত। আপনার পিতা কত সম্ভ্রান্ত ধনী যুবকের সঙ্গে আপনার বিবাহ ধার্য করেছেন—

—ধার্য করেছেন বলেই তো এই সংকটকালে তোমার সম্মুখে আমার হৃদয়ের সত্যকে উন্মোচিত না করে আমার উপায় ছিল না, উপালি!

স্তম্ভিত ব্যাকুল বিব্রত কণ্ঠে উপালি বললেন, দেবি! আপনি আত্মস্থা হোন। আপনার পিতা আপনার জন্য উপযুক্ত পতিই নির্বাচন করেছেন—

—না, না, না, আমার উপযুক্ত পতি একমাত্র তুমি!

—দেবি! আমি অনার্য, আমি ঘৃণ্য গৃহভৃত্য—আমি দরিদ্র!

—তোমাকে যে ঘৃণ্য বলে সে-ই ঘৃণ্য। আমি জানি, তুমি দরিদ্র কিন্তু হৃদয়ের সম্পদে তুমি যে বহু শ্রেষ্ঠীর চেয়েও বিত্তবান! আমার বিলাস-বৈভবে কোনো প্রয়োজন নেই! আমি চাই আমার প্রেমাস্পদের চিত্ত-সম্পদ। তা আমি পেয়েছি। উপালি, তোমাকে স্বেচ্ছায় আমি আমার স্বামীর আসনে স্থাপন করেছি, তুমিই আমার হৃদয়ের অধীশ্বর! অন্য পুরুষ সে রাজরাজেশ্বর হলেও তাকে দেহ-মন সমর্পণ করে আমি দ্বিচারিণী হতে পারবো না!

উপালি নির্বাক, হতচেতন।

—তুমি যদি আমার এ-প্রেম গ্রহণ না করো, আমি বিষপানে আত্মহনন করবো তবু দ্বিতীয় পুরুষের অঙ্কশায়িনী হবো না। কোনোমতেই না—

এই অনমনীয়া নারীকে তাঁর কৈশোরকাল থেকেই দেখেছেন উপালি। তিনি স্পষ্ট অনুভব করছেন, শ্রেষ্ঠীকন্যার প্রণয়নিবেদন ঐকান্তিক। অপ্রত্যাশিত আনন্দে তিনি শিহরিত হয়ে উঠছেন। অন্যদিকে প্রবল সংকট। নিয়োগকর্তা প্রভুর নিকট যে তিনি অতি ঘৃণ্য বিশ্বাসহন্তারূপে গণ্য হবেন!

—দেবি! এই অসম-প্রণয়ে আপনার পিতামাতার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হবে—

—হয়তো হবে। তা আমিও জানি, উপালি। কিন্তু তুমি অসম-প্রণয় বলছ কেন? আমি ধনী শ্রেষ্ঠীকন্যা আর তুমি দরিদ্র ভৃত্য ব'লে? যে ধনী যুবকের সঙ্গে পিতা আমার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করেছেন, তাঁর যদি জন্ম হত দরিদ্রকুলে? উপালি, প্রিয়তম আমার! এ-সব অর্থহীন যুক্তি দেখিয়ে আমাকে তুমি নিরস্ত করতে চেয়ো না! তুমি হৃদয়বান পুরুষ আর আমি তোমার গুণমুগ্ধা প্রণয়িণী নারী—এই পরিচয়টুকুই আমার নিকট সবচেয়ে মূল্যবান! আমাকে নিয়ে অবিলম্বে তোমাকে শ্রাবস্তী থেকে পলায়ন করতে হবে!

—পলায়ন!—বিমূঢ় অস্ফুটকণ্ঠে বললেন উপালি।

—হ্যাঁ প্রিয়তম! আমি আমার মাতাপিতার নয়নপুত্তলিকা। যদিও আমার ভ্রাতা আছেন কিন্তু কন্যা বলতে একমাত্র আমি। আমার এ-আচরণে মাতাপিতার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে তা ভেবে আমার চক্ষু অশ্রুপরিপূর্ণ হচ্ছে কিন্তু আমি এ-নিষ্ঠুর সত্যকেও জানি, সামাজিক আভিজাত্য অগ্রাহ্য করে তাঁরা তাঁদের আদরিণী কন্যার স্বামী-নির্বাচনকে কোনোক্রমেই অনুমোদন করবেন না। অথচ আমিও দ্বিচারিণী হতে পারবো না!

—কিন্তু দেবি—

—দেবী নয় উপালি— আমি তোমার প্রিয়তমা। আমার নাম ধরে ডাকো!

—পটাচারা, আমি সহায়-সম্বলহীন। ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট—

—আমি দারিদ্র্যবরণ করতে প্রস্তুত।

—দারিদ্র্যের রূপ যে কি কঠোর, কি নির্মম, সে অভিজ্ঞতা আপনার নেই!

—আমিও অভিজ্ঞতা অর্জন করবো। জন্মাবধি এতকাল তো বিলাস-ব্যসনের মধ্যেই দিন যাপন করেছি, অবশিষ্ট জীবন না হয় দরিদ্র জীবনই যাপন করবো।

আমি মানসিক সুখের প্রত্যাশিনী, অর্থ সম্পদে আমার স্পৃহা নেই। উপালি, তুমি আমার কৈশোরকাল থেকেই আমাকে জানো। আমার সংকল্প অটল। হয় তুমি আমাকে গ্রহণ করবে নয়তো আমি বিষপান করবো!

উপালি মৃদু কম্পিত স্বরে বললেন, তোমাকে বিষপান করতে হবে না পটাচারা। তোমার এই অমূল্য প্রেমের যথাযোগ্য সম্মানদানের জন্য আমরণ চেষ্টা করবো আমি!

কয়েকমুহূর্ত নীরব থেকে কাহিনীর পরবর্তী অংশ বলতে আরম্ভ করলেন পটাচারা।

—প্রভু! বিবাহের জন্য নির্ধারিত দিনের আগেই উপালির সঙ্গে গৃহত্যাগ করলাম আমি। শ্রাবস্তী থেকে বহুদূরে এক অরণ্যপ্রান্তে একটি পর্ণকুটির প্রস্তুত করলেন আমার স্বামী। হ্যাঁ, উপালিই তো আমার স্বামী! আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয়নি সত্য কিন্তু আমাদের প্রেম? আমি আমার ঐকান্তিক প্রেমে তাঁর পত্নী। তিনি তাঁর ঐকান্তিক প্রেমে আমার স্বামী! আমাদের সেই পর্ণকুটিরই ছিল আমার স্বর্গ!

জীবিকা নির্বাহের অন্য কোনো উপায় না থাকায় আমার স্বামী বন থেকে কাষ্ঠ আহরণ করেএনে যৎসামান্য দু'এক কার্ষাপণ উপার্জন করতেন। সেই অকিঞ্চিৎকর অর্থেই কিন্তু আমাদের স্বপ্নমধুর দিনগুলি অতিবাহিত হত।

আমার কোলে এলো প্রথম পুত্রসন্তান। আমার স্বামীর নিবিড় প্রেমের শ্রেষ্ঠতম দান। কয়েকবর্ষ পরেই আমি দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হলাম। সন্তানের জননী হ'য়েই জনক-জননীর অনুভূতির গভীরতা উপলব্ধি করেছিলাম। আমার স্নেহময় পিতা এবং স্নেহময়ী মাতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সেই সময় আমার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমার স্বামী বললেন, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পদব্রজে অত দূরের পথে যাত্রা করা উচিত হবে না। তিনি ঠিকই বলেছিলেন। সিদ্ধান্ত করা হল, দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শরীর স্বাভাবিকভাবে সুস্থ হ'লে তিনি আমাকে শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী কোনো অতিথিশালা পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পিতৃগৃহ থেকে আমি প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করবেন। কারণ, অপত্য-স্নেহের প্রাবল্যে পিতামাতার নিকট আমি গৃহীত হলেও তিনি যে চূড়ান্ত অনাদৃত এবং হয়তো বা অপমানিত হবেন, সেই সম্ভাবনাই ছিল স্বাভাবিক।

অল্পকাল পরেই ভূমিষ্ঠ হল আমার দ্বিতীয় পুত্রসন্তান। কিন্তু প্রভু, তার জন্মলগ্ন থেকেই সম্ভবত আমার নির্মম নিয়তি নিষ্করুণভাবে সক্রিয় হল!

তখন শীতঋতুর মধ্যভাগ। শৈত্যপ্রবাহে জীবকুল এমন কি বৃক্ষলতা পর্যন্ত নির্জীবপ্রায়। কুটিরের অভ্যন্তরভাগ উষ্ণ রাখতে না পারলে নবজাত শিশুর প্রাণরক্ষা হবে না। অথচ কুটিরে পর্যাপ্ত কাষ্ঠ এবং শুষ্ক তৃণ তখন নেই। এক অপরাহ্নে আমার স্বামী বনের অভ্যন্তরে গমন করলেন। তার অল্পকাল পরেই আরম্ভ হল উন্মত্ত ঝঞ্ঝা এবং বৃষ্টির তাণ্ডব। দিনের আলো ম্লান হয়ে নেমে এলো রাত্রির অন্ধকার। আমি তখন প্রতিমুহূর্তেই প্রতীক্ষা করছি আমার স্বামীর পরিচিত পদধ্বনির আশায়। কিন্তু ব্যর্থ প্রতীক্ষা! ঝঞ্ঝার তাণ্ডব ক্ষান্ত হ'ল, রাত্রি শেষ হয়ে দিনের আলো ফুটে উঠলো কিন্তু তিনি কোথায়? ব্যাকুল হৃদয়ে আমি তাঁর সন্ধানে যাত্রা করলাম বনের পথে। অধিক দূর যেতে হল না। পথের পার্শ্বে এক

বল্মীকের উপর তাঁর দর্শন পেলাম আমি। তাঁর দেহ নিষ্প্রাণ, নিস্পন্দ, নীলবর্ণ! সংগৃহীত কয়েকখণ্ড কাষ্ঠের উপর শয়ন করে আছেন আমার উপালি—আমার দেব-স্বরূপ স্বামী। বল্মীকের কোটর থেকে কোনো বিষাক্ত সর্প মুহূর্তের মধ্যে নির্বাপণ করে দিয়েছে আমার জীবনের সকল স্বপ্নকে।

প্রভু আমার নিকট একটি নিষ্ক কিম্বা কার্ষাপণও ছিল না। আমার দেবতুল্য স্বামীর মৃতদেহের যথাযথ সৎকারও আমি করতে পারিনি। শুষ্কপত্র এবং লতা-গুল্ম দিয়ে সেই দেহকে আচ্ছাদিত করে রেখে পুত্রদ্বয়কে বক্ষে নিয়ে পাগলিনীর ন্যায় শ্রাবস্তীর পথে যাত্রা করলাম আমি। অন্য কোনো সম্বল নেই, সম্বল কেবল মনের শক্তি। কতদিন পরে জানিনা— উপনীত হলাম অচিরবতীর তীরে। ওইতো পরপারে শ্রাবস্তী! এই নদী অতিক্রম করতে পারলেই আমি উপস্থিত হতে পারবো আমার স্নেহময় পিতা-মাতার সম্মুখে! দেহ শীর্ণ, শক্তিও প্রায় নিঃশেষিত। তারই মধ্যে যেন নতুন করে শক্তি অর্জন করলুম। শীতঋতুতে অচিরবতীর গভীরতা সামান্যই থাকে, শ্রাবস্তীর কন্যা আমি তা জানতাম। কিন্তু সেই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় আমার জ্ঞান ছিল না যে শীতঋতুর কালে অচিরবতীর জল হয়ে যায় তুষারশীতল। পুত্রদ্বয়কে বক্ষে নিয়ে জলে অবতরণ করলাম আমি। কিন্তু তারপর?

অকস্মাৎ প্রবল ক্রন্দনাবেগে ভূমিতলে লুণ্ঠিতা হয়ে পড়লেন পটাচারা।

—প্রভু! হিমশীতল জলগর্ভে দেহ আমার সম্পূর্ণ বিবশ। বক্ষোদেশ পর্যন্ত জল অতিক্রম করে আমি অগ্রসর হওয়ার যথাশক্তি চেষ্টা করছি সেই সময় নদীগর্ভে এক শিলাখণ্ডে প্রতিহত হ'য়ে জলে নিমজ্জিতা হলাম আমি। নিজে মস্তক উত্তোলন করলেও তার আগে আমার অবশ হস্ত থেকে পুত্রদ্বয় বিচ্যুত হয়ে গেছে! উঃ, সে যে কি মর্মান্তিক মুহূর্ত! আমি, তখন সর্বস্বান্তা। পাগলিনীর মতো জলগর্ভে অনুসন্ধান করলাম। কিন্তু ব্যর্থ! দানবী অচিরবতী আমার শেষ অবলম্বন দু'টিকে উচ্ছিন্ন ক'রে নিয়েছে!

প্রভু, তবু আমার মৃত্যু হল না! অবশ, অশক্ত দেহে হতচেতনের ন্যায় যখন আমি আমার পিতৃগৃহের নিকট এসে উপস্থিত হলাম, তখন আমার দৃষ্টির সম্মুখে এক ধ্বংসস্তূপ! জানতে পারলাম, কয়েকদিন আগে অকস্মাৎ গৃহপতনের ফলে মৃত্যু হয়েছে আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং দাস-দাসীর। সে অবস্থায় কে না উন্মাদিনী হয়? আমিও উন্মাদিনী হলাম। জগৎ-সংসার আমার নিকট অর্থহীন। অহরহ শোকজ্বালা যার হৃদয়কে দগ্ধ করে চলেছে তার আহার্যেরই বা প্রয়োজন কী, বস্ত্রেরই বা প্রয়োজন কী? আমি বনবাসিনী হলাম। তীব্র জঠরজ্বালায় তবু বন্যফল আহার করেছি কিন্তু বস্ত্রের কোনো প্রয়োজন বোধ করিনি। লোকে বলে, বিবস্ত্রা হয়ে আমি নাকি পতিতার ন্যায় আচরণ করেছি। তাই তারা ঘৃণাভরে আমার নাম দিয়েছে পটাচারা। প্রভু, আপনি কি উপলব্ধি করেছেন, আমিই এ-জগতে সর্বাপেক্ষা অভাগিনী?

—ভগিনী পটাচারা! জন্ম এবং মৃত্যুর অভিজ্ঞতা অর্জন না করে শতবর্ষ জীবিত থাকা অপেক্ষা এই উভয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করে মাত্র একদিনের জন্য জীবনধারণও শ্রেয়। যে কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তুমি উত্তীর্ণা হয়েছ সেই অভিজ্ঞতাই কি তোমাকে এই সত্যের উপলব্ধি দান করেনি যে, স্বামী, পুত্র, পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন কেউই প্রকৃত আশ্রয় নয়?

—হ্যাঁ। সর্বস্ব থেকে বঞ্চিতা হওয়ার পর গভীরভাবে অনুভব করেছি, যে-সকল কাম্যবস্তুকে কেন্দ্র ক'রে এত স্বপ্ন, এত কল্পনা, সেই কাম্যবস্তু আয়ত্তে এলেও কত অতর্কিতে বিনষ্ট হয়, চিরবিলীন হ'য়ে যায়! প্রভু, আমাকে পথের নির্দেশ দান করুন, কোন্ পথে এই অসহ্য জ্বালা থেকে আমি পরিত্রাণ লাভ করতে পারবো?

—ভগিনী! তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী এবং পুত্রদ্বয়ের মধ্যে কার জন্য তোমার শোক সর্বাধিক?

—আমার সন্তানদ্বয়ের। তাদের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

—ভগিনী, তুমি কুমারী অবস্থায় থাকলে পিতা, মাতা এবং ভ্রাতার শোক তোমাকে সর্বাধিক বিচলিত করতো। তোমার ক্রোড়ে কোনো সন্তানের আগমন না হলে তোমার প্রিয়তম স্বামীর বিয়োগবেদনাই তোমাকে সর্বাধিক শোকগ্রস্তা করতো। যে প্রেমাস্পদের জন্য বিলাসবৈভব এবং সামাজিক আভিজাত্য অনায়াসে তুচ্ছ করে চূড়ান্ত দারিদ্র্যের জীবন বরণ করেছিলে, মাতৃত্বলাভের পর সন্তানদ্বয়ের তুলনায় সেই প্রিয়তম স্বামীর বিয়োগব্যথাও তোমার পক্ষে সহনীয়। তাহলে উপলক্ষ্য ব্যক্তির তারতম্যে শোকগভীরতারও তারতম্য ঘটে, তাই নয় কি?

—হ্যাঁ, সে-কথা এখন বুঝতে পারছি।

—ভগিনী! তোমার ন্যায় সন্তানবিয়োগব্যথায় ব্যাকুলা আরো কত জননী রয়েছে, তুমি হও তাদের সান্ত্বনাস্থল। যে মৃত্যুর অমোঘ বিধানকে পরিবর্তন করবার কোনো সাধ্য জীবের নেই, সেই মৃত্যুর স্বরূপকে তুমি একাধিকবার মর্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করেছ। অন্যান্য শোকবিহ্বলা নারীকে দেখে নিজের শোকজ্বালাকে প্রশমিত করো। তুমি তোমার দু'টি সন্তানকে হারিয়ে শোকবিহ্বলা। নগরে, জনপদে তোমারই সন্তানের সমবয়স্ক কত অনাথ, আতুর, স্নেহবঞ্চিত শিশু রয়েছে। তোমার মাতৃস্নেহ প্রসারিত করে দাও তাদের উদ্দেশে। তুমি ছিলে দুটিমাত্র সন্তানের জননী, তুমি হও এমন শত শত শিশুর মমতাময়ী মাতা। দূর হবে তোমার শোক, উপশম হবে তোমার বেদনার। এই পথেই হয়তো তুমি লাভ করবে চিত্তের পরম প্রশান্তি!

বিহ্বল পটাচারা সাশ্রুনয়নে একবার দৃষ্টিপাত করলেন বুদ্ধের প্রতি। পরক্ষণেই ভূলুণ্ঠিতা হয়ে বুদ্ধের চরণে মস্তক রেখে রুদ্ধস্বরে বললেন, প্রভু, আমি তাই করবো। তাই-ই করবো আমি!

॥ ১৯ ॥

কাত্যায়নগোত্র নামে এক নিষ্ঠাবান শ্রমণের জিজ্ঞাসার উত্তরে বুদ্ধ একদিন তাঁকে বলেছিলেন, ভিক্ষু! অধিকাংশ ব্যক্তিই ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে আস্তিক্য এবং নাস্তিক্য —এই দু'টি অন্তের একটিতেই অবিচল থাকে এবং বিবাদ-বিসম্বাদও করে। আমি কিন্তু এই বিষয়ে যেকোনো প্রকার বাদ-বিবাদকে অর্থহীন এবং অনাবশ্যক বিবেচনা করি। সেই কারণেই এই দু'টি অন্ত-কে বর্জন করে আমি মধ্যমার্গের উপদেশ দান করে থাকি।

এই উত্তরদানের অল্প কয়েকদিন পরেই কাত্যায়নগোত্রের প্রশ্নের অনুরূপ

কয়েকটি প্রশ্নসহ জেতবনবিহারে বুদ্ধসকাশে উপনীত হলেন মালুঙ্ক্যপুত্র নামে ভিন্ন পন্থার এক শ্রমণ।

—ভদন্ত। অরণ্যে নির্জনবাসকালে আমার মনে বারম্বার এই প্রশ্নগুলি উদিত হয়েছে, জগৎ শাশ্বত কি অশাশ্বত? দেহ এবং আত্মা অভিন্ন অথবা ভিন্ন। মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম আছে অথবা নেই? আপনার ধর্মদেশনায় এ-সকল প্রশ্নের মীমাংসা আপনি করেননি। আমি মনস্থির করেছি, আপনি যদি এই প্রশ্নগুলির সঠিক মীমাংসায় সক্ষম হন তবে আমি আপনার শিষ্যত্ব বরণ করবো। সক্ষম না হ'লে সে-কথাও আপনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করুন!

স্মিত হেসে প্রশান্ত স্বরে বুদ্ধ বললেন, মালুঙ্ক্যপুত্র! আমি কি কদাপি তোমাকে এরূপ কোনো প্রতিশ্রুতি দান করেছিলাম যে, তুমি যদি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করো তবে তোমার এইসকল প্রশ্নের মীমাংসা আমি করবো?

—না, সেরূপ কোনো প্রতিশ্রুতি আপনি দান করেননি।

—তোমার প্রশ্নের মীমাংসার পূর্বে আমিই তোমাকে একটি প্রশ্ন করছি। কল্পনা করো, কোনো ব্যক্তির দেহে একটি বিষাক্ত শর বিদ্ধ হয়েছে। যন্ত্রণাকাতর সেই ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন তখন কী করবে?

—অবিলম্বে কোনো শল্যবিদ্ ভিষকের শরণাপন্ন হবে।

—কিন্তু ভিষক তাঁর অস্ত্রোপচার কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বেই যদি সেই শরাহত ব্যক্তি এইরূপ পণ করে যে, তার দেহে প্রবিষ্ট শরের নিক্ষেপকারী ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না শূদ্র এবং সেই ব্যক্তি গৌরবর্ণ না কৃষ্ণবর্ণ ; তার শরনিক্ষেপক ধনুটির গুণ কোন্ পদার্থে নির্মিত—এই সকল তথ্য সম্পূর্ণ অবগত না হওয়া পর্যন্ত সেই বিষাক্ত শরকে সে তার দেহ থেকে উৎপাটন করতে দেবে না, সেক্ষেত্রে সেই আহত ব্যক্তির পরিণতি কী হবে?

—বিষক্রিয়ায় অনতিবিলম্বেই তার মৃত্যু হবে।

—মালুঙ্ক্যপুত্র! অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি পণ করে যে জগৎ শাশ্বত কিম্বা অশাশ্বত, দেহ এবং আত্মা অভিন্ন অথবা ভিন্ন, মৃত্যুর পর জীবের পুনর্জন্ম হয় কিনা—এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া সে কোনো কুশলকর্ম এবং ধর্মাচরণ করবে না, সেক্ষেত্রে মীমাংসার পূর্বেই তার মৃত্যু ঘটলে সকল প্রশ্নই তার নিকট অমীমাংসিত থেকে যাবে, তাই নয় কি?

—হ্যাঁ, ভদন্ত। কারণ, মৃত্যুর পরে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব কিনা, তা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

—যথার্থ! এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা হোক অথবা না-ই হোক, বাস্তব জীবনে দুঃখ, শোক, জরা এবং সর্বশেষে মৃত্যুর পরিণাম থেকে কিন্তু পরিত্রাণ নেই। সুতরাং এই সকল বিষয়ে কূটতর্কজাল বিস্তার এবং বাদ-বিসম্বাদকে আমি নিরর্থক মনে করি। কূটতর্ক যত সূক্ষ্মই হোক, তার দ্বারা পাপবৃত্তির নিরোধ হয় না এবং শান্তি, প্রজ্ঞা অথবা নির্বাণলাভও সম্ভব হয় না। মনুষ্যজীবনে দুঃখের অন্ত নেই। জীবের বিভিন্ন তৃষ্ণা থেকেই উৎপন্ন হয় সেই দুঃখসমষ্টি। আমি সেই কারণেই ওই নিরর্থক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে নির্বাক থাকি এবং অষ্টাঙ্গিকমার্গ সাধনায় তৃষ্ণা আর দুঃখ-নিরোধের পথ নির্দেশ করি। মৃত্যুর পরে কী হবে না হবে সেই অজ্ঞাত

বিষয়ের চিন্তায় কালক্ষেপ না করে কুশলকর্মের দ্বারা শ্রমণ এবং গৃহী উভয় জীবনেই কল্যাণ প্রতিষ্ঠাকেই আমি সর্বাধিক গুরুত্ব দান করি।

বুদ্ধের চরণে প্রণিপাত করে মালুংক্যপুত্র বললেন, ভদন্ত! এই সকল বিষয়ে কূটতর্কে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এবং অন্যান্য কয়েকটি শ্রমণসম্প্রদায়ে আগ্রহ অতি প্রবল। সেই বাদানুবাদেই এযাবৎকাল আমারও আগ্রহ সমধিক ছিল। আর আমার প্রশ্ন নেই। সহজতম মীমাংসার সূত্র আজই আমি লাভ করলাম। আমাকে সদ্ধর্মে আশ্রয়দান করুন!

এ-বর্ষের চাতুর্মাস্যা সমাপ্ত হওয়ার পর রাজগৃহে গমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেছেন বুদ্ধ।

সারীপুত্র একদিন বললেন, শাস্তা! দীর্ঘকাল যাবৎ আপনি পরিব্রাজন করছেন। বর্তমানে একই প্রকারে নিরলস পরিশ্রম দেহের পক্ষে সহনীয় হবে কি?

—তুমিও আমাকে নিবৃত্ত করবার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছে সারীপুত্র? আমার দেহ এখনো জরাগ্রস্ত হয়নি, তৎসত্ত্বেও পূর্বের ন্যায় অবিরত পরিব্রাজন বর্তমানে সম্ভব নয়, তা আমিও অনুভব করি। কিন্তু কেবল এই জেতবনবিহার এবং পূর্বারামের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে অবস্থান করলেই তো আমার কর্তব্য সমাপ্ত হবে না! এখনো আমার বহু কর্ম অসমাপ্ত রয়েছে।

সারীপুত্র বললেন, যদি এমন কোনো কর্ম থাকে যা আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব তবে অনুমতি হলে আমরা আপনার দৈহিকশ্রম কিঞ্চিৎ লাঘব করতে পারি।

—সারীপুত্র! আজ পর্যন্ত যে কয়েকশত ভিক্ষু উপসম্পদালাভ করে সংঘে যোগদান করেছেন তাঁরা সকলেই যদি যথার্থ শ্রমণ হতেন তবে আমার শ্রম বহুগুণেই লাঘব হত। এই শ্রাবস্তীতেই যেমন কোটিকর্ণ, খদিরবণিক, রেবত অথবা শান্তকায়ের ন্যায় সর্বপ্রলোভনজয়ী, সুসমাহিত উপশান্ত শ্রমণ অবস্থান করছেন তেমনি লালুদায়ি, বক্কলী, অমোঘরাজ, মহাপারণিকের ন্যায় লোভী, আত্মম্ভরী অথবা বিলাসপ্রিয় শ্রমণও রয়েছেন। বৈশালির শ্রমণীসংঘে একদা-গণিকা উৎপলবর্ণা আজ পবিত্রতার জ্যোতির্মণ্ডিতা সর্বজনপূজ্যা কিন্তু সেই একই শ্রমণীসংঘে দীর্ঘকাল শ্রমণী-জীবন যাপন করবার পরেও একদা আমার বৈমাত্রেয় ভগিনী শাক্যনারী রূপানন্দা আজ পর্যন্ত তাঁর দৈহিক রূপলাবণ্যের গর্বকে জয় করতে পারেননি! ভিক্ষু দেবদত্ত, কোকিলক প্রমুখ শ্রমণের চীবর অঙ্গে ধারণ করেছেন মাত্র, মনে প্রাণে তাঁরা কিন্তু এখনো সেই উদ্ধত, অহংকারী শাক্যক্ষত্রিয়। বিশেষত ভিক্ষু দেবদত্তের দ্বারা রাজগৃহের শ্রমণ-সংঘে যে বিনয়-শৃঙ্খলা বহু পরিমাণে বিঘ্নিত হয়ে চলেছে, সে-সংবাদ তুমিও জানো! এই কারণেই আমার রাজগৃহে একবার উপস্থিত হওয়া আবশ্যক বোধ করছি। পরম অর্হৎ মহাকাশ্যপ, মহাকাত্যায়ন, পূর্ণমৈত্রায়ণীপুত্র এ'রা সকলেই বয়ঃক্রমে আমার অপেক্ষা বহু প্রবীণ। এই বার্ধক্যে তাঁদের পক্ষে পরিব্রাজন আর সম্ভব নয়। সেই কারণে তাঁরা যাতে নির্দিষ্ট একটি স্থানে অবস্থান করে সংঘারামের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, সেইরূপ ব্যবস্থাই আমি করেছি। কিন্তু আমার দেহ এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। আমি পরিব্রাজন ত্যাগ করবো কেন?

আনন্দ কক্ষে প্রবেশ ক'রে সংবাদ দিলেন, সোনক নামে এক পরিব্রাজক শ্রমণ যুবক শাস্তার সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রত্যাশী।

বুদ্ধের নির্দেশে আনন্দ প্রস্থান করলেন এবং অল্পকাল পরেই তাঁর সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলেন সোনক। তাঁর পরিধানে যোগী-শ্রমণের পরিচ্ছদ, দেহ রুক্ষ, মলিন, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায়।

—ভদন্ত! আমি পরিব্রাজক। বিশেষ কারণে কয়েকবর্ষ পূর্বে গৃহত্যাগ করে ঐকান্তিক তপস্যার উদ্দেশ্যেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। এই কয়েকবর্ষে আমি আন্তরিক এবং নিরলসভাবে চূড়ান্ত আত্মনিগ্রহের সকল প্রকার তপশ্চর্যা করেছি। কিন্তু আমি স্পষ্ট অনুভব করছি যে, ওই তপশ্চর্যা দ্বারা আমার কোনো আত্মিক উন্নতি হয়নি এবং হবেও না সে-সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত। সেই কারণেই আমি মনস্থির করেছি, এইবার কৃচ্ছ্রসাধনার সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা অর্থাৎ চূড়ান্ত ভোগ-বিলাসের মধ্যেই নিজেকে আমি নিমজ্জিত করবো। গৃহে প্রত্যাগমন করলে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং অর্থের অভাব আমার হবে না। আমার পিতা প্রভূত বিত্তশালী। তৎসত্ত্বেও তার পূর্বে একবার অন্তত আপনার অভিমত জ্ঞাত হওয়ার জন্য আমি এসেছি। কারণ, আমি শুনেছি, আপনিও একদা এই চূড়ান্ত দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনার তপশ্চর্যায় নিরত হয়েছিলেন।

—হ্যাঁ সোনক, এ-কথা সত্য।

—ভদন্ত! রৌদ্রতাপে দগ্ধ আমার দেহের এই তাম্রবর্ণ এবং প্রায় অনাহারের কৃচ্ছ্রসাধনায় এই যে কৃশ অবস্থা দেখছেন, এ আমার পূর্বতন দেহের প্রেতমূর্তি মাত্র। একদা যে প্রিয়দর্শন যুবক সোনকের সুমিষ্ট বীণাবাদনে বহুজন বিমোহিত হয়েছে, বহু নবযুবতী আকুল প্রেমনিবেদন করেছে, সেই বহুজনের একজনও হয়তো আজ আমাকে চিনতে পারবে না!

—আয়ুষ্মান সোনক! চূড়ান্ত আত্মনিগ্রহমূলক তপশ্চর্যায় আজ তোমার যে মানসিক প্রতিক্রিয়া, আমার-ও সেইরূপ হয়েছিল। দেহ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হওয়ার ফলে আমি প্রায়শই তখন মূর্ছিত অবস্থায় ভূতলে পতিত হতাম। আমার চিন্তাশক্তিও প্রায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছিল। তবে আমি তোমার ন্যায় চূড়ান্ত ভোগ-বিলাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিনি। তুমি কেন এরূপ বিপরীত পন্থার দিকে ধাবিত হতে চলেছ?

—কেন হবো না? আমি মনে করি, আমি পরিপূর্ণ ভাবেই বিভ্রান্ত হয়েছি। সর্বাত্মক নিষ্ঠায় এই কয়েকবর্ষ কঠোর ইন্দ্রিয়সংযম পালন করা সত্ত্বেও মন থেকে কামতৃষ্ণাকে নির্মূল করতে সক্ষম হইনি আমি। নারী-সঙ্গ সম্পূর্ণ বর্জন করা সত্ত্বেও আসঙ্গ-লিপ্সা এই ক্ষীণ, দুর্বল দেহকেও উদ্দেবজিত করে। এই কয়েকবর্ষে আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি, আমার সতীর্থ পরিব্রাজক-পরিব্রাজিকাগণের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক ব্যতিক্রম স্বরূপ শ্রদ্ধেয় তাপস ভিন্ন অন্য সকলেই তপশ্চর্যার সকল অঙ্গই পালন করেন কিন্তু গৃহীসুলভ ঈর্ষ্যা, অসূয়া, লোভ, মিথ্যাভাষণ এমন কি সঙ্গোপন কামচিন্তা থেকে মুক্ত নন। অন্যান্যগণের প্রতি তাঁরা ঈর্ষ্যাপরায়ণ। প্রত্যহ সুখাদ্যের আশায় তাঁরা কেবলমাত্র ধনী গৃহপতিগণের দ্বারেই ভিক্ষার্থে গমন করেন, দেহের আরামদায়ক মসৃণ বস্ত্র ভিক্ষালাভ করলে অতীব পরিতৃপ্ত হন। ভদন্ত! আমি এ-ও জানি বহুসংখ্যক শ্রমণ-শ্রমণী অতি সঙ্গোপনে দেহ-সম্ভোগে লিপ্ত। সেই সকল শ্রমণী এমন কোনোপ্রকার ওষধির সন্ধান রাখেন যা সেবনে গর্ভধারণের আশঙ্কা থাকে না। এইরূপ এক অতিকামুকা শ্রমণীর দ্বারা আমি কয়েকবার

প্রলুব্ধা হওয়ার পর আর আত্মসংযম রক্ষা করতে পারিনি। আমাদের উভয়েরই অঙ্গে ব্রহ্মচর্যের প্রতীক শ্রমণ-চীবর অথচ আমরা দৈহিক সম্ভোগে লিপ্ত! ভদন্ত! চূড়ান্ত কৃচ্ছ্রসাধনার এই যদি পরিণতি হয় তবে মিথ্যা এই তপস্বীর নির্মোক ধারণে লাভ কী? এই কারণেই আমি গৃহীজীবনে প্রত্যাবর্তন এবং ভোগবিলাসে অবশিষ্ট জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তাতে অন্তত কপট আচরণের পাপ থেকে আমি মুক্ত হতে পারবো!

সোনক তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ করলেন। বুদ্ধ কয়েকমুহূর্ত নীরব থাকার পর মৃদুস্বরে বললেন, একদা তুমি বীণাবাদনে পারদর্শী ছিলে তাই না সোনক?

—হ্যাঁ। আমি তন্ময় হয়ে সুরসৃষ্টি করতাম। শ্রোতৃবৃন্দ সত্যই আমার সুর-সৃষ্টিতে মুগ্ধ হত।

—উত্তম। কিন্তু বাদন আরম্ভ করবার পূর্বে তুমি বীণার তন্ত্রীগুলিকে কিরূপ-ভাবে সংযোজন করতে?

—ঈপ্সিত সুরঝঙ্কারের জন্য তন্ত্রীগুলিতে যেরূপ সুরসংযোজন প্রয়োজন।

—তন্ত্রীগুলিকে সর্বাধিক উচ্চগ্রামে সংযোজন করলে ঈপ্সিত সুরঝঙ্কার সৃষ্টি হয় কি?

—না ভদন্ত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত উচ্চগ্রামে সংযোজন করলে বীণাধ্বনি কর্কশ এবং মাধুর্যবিহীন হয়। সুরঝঙ্কারের পরিবর্তে তন্ত্রীগুলি তখন কর্ণপীড়াদায়ক সুরবর্জিত কিছু অবাঞ্ছিত ধ্বনি সৃষ্টি করে মাত্র।

—তন্ত্রী ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না?

—হ্যাঁ, সে-সম্ভাবনাও প্রবল থাকে। অনেকক্ষেত্রেই অতি উচ্চগ্রামে সংযোজিত তন্ত্রী ছিন্ন হ'য়ে যায়।

—সেক্ষেত্রে তন্ত্রী ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তুমি যদি তন্ত্রীগুলিকে সম্পূর্ণভাবে শিথিলবদ্ধভাবে সর্বনিম্নগ্রামে সংযোজন করো, তখন নিশ্চয়ই বীণাযন্ত্রটি তোমার ঈপ্সিত সুমিষ্ট সুরঝঙ্কার সৃষ্টি করবে?

—না ভদন্ত, তা হয় না। শিথিলবদ্ধ তন্ত্রীগুলি কিছু উৎকট ধ্বনি সৃষ্টি করবে মাত্র।

—তোমার বক্তব্য অনুসারে, অতি কঠিনবন্ধ এবং অতি শিথিলবন্ধ—উভয়ক্ষেত্রেই তন্ত্রীগুলি যথার্থ সুরসৃষ্টির প্রতিবন্ধক। তুমি পূর্বেই একথা ব্যক্ত করেছ যে, ঈপ্সিত সুমিষ্ট, স্বাভাবিক সুরঝঙ্কার সৃষ্টির জন্য বীণাযন্ত্রের তন্ত্রীগুলিকে সুরোপযোগী স্থানে যথাযথভবে সংযোজন করা প্রয়োজন।

—হ্যাঁ, বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে সেইরূপই নিয়ম।

—সোনক! এ-বিধান জীবনের ক্ষেত্রেও সমভাবেই প্রযোজ্য। দেহ-মনের উপর সহ্যাতীত কৃচ্ছ্রসাধনের গুরুভার আরোপিত করলে অস্বাভাবিকতারই সৃষ্টি হয়; প্রজ্ঞা অথবা সত্য-জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। এমন কি, বীণাতন্ত্রী ছিন্ন হওয়ার মতো চিত্ত-ও ভ্রষ্ট হতে পারে। তোমার এবং অপরাপর শ্রমণ-শ্রমণী যাদের কথা তুমি বললে, তাদের ক্ষেত্রে সেইরূপই হয়েছে। অপরপক্ষে, ভোগ-বিলাসের আতিশয্যও ওই শিথিলবন্ধ বীণাতন্ত্রীর মতো। ভোগ-বিলাসের আতিশয্য নর-নারীকে সাময়িকভাবে কিছু স্থূল সুখ দান করে মাত্র। চিত্তকে তা যথার্থ সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করে। যদি যথার্থই তুমি সত্যজ্ঞানলাভে আগ্রহী হও তবে চূড়ান্ত

আত্মনিগ্রহমূলক তপশ্চর্যা এবং চূড়ান্ত ভোগবিলাস—এই উভয়বিধ চরম অন্তকে পরিত্যাগ ক'রে হৃদয়স্থ নিষ্ঠা এবং মানসিক শক্তির দ্বারা চিত্তের তন্ত্রীগুলিকে যথাযথভাবে সংযোজন করো। তারপর উদ্দিষ্ট লক্ষ্যপথে অগ্রসর হও!

*　　　*　　　*　　　*

একদিন দিবা দ্বিপ্রহর।

জেতবনবিহারের দিকে উন্মাদিনীর মতো ছুটে চলেছেন জীর্ণবস্ত্রপরিহিতা অতি কৃশকায়া এক নারী। বক্ষে তাঁর সদ্যমৃত শিশুপুত্রের নিথর, নিস্পন্দ দেহ। মূল-গন্ধকুটিবিহারের সম্মুখে এসে এক বক্ষোভেদী আর্তনাদ ক'রে উঠলেন শোকবিহ্বলা জননী।

—কোথায় প্রভু বুদ্ধ? এই অভাগিনীকে দর্শন দান করুন প্রভু! আমাকে রক্ষা করুন—আমাকে রক্ষা করুন!

কক্ষের অভ্যন্তর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এলেন বুদ্ধ।

সদ্যশোকাহতা জননী বুদ্ধের পদতলে শিশুপুত্রের মৃতদেহ রেখে আকুল ক্রন্দনে বলতে লাগলেন, এই অভাগিনীকে অসহ্য শোকজ্বালা থেকে মুক্তিদান করুন, প্রভু! আমার এই পুত্র গতকালও আমার স্তন্যপান ক'রেছে, সুমধুর হাস্যে আমার হৃদয়কে পূর্ণ করেছে। কিন্তু গত রাত্রি শেষভাগ থেকে দেহে প্রবল উত্তাপ। প্রাতঃকাল থেকে ক্রমে নির্জীব হতে লাগলো। প্রভু আমি অতি দরিদ্রা। পর্যাপ্ত আহার্যের অভাবে আমার দেহ কৃশ হয়েছে। লোকে আমাকে তাই বলে কৃশা গৌতমী। আমার কোনো সম্বল নেই। তবু ভিক্ষা করে সামান্য অর্থ নিয়ে ছুটেছিলাম এক ভিষকের কাছে। তিনি এসে দেখে বললেন, আমার পুত্র আর জীবিত নেই। কিন্তু আমার মন সে-কথা বিশ্বাস করছে না। আমার মন বলছে, ও বাঁচবে, আবার বেঁচে উঠবে! প্রভু, আমি শুনেছি যে আপনি আপনার অলৌকিক শক্তিবলে সব কিছুই সম্ভব করতে পারেন। যদি আমার বৎসের সত্যিই মৃত্যু হয়ে থাকে তবে এই দরিদ্রা অভাগিনীর একমাত্র স্নেহের নিধিকে পুনর্জীবন দান করে অভাগিনীকে রক্ষা করুন, প্রভু!

আকুল মর্মভেদী ক্রন্দনে ভূলুণ্ঠিতা হয়ে পড়লেন কৃশাগৌতমী।

বুদ্ধ কয়েকমুহূর্ত মৃত শিশু এবং তার শোকবিহ্বলা জননীর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে তারপর অতি স্নেহার্দ্রস্বরে বললেন, ভগিনী! মৃত্যুতেই জীবনের সমাপ্তি। মৃত আর পুনর্জীবিত হয় না।

—না, হয়। আপনার অলৌকিক স্পর্শে মৃত ব্যক্তিও পুনর্জীবিত হয়েছে, এ-কথা আমি শুনেছি। প্রভু, আমি দরিদ্রা বলেই কি আপনি আমার প্রতি বিমুখ হবেন?

—ভগিনী গৌতমী, আমার নিকট ধনী-দরিদ্রের কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু এ-কথা তোমাকে কে বলেছে যে আমি অলৌকিক শক্তির অধিকারী?

—কত লোকেই তো বলে! তারা বলে, শ্রমণ বুদ্ধ মনুষ্য নন, স্বর্গের দেবতা!

—তারা ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করে, ভগিনী। আমি দেবতা নই, আমি তোমাদেরই মতো মানুষ। আমার কোনো অলৌকিক শক্তিও নেই।

কৃশা গৌতমী মর্মভেদী আর্তনাদ করে বললেন, না, আপনার অলৌকিক শক্তি আছে! আমি বুঝতে পারছি, আমি নিতান্ত দরিদ্রা বলেই আমার প্রতি আপনার

অবহেলা। আমি কোনো ধনীগৃহের বধূ হলে আপনি নিশ্চয়ই এই শিশুকে প্রাণদান করতেন! আপনি এত নিষ্ঠুর?

উন্মাদিনীপ্রায় কৃশা গৌতমীর ভূলুণ্ঠিতা অবস্থা দেখে কয়েকমুহূর্ত কী যেন চিন্তা করলেন বুদ্ধ। তারপর বললেন, ভগিনী গৌতমী, তুমি কি এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিতা হয়েই এসেছ যে আমি অলৌকিক শক্তির অধিকারী?

—হ্যাঁ, আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিতা।—ক্রন্দনজড়িত স্বরেই উত্তর দিলেন কৃশা গৌতমী।

—তোমার বিশ্বাস যখন এত নিশ্চিত তখন আমার পক্ষেও সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। ভগিনী, তোমার এই শিশুকে বক্ষে নিয়ে তুমি এই শ্রাবস্তীনগর অথবা অন্য যে কোনো জনপদে গমন করো। গৃহে গৃহে যাও এবং জিজ্ঞাসা করো, সে-গৃহের কেউ কোনোদিন মৃত্যুকবলিত হয়েছে কিনা? যে-গৃহে শুনবে, তাদের কেউ এযাবৎকাল মৃত্যুবরণ করেনি, কেবলমাত্র সেই গৃহ থেকে একমুষ্টি সর্ষপ ভিক্ষা করে নিয়ে এসো।

—সে-সর্ষপের দ্বারা কী হবে প্রভু?—ব্যাকুল আগ্রহে ভূলুণ্ঠিতা কৃশা গৌতমী উঠে বসলেন।

– তার দ্বারাই হয়তো তোমার অভীষ্ট পূরণ হতে পারে। কিন্তু স্মরণে রেখো, যে-গৃহে এযাবৎকাল মৃত্যুর স্পর্শ ঘটেনি, সেই গৃহের সর্ষপ-ই প্রয়োজন।

– আমি যাচ্ছি প্রভু! দ্বারে দ্বারে যাবো। সর্ষপ সংগ্রহ করে আমি আনবো-ই!

দ্রুত হস্তে সযত্নে মৃত শিশুকে নিবিড়ভাবে বক্ষে বেষ্টন করে সুতীব্র প্রত্যাশার উত্তেজনায় দ্রুতপদে নগরের দিকে যাত্রা করলেন কৃশা গৌতমী।

সায়ংসন্ধ্যা সমাগত।

মূলগন্ধকুটির সম্মুখে ধীর পদচারণা করছেন বুদ্ধ।

অতি ক্লান্ত, অবসন্ন পদে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন কৃশা গৌতমী। বক্ষে তখন আর মৃতপুত্রের সেই ক্ষুদ্র দেহটি নেই।

—ভগিনী, সর্ষপ এনেছ?

—না প্রভু! আমি যখন আপনার নিকট এসেছিলাম তখন শোকে আমি পাগলিনী। আমার অন্য কোনো জ্ঞান ছিল না বলেই আপনার নির্দেশের অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। দ্বারে দ্বারে যাওয়ার পর সর্বশেষে সে-অর্থ আমি উপলব্ধি করেছি। এমন কোনো গৃহ নেই, যে-গৃহ মৃত্যুর স্পর্শ থেকে মুক্ত। প্রভু! বক্ষের ধনকে শ্মশানে সমাধিস্থ করে সেই স্থান থেকেই আমি আসছি। আপনি দৃষ্টিপাত করে দেখুন, আমার চোখে এখন আর জল নেই। প্রভু! আর আমার গৃহজীবন যাপনের আগ্রহ নেই। আমি অবশিষ্ট জীবন শ্রমণীরূপেই অতিবাহিত করবার সঙ্কল্প নিয়ে শ্মশান থেকে যাত্রা করেছি। আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন!

—তোমার শোক রূপান্তরিত হয়েছে প্রশান্তিতে। তুমি এখন উপসম্পদালাভের যোগ্যা। যাও, ওই পথে শ্রমণী-সংঘে গিয়ে অর্হৎ গৌতমীকে বলো, আমি তোমাকে অনুমোদন করেছি।

বুদ্ধের চরণে প্রণাম নিবেদন করে শ্রমণী-সংঘের পথের দিকে অগ্রসর হলেন কৃশা গৌতমী। সায়ংসন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁর অপসৃয়মানা দেহ একটু পরে বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

*　　　*　　　*　　　*

জেতবনবিহার.. পূর্বারাম বিহার...সুগত বুদ্ধ...

এই ক'টি শব্দ ক্রমশই শ্রাবস্তীর আজীবিক, তীর্থিক, নিগ্রন্থী, পরিব্রাজক ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের নিকট অপ্রিয় থেকে অপ্রিয়তর হয়ে উঠেছে। তত্ত্বজ্ঞানী এত পন্থার শ্রমণ সম্মুখে থাকতেও কেন নগরীর নর-নারী ওই তপোভ্রষ্ট অক্রিয়বাদী শ্রমণকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে? কেন ওই কপট, ভণ্ড শ্রমণের ধর্মোপদেশ শ্রবণের জন্য প্রতিদিন নর-নারী জেতবন বিহারে ধাবিত হয়? আর যাঁরা প্রকৃত তপোব্রতী তাঁরাই নাগরিকগণের নিকট অবহেলিত! নগরের অন্যতম ধনী শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ ওই ভ্রষ্টাচারী শাক্যশ্রমণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে মুক্তহস্ত। মৃগধর-পুত্রবধূ ধনশালিনী বিশাখা শাক্যশ্রমণের পরম অনুগত উপাসিকা। সেই নারী নিজে উপাসিকা হ'য়েই ক্ষান্ত হননি, নিগ্রন্থ নাটপুত্রের একদা-অনুগত মৃগধরকে পর্যন্ত ধর্মমত পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তারই ফলে তিনি নাগরিকগণের নিকট গৌরবজনক 'মৃগধরমাতা' আখ্যায় ভূষিতা! এমন কি ওই ভণ্ড শ্রমণ কোশলসম্রাট প্রসেনজিৎকে পর্যন্ত বশীভূত করে রেখেছে! শাক্যশ্রমণ অতি সুদর্শন এবং তার অবয়ব অতীব সুগঠিত তাতে সন্দেহ নেই। তাকে অধিকাংশ ব্যক্তিই যুবক ব'লে ভ্রম করে। বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত নরনারীকে বশীভূত করবার জন্য তার ওই রূপসম্পন্ন অবয়ব অবশ্যই একটি অব্যর্থ অস্ত্র। দ্বিতীয় অব্যর্থ অস্ত্র তার ঘৃণ্য ঋদ্ধিবল। নতুবা রাজগৃহে একদা নিগ্রন্থী সম্প্রদায়ের শ্রমণী ভদ্রা কুণ্ডলকেশা কেন শাক্যশ্রমণের সংঘে যোগদান ক'রেছে? এই শ্রাবস্তীতে মৃগধরের ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই বা ওই শ্রমণের বশীভূত হলেন কেন?

শ্রমণ গৌতমের অবয়ব কান্তির আকর্ষণে অবশ্যই মাদকতা আছে! নতুবা যে সকল যুবতী নারী সংসারজীবন ত্যাগ ক'রে শ্রমণী-জীবন গ্রহণে আকুলা, তারা ওই শ্রমণ গৌতমের দিকেই ধাবিত হয় কেন? অথবা, ওই শ্রমণের রূপের আকর্ষণই তাদের অগ্নিশিখার উদ্দেশে ধাবিত পতঙ্গের ন্যায় উদ্বুদ্ধ করে? আরো আশ্চর্য, অধুনা নিগ্রন্থী এবং তীর্থিক শ্রমণী সম্প্রদায়ের দু'তিন জন রূপবতী যুবতী শ্রমণী মধ্যে মধ্যে জেতবনে গমনাগমন আরম্ভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে তীর্থিকশ্রমণী সুন্দরী প্রায়শই শ্রমণ গৌতমের ধর্মদেশনাকালে জেতবনে গমন করেন। সুন্দরীকে নিবৃত্ত করবার প্রচেষ্টা সম্যক সফল হয়নি।

এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও শ্রমণ গৌতমের দেহকান্তি কেন এখনো এত উজ্জ্বল? ওই দেহকান্তি শিখার দ্বারাই যুবতী শ্রমণীগণকে আকর্ষণ করেছে সে। আকর্ষণ করেছে রাজসহোদরা পরমারূপবতী সুমনাকে, শ্রেষ্ঠী-কুলবধূ বিশাখাকে! বিশাখার স্বামী-পুত্রকন্যা আছে বলেই তিনি হয়তো শ্রমণী না হ'য়ে গৃহীউপাসিকা-ই রয়েছেন। কিন্তু রাজভগ্নী সুমনা যৌবনের দুর্নিবার প্রবৃত্তিকে কোনো মূল্য দান না করে কুমারী জীবনেই হ'য়ে গেলেন শ্রমণী!

অন্যান্য শ্রমণ সম্প্রদায় নিজেদের চূড়ান্তভাবেই অবহেলিত বোধ করছেন। এই-ভাবেই কি শ্রাবস্তী নগরীতে তপোভ্রষ্ট অনাচারী শ্রমণ গৌতমের একাধিপত্য দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হবে আর প্রকৃত ধার্মিক অন্যান্য শ্রমণ সম্প্রদায়ের প্রভাব নির্মূল হয়ে যাবে?

সেদিন বেলা প্রথম প্রহরের শেষভাগ।

পূর্বারামে বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রথারোহণে অচিরবতী নদীর তীরবর্তী পথে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করছেন বিশাখা। তিনি কিঞ্চিৎ অন্যমনস্কা ছিলেন। সহসা সম্মিলিত নারীকণ্ঠের কলহাস্যধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করতেই তিনি অদূরবর্তী স্নানঘাটের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

সামান্য ব্যবধানেই দুটি স্নানঘাট।

একটিতে স্নান-অবগাহনের জন্য জলমধ্যে অবতরণ করেছেন সংঘের কতিপয় শ্রমণী। তাঁদের পরিধানের চীবর তীরভূমিতেই রক্ষিত। নগ্নদেহেই তাঁরা স্নানরতা।

পার্শ্বস্থ স্নানঘাটে স্নানরতা কিছুসংখ্যক যুবতী নগরগণিকা। তাদের দেহও নগ্ন। তাদের অধিকসংখ্যক বস্ত্র থাকলেও স্নানকালে দেহ সম্পূর্ণ অনাবৃত করাই তাদের অভ্যাস।

কলহাস্যধ্বনি উৎসারিত হচ্ছে সেই গণিকাগণেরই কণ্ঠ থেকে। সে-হাস্যের লক্ষ্য স্নানরতা শ্রমণীবৃন্দা।

একটি গণিকা শ্রমণীগণের উদ্দেশে বললে, হায়রে মূর্খ নারীর দল! দেহে এখনো আমাদেরই মতো যৌবনতরঙ্গ! অথচ এই পরিপূর্ণ যৌবনকে উপভোগ না করে এইভাবে তার অপচয় ক'রে চলেছো!

অপর এক গণিকা বললে, তোমাদের কারো কারো পক্ক দাড়িম্বসদৃশ সুপুষ্ট কুচযুগল আমাদেরই হিংসার উদ্রেক করছে! চিক্কন কটিদেশ, রম্ভাবৃক্ষসদৃশ জঙ্ঘা আর গুরুভার নিতম্বের অধিকারিণী হয়েও তার মূল্য তোমরা বুঝলে না? তোমরা নিতান্তই অভাগিনী!

তৃতীয়া গণিকা বললে, এই দ্যাখো না, আমাদের যৌবনের মধু আহরণে প্রতিদিন কত মধুপের আগমন হয়? তারা তৃপ্ত হয়ে চলে যায় আর আমরাও একইসঙ্গে তৃপ্তি এবং অর্থমূল্য লাভ করি। আর তোমরা? নিতান্ত নির্বোধ না হ'লে এই বয়সে দেহের যৌবনকে কেউ উপবাসে রাখে? ওগো শ্রমণী, তোমাদের কেউ কি বলেও দেয়নি যে এখন তোমরা যুবতী?

সঙ্গে সঙ্গে আবার সম্মিলিত কণ্ঠের কলহাস্যধ্বনি।

একটি সদ্যযুবতী গণিকা খিল্‌খিল্‌ করে হেসে বললে, দেখো, এই মুহূর্তেই কোনো পথিক ভ্রমর আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমাদের যেন আলিঙ্গন না করে!

শ্রমণীবৃন্দা নির্বাক অধোবদন।

—আহা, ওই অবোধ শ্রমণীরা বোধ হয় জানেও না যে ওদের দেহটা নারীদেহ!—বললে একটু বয়স্কা একটি গণিকা।—দেহটাকে যে কেমন করে কাজে লাগাতে হয় তা হয়তো ওরা এখনো বুঝে উঠতে পারেনি। তোমাদের আগ্রহ থাকে তো আমরা শিখিয়ে দিতে পারি!

রথ থেকে অবতরণ করে এগিয়ে গেলেন বিশাখা।

—শ্রদ্ধেয়া শ্রমণীবৃন্দ, আপনাদের স্নান সমাপন হয়ে থাকলে তীরে এসে যাঁর যাঁর বস্ত্র পরিধান করুন!

গম্ভীর নারীকণ্ঠ শুনেই তীরের দিকে দৃষ্টিপাত করলো গণিকাবৃন্দ। ভয়ে তখন তাদের মুখ বিবর্ণ। এ-নগরীতে দেবী বিশাখার পরিচয় জানে না এমন কেউ

নেই। আরো ভয়ের কথা, সম্রাট প্রসেনজিৎ পর্যন্ত মৃগধরমাতা বিশাখাকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি যদি সম্রাটের নিকট অভিযোগ করেন তবে গণিকাগণকে হয়তো এ-নগর থেকেই বিতাড়িতা হতে হবে!

শ্রমণীগণ তীরে উঠে এসে বস্ত্র পরিধান করলেন। ততক্ষণ সেস্থানে দণ্ডায়মানা রইলেন বিশাখা। তার পূর্বেই ভীতা সন্ত্রস্তা গণিকাগণ দ্রুত বস্ত্র পরিধান ক'রে পলায়ন করেছে।

সেইদিনই অপরাহ্ন।

ধর্মদেশনা সমাপ্ত হওয়ার পর বিশাখা করযোড়ে এসে দাঁড়ালেন।—প্রভু! আমার একটি আবেদন আছে।

—বলো, কী তোমার আবেদন।

—ভিক্ষুগণের ন্যায় ভিক্ষুণীগণেরও একপ্রস্থ পরিচ্ছদ সংঘের বিনয়-অনুমোদিত। কিন্তু আমি নিজে নারী বলেই অনুভব করছি, শ্রমণীগণের অন্তত একপ্রস্থ স্নানবস্ত্রের প্রয়োজন। এই কোশল, মগধ, কাশী, কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি সকল রাজ্যেই নগ্নদেহে স্নান বিধি প্রচলিত আছে তা আমি জানি। কিন্তু ভিক্ষুণীগণকে এই কারণে হয়তো বিভিন্ন সময়ে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে এই কথা চিন্তা করেই আপনার অনুমোদন প্রার্থনা করছি। আপনি অনুমোদন করলে তাঁদের স্নানবস্ত্রের দায়িত্ব আমিই গ্রহণ করবো।

—তোমার ইচ্ছায় আমি সানন্দে সম্মতিদান করছি, ভগিনী! উপরন্তু, শ্রমণীগণের স্নানবস্ত্র সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছ বলে তোমাকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করছি। দেহের লজ্জানিবারণের জন্য পুরুষ অথবা নারী উভয়েরই বস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু নারীর পক্ষে অবশ্যই অধিক বস্ত্র প্রয়োজনীয়।

—আপনার সম্মতিলাভে আমি ধন্যা!

- ভগিনী বিশাখা, আমিও তোমার নিকট কৃতজ্ঞ! যে-বিষয়ে পূর্বেই আমার চিন্তা করা উচিত ছিল, সেই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংঘের বিনয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি তুমি সংশোধন করে দিলে। প্রথম পর্বে শ্রমণীগণকে তুমি স্নানবস্ত্র দান করো। কিন্তু আমিও অবিলম্বেই পরবর্তীকালের জন্য সংঘে এই বিধি প্রবর্তনের নির্দেশ দান করবো।

দুই পক্ষকাল পরে একদিন প্রত্যূষকাল।

সূর্যোদয়ের যথেষ্ট পূর্বেই যথারীতি নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে বুদ্ধের। রাত্রির প্রথম প্রহরে তিনি থাকেন ধ্যাননিমগ্ন। দ্বিতীয় প্রহরে কক্ষের ভূমিতলে বিসারিত চীবর-খণ্ডের উপর সিংহ-শয্যায় শয়ন ও নিদ্রা। দক্ষিণ হস্তের উপর মস্তক ন্যস্ত করে প্রলম্বিত দক্ষিণপদের উপর বামপদ সংস্থাপনে দক্ষিণ পার্শ্বাভিমুখী হয়ে শয়ন-ই সিংহশয়ান। চতুর্থ প্রহর সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই নিদ্রা থেকে উত্থান এবং ব্যায়াম। প্রত্যূষে ধ্যানসমাপনের পর মূলগন্ধকুটির সম্মুখে পদচারণা। রাত্রি থেকে প্রত্যূষকাল পর্যন্ত এই তাঁর নির্দিষ্ট কর্মসূচী।

সদ্য সূর্যোদয় হয়েছে।

প্রতিদিনের অভ্যস্ত নিয়মানুযায়ী পদচারণা করছিলেন বুদ্ধ। তৃণরাজিতে

সঞ্চিত শিশির স্পর্শে তাঁর পদযুগল মৃদু শীতলতার সঙ্গে সিক্ত হচ্ছে। পক্ষীকাকলিতে পরিবেশ মুখর।

অকস্মাৎ জেতবনকেন্দ্রস্থ সরোবরের দিক থেকে ভেসে এলো সম্মিলিত কণ্ঠের এক উৎকট কোলাহল। বিস্মিত হলেন বুদ্ধ। সংঘের শ্রমণগণের পক্ষে এরূপ বিশৃংখল কোলাহল সম্ভব নয়। তবে কি দেবদত্ত এবং তার সঙ্গিবৃন্দ এসে উপস্থিত হয়েছে?

বুদ্ধ সরোবর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি সামান্য কিছু পথ অগ্রসর হতেই বিপরীত দিক থেকে আনন্দ এবং সারীপুত্র দ্রুতপদে এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালেন। তাঁদের মুখমণ্ডলে অস্থির উত্তেজনার ক্ষোভ এবং বিস্ময়।

—কিসের কোলাহল আনন্দ? ভিক্ষু দেবদত্ত কি আগমন করেছেন?

--না শাস্তা।—বেদনার্ত রুদ্ধস্বরে আনন্দ বললেন, কোলাহল করছেন কিছু সংখ্যক আজীবিক, তীর্থিক, নির্গ্রন্থী শ্রমণ এবং তাঁদের অনুগামী কয়েকশত গৃহী-পুরুষ।

--কী তাঁদের বক্তব্য?

আনন্দ কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুবাষ্পে পরিপূর্ণ।

সারীপুত্র নতমুখে বললেন, শাস্তা! সরোবরতীরে একটি স্থানে মৃত্তিকা খনন করে তাঁরা জনৈকা শ্রমণীর মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন।

--শ্রমণীর মৃতদেহ!--প্রবল বিস্ময়-বেদনায় বুদ্ধ প্রশ্ন করলেন, কোন্ শ্রমণী? কী তাঁর নাম?

—শ্রমণীর নাম সুন্দরী। তিনি আমাদের সংঘভুক্তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন তীর্থিক সম্প্রদায়ের শ্রমণী।

—তাঁর মৃতদেহ কেমন ক'রে জেতবনে এলো?

—তাঁকে কেউ হত্যা করেছে।

—কে হত্যা করেছে তার সন্ধান পাওয়া গেছে?

এবার সারীপুত্রের কণ্ঠস্বরও প্রায় রুদ্ধ হল। রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, শাস্তা! ওই সকল শ্রমণ অভাগিনী শ্রমণীর হত্যা সম্বন্ধে যা ঘোষণা করছেন তা নিতান্ত কুৎসিত এবং অশুচি। আমাকে মার্জনা করুন, আপনার সম্মুখে সে-সকল কথা আমি উচ্চারণ করতে পারছি না!

—সারীপুত্র! তোমার চিত্ত সম্যক দৃষ্টি দ্বারা পরিশীলিত। কোনোরূপ অশুচি বিষয় তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না। তুমি অসঙ্কোচে শ্রমণগণের বক্তব্য অকপটে বিবৃত করো।

সরোবরতীরে ততক্ষণে বহু ব্যক্তির সমাগম হয়েছে।

সূর্যোদয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি অবাস্তব, অবিশ্বাস্য সংবাদ কর্ণগোচর হওয়ায় সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত, বিমূঢ়চিত্তে ছুটে এসেছেন অনাথপিণ্ডদ এবং বিশাখা। তাঁদের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই অভিযোগকারী শ্রমণবৃন্দ সোৎসাহে অধিকতর সরব হলেন।

অদূরে একটি প্রিয়ঙ্গুলতাগুল্মের পার্শ্বে শায়িত রয়েছে শ্রমণী সুন্দরীর মৃতদেহ। তাঁর সমগ্র দেহ ঈষৎ কর্দমাক্ত কোমল মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ, বেশবাস বিস্রস্ত।

—ভদন্ত অনাথপিণ্ডদ! সাধ্বী দেবী বিশাখা! আপনাদের আরাধ্য শাক্য-শ্রমণের কামরিপু জয়ের নিদর্শন আপনারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন! সুন্দরী নাম্নী এই অভাগিনী এক নিষ্ঠাবতী তীর্থিক শ্রমণী। অধুনা কয়েকটি জটিল তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হওয়ায় ইনি বিভিন্ন শ্রমণ-শ্রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলোচনা করতেন। কিছুকাল পূর্ব থেকে ইনি মধ্যে মধ্যেই শাক্যশ্রমণের তত্ত্ব শ্রবণের জন্য এই জেতবনে আগমন করতেন, তা আমরা সকলেই জানি। মৃত্তিকালিপ্ত এই মৃতদেহ দেখে আপনারা অনুমান করতে পারবেন না, এই যুবতী শ্রমণী কত রূপবতী! ইনি গতকল্যও জেতবনে আগমন করেছিলেন। সম্ভবত শাক্যশ্রমণের হঠযোগ-ঋদ্ধির প্রভাবে ইনি রাত্রিকালে তাঁর একক নির্জন বাসগৃহ মূলগন্ধকুটি বিহারে মুগ্ধার ন্যায় গমন করে থাকবেন। ভদন্ত অনাথপিণ্ডদ! কামরিপু সর্বাপেক্ষা প্রবল রিপু। কঠোরতম কৃচ্ছ্রসাধনার তপশ্চর্যা ভিন্ন কামরিপুকে জয় করা অসম্ভব! শাক্যশ্রমণ আপনাদের আরাধ্য। তৎসত্ত্বেও আপনাদের সম্মুখে এই সত্য প্রকাশ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি যে, বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হয়েও শাক্যশ্রমণ ইন্দ্রিয়লালসা থেকে বিমুক্ত হ'তে পারেননি। দৃষ্টিপাত করুন ওই অভাগিনী নিহতা শ্রমণীর প্রতি! আপনিই বলুন, লালসা চরিতার্থ হওয়া সত্ত্বেও কেন ক্ষান্ত হলেন না শাক্যশ্রমণ? কেন এই নিষ্পাপ শ্রমণীকে হত্যা করে মৃত্তিকায় প্রোথিত করলেন?—এই কি ইন্দ্রিয়জয়ী শ্রমণ গৌতমের পরিচয়? এরই নাম কি সদ্ধর্ম?

সমর্থক জনমণ্ডলী প্রচণ্ড কোলাহল করে বলতে লাগলো, উত্তর দান করুন, শ্রেষ্ঠী!

অনাথপিণ্ডদ বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ। অসহায় দৃষ্টিতে তিনি একবার বিশাখার দিকে একবার সুন্দরীর মৃতদেহের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

বিশাখা কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হননি। অভিযোগের প্রত্যেকটি শব্দ তিনি মনোযোগে শ্রবণ করেছেন।

—আপনারা স্বচক্ষে ধর্ষিতা শ্রমণীর মৃতদেহ দেখলেন! আমরা এই মৃতদেহ সহ সম্রাটের নিকট অভিযোগ জ্ঞাপন করবো। তিনিও উপলব্ধি করুন, শ্রমণ গৌতমের চরিত্র কত কদর্য! শ্রাবস্তীর নর-নারী জ্ঞাত হোক, শ্রমণ গৌতম এক ভণ্ড, ব্যভিচারী, কামাসক্ত চতুর ব্যক্তিমাত্র!

অভিযোগকারীগণের নেতৃস্থানীয় এক শ্রমণ বললেন, আর কালবিলম্ব নয়। মৃতদেহটি উত্তোলন করা হোক। সমগ্র নগর পরিক্রমা করে আমরা রাজসমীপে উপস্থিত হবো!

এইবার বিশাখা কথা বললেন।

—শ্রমণবৃন্দ! আপনাদের অভিযোগ, এই শ্রমণী গতরাত্রেই নিহত হয়েছেন?

—অবশ্যই।—উত্তর দিলেন এক তীর্থিক শ্রমণ।

—ইনি তীর্থিক শ্রমণী ছিলেন, আপনিও তীর্থিক শ্রমণ। আপনাদের সংঘে কি শ্রমণ-শ্রমণীগণ একত্রেই রাত্রিযাপন করেন?

উষ্ণস্বরে এক নির্গ্রন্থী শ্রমণ উত্তর দিলেন, আপনার ন্যায় নারীর মুখে এ-প্রশ্ন বিস্ময়জনক। আপনি কি জানেন না, শ্রমণ এবং শ্রমণীগণের বাসস্থান সর্বদাই পৃথক এবং কিঞ্চিৎ দূরবর্তী থাকে?

—তাহ'লে শ্রমণী সুন্দরীর পৃথক এবং দূরবর্তী আবাসেই রাত্রিযাপনের কথা।

কিন্তু তিনি যে রাত্রিকালে আবাসে প্রত্যাবর্তন করেননি, এ-সংবাদ আপনারা বিভিন্ন পন্থার এতজন শ্রমণ কখন পেলেন?

এ-প্রশ্নে বিমূঢ় শ্রমণগণ পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। একজন আজীবিক শ্রমণ উত্তর দিলেন, আমরা প্রত্যুষকালেই সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছি।

—আপনারা সকলেই এই জেতবনে এসে সমবেত হলেন?

—অবশ্যই।

– এবং এই নির্দিষ্ট স্থানেই?

—আপনার অনুমান যথার্থ।

—আপনাদের মধ্যে কেউ কি গতরাত্রে জেতবনে ছিলেন?

—অবশ্যই নয়। আমাদের বিহার আছে। আমরা কেন শ্রমণ গৌতমের বিহারে রাত্রিবাস করবো?

—উত্তম কথা। কিন্তু আপনারা নিরুদ্দিষ্টা শ্রমণীকে অন্য কোনো স্থানে অনুসন্ধান না করে সকলেই এইস্থানে সমবেত হলেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যে এই বিশাল সরোবরের তীরে এইস্থানেই মৃত্তিকা খনন করে অভাগিনী শ্রমণীর প্রোথিত মৃতদেহ উদ্ধার করলেন?

—আমরা যে উদ্ধার করেছি, আপনার সম্মুখে এখনো তার প্রমাণ রয়েছে।

—আপনারা তাহলে সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকা খনক হাতে নিয়ে এখানে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, খনকযন্ত্র আমাদের বিহারে থাকে।

—শ্রমণবৃন্দ! আমি দেখছি, শাক্যশ্রমণের অপেক্ষা হঠযোগ-ঋদ্ধির ক্ষমতা আপনাদেরই অধিক। কারণ, সকল কিছুই আপনারা আগেই জ্ঞাত হয়েছেন!

—ভদ্রে বিশাখা, আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে?—বিরক্তস্বরে প্রশ্ন করলেন জনৈক নির্গ্রন্থী শ্রমণ।

—না শ্রমণ, আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই। আমার যা প্রশ্ন ছিল তা আপনারা সম্পূর্ণ মীমাংসা করে দিয়েছেন।

অভিযোগকারী শ্রমণ ও তাঁদের সমর্থকবৃন্দ শ্রমণীর মৃতদেহ বহন ক'রে নগরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাঁদের উচ্চনাদী সম্মিলিত কণ্ঠে ভণ্ড, প্রবঞ্চক, কামুক, ব্যভিচারী, নারীহত্যাকারী ইত্যাদি শব্দগুলি দূরে মিলিয়ে গেল।

বিশাখা বললেন, ভদ্র অনাথপিণ্ডদ, চলুন।

—কোথায়?—বিমূঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন অনাথপিণ্ডদ।

—প্রভু বুদ্ধের দর্শনে।—সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন বিশাখা।

বুদ্ধ তখনো ধীরচারণারত। নির্বিকার, নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত। দৃষ্টি অর্ধনিমীলিত।

অদূরে বেদনার্ত ম্লান মুখে দণ্ডায়মান সারীপুত্র এবং আনন্দ। আনন্দের দু'চোখে অশ্রুধারা।

অনাথপিণ্ডদ এবং বিশাখা অতি ধীর নম্রপদে এসে দাঁড়ালেন। অনাথপিণ্ডদের দৃষ্টি তখনো বিভ্রান্ত, বিচলিত। বিশাখার মুখমণ্ডল ভ্রান্তিমুক্ত কিন্তু চিন্তিত।

—প্রভু!—ভগ্নকণ্ঠে সম্বোধন করলেন অনাথপিণ্ডদ।

দৃষ্টি উন্মীলন করলেন বুদ্ধ।

--প্রভু! ওঁরা যে এক অতি কুৎসিত রটনায় মুখর হয়ে নগরে প্রবেশ করলেন!

—ভদ্র অনাথপিণ্ডদ, বর্ষাঋতু ব্যতীত অন্য ঋতুতেও তো কোনো কোনো সময় প্রবল ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয়? মনে করো, এ-ও সেইরূপ অকালঝঞ্ঝাবাহিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ!

বিশাখা শান্তস্বরে বললেন, প্রভু! আপনার আশীর্বাদে এই কুৎসিত ঘটনার অন্তর্নিহিত রহস্য আমার নিকট উন্মোচিতপ্রায়। আমি কেবল ভাবছি, সংসারত্যাগী শ্রমণও ঈর্ষ্যা চরিতার্থতায় কত নিম্নগামী হতে পারে! আমি আশা করি, এই হীন ষড়যন্ত্রের অন্তরালবর্তী প্রকৃত সত্য শ্রাবস্তীর নর-নারীর নিকট শীঘ্রই উন্মোচিত হবে। কিন্তু যতদিন তা না হয় ততদিন তারা আপনার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করবে!

—ভগিনী বিশাখা, তোমার বোধশক্তি তীক্ষ্ণ, চিত্তবৃত্তি সবল। তোমার পক্ষে বিচলিত হওয়া অনুচিত। জনসাধারণের স্বাভাবিক প্রবণতাই এইরূপ যে, কোনো-রূপ রটনাকে বিচার-বিবেচনা ব্যতিরেকেই বিশ্বাস করতে তারা ভালোবাসে। একজনকে ধাবমান দেখে অপরজনও ধাবমান হয়। এই শ্রমণবৃন্দ শ্রাবস্তীর নরনারীকে আজ বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হলেও চিরদিন বিভ্রান্ত ক'রে রাখতে পারবে না। যথার্থ সত্য ভবিষ্যতে কোনোদিন অবশ্যই উন্মোচিত হবে। অতএব আশ্বস্ত হও, চিত্ত-ক্ষোভ প্রশমন করো!

বিশাখা বেদনার্তস্বরে বললেন, ভগবন্! আপনার চিত্ত নির্মোহ, নিরাসক্ত, নির্মল। কিন্তু আমরা গৃহী। আপনার ন্যায় চিত্তস্থৈর্য আমাদের কোথায়? ঈর্ষ্যা এবং বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে এই জাতীয় একটি কলঙ্কজনক রটনার উদ্দেশ্যে নিরপরাধ ওই শ্রমণীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতেও ওই শ্রমণবৃন্দ কুণ্ঠিত হননি! কিন্তু প্রভু, ঘটনা যা-ই হোক, আমার বিনীত নিবেদন, যতদিন পর্যন্ত এই মিথ্যা কলঙ্কের অপনোদন না হয় ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষার্থে নগরে গমন করবেন না! আমার গৃহ থেকে ততদিন পর্যন্ত আপনার এবং অন্যান্য শ্রমণ-শ্রমণীর দৈনন্দিন আহার্য পরিবেশিত হবে।

অনাথপিণ্ডদ বললেন, কেবল ওঁর গৃহ থেকে কেন, আমার গৃহ থেকেও আহার্য পরিবেশনের দায়িত্বভার ওঁর সঙ্গে আমিও সমভাবে ভাগ করে নেবো।

--তা হয় না শ্রেষ্ঠী, তা হতে দেওয়া উচিত নয় ভগিনী।--ধীরকণ্ঠে বললেন বুদ্ধ।

—কেন উচিত নয় ভগবন্?—বিনীত প্রশ্ন করলেন বিশাখা।

—কারণ অতি সহজবোধ্য। আমরা যদি ভিক্ষার্থে গমন না করি তাহলে এই মিথ্যা রটনা জনমানসে আরো দৃঢ় প্রভাব বিস্তার করবে, তাই নয় কি? অভিযোগকারী শ্রমণগণের লক্ষ্যস্থল আমি। অন্যান্য শ্রমণগণের জন্য তোমাদের পরিবেশিত আহার্য অনুমোদন করলেও আমাকে ভিক্ষাগ্রহণে নগরে গমন করতেই হবে! জনসাধারণ যদি বিদ্রূপ করতে চায় আমাকেই করুক, লাঞ্ছনা করতে চায়, সে লাঞ্ছনা আমারই উপর বর্ষিত হোক!

কিন্তু তি
পলথ্য নজিৎ ঘটনার সকল বিবরণই শুনেছেন, কিন্তু বিশ্বাস করতে
…ুদ্ধের ধর্মদেশনা তিনি অনেকবারই শ্রবণ করেছেন। প্রতিবারই
…্রতায় উদ্ভাসিত তাঁর অকলঙ্ক দিব্য করুণাঘন মূর্তি!

বিশা… সাক্ষাৎ করলেন সম্রাটের সঙ্গে। অবিলম্বে নিযুক্ত হল গুপ্তচরবাহিনী। সুন্দরী নাম্নী সেই শ্রমণীর মৃত্যু-রহস্য ভেদ করতেই হবে!

অধিক দিন বিলম্ব হল না।

নগরীর এক শৌণ্ডিকালয়ে রহস্যের সমাধান হল। বুদ্ধবিরোধী শ্রমণবৃন্দ সম্মিলিতভাবে মন্ত্রণা করে অর্থমূল্যে কয়েকজন স্বভাবদুর্বৃত্ত ঘাতক নিয়োগ করেছিলেন। তারাই গভীর রাত্রিতে সুন্দরীকে শ্বাসরোধে হত্যা করে জেতবনের সরোবরতীরে প্রোথিত করেছিল। পানোন্মত্ত দুইজন গুপ্তঘাতকের পরস্পর কথোপকথন থেকেই সমাধানের সূত্র পেলেন রাজকর্মচারী গুপ্তচরবৃন্দ। অচিরেই বন্দী হল ঘাতকদল। রাজদ্বারে তারা স্বীকারও করলো, কত অর্থমূল্য তারা পেয়েছিল।

রাজরোষে বন্দী হলেন হত্যার প্রধান উদ্যোক্তা কয়েকজন শ্রমণ। জনরোষ বর্ষিত হতে লাগলো বুদ্ধবিরোধী সকল শ্রমণ সম্প্রদায়ের উপর। তাঁদের বহুজনই শ্রাবস্তী থেকে পলায়ন করলেন।

দ্বিগুণ জয়ধ্বনি উঠলো শ্রাবস্তীতে। সুগত বুদ্ধ যথার্থই সুপবিত্র, নিষ্কলুষ!

॥ ২০ ॥

দীর্ঘকাল পরে বুদ্ধের রাজগৃহে আগমন।

আনন্দিত শ্রমণ-শ্রমণীবৃন্দ, উল্লসিত হয়েছেন উপাসক-উপাসিকাগণ। সাগ্রহ প্রতীক্ষার অবসান হল মগধসম্রাট বিম্বিসারের। নিরানন্দ কেবল ভিক্ষু দেবদত্ত এবং তাঁর সহচর ভিক্ষুবৃন্দ। দেবদত্ত কেবলমাত্র নিরানন্দই নন, ক্রুদ্ধ এবং শঙ্কিতও হয়েছেন তিনি। বুদ্ধের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির সুযোগে সংঘে তিনি নিজের কর্তৃত্বকে ধীরে ধীরে প্রসারিত করছিলেন। সে-কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করেছে।

এবার নতুন উপাসক হলেন রাজভিষক জীবক কৌমারভৃত্য।

মগধের রাজভিষক জীবকের খ্যাতি কেবলমাত্র মগধরাজ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত প্রায় সমগ্র উত্তরাপথে। এমন কি, সুদূর উত্তর সীমান্তে যোন, কম্বোজ, গন্ধাররাজ্য পর্যন্ত পরিচিত হয়েছে তাঁর নাম। অব্যর্থ তাঁর ঔষধপ্রয়োগবিধি, নিপুণ তাঁর শল্যচিকিৎসা। সকলেই বলে, জীবক অদ্বিতীয়!

জীবকের পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত।

কিন্তু তিনি যে রাজগৃহের একদা-সম্ভ্রান্ত গণিকা শালাবতীর সন্তান, এ-কথা অনেকেই বলে। জন্মের অব্যবহিত পরেই গভীর নিশীথে একটি পেটিকার আধারে রক্ষিত সদ্যোজাত শিশুটি পরিত্যক্ত হয়েছিল রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বারে। সম্রাট বিম্বিসারের জনৈক কিঙ্কর সেই সদ্যোজাত শিশুকে জীবন্ত দেখে পেটিকাটি প্রাসাদে

নিয়ে আসে। সম্রাটের নির্দেশে স্তন্যধাত্রীর পরিচর্যায় শিশুটি রক্ষা পায়। পরিত্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে জীবিত ছিল বলে তার নামকরণ করা হয়েছিল জীবক।

যে কিঙ্করটি পেটিকাসহ শিশুটিকে উদ্ধার করেছিল সে রাজপুরীর এক কিশোর রাজকুমার অভয়ের ব্যক্তিগত সেবক। কুমার অভয়ও শিশুটির প্রতি সদয়। জীবকের যখন কৈশোর, অভয় তখন পূর্ণযুবক। অভয়ের সেবকরূপে জীবকের অপর পরিচয় হল কৌমারভৃত্য।

জীবকের প্রতি কুমার অভয় ছিলেন যথেষ্ট স্নেহপরায়ণ। হয়তো বিশেষ একটি কারণে ভৃত্য জীবকের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল আন্তরিক। অভয় নিজেও সম্রাট বিম্বিসারের জনৈকা নর্তকীর গর্ভজাত সন্তান। দেহে রাজরক্ত থাকলেও সিংহাসনে উত্তরাধিকারের কোনো সম্ভাবনাই তাঁর ছিল না। বিম্বিসারের অগ্রমহিষী কোশলাদেবী প্রাক্তন কোশলসম্রাট মহাকোশলের কন্যা এবং সম্রাট প্রসেনজিতের সহোদরা। তিনি নিঃসন্তানা। দ্বিতীয়া মহিষী বিদেহরাজকন্যা বাসবী। তাঁর পুত্র কুণিক অজাতশত্রু মগধের যুবরাজরূপে ঘোষিত। সিংহাসনে তাঁরই উত্তরাধিকার। তৃতীয়া মহিষী লিচ্ছবিরাজনের কন্যা। তাঁর দুটি পুত্র থাকলেও সিংহাসনের অধিকার থেকে তাঁরাও বঞ্চিত। চতুর্থা মহিষী মদ্ররাজকন্যা ক্ষেমাও নিঃসন্তানা।

অভয় সিংহাসনের স্বপ্ন কখনো দেখেননি। তিনি শিল্পকলা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের মধ্যেই নিজের জগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। জীবকের মেধা এবং শিক্ষার আগ্রহ অভয় অত্যন্ত গভীরভাবেই লক্ষ্য করেছেন। তারুণ্যে উপনীত হওয়ার পরই অভয়ের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় জীবক একদিন যাত্রা করলেন সুদূর গন্ধাররাজ্যের কেন্দ্রনগরী তক্ষশিলায়। তাঁর লক্ষ্য—ভিষকশাস্ত্র অধ্যয়ন।

তক্ষশিলা চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষার শ্রেষ্ঠতম স্থান। ভিষগাচার্য আত্রেয় তক্ষশিলার প্রবীণতম অভিজ্ঞ ভিষক এবং শিক্ষাদাতা। সুদূর মগধরাজ্য থেকে আগত বুদ্ধিদীপ্ত অদম্য আগ্রহী তরুণটিকে শিষ্যরূপে গ্রহণে স্বীকৃত হলেন আত্রেয়।

সপ্তবর্ষ অতিক্রান্ত হল। অনন্যসাধারণ মেধা, বুদ্ধির প্রখরতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষিপ্রতা এবং সর্বোপরি নিরলস পরিশ্রমে জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগের অব্যর্থ কুশলতায় আচার্য আত্রেয়কে সম্পূর্ণ অভিভূত করলেন জীবক। সমগ্র জীবনে বহু শিষ্যকেই চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষাদান করেছেন আত্রেয় কিন্তু প্রতিভাবান শিষ্য তাঁর আচার্য-জীবনে জীবকই প্রথম! কেবল ঔষধ প্রয়োগেই নয়, শল্যবিদ্যাতেও জীবক অনন্য। অসাধারণ আনন্দ আর বিস্ময়ে এই শিষ্যকে নিজের সকল জ্ঞানভাণ্ডার নিঃশেষিত ক'রে দিলেন আচার্য আত্রেয়। সপ্তবর্ষে জীবকের শিক্ষা যে সম্পূর্ণ হয়েছে সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন তিনি।

কিন্তু একবার চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রয়োজন।

যুবক শিষ্যের হাতে একদিন একটি ভূমি খনক অস্ত্র তুলে দিয়ে আত্রেয় বললেন, বৎস! এই তক্ষশিলা নগরের চতুর্দিকে এক যোজনব্যাপী অঞ্চলে জনপদ এবং অরণ্যে পরিভ্রমণ করো। অন্বেষণ ক'রে এমন শতসংখ্যক উদ্ভিদ, পত্র, লতা, গুল্ম এবং কন্দের নিদর্শন সংগ্রহ করে নিয়ে এসো যার মধ্যে কোনো ভেষজগুণ নেই।

আচার্যকে প্রণাম জ্ঞাপন ক'রে যাত্রা করলেন জীবক। একবর্ষকাল অতিবাহিত হল। তাররপ একদিন শূন্য হস্তে প্রত্যাবর্তন করলেন তিনি। তাঁর হস্তে কেবলমাত্র সেই খনক অস্ত্রটি।

আচার্যের মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্য কিন্তু অন্তরে উদ্বেলিত পরিতৃপ্তি। গম্ভীর-স্বরেই তিনি প্রশ্ন করলেন, জীবক, তুমি কি আমার আজ্ঞাপালন না করে এতকাল কেবল পরিভ্রমণই করেছ? আমি শতসংখ্যক অ-ভেষজ বৃক্ষ, লতা, গুল্মের নিদর্শন নিয়ে আসতে আদেশ দান করেছিলাম। তুমি শূন্যহস্তে প্রত্যাবর্তন করলে?

আচার্যের চরণবন্দনা করে জীবক অতি বিনীত স্বরে উত্তর দিলেন, দেব! আপনার নির্দেশ আমি বিন্দুমাত্র অবহেলা করিনি। এই এক বর্ষকাল আমি অরণ্যে, জনপদে অন্তে-প্রত্যন্তে অন্বেষণ করেছি। কিন্তু এমন একটিও উদ্ভিদ-লতা-গুল্মের সন্ধান পেলাম না যার কোনো না কোনো ভেষজগুণ নেই। অগত্যা নিরুপায়ভাবে আমাকে শূন্যহস্তেই প্রত্যাবর্তন করতে হ'ল।

এই উত্তরটির জন্যই উন্মুখ আগ্রহে জীবকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে ছিলেন আত্রেয়। সুগভীর আনন্দে প্রিয়তম কৃতি শিষ্যকে তিনি আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করলেন।

—সার্থক তোমার শিক্ষা! বৎস জীবক, আমি আজ বিপুল আনন্দে তোমাকে অনুমতি দান করছি, তুমি ভিষকবৃত্তি অবলম্বন করতে পারো। আশীর্বাদ করি, তুমি যশস্বী ভিষক হও!

আচার্যকে প্রণাম করে তক্ষশিলা থেকে যাত্রা করলেন জীবক। পথে সাকেত নগরে তাঁর প্রথম স্বাধীনভাবে চিকিৎসা এবং খ্যাতিলাভ। সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত উপার্জন।

এক ধনী শ্রেষ্ঠীর পত্নী দীর্ঘদিন যাবৎ অস্বাভাবিক ধরনের শিরঃপীড়ায় অসুস্থ ছিলেন। সাকেতের কোনো ভিষকই তাঁকে ব্যাধিমুক্তা করতে সক্ষম হননি। কোনো-রূপ সুফলের আশা না করেই শ্রেষ্ঠী তক্ষশিলা-প্রত্যাগত যুবক ভিষককে একবার আহ্বান করলেন। জীবক পূর্ণ মনোযোগে রোগিনীকে দেখলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত হয়ে নিলেন ব্যাধিলক্ষণগুলি। এক গণ্ডূষ গব্য ঘৃতে কয়েকপ্রকার ভেষজচূর্ণ মিশ্রিত ক'রে অগ্নিতাপে প্রস্তুত করলেন ঔষধ। রোগিনীর নারারন্ধ্রপথে সেই ঔষধ প্রয়োগের দু'একদিনের মধ্যেই হল ফললাভ। রোগিনীর নাসাপথে বহির্গত হয়ে এলো দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত পাংশুবর্ণ শ্লেষ্মা। এতদিনে সম্পূর্ণ সুস্থা হলেন শ্রেষ্ঠীপত্নী। তরুণ ভিষকের নিকট কৃতজ্ঞতার অন্ত রইলো না তাঁর। উচ্ছ্বসিত আনন্দে তরুণ ভিষকের দক্ষিণাস্বরূপ শ্রেষ্ঠী দিলেন ষোড়শসহস্র কার্ষাপণ, দুটি অশ্বসহ একখানি শকট এবং দুইজন পরিচারক।

সুদূর তক্ষশিলা থেকে কয়েকমাস যাবৎ পদব্রজে যিনি সাকেত পর্যন্ত এসেছেন, এবার তিনি নিজস্ব শকটে আরোহী।

সাকেত থেকে বারাণসী।

এক বণিকপুত্রের উদরমধ্যস্থ ক্ষুদ্রান্ত্র স্থানচ্যুত হ'য়ে এক অতি জটিল কুণ্ডলী সৃষ্টি ক'রে তাকে অনিবার্য মৃত্যুর পথে নিয়ে যাচ্ছিল। শল্য-চিকিৎসায় সেই মৃত্যুপথযাত্রী যুবককে প্রাণদান করলেন জীবক। কৃতজ্ঞতায় যুবকের জননী এবং জায়া লুণ্ঠিত হ'য়ে পড়লেন ভিষকের পদতলে। অতি হৃষ্ট, কৃতজ্ঞচিত্তে যুবক রোগীর পিতাও দক্ষিণা দিলেন ষোড়শ সহস্র কার্ষাপণ।

জীবক যখন রাজগৃহে প্রত্যাগমন করলেন তখন তাঁর খ্যাতি পরিব্যাপ্ত। সম্রাট বিম্বিসার তাঁকে নিয়োগ করলেন রাজভিষকপদে।

সেই প্রখ্যাত জীবক-ই গৃহী উপাসকরূপে বুদ্ধের দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

তিনি রাজভিষক হলেও শ্রমণ-সংঘের নিঃশুল্ক চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। গৃধ্রকুট শিখরে গমন করবার পথে নগরীর পূর্বভাগে একটি সুরম্য আম্রকাননের অধিকারী জীবক। সেই আম্রকাননটি তিনি বুদ্ধের সেবায় উৎসর্গ করেছেন।

বুদ্ধের বয়ঃক্রম অষ্টষষ্ঠিতম বর্ষ অতিক্রম করেছে। রাজগৃহে আগমনের পর তিনি সমতলে অবস্থিত বেণুবনবিহারে সর্বদা বাস করেন না। গৃধ্রকুট শিখরে পূর্বেও যেমন কিছু সময় অতিবাহিত করতেন, এখনো তাই করছেন। সম্রাট বিম্বিসার বুদ্ধের প্রায় সমবয়স্ক। তাঁর দেহে বার্ধক্যের জরা-চিহ্ন প্রকট। কিন্তু বুদ্ধের অবয়বে বার্ধক্যের ঈষৎ লক্ষণ পরিস্ফুট হওয়া সত্ত্বেও জরা-চিহ্নের লেশমাত্র নেই। তিনি অবলীলাক্রমে সংকীর্ণ পার্বত্যপথে গৃধ্রকুটশিখরে আরোহণ এবং অবরোহণ করেন। বিম্বিসার এ-বিষয়ে চিন্তিত হয়েছিলেন। কিন্তু জীবক তাঁকে বলেছেন, সম্রাট, ভোগবিলাসলালিত দেহ আর সুগত বুদ্ধের দেহে অনেক পার্থক্য। ব্রহ্মচর্য, মিতাহার, অতি সুশৃংখল জীবন যাপন, বয়সোপযোগী ব্যায়াম তাঁর দেহকে এত সুস্থ রেখেছে যে, পর্বতশিখরে আরোহণ তাঁর পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। আমার বিশ্বাস, কমপক্ষে পঞ্চসপ্ততি বর্ষ পর্যন্তও তিনি এইরূপ দৈহিক শক্তিস্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী থাকবেন!

দেবদত্ত ক্রমে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন।

দীর্ঘ কয়েকবর্ষ বুদ্ধ রাজগৃহে পদার্পণ করেননি। সেই অবকাশে সংঘের উপর দেবদত্ত নিজের কর্তৃত্ব বহুলাংশে সম্প্রসারিত করে নিয়েছেন। অধিকন্তু, যুবরাজ অজাতশত্রুর সঙ্গেও অন্তরঙ্গতা স্থাপনে তিনি সক্ষম হয়েছেন। বৃদ্ধ সম্রাট বিম্বিসারের আয়ু আর কতদিন? অজাতশত্রু যখন মগধের সিংহাসনে আরোহণ করবেন তখন সংঘে নিজের নিরংকুশ আধিপত্য স্থাপন সম্বন্ধে দেবদত্ত একরূপ নিশ্চিতই রয়েছেন। কিন্তু এবারে বুদ্ধের রাজগৃহ আগমনে তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। বুদ্ধ কি সংঘে দেবদত্তের নিয়ন্ত্রণ খর্ব করবার উদ্দেশ্যেই রাজগৃহে আগমন করলেন?

যুবরাজ অজাতশত্রু রাজগৃহে অনুপস্থিত। সম্রাট বিম্বিসার তাঁকে অঙ্গরাজ্যের উপশাসকরূপে নিয়োগ ক'রে চম্পানগরীতে প্রেরণ করেছেন। সম্রাটের এ-কার্যও বুদ্ধের কোনো সঙ্গোপন নির্দেশে কিনা, কে জানে? দেবদত্ত কোনো কিছুই বিশ্বাস করতে পারছেন না, কোনো কিছুই অবিশ্বাস করতে পারছেন না। এমন কি সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ সঙ্গী কোকিলকও এখন তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র নন। হয়তো কোকিলকও মনে মনে কর্তৃত্বাভিলাষী! কিন্তু এতদূর অগ্রসর হওয়ার পর নিজের এই কর্তৃত্বের স্বপ্নকে কোনোরূপেই ব্যর্থ হতে দিতে সম্মত নন দেবদত্ত। রাজগৃহে তাঁর অনুগামী উপাসকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। উৎকোচগ্রহণে অভ্যস্ত কিছু সংখ্যক রাজকর্মচারী উপাসককে নিজস্ব তত্ত্বদ্বারা দেবদত্ত আশ্বস্ত করেছেন, উৎকোচগ্রহণ পাপকর্ম নয়। নিকৃষ্ট পণ্যসামগ্রীকে উৎকৃষ্ট পণ্যরূপে ক্রেতার বিশ্বাস উৎপাদন ক'রে যে-সকল বণিক বা বিপণিরক্ষক উপাসক উচ্চমূল্যে বিক্রয়দ্বারা প্রাপ্যের অধিক অর্থ উপার্জন করে তাদেরও তিনি বাণিজ্যতত্ত্বের গূঢ় সত্য দ্বারা নির্ভয় করেছেন যে, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এরূপ কর্ম কোনোরূপেই গর্হিত নয়।...দেবদত্তের

প্রয়োজন যত অধিক সংখ্যক সমর্থক। শ্রমণ-সংঘেও যে-সকল শ্রমণ ধাতুকরঙ্ক, মসৃণ চীবর, সুগন্ধিদ্রব্য, মাংসাহারে অধিক আগ্রহী, তাঁদের প্রত্যেকজনকেই তিনি সঙ্গোপনে পৃথক পৃথকভাবে উৎসাহিত করেন।...সমর্থক সংখ্যার আরো বৃদ্ধি প্রয়োজন! কর্তৃত্ব অধিকার করতেই হবে!

অসহিষ্ণু দেবদত্ত গৃধ্রকূট শিখরে একদিন প্রথম প্রস্তাবনা করলেন।

—শাস্তা! আপনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত এতসংখ্যক বিহার-সংঘারাম পরিচালনার গুরু দায়িত্বভার বহন হয়তো অচিরেই আপনার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। সেই কারণেই আমার প্রার্থনা, সকল সংঘের কর্তৃত্বভার আমার উপর ন্যস্ত করুন!

-দেবদত্ত! আমি বৃদ্ধ হয়েছি এ-কথা অবশ্যই সত্য। তবে তুমি হয়তো বিস্মৃত হয়ে আছো যে, তোমার দেহ-ও প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করেছে। সে-প্রসঙ্গ এখন অবান্তর। শোনো, সংঘের উপর আমি কর্তৃত্ব করি না। আমি যা করেছি এবং করি তা হল, প্রয়োজন অনুযায়ী সংঘের বিনয়বিধির প্রবর্তন, পরিবর্তন, সংযোজন এবং পরিবর্জন মাত্র। সংঘ কোনো সাম্রাজ্য নয় যে সেই সাম্রাজ্য শাসনের জন্য একজন একচ্ছত্র অধিপতির প্রয়োজন। সংঘের শ্রমণগণই সম্মিলিতভাবে বিচার-বিবেচনার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সংঘ পরিচালনা করবেন এইটিই কাম্য। আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি এ-সম্বন্ধে আমি পূর্ণ সচেতন। সেই কারণেই প্রত্যেক সংঘে দায়িত্বশীল শ্রমণগণের উপর বিচার-বিবেচনার দায়িত্ব বন্টন করে দিয়ে চলেছি। কোনো একক ব্যক্তির শক্তি অপেক্ষা সম্মিলিত শক্তি নিঃসন্দেহে দৃঢ়ভিত্তিক এবং নির্ভরযোগ্য। অতএব, এ-জাতীয় কর্তৃত্বের আকাঙ্খা ত্যাগ করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়!

দেবদত্ত কোনো উত্তর দিলেন না। গম্ভীরমুখে সে স্থান ত্যাগ করলেন। কিন্তু আকাঙ্খা ত্যাগ করলেন না।

* * * *

জীবকের আম্রকাননে একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধসমীপে আগমন করলেন।

—শ্রমণ! আপনি কি এ-কথা অস্বীকার করতে পারেন যে আপনি বেদনিন্দা এবং ঈশ্বরীয়তত্ত্বে অবিশ্বাসীরূপে জনসমাজের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকারক নাস্তিক্য-ধর্ম প্রচার করেন?

সৌম প্রশান্ত স্বরে বুদ্ধ উত্তর দিলেন, ভদ্র! আমি যে ধর্ম প্রচার করি তা জনসমাজের পক্ষে কল্যাণজনক বলেই আমার বিশ্বাস। আমি কখনো বেদনিন্দা প্রচার করিনি, কিন্তু বেদের অপৌরুষেয়তাও স্বীকার করি না। এই অস্বীকৃতির জন্যই সম্ভবত আমাকে বেদনিন্দক রূপে প্রচার করা হয়। বৈদিক যাগ-যজ্ঞ-বলি ইত্যাদির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন না করে যাঁরা অগ্নিষ্টোম এবং শত শত পশুবলিকেই ধর্মাচরণ বলে মনে করেন, আমি সেইসব ভ্রান্ত ব্যক্তিকেই নিন্দা করে থাকি। আমি আস্তিক্য বা নাস্তিক্য—এই দুই অন্তের কোনোটিকেই প্রচার করি না। কর্মবাদের উপরেই আমি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করি। যাঁরা সমাজ এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে কুশলকর্মে নিষ্ক্রিয়তা এবং অকুশলকর্মে উৎসাহ দান করেন আমার বিচারে তাঁরাই নাস্তিক।

—কিন্তু আমরা জানি, ঈশ্বর ব্রহ্মদেবকে আপনি এই জগতের স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা-রূপে স্বীকার করেন না।

—এ-কথা সত্য।

—যে ব্যক্তি ঈশ্বরকেই অস্বীকার করেন তাঁকে নাস্তিক ভিন্ন কী বলা যেতে পারে?

বুদ্ধের ওষ্ঠাধরে স্মিতহাসি।—ভদ্র, আপনারা কি মুণ্ডকোপনিষদকে অভ্রান্ত জ্ঞান করেন?

—অবশ্যই। আমরা ব্রাহ্মণ ; সকল উপনিষদকেই আমরা অভ্রান্ত জ্ঞান করি।

—উত্তম! অনুগ্রহপূর্বক মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমাংশে 'ব্রহ্মদেবানাং প্রথমঃ সংবভূব বিশ্বস্য কর্তা ইত্যাদি' অংশটি স্মরণ করুন! সেই অংশে বর্ণিত আছে যে, বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর এই জগতের বিনাশ হয় এবং তখন জগতের সকল জীব আভাস্বর দেবলোকে গমন করে। অতঃপর পুনরায় বহুকাল অতীত হওয়ার পর এই জগতের বিবর্ত বা বিকাশ আরম্ভ হয়। সেই সময় সর্বপ্রথমে শূন্যগর্ভ ব্রহ্মগোলক উৎপন্ন হয়ে থাকে। তারপর আভাস্বর দেবলোকের একক প্রাণী সর্বাগ্রে দেবলোক থেকে বিচ্যুত হয়ে সেই শূন্যগর্ভ ব্রহ্মগোলকে জন্মগ্রহণ করেন সেই প্রাণী মনোময়, স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর। তাঁর জন্মের পর অন্যান্য বহু প্রাণী একই প্রক্রিয়ায় দেবলোক থেকে ব্রহ্মগোলকে জন্মগ্রহণ করে। এই পরবর্তী প্রাণীগণের নিকট প্রতিভাত হয় যে, সর্বাগ্রে জাত সেই একক প্রাণীই পূজনীয় ব্রহ্মদেব।

—সত্য! সর্বাংশে সত্য!—সহর্ষধ্বনি করলেন আগন্তুকবৃন্দ।

—ভদ্র! মুণ্ডকোপনিষদ যদি অভ্রান্ত হয় তবে ব্রহ্মদেব এক শূন্যগর্ভ গোলকে প্রথম জাত প্রাণী মাত্র। পরবর্তীকালে জাত প্রাণীগণের নিকট অভিভূ, সর্বদর্শী, ঈশ্বর, কর্তা এবং স্রষ্টারূপে প্রতিভাত হলেও তাঁকে কি জগতের স্রষ্টারূপে স্বীকার করা সম্ভব? আপনারাই বিচার করুন, এই বিবরণ অনুসারে তিনি কি সেই ব্রহ্মগোলক এবং অন্যান্য প্রাণীগণের স্রষ্টারূপে স্বীকৃত হতে পারেন?

আগন্তুক ব্রাহ্মণগণ নিরুত্তর।

তাঁরা কল্পনাই করতে পারেননি, নাস্তিক শ্রমণ গৌতম সহসা উপনিষদের তত্ত্বপ্রয়োগে তাঁদের যুক্তিতর্কজাল বিস্তারের পথে এইভাবে বিঘ্নের সৃষ্টি করবেন! জনৈক ব্রাহ্মণের মনে এলো বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই অংশ—যে-অংশে আত্মারূপী ব্রহ্ম থেকে এই জগতের উৎপত্তির বিবরণ আছে। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে উত্থাপনে তাঁর সাহস হল না। কারণ, অধিকাংশ উপনিষদই তিনি পাঠ করেননি। শ্রমণ গৌতম আবার কোন্ উপনিষদের কোন্ প্রমাণ উল্লেখ করবেন, কে জানে!

কিছুক্ষণ পরে প্রশান্ত, উদাত্ত কণ্ঠে বুদ্ধ বললেন, ভদ্রবৃন্দ! ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিম্বা নেই, ঈশ্বরই এই জগতের স্রষ্টা অথবা জগৎ স্বয়ংসৃষ্ট, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে অথবা থাকে না—এই সব প্রসঙ্গে কল্পনানির্ভর বাকবিতণ্ডাকে আমি নিরর্থক মনে করি। এ-জগৎ যদি ঈশ্বরসৃষ্ট হয় তবে হিংসা, অসূয়া, দ্বেষ, অসত্যভাষণ, চৌর্য, লোভ, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপবৃত্তিগুলিও অবশ্যই ঈশ্বরসৃষ্ট? এ-কথা স্বীকার করে নিলে এইসব অকল্যাণকর বৃত্তির দমনে উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হবে। সেই কারণেই আমি এই উপদেশ প্রচার করি যে, বিভ্রান্তিজনক

এবং কল্পনানির্ভর এইসব চিন্তা থেকে চিত্তকে মুক্ত রেখে এমন কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ করা উচিত যার দ্বারা দুঃখপীড়িত মানুষের কল্যাণ হয়।

সমাগত ব্রাহ্মণবৃন্দ আর যুক্তিজালবিস্তারে আগ্রহ বোধ করলেন না। জাতিবর্ণভেদে আস্থাহীন, নাস্তিক শ্রমণ গৌতম তাঁদের চক্ষুশূল। তাঁর যুক্তি খণ্ডনে অক্ষম হলেও আগন্তুকগণের অন্তরের বিদ্বেষ কিছুমাত্র দমিত হল না। এই শ্রমণের প্রচারের ফলে বহু নিম্নবর্ণের ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বর্ণশ্রেষ্ঠরূপে স্বীকার করতে অসম্মত হয়েছে। অন্যান্য শ্রমণপন্থীগণ এতখানি বিপজ্জনক নন। তাঁরা বেদবিরোধী হলেও জাতিবর্ণভেদকে অগ্রাহ্য করেননি। একমাত্র শ্রমণ গৌতমই এক অসহনীয় ব্যতিক্রম!

আগন্তুকগণের প্রস্থানের পর আনন্দ প্রশ্ন করলেন, শাস্তা! এই ব্রাহ্মণবৃন্দ কি আপনার বক্তব্যের মর্ম অনুধ্যবন করেছেন?

বুদ্ধ বললেন, না। ওঁরা অনুধাবনে সক্ষম কিন্তু অনিচ্ছুক।

॥ ২১ ॥

দেবদত্তের ধৈর্য এবং প্রতীক্ষা চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছে।

বুদ্ধ রাজগৃহ ত্যাগ করবার অল্প কয়েকদিন পরেই দেবদত্ত একদিন যাত্রা করলেন চম্পা নগরের উদ্দেশে। যুবরাজ অজাতশত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই হবে! নিজের পরবর্তী পরিকল্পনা সফল করবার জন্য যুবরাজকেই এখন তাঁর সর্বাধিক প্রয়োজন।

প্রিয় সুহৃদ ভিক্ষু দেবদত্তকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন অজাতশত্রু।

কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময়ের পর দেবদত্ত মৃদুস্বরে বললেন, যুবরাজ! আপনি কি কোনোদিনই মগধের সিংহাসনে উপবেশন করে সম্রাট অজাতশত্রু রূপে পরিচিত হবেন না?

আকস্মিক এই প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে অজাতশত্রু বললেন, হঠাৎ এ-কথা কেন দেবদত্ত?

দেবদত্ত চকিত দৃষ্টিতে অজাতশত্রুর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে নিয়ে বললেন, যুবরাজ, আমি আপনার পরম হিতাকাঙ্খী বলেই আর বিলম্ব না করে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। আপনিই মগধের ভবিষ্যৎ সম্রাট। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ আপনি যুবরাজ রূপেই পরিচিত হ'য়ে আছেন। সম্রাট বিম্বিসার আপনাকে তাঁর প্রতিনিধি-রূপে অতি ক্ষুদ্র এই অঙ্গরাজ্যের উপশাসক নিয়োগ ক'রে রাজগৃহ থেকে দূরে রেখেছেন এবং আপনিও এতেই পরিতুষ্ট! আপনার পিতার বয়স সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম করেছে। তাঁর রাজত্বকালও পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হয়েছে অন্তত এক বর্ষ পূর্বে। অপরপক্ষে, আপনার যৌবনকালের প্রথমার্ধ কেবলমাত্র মগধের যুবরাজ পরিচয়েই অতিবাহিত হ'তে চললো। এ-বিষয়ে আপনি কি কখনো চিন্তা করেছেন?

অজাতশত্রু নীরব। মগধসম্রাটরূপে সিংহাসনে উপবেশনের প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে নিতান্ত নিরুপায়ভাবেই তিনি অন্তরে দমন করে রেখেছেন। পিতা যে এখনো জীবিত!

—যুবরাজ, জীবমাত্রেরই মৃত্যু অনিবার্য। সম্রাট বিম্বিসারেরও মৃত্যু অবশ্যই হবে। কিন্তু জীবকের ন্যায় ভিষক যাঁর সহায় তাঁর মৃত্যু অতি ত্বরান্বিত হবে বলে

আমার মনে হয় না। তা ভিন্ন, এ-কথাও আপনার সর্বদা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, সম্রাট বিম্বিসারের মৃত্যু হলেও মগধের সিংহাসন কিন্তু আপনার পক্ষে নিষ্কন্টক নয়। একথা সত্য যে আপনার জ্যেষ্ঠা বিমাতা কোশলাদেবী এবং কনিষ্ঠা বিমাতা ক্ষেমা দেবী নিঃসন্তানা। কিন্তু আপনার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োকনিষ্ঠা এই বিমাতা বর্তমানে পূর্ণযুবতী। আপনি জ্ঞাত আছেন, তিনি পরমারূপসী। আমার নিকট গুপ্ত সংবাদ আছে যে, কনিষ্ঠা এই রূপসী যুবতী মহিষীর গর্ভে অন্তত একটি পুত্রও উৎপাদনের জন্য বৃদ্ধ সম্রাট বর্তমানে বিশেষ ব্যাকুল। দেহের বিগত যৌবন-শক্তিকে পুনর্লাভের উদ্দেশ্যে তিনি জীবকের শরণাপন্ন হয়েছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভিষগাচার্য জীবকের অসাধ্য কিছু নেই। তিনি সম্রাটের জন্য এক বিশেষ শক্তিশালী ভেষজ প্রস্তুতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যদি ক্ষেমা দেবীর গর্ভে কোনো পুত্রের জন্ম হয়, সেই শিশুপুত্রও কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে আপনার পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে!

—কী বলছেন আপনি? এ অসম্ভব!

—যুবরাজ, আপনি তো জানেন হঠযোগসাধনে আমি প্রভূত ঋদ্ধির অধিকারী? সেই ঋদ্ধিবলেই আমি জানতে পেরেছি, এরূপ একটি অকল্পনীয় বিঘ্নও আপনার সিংহাসনলাভের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ হ'তে পারে। যদি এ বিঘ্ন অপসারণ করাও সম্ভব হয় তৎসত্ত্বেও কিন্তু নিষ্কণ্টক নয় আপনার সিংহাসন। আপনার অন্য বিমাতা লিচ্ছবিরাজকন্যা ছলনা দেবীর পুত্রদ্বয় হল্ল এবং বিহল্ল বৈধ রাজকুমার। তাঁরা বর্তমানে পূর্ণ যুবক। অধিকন্তু, তাঁদের মাতামহ লিচ্ছবিরাজ চেটক অতি শক্তিমান।

—লিচ্ছবির শক্তি কি মগধের চেয়েও অধিক?—তাচ্ছিল্যভরে বললেন অজাতশত্রু।

—অবশ্যই নয়। কিন্তু যুবরাজ, আপনি অবস্থান করেন এই চম্পানগরে। যদি বৃদ্ধ সম্রাটের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে এবং সেই রাজপুত্রগণের কেউ একজন সিংহাসন অধিকার করে তবে সেই মুহূর্ত থেকেই মগধের সৈন্যবাহিনী হবে তাঁরই আজ্ঞাবহ। সেই কারণেই আমার মনে হয় অবিলম্বে আপনার রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন অবশ্য প্রয়োজন!

—যথার্থই বলেছেন আপনি!—বললেন অজাতশত্রু।—আর এখানে কালক্ষেপ না ক'রে অবিলম্বেই আমি রাজগৃহে যাত্রা করবো।

উৎফুল্ল দেবদত্ত বললেন, কেবল রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন-ই যথেষ্ট নয়, যুবরাজ। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাকে সক্রিয় হতে হবে! নিজের প্রাপ্য সিংহাসনের পথ নিষ্কন্টক করায় ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কোনো অগৌরব নেই। রাজকুমারদ্বয় যেন কোনো প্রকারেই সিংহাসন অধিকারের স্পর্ধা প্রদর্শন না করে সে-ব্যবস্থা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে!

—ভিক্ষু দেবদত্ত! অজাতশত্রু সে ক্ষমতার অধিকারী!

দেবদত্ত তির্যক দৃষ্টিতে আর একবার অজাতশত্রুর মুখ নিরীক্ষণ করে নিয়ে বললেন, সম্রাট বিম্বিসার বৃদ্ধ হয়েছেন এবং পঞ্চাশৎ বর্ষের অধিককাল রাজকর্তৃত্ব সম্ভোগ করেছেন! এই বার্ধক্যে তাঁরই কর্তব্য উপযুক্ত পুত্রের উপর রাজকর্তৃত্বের দায়িত্ব ন্যস্ত ক'রে নিজের বিশ্রাম গ্রহণ। কিন্তু তিনি যখন সেরূপ কোনো আগ্রহ প্রদর্শন করছেন না—

—তখন আমাকেই আমার অধিকার অর্জন করে নিতে হবে!—উন্মাদনায় অধীর

কণ্ঠে বললেন অজাতশত্রু।—ভিক্ষু দেবদত্ত, এরূপ চিন্তা যে আমার মনে উদিত হয়নি তা নয়। তৎসত্ত্বেও সে-চিন্তাকে সংগোপনে দমন করে রেখেছি। আপনি আমার যথার্থ সুহৃদ! আমার করণীয় কর্তব্যের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপনি আমার মহৎ উপকার সাধন করলেন! আমি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই প্রতিশ্রুতি দান করছি, এই অজাতশত্রু যেদিন মগধসম্রাট অজাতশত্রু নামে পরিচিত হবে সেদিন থেকে ভিক্ষু দেবদত্তের প্রার্থিত কোনো বস্তুই তাঁর অপ্রাপ্ত থাকবে না।

দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ অনাসক্তির অভিব্যক্তি প্রকাশ ক'রে দেবদত্ত বললেন, আমি সংসারত্যাগী শ্রমণ। আমার কীই বা এমন প্রার্থিত বস্তু থাকতে পারে? তথাপি সিংহাসনে বসে এই প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হবেন না যুবরাজ! যদি কখনো কোনো বিষয়ে প্রয়োজন হয়!

স্বল্পকালের মধ্যেই রাজগৃহের রাজপ্রাসাদে দ্রুত পটপরিবর্তন সংঘটিত হল।

যুবরাজ অজাতশত্রু আর কেবল অংগরাজ্য শাসনেই তৃপ্ত নন। পিতার জীবৎকালেই তিনি হতে চান মগধসম্রাট!

বৃদ্ধ সম্রাট বিম্বিসার বিচলিত। পুত্র যদি বিদ্রোহ করে তবে তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। হয়তো হর্যঙ্ক বংশের এত আয়াসে গঠিত এই মগধসাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে! অজাতশত্রু দৃঢ়সংকল্প। তাঁকে নিবৃত্ত করবার প্রচেষ্টা নিষ্ফল।

প্রবীণ মন্ত্রী বর্ষকার এবং অন্যান্য মন্ত্রীগণের সংগে পরামর্শের পর রাজগৃহ নগর ব্যতীত সমগ্র মগধরাজ্যের রাজকর্তৃত্ব পুত্রের হস্তে অর্পণ করলেন বিম্বিসার। কিন্তু রাজধানী ব্যতীত রাজ্যের অধিকারে তৃপ্ত নন অজাতশত্রু। দেবদত্ত তাঁকে বললেন, এই বিচিত্রভাবে রাজকর্তৃত্ব গ্রহণ করলে প্রজাবৃন্দের দৃষ্টিতে আপনি পরিহাসের পাত্র হবেন।

নিরুপায় বিম্বিসার অবশেষে অতৃপ্ত, উদ্ধত পুত্রকে শান্ত করবার আশায় রাজকোষ ব্যতীত রাজধানীর কর্তৃত্বও দান করলেন। কিন্তু সেই কর্তৃত্বে সম্মত হতে গিয়েও হলেন না অজাতশত্রু। দেবদত্ত বললেন, রাজকোষের উপর যদি রাজার কর্তৃত্ব না থাকে তবে সে কর্তৃত্ব অর্থহীন। রাজ্যের সার্বভৌম অধিকারের সংগে সেনাবাহিনী এবং রাজকোষের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য যে কোনো রাজার-ই কর্তৃত্বের সংগে অংগাংগীভাবে জড়িত, এ-কথা তো সর্বজনবিদিত! আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আপনাকে এরূপ খণ্ডিত কর্তৃত্বদানের পশ্চাতে সম্রাট এবং মন্ত্রীগণের অন্য কোনো গূঢ় অভিসন্ধি বিদ্যমান।

অজাতশত্রু এবার স্পষ্টভাবেই জ্ঞাপন করলেন, খণ্ডিত কর্তৃত্বে আমি অভিলাষী নই, পিতা। সকল অধিকার সহ আমি মগধসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট-ই হতে চাই। আপনি অথবা আপনার মন্ত্রীবর্গ আর যেন আমাকে অযথা ছলনা করতে প্রয়াসী না হন!

দেবদত্ত-ই যে অজাতশত্রুর পরামর্শদাতা সে-সংবাদ গুপ্তচরমাধ্যমে পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন বিম্বিসার। প্রবীণ মন্ত্রী বর্ষকার-ও সে-কথা উত্তমরূপেই জ্ঞাত। সিংহাসনে উপবেশনের জন্য অজাতশত্রু উন্মত্তপ্রায়। সমগ্র রাজগৃহ নগরে এক রুদ্ধশ্বাস আতঙ্ক। রাজপ্রাসাদে কখন বুঝি রক্তবন্যা প্রবাহিত হয়! রাজকুমার হল্ল এবং

বিহ্বল প্রাণভয়ে লিচ্ছবিরাজ্যে পলায়ন করলেন। রাজপ্রাসাদে, গৃহে গৃহে, বিপণি-বীথিতে—সর্বত্র এক সন্ত্রাস। কখন কী হয়!

কনিষ্ঠা মহিষী ক্ষেমা একদিন বৃদ্ধ সম্রাটকে সুতীক্ষ্ম ব্যঙ্গ-শ্লেষে জর্জরিত ক'রে বললেন, সম্রাট, এই চূড়ান্ত বার্ধক্যেও রাজকর্তৃত্বের প্রলোভন ত্যাগ করতে পারছেন না? আপনার পরম আরাধ্য শ্রমণ গৌতম নাকি সর্বদা বাসনাত্যাগের উপদেশ দান করেন? কি দুর্ভাগ্য সেই পবিত্র শ্রমণের! আপনাকে এতকাল যাবৎ ধর্মশিক্ষাদান করবার পরেও তাঁর পরম উপাসক সম্রাট বিম্বিসার অথর্ব দেহ-মন নিয়ে মগধের সিংহাসন অলংকৃত করে রাখতে ইচ্ছুক! আপনার সেই দিব্য শ্রমণও সার্থক, আপনিও সার্থক!

নীরব রইলেন বিম্বিসার। কনিষ্ঠা মহিষী প্রচণ্ডভাবে বুদ্ধবিদ্বেষী। তাঁর এ উক্তি সপত্নীপুত্রের প্রতি স্নেহবশত নয়। এ উক্তির উদ্দেশ্য বুদ্ধের সম্বন্ধে বিষোদ্গার। বিম্বিসার উপলক্ষ্যমাত্র।

অবশেষে বর্ষকারের সঙ্গে নিভৃত পরামর্শের পর মনস্থির করলেন বিম্বিসার। এই বার্ধক্যে কবে মৃত্যু হবে তার স্থিরতা নেই। পুত্র অজাতশত্রুকেও আর নিরস্ত করবার অবকাশ নেই। তাকে সিংহাসনের পূর্ণ অধিকার দান করতেই হবে।

মনস্থির করে নিজ কক্ষে আহ্বান করলেন অজাতশত্রুকে। অজাতশত্রুর জননী মহিষী বাসবীকে তিনি পূর্বেই সে-কক্ষে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ প্রেরণ করেছিলেন। বাসবীর উপস্থিতিতেই বিম্বিসার বললেন, বৎস, মগধের রাজসিংহাসনে তোমারই উত্তরাধিকার কারণ, তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং যুবরাজরূপে পূর্বেই ঘোষিত। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে! আমি রাজপদ ত্যাগ ক'রে নিজ হস্তে তোমাকে মগধসম্রাটরূপে অভিষিক্ত করবো। তুমি কেবল আমার একটিমাত্র অনুরোধ রক্ষা করো! শ্রমণের ছদ্মবেশধারী ওই ভিক্ষু দেবদত্তের ন্যায় সংকীর্ণচেতা, ধূর্তবুদ্ধি, ক্ষতিকারক ব্যক্তির সংশ্রব তুমি অবিলম্বে ত্যাগ করবে। তোমার মঙ্গলের জন্যই আমি এই অনুরোধ করছি।

দেবদত্ত সংকীর্ণচেতা? ধূর্তবুদ্ধি? ক্ষতিকারক?

মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন অজাতশত্রু। হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই ধূর্তবুদ্ধির অধিকারী। তাঁর মন্ত্রণাতেই এতদিনে মগধসম্রাটরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার এই সুযোগ এসেছে অজাতশত্রুর। পরম হিতৈষী সুহৃদ দেবদত্তের সঙ্গে তিনি সম্পর্কচ্ছেদ করবেন আর পিতা চরণবন্দনা করবেন বিলাসপ্রিয় কপট বৃদ্ধ শ্রমণ গৌতমের? পিতাকেই নিবৃত্ত হতে হবে শ্রমণ গৌতমের চরণবন্দনায়। ভিক্ষু দেবদত্তের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা অজাতশত্রুর পক্ষে অসম্ভব।

অল্প কয়েকদিন পরেই কারারুদ্ধ হলেন বিম্বিসার।

পিতার হাতে সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবার সময় আর ছিল না। সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হল। মগধের নিষ্কন্টক সিংহাসনে উপবেশন করলেন কুণিক অজাতশত্রু।

কারাগারে বিম্বিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি একজনই মাত্র লাভ করলেন। তিনি রাজমাতা বাসবী। দেবী বাসবীর স্বামী কারাগারে—পুত্র সিংহাসনে।

অতিবাহিত হয়ে গেল কয়েকমাস।

রাজপ্রাসাদে একদিন সম্রাট অজাতশত্রুর কক্ষে একটি ঘটনা।

উদয়ভদ্র অজাতশত্রুর শিশুপুত্র। তার দক্ষিণ হস্তের তর্জনীতে একটি বিস্ফোটক হওয়ায় প্রবল যন্ত্রণায় সে ক্রন্দন করছিল। অজাতশত্রুর পিতৃহৃদয় শিশুর ক্রন্দনে বিচলিত হয়ে উঠলো। ভিষগাচার্য জীবকের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হয়েছে। অজাতশত্রুর মনে হল তাঁর আগমনে যথেষ্ট বিলম্ব হচ্ছে। যতক্ষণ তিনি না আসেন ততক্ষণ ওই নিতান্ত কোমল শিশু কি অসহ্য যন্ত্রণায় এইভাবেই ক্রন্দন করতে থাকবে?

মাতৃবক্ষে ক্রন্দনক্লান্ত শিশুপুত্রের যন্ত্রণাকাতর ধ্বনিতে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে অজাতশত্রুর বক্ষ। একান্ত উদ্বেল হৃদয়ে মহিষীর বক্ষ থেকে পুত্রকে নিজবক্ষে নিলেন অজাতশত্রু। তিনি শুনেছিলেন, এই অবস্থায় বিস্ফোটকের অভ্যন্তরস্থ বিষাক্ত রক্ত-রস নিষ্কাশন করে দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়।

তখন সদ্য প্রাতঃকাল।

অসুস্থ পৌত্রের সংবাদগ্রহণের জন্য কক্ষে প্রবেশ করলেন বিষণ্নতার প্রতিমূর্তি রাজমাতা বাসবী দেবী। তিনি দেখলেন, অজাতশত্রু শিশুপুত্রের বিস্ফোটকস্ফীত অংগুলিটি নিজ মুখগহ্বরে নিয়ে সজোরে লেহন ক'রে বিষাক্ত রক্ত-রস নিষ্কাশন করে দিচ্ছেন। কোনো ঘৃণাবোধ নেই। বেদনার উপশমে শিশু উদয়ভদ্রের ক্রন্দন বন্ধ হ'ল। পরিশ্রান্ত শিশু ধীরে ধীরে নিদ্রিত হয়ে পড়লো তার পিতার বক্ষে।

—বৎস! তোমার পুত্রের যন্ত্রণা উপশম হ'য়েছে?—প্রশ্ন করলেন বাসবী।

—হ্যাঁ, মা। এতক্ষণ এই কোমল শিশু অসহ্য বেদনায় কাতর ছিল, এখন বেদনামুক্ত।

ম্লান, বেদনাবিধুর স্বরে বাসবী বললেন, বৎস অজাতশত্রু! যে জন্মদাতা পিতাকে তুমি কারাগারে নিক্ষেপ করেছ, তোমার শৈশবকালে তিনিও একদিন এই গভীর অপত্যস্নেহেই এই উপায়ে তোমার একটি অংগুলির বিস্ফোটকজ্বালার উপশম করেছিলেন। তুমি ঠিক তোমার পুত্রের মতোই তাঁর বক্ষে নিদ্রিত হ'য়ে পড়েছিলে।

সহসা ভাবান্তর ঘটলো অজাতশত্রুর। বিবর্ণদৃষ্টিতে জননীর মুখের প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করেই দৃষ্টি আনত করলেন। পরমুহূর্তে মহিষীর হস্তে নিদ্রিত শিশুকে অর্পণ ক'রে দ্রুতবেগে কক্ষ থেকে নির্গত হয়ে গেলেন। কয়েকজন অমাত্যসহ দ্রুতগতি রথে ধাবিত হলেন কারাগারের পথে।

উন্মুক্ত হ'ল কারাগৃহের দ্বার।

কক্ষের ভূমিতলে বৃদ্ধ বিম্বিসারের দেহ শীতল, নিথর, নিস্পন্দ।

দেবদত্ত উল্লাসে আত্মহারা।

আরব্ধ কর্মের প্রথমার্ধ প্রায় নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন। এইবার দ্বিতীয়ার্ধ সম্পন্ন করবার সুচতুর কৌশলজাল বিস্তারে অবতীর্ণ হতে হবে!

অজাতশত্রু সিংহাসনে আসীন হওয়ার পর প্রায় একবর্ষ সময় অতিবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে শ্রমণ গৌতমের সম্বন্ধে সম্রাটের মনকে যথেষ্ট বিরূপ করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন দেবদত্ত। এ-বিষয়ে নগরের ব্রাহ্মণবৃন্দও পরোক্ষে দেবদত্তের

অভীপ্সিত লক্ষ্যপথকে যথেষ্ট মসৃণ করে দিয়েছেন। সম্রাট অজাতশত্রু তাঁর পিতার ন্যায় বেদবিরোধী নাস্তিক্য ধর্মের উপাসক নন। তিনি মগধসাম্রাজ্যে বৈদিকধর্মকে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে সবিশেষ আগ্রহী।

বুদ্ধ পুনরায় রাজগৃহে আগমন করেছেন।

পরম বিস্ময়ের বিষয়, একদা তীব্র বুদ্ধবিদ্বেষী ক্ষেমা দেবী তাঁর একান্ত সহচরী বিজয়া সহ বুদ্ধের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করেছেন এবং যোগদান করেছেন শ্রমণী সংঘে! সম্রাট বিম্বিসারের এই পরমা রূপসী কনিষ্ঠা মহিষীর হৃদয় যে কেন পরিবর্তিত হল তা দেবদত্তের নিকটও দুর্বোধ্য। কিন্তু এই ঘটনাটিকে তিনি অতি নিপুণভাবে নিজের উদ্দেশ্যসাধনের অন্যতম অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করতে সক্ষম হলেন। বিলাস-ব্যসনপ্রিয় শ্রমণ গৌতম যে রূপবতী নারীগণের দ্বারা তাঁর শ্রমণীসংঘকে অলংকৃত করতে সদাআগ্রহী তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্রাট অজাতশত্রুর নিজ দৃষ্টির সম্মুখে! যথার্থ সর্বত্যাগী শ্রমণ দেবদত্ত বিষয়টির প্রতি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মাত্র! অস্ত্রপ্রয়োগ সম্পূর্ণ সফল হল দেবদত্তের। সম্রাট অজাতশত্রুর বুদ্ধবিদ্বেষ দ্বিগুণ হ'ল।

আর কালক্ষেপের অবকাশ নেই দেবদত্তের। বুদ্ধ অল্প কিছুকাল রাজগৃহে অবস্থান করবার পর পুনরায় শ্রাবস্তীর উদ্দেশে যাত্রা করবেন। তার পূর্বেই অতি সংগোপনে কার্য উদ্ধার করতে হবে!

সেদিন সন্ধ্যার অল্পকাল পরেই বেণুবনবিহারে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট বুদ্ধ শ্রাবস্তী থেকে আগত দুই ভিক্ষুর সংগে বাক্যালাপ করছেন। স্বল্প দূরত্বেই লতা-গুল্ম আচ্ছাদিত একটি নিভৃত স্থান। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেইস্থানে এসে আত্মগোপন করলো এক ধনুর্ধারী। অন্ধকার হলেও শ্রমণ গৌতমের অবয়ব সে লক্ষ্য করতে পারছে। পশ্চাদ্দিক থেকে একটিমাত্র বিষাক্ত তীর নিক্ষেপই যথেষ্ট। হস্তস্থিত ধনুতে শরযোজনার জন্য সে প্রস্তুত হ'ল।

কিন্তু হস্ত যেন তার কম্পিত হ'ল!

অন্ধকারে শ্রমণ গৌতমের মুখমণ্ডল দেখতে না পেলেও পূর্বে কয়েকবার সে দেখেছে। সেই দিব্যশ্রী সম্পন্ন প্রশান্ত মুখমণ্ডল ভেসে উঠছে তার চোখের সম্মুখে। স্বেদাক্ত হয়ে উঠছে ধনুর্ধারী সৈনিকের সর্বাংগ। বহু যুদ্ধে সে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু হৃদয়ে ভীতিবোধ কখনো জাগ্রত হয়নি। অথচ এই স্বল্পকালের মধ্যে তার হৃদয়ে জাগ্রত হচ্ছে এক অজ্ঞাত ভীতির অনুভূতি। বারম্বার কম্পিত হচ্ছে তার অব্যর্থ শরসন্ধানী হস্ত।......না, শ্রমণ গৌতমের অংগে শরনিক্ষেপ করা তার পক্ষে অসম্ভব!

হস্তের ধনুর্বাণ ভূতলে নিক্ষেপ করে কম্পিত, স্বেদাক্ত কলেবরে বিবশ, বিহ্বলের ন্যায় সে বুদ্ধের অনতিদূরে এসে দণ্ডায়মান হ'ল। তারপরই কম্পমান দেহে ভূমিতলে উপবিষ্ট হয়ে রুদ্ধস্বরে বললে, আমাকে মার্জনা করুন শ্রমণ—আমাকে মার্জনা করুন!

ঈষৎ বিস্মিত স্বরে বুদ্ধ বললেন, ভদ্র! তুমি কে? কী কারণে তোমার মার্জনা ভিক্ষা?

—আমার নাম শ্রোত্রিক। সম্রাটের সেনাবাহিনীতে আমি একজন ধনুর্ধারী সৈনিক। প্রভু, ক্ষণকাল পূর্বেই আমি অতি হীন একটি কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম না। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন, প্রভু!

—কী সে হীন কর্ম শ্রোত্রিক?

—আমি আপনাকে হত্যায় উদ্যত হয়েছিলাম! যিনি আমাকে নিয়োগ করেছেন তাঁর নিকট আমি অঙ্গীকারবদ্ধ তাই তাঁর নাম প্রকাশ করতে পারছি না। আপনাকে হত্যা করবার জন্য তিনি আমাকে পঞ্চশত কার্ষাপণ পারিশ্রমিক স্বীকার করেছেন। অর্ধাংশ অগ্রিমও দিয়েছেন। কথা ছিল, কার্যোদ্ধারের পর অবশিষ্ট অর্ধাংশ দেবেন। কিন্তু সে-অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। অগ্রিম যা দিয়েছেন, তাও আমি তাঁকে প্রত্যর্পণ করবো। আপনি কেবল ক্ষমা করুন!

ভূমিতলে লুণ্ঠিত হয়ে শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করতে লাগলো শ্রোত্রিক।

—ক্রন্দন সম্বরণ করো শ্রোত্রিক! প্রত্যেক ব্যক্তিরই অন্তরে সৎ এবং অসৎ এই দুই বৃত্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান। তুমি বৃত্তিভোগী সৈনিক। যুদ্ধবিগ্রহে বিরুদ্ধ-পক্ষের সৈনিকগণকে হত্যা করা তোমার বৃত্তির অঙ্গ। কিন্তু বন্ধু, হত্যা নিকৃষ্টতম পাপকর্ম। এযাবৎ তুমি অসৎ বৃত্তির দ্বারা চালিত হয়েছ বলেই হত্যাকর্মের দ্বারা জীবিকা অর্জন করেছ। যারই নির্দেশে হোক, আমাকে হত্যা করতে এসে সহসা আজ তোমার হৃদয়স্থ সুপ্ত সংবৃত্তি জাগ্রত হয়েছে। সেই কারণেই তুমি হত্যাকর্ম থেকে নিবৃত্ত হলে। বন্ধু, সংবৃত্তি যখন জাগ্রত-ই হয়েছে তখন তারই নির্দেশিত পথে অগ্রসর হও। তোমার সাধ্যঅনুযায়ী কুশলকর্ম করো!

—প্রভু, সৈনিকবৃত্তি আজ থেকেই পরিত্যাগ করবো আমি! এই মহাপাপীকে ক্ষমা করুন আপনি। আশীর্বাদ করুন, যেন কুশলকর্ম পালনে সক্ষম হই!

দেবদত্ত উত্তেজনায়, নৈরাশ্যে, আক্রোশে উন্মত্তপ্রায়।

মগধরাজ্যের নিপুণতম ধনুর্বিদকে নিয়োগ করেও কার্যোদ্ধার হ'ল না! উপরন্তু সেই বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি সৈনিকবৃত্তি ত্যাগ করে রাজগৃহ থেকে নিরুদ্দেশ! সার্ধ-দ্বিশত কার্ষাপণও প্রত্যর্পণ করে গেল?

অপরের দ্বারা কার্যসাধন হবে না। দেবদত্ত এবার নিজহস্তেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কোন্‌দিন বুদ্ধ বেণুবন থেকে গৃধ্রকূট শিখরে আগমন করবেন, এখন কেবল সেই দিনটির প্রতীক্ষা! পরিকল্পনা স্থির করা হয়ে গেছে। তাকে নিপুণভাবে কার্যে প্রয়োগ করবার অপেক্ষা মাত্র!

কয়েকদিন পরেই বুদ্ধ আরোহণ করলেন গৃধ্রকূটশিখরে।

রাত্রিযাপনের পরদিবস সূর্যোদয়ের কিছুকাল পরে আনন্দ, সারীপুত্র, মৌদগল্যায়ন, কৌণ্ডিণ্য এবং উপালি সহ ভিক্ষার্থে তিনি পর্বতশিখর থেকে নিম্নে নগরোদ্দেশে অবতরণ করতে লাগলেন।

এই সুযোগটুকুই কাম্য ছিল দেবদত্তের। কয়েকদিন পূর্বে এক বিরাটাকৃতি শিলাখণ্ডকে পর্বতশিখরের প্রান্তে এমন শিথিলভাবে সংস্থাপন করে রেখেছিলেন যে, অতি মৃদু বলপ্রয়োগেই শিলাখণ্ড স্থানচ্যুত হয়ে দুর্দমগতি মৃত্যুদূতের ন্যায় অবতরণপথের উপর দিয়ে ঘর্ষিত হতে হতে বহু নিম্নবর্তী উপত্যকার সমতলভূমিতে পতিত হবে। নিম্নাভিমুখে গমনপথে সেই মৃত্যুদূত পিষ্ট করে দিয়ে যাবে গৌতম সহ সব ক'জন প্রবল শত্রুকে।

ভিক্ষুগণসহ বুদ্ধ যখন অবতরণপথের মধ্যভাগের নিকটবর্তী হয়েছেন সেই সময় পর্বতগাত্রের বৃক্ষলতা এবং শিলায় শিলায় প্রতিহত সেই বৃহৎ শিলাখণ্ডের

ঘর্ষণজাত প্রচণ্ড শব্দে চমকিত হয়ে সকলেই লক্ষ্য করলেন, বিরাটাকায় হস্তীসদৃশ এক শিলাখণ্ড পথের উপর দিয়ে সবেগে নিম্নে নেমে আসছে। পথ সংকীর্ণ। পার্শ্বে কোথাও আশ্রয় গ্রহণের উপায় নেই!

কিন্তু এবারেও ব্যর্থ হল দেবদত্তের সুপরিকল্পিত উদ্যম।

প্রচণ্ড গতিবেগে নিম্নাভিমুখী শিলাখণ্ড অতি স্বল্পকালের ব্যবধানে উপর্যুপরি দুইবার প্রতিহত হ'ল পথপার্শ্ববর্তী অপর দু'খানি বৃহৎ শিলায়। তার ফলে নিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের দিকপরিবর্তন হ'ল। অবতরণপথ থেকে ভিন্নদিকে নিম্নাভিমুখী শিলাখণ্ড বহু নিম্নে এক সংকীর্ণ গিরিখাতে আবদ্ধ এবং নিশ্চল হয়ে গেল। কেবল তার কয়েকখানি ভগ্ন ক্ষুদ্র খণ্ড ইতস্তত উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তারই একখানি খণ্ড এসে সজোরে আঘাত করলো বুদ্ধের পদাঙ্গুলিতে। ক্ষতস্থান থেকে উৎসারিত হল রক্তধারা।

জীবকের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলেন বুদ্ধ।

নগরের প্রবল জনরব, সম্রাট অজাতশত্রু এবং তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ ভিক্ষু দেবদত্ত চক্রান্ত করে বুদ্ধের প্রাণনাশের প্রচেষ্টা করে চলেছেন। জনরব কিন্তু অতি সংগোপন। এ-বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো আলোচনার সাহস কারো নেই। বুদ্ধের গৃহী উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ চিন্তিত, বিচলিত। বুদ্ধ স্বয়ং কিন্তু নির্বিকার।

প্রাক্তন রাজমহিষী এবং অধুনা শ্রমণী ক্ষেমা একদিন করযোড়ে বললেন, প্রভু! অতীতে আমার পতি সম্রাট বিম্বিসার যখন আপনার উপাসক হয়ে সর্বদাই আপনার প্রসঙ্গে উচ্ছ্বাস এবং আবেগ প্রকাশ করতেন তখন আমি বিরক্তি বোধ করতাম। নিজের রূপযৌবনমদে প্রমত্তা ছিলাম বলে সে-সময় আপনার সম্বন্ধে তীব্র ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করতাম। সেই আমি আজ করযোড়ে অনুনয় জ্ঞাপন করছি, আপনি অবিলম্বে রাজগৃহ ত্যাগ করুন!

—কেন ভগিনী? এ-বিষয়ে বিচলিত হওয়ার কী কারণ আছে?

–কারণ আছে, প্রভু! আপনি তো জানেন, অজাতশত্রু সিংহাসনের জন্য পিতৃহত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয়নি? ভিক্ষু দেবদত্তের চরিত্র সম্বন্ধেও আমার কিঞ্চিৎ ধারণা আছে। অজাতশত্রু নৃশংস। তার প্রধান পরামর্শদাতা ভিক্ষু দেবদত্ত। এদের চক্রান্ত কত দূর পর্যন্ত গিয়ে ক্ষান্ত হবে আমি জানি না। হয়তো নরকেও গতি হবে না অজাতশত্রুর!

—ভগিনী ক্ষেমা, স্বর্গ এবং নরকের অস্তিত্ব যথার্থই আছে কিনা, আমি জ্ঞাত নই। ইহজীবনেই জীব তার কর্মফল ভোগ করে। অজাতশত্রু তাঁর পিতাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরই জননীর মুখনিঃসৃত একটি বাক্যে অনুতপ্ত হয়ে পিতাকে কারামুক্ত করবার জন্য ধাবিত হয়েছিলেন, এ-কথাও তো সত্য? কিন্তু কারামুক্ত করতে সক্ষম হননি তার কারণ, পূর্বরাত্রেই সম্রাট বিম্বিসারকে মৃত্যু গ্রাস করেছে। ভগিনী, কেবল অজাতশত্রু কেন, প্রত্যেক নর-নারীকেই জীবৎকালে তার কৃত কর্মের ফলভোগ অবশ্যই করতে হবে। আর, আমিও তো অজর, অমর নই? সুতরাং অযথা উদ্বিগ্না হয়ে চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট করো না, ভগিনী!

কয়েকদিন পরে আর একদিনের প্রথম প্রহরের শেষভাগ।

ভিক্ষুগণ সহ এই সময়েই ভিক্ষার্থে নগরপথে যাত্রা করেন বুদ্ধ। সেদিনও

তিনি নগরের প্রধান রাজপথে অগ্রসর হচ্ছেন। পার্শ্বে আনন্দ। অন্যান্য ভিক্ষুগণ পশ্চাতে কয়েকহস্ত ব্যবধানে আগমন করছেন।

অকস্মাৎ চতুর্দিকে বহুকণ্ঠের একটি ভয়ার্ত কোলাহল।

—পলায়ন করো! পলায়ন করো! নালাগিরি আসছে! সতর্ক হও!......নালাগিরি আসছে! দূরে নিরাপদ স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করো......

অজাতশত্রুর যুদ্ধহস্তীশালার এক অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর নির্মম হস্তীর নাম নালাগিরি। অতি হিংস্র তার স্বভাব। হস্তীশালায় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকলেও একমাত্র তার পরিচর্যাকারী ভিন্ন অন্য কোনো ব্যক্তির বশ্যতা সে স্বীকার করেনি। পথে বহির্গত হলে অন্তত কয়েকজন পথচারীর প্রাণনাশ না করে সে ক্ষান্ত হয় না। প্রজাসাধারণের সকরুণ আবেদনে নালাগিরির কণ্ঠে একটি উচ্চনাদী ঘণ্টা সংযুক্ত করে দিয়েছেন অজাতশত্রু। তারপর থেকে সেই ঘণ্টাধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করলেই পথচারীবৃন্দ চকিতে সতর্ক হয়, অপরকে সতর্ক করে এবং অতি দ্রুত রাজপথ থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করে। রাজপথ হয়ে যায় সম্পূর্ণ নির্জন।

নালাগিরির ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে।

প্রমত্ত ঝঞ্ঝার মতো দ্রুতবেগে সে ধাবিত হয়ে আসছে। পথিপার্শ্বে যা কিছু তার নিকট বিরক্তিকর মনে হচ্ছে তাকেই সে শুণ্ডদ্বারা উত্তোলন করে পার্শ্বস্থ কোনো বৃক্ষকাণ্ডে অথবা শিলাখণ্ডে প্রচণ্ড ঘর্ষণে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে।

সেই পথেই ধীর, প্রশান্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে চলেছেন বুদ্ধ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভিক্ষুগণ ত্রস্ত, ব্যাকুল কণ্ঠে বারম্বার অনুনয় করলেন, শাস্তা! অবিলম্বে এ-পথ পরিত্যাগ করুন! যুদ্ধহস্তী নালাগিরির স্বভাব অতি নির্মম।

আনন্দ প্রায় ক্রন্দনোন্মুখ স্বরে বললেন, শাস্তা! অবলোকন করুন। রাজপথ জনশূন্য। আমি করযোড়ে প্রার্থনা করছি, এ-পথ পরিত্যাগ করুন! ওই যে হস্তী আর অধিক দূরে নয়!

নির্লিপ্ত, প্রশান্ত স্বরে বুদ্ধ বললেন, সম্মুখের পথই আমার পথ, আনন্দ!

—কিন্তু এই হস্তী যে নির্মম হিংসার প্রতিমূর্তিস্বরূপ!

—আর আমার অবলম্বন অহিংসা। অন্যান্য ভিক্ষুগণসহ তুমিও নিরাপদ দূরত্বে গমন করো, এই আমার নির্দেশ। সমগ্র জীবনব্যাপী যে অহিংসার সত্য আমি প্রচার করেছি, তার শক্তি হিংসা অপেক্ষা অধিক। নালাগিরি আসুক। অহিংসা এবং মৈত্রীর দ্বারা যদি ওই হিংস্র প্রমত্ত হস্তীকে শান্ত করতে সমর্থ না হই তবে আমার সম্যক বোধিলাভ নিরর্থক!

উন্মাদের ন্যায় সুবিশালবপু নালাগিরি দ্রুত ধাবমান। তার অতি বিকট বৃংহিত ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে চতুর্দিক। জনহীন রাজপথে এই প্রথম দু'টি বধযোগ্য জীবের সাক্ষাৎ পেয়ে উল্লাসে অধীর হয়ে উঠেছে নালাগিরি।

বুদ্ধের নির্দেশ লাভ ক'রে একমাত্র আনন্দ ব্যতীত অন্য ভিক্ষুগণ নিরাপদ স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রত্যাসন্ন মর্মান্তিক পরিণতির বিষাদে তাঁদের কারো দৃষ্টি অশ্রুসজল, কেউ বা বীভৎস দৃশ্য সহ্য করতে পারবেন না বলে দুই হস্তে আবৃত করেছেন মুখমণ্ডল।

অগ্রসর হয়ে এসেছে মৃত্যুদূত। আর মাত্র কয়েক হস্তের ব্যবধান!

অকম্পিত পদে বুদ্ধও অগ্রসরমান।

কর্ণবিদারী বৃংহিত ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে বীভৎস উল্লাসে শুণ্ড উত্তোলন করলো নালাগিরি।

বুদ্ধের উদাত্ত কণ্ঠে শোনা গেল, বন্ধু নালাগিরি, হিংসা তোমার ধর্ম নয়, হিংসা ত্যাগ করো! আত্মস্থ হও!

অকস্মাৎ কী যেন হ'ল।

বুদ্ধের স্থির, প্রশান্ত দৃষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে গেছে নালাগিরির রক্তবর্ণ অক্ষিগোলকের ভয়ঙ্কর হিংস্র দৃষ্টি। বীভৎস বৃংহিত ধ্বনি স্তব্ধ। প্রাণনাশে উদ্যত শুণ্ড ধীরে ধীরে নিম্নে প্রলম্বিত হ'ল।

কয়েকমুহূর্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রইলেন বুদ্ধ। তারপর অগ্রসর হয়ে নালাগিরির শুণ্ডে এবং গাত্রে স্নেহস্পর্শদানে বললেন, বন্ধু নালাগিরি, তোমার দৈহিক শক্তি অপরিসীম। কিন্তু সেই শক্তিকে তুমি অকারণ হিংসায় নিয়োজিত করেছ কেন? তোমার ভয়ে সকল নগরবাসী সন্ত্রস্ত। কিন্তু তার পরিবর্তে যদি তোমার দর্শনমাত্রেই নগরবাসী উল্লসিত হয়, শিশুগণ হয় নির্ভয়, সেইটিই কি তোমার নিকট সর্বাধিক আনন্দদায়ক হবে না? তোমার স্বভাব হোক স্নিগ্ধ, শান্তিদায়ক, মৈত্রীপূর্ণ। জীবের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হও, তুমিও সর্বজীবের প্রীতিলাভ করবে!

সে-কথাগুলির অর্থ নালাগিরি কী অনুধাবন করলো তা সে-ই জানে! তার হিংস্র শুণ্ড অবনমিত হ'ল বুদ্ধের সম্মুখে। সেই শুণ্ড দ্বারা প্রণামে সে বন্দনা করলো বুদ্ধের চরণ।

জনরোলে রাজগৃহ মুখরিত।

নালাগিরির ন্যায় নৃশংসতম হস্তী ঠিক যেন গৃহপালিত মেষের ন্যায় আনুগত্যসূচক আচরণ করেছে শ্রমণ গৌতমের সম্মুখে। এ কি বিস্ময়! শ্রমণ গৌতম সত্যই বুদ্ধ!

সকল সংবাদ-ই জ্ঞাত হয়েছেন সম্রাট অজাতশত্রু। তিনি বিস্মিত এবং চিন্তিত। তাঁর বিস্ময় এবং চিন্তার কারণ শ্রমণ গৌতম নয়—ভিক্ষু দেবদত্ত। এ-কথা অবশ্য সত্য যে, তাঁর ইচ্ছাপূরণের জন্য অজাতশত্রু একদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছাপূরণের রীতি কি এই? দেবদত্ত প্রভূত পরিমাণে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। মুক্ত হস্তে তা দান করেছেন অজাতশত্রু। কিন্তু পর পর তিনবার শ্রমণ বুদ্ধকে হত্যা করবার এই প্রচেষ্টার জন্য যে তাঁর প্রভূত অর্থের প্রয়োজন, এরূপ কোনো চিন্তা তিনি করেননি। গুপ্তচর মাধ্যমে সব সংবাদই এসেছে তাঁর কাছে। প্রথম প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পর গৃধ্রকূটশিখরে ভিক্ষু দেবদত্ত তাঁর অতি বিশ্বস্ত কয়েকজন অনুগামী ভিক্ষুর সাহায্যে সেই শিলাখণ্ডকে পর্বতশিখরপ্রান্তে এনে সংস্থাপন করেছিলেন। সর্বশেষ, হস্তীরক্ষককে প্রচুর পরিমাণ আর্থিক উৎকোচে বশীভূত করেছিলেন দেবদত্ত। রাজপথে যাওয়ার জন্য নালাগিরিকে মুক্ত ক'রে দেওয়ার আগে তাকেও প্রচুর পরিমাণে উগ্র সুরা পান করানো হয়েছিল।...একাদিক্রমে তিনবার ব্যর্থ হওয়ার পর চতুর্থ উদ্যমে দেবদত্ত আর কোন্ হীন কৌশল অবলম্বন করবেন, কে জানে!

দেবদত্ত-প্রসঙ্গে উভয়সংকট অজাতশত্রুর। তাঁরই উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং কূট-

পরামর্শে আজ তিনি প্রত্যাশিতকালের পূর্বেই মগধসম্রাট। কিন্তু শ্রমণ বুদ্ধকে হত্যা করবার জন্য দেবদত্তের যে চক্রান্তগুলির সঙ্গে তাঁর বিন্দুমাত্র যোগ নেই, তার জন্যও প্রজাসাধারণ, এমন কি, অন্যরাজ্যের অধিবাসীও তাঁকে সন্দেহ করছে। একেই পিতৃঘাতী সম্রাট নামে তাঁর যে কলঙ্ক সর্বজনজ্ঞাত, সেই কলঙ্কের সঙ্গে এটিও যদি যুক্ত হয় তাহলে সমগ্র জীবনেও তিনি হয়তো কলঙ্কমোচনের সুযোগ লাভ করবেন না। অথচ, রাজদ্বারেও ভিক্ষু দেবদত্তকে তিনি অভিযুক্ত করতে অক্ষম!

উভয়সংকটে বিচলিত অজাতশত্রু সঙ্গোপন পরামর্শের জন্য রাজপ্রাসাদের একান্ত নিভৃত মন্ত্রণাকক্ষে মহামন্ত্রী বর্ষকারকে আহ্বান করেছেন।

মহামন্ত্রী বর্ষকার প্রাক্তন সম্রাট বিম্বিসারের অতীব অন্তরঙ্গ ছিলেন। অজাতশত্রুর মন্ত্রীত্বপদ গ্রহণে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কিন্তু দেবদত্তের প্রভাব থেকে মগধসম্রাটকে মুক্ত করবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগের অভিপ্রায়ে তিনি অবশেষে মহামন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণ করেন। তিনি নিজে ব্রাহ্মণবংশীয়। বৈদিক-ব্রহ্মণ্য ধর্মের প্রতিই তাঁর আস্থা। সম্রাট অজাতশত্রুর রাজত্বকালে বৈদিক ধর্ম যদি মগধে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে এই আশাও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। তা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে বেদ-বিরোধী শ্রমণ বুদ্ধ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান। এই রাজগৃহেই তিনি বেদবিরোধী অন্যান্য শ্রমণাচার্যকে দেখেছেন। শ্রমণ গৌতম তাঁদের সকলের তুলনায় সর্বাপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ। তাঁর ধর্মপ্রচার আরম্ভ হয়েছে সর্বশেষে। কেন তাঁর ধর্মমত অল্পকালের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হল, তাও বিশ্লেষণ করে দেখেছেন বর্ষকার। একমাত্র এই শ্রমণ গৌতমের ক্ষেত্রেই উচ্চারিত বাক্য এবং আচরিত কর্মের মধ্যে সম্পূর্ণ সংগতি তিনি দেখেছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে আচার্যগণের প্রচারিত তত্ত্ব এবং নিজস্ব আচরণে অসঙ্গতি এবং স্ববিরোধ তাঁর বিচারে বিস্ময়কর এবং পীড়াদায়ক। স্বভাবতই শ্রমণ গৌতমের ধর্মমতে আকৃষ্ট না হলেও ব্যক্তিগতভাবে একমাত্র এই শ্রমণাচার্য সম্বন্ধেই বর্ষকারের সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয়েছিল। অদ্যাপিও সে সম্ভ্রমবোধ অক্ষুণ্ণ।

হস্তী নালাগিরি-সংক্রান্ত ঘটনার পর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছেন বর্ষকার। সেই সঙ্গে এই ঘটনা তাঁকে এনে দিয়েছে প্রতীক্ষিত সেই সুযোগ। এইবার ওই হীনচেতা ভিক্ষু দেবদত্তের প্রভাব থেকে সম্রাট অজাতশত্রুকে মুক্ত করতে হবে!

কক্ষের অভ্যন্তরে কেবল সম্রাট ও মহামন্ত্রী।

দেবদত্তের আচরণ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ এখন অনর্থক। কারণ, গুপ্তচরবাহিনীর বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অভিন্ন। শ্রমণের চীবরধারী দেবদত্ত যে নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে কত ঘৃণ্য স্তর পর্যন্ত অবতরণ করতে পারেন তার প্রমাণ সংশয়াতীতভাবেই পাওয়া গেছে।

মহামন্ত্রী বললেন, সম্রাট! পিতৃহত্যার জন্য আপনি অনুতপ্ত হয়েছেন সুতরাং সে-বিষয়েও আলোচনা এখন নিরর্থক। প্রজামানসে আপনার সম্বন্ধে যে মনোভাব এখনো বিদ্যমান, প্রজাকল্যাণের মাধ্যমে সেই মনোভাবকে পরিবর্তিত করতে হবে আপনাকে। তা একদিনে হবে না। তার জন্য সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু তার পূর্বেই ভিক্ষু দেবদত্তের সঙ্গে অবিলম্বে আপনার সম্পর্কচ্ছেদ অবশ্য প্রয়োজন। নচেৎ কখন কোন্ অজ্ঞাত সূত্রে মগধ সাম্রাজ্যেরই দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে, তা এই মুহূর্তে বলা কঠিন।

অজাতশত্রু বললেন, আমারও এখন সেই সংশয়-ই হচ্ছে। শ্রমণ গৌতমের

প্রাণনাশের জন্য দেবদত্তের উপর্যুপরি প্রচেষ্টার সংবাদ তো বিভিন্ন রাজ্যেই প্রচারিত হয়েছে এবং হবে! সকলেই জানবে এ-চক্রান্ত আমারই কারণ আমি বৈদিক ধর্মে আস্থাবান। মহামন্ত্রী! শ্রমণ গৌতমের উপাসক না হলেও তাঁর প্রতি কোনো বিদ্বেষ আমার পূর্বেও ছিল না, এখনো নেই। আমি ভাবছি, তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করবো!

এখন তো রাজগৃহে তাঁর সাক্ষাৎ পাবেন না সম্রাট। পাঁচদিন আগে তিনি শ্রাবস্তীর উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। আমি শুনেছি, তিনি পুনর্বার রাজগৃহে আগমন করবেন। সুতরাং মার্জনাভিক্ষার সময়ও আপনি পরেও পাবেন। কিন্তু অবিলম্বে যে কর্মটির সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন, সেইটিই সম্পাদন করুন!

অজাতশত্রু বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, অবিলম্বেই তা হবে।

* * * *

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

অজাতশত্রুর পিতৃহত্যার অল্পকাল পরেই প্রসেনজিতের সহোদরা অর্থাৎ সম্রাট বিম্বিসারের অগ্রমহিষী কোশলাদেবীর শোকে-দুঃখে প্রাণত্যাগের সংবাদ প্রসেনজিৎকে প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ করেছিল। সেই বিক্ষোভেরই পরিণাম মগধসম্রাটের বিরুদ্ধে কোশলসম্রাটের যুদ্ধঘোষণা।

কন্যা কোশলাদেবীর বিবাহকালে প্রাক্তন কোশলসম্রাট মহাকোশল অন্যান্য যৌতুকের সঙ্গে কাশীনামক বিশিষ্ট জনপদের রাজস্বভোগের অধিকার দান করেছিলেন কন্যাকে। কোশলাদেবীর মৃত্যু হলেও সে-রাজস্ব যথারীতি এসে সঞ্চিত হচ্ছিল মগধের রাজকোষে। প্রসেনজিৎ প্রথমেই বন্ধ করলেন সেই রাজস্ব। প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন অজাতশত্রু। তারই পরিণতি কোশল এবং মগধের সেনাবাহিনীর পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ।

প্রসেনজিতের অসাধারণ দক্ষ সেনাপতি বন্ধুল। তাঁর সুনিপুণ যুদ্ধপরিচালনায় কয়েকবার ছত্রভঙ্গ হল মগধের সেনাবাহিনী।

পরাজয়ের অপমানে ক্ষিপ্ত অজাতশত্রু নিজেই একদিন উপস্থিত হলেন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে। কোশলের নিকট পরাজয়ের অর্থই হল সমগ্র ভারতবর্ষে শোচনীয়ভাবে মগধের গৌরবহানি। রাজসিংহাসনে উপবেশন করবার পর প্রথম যুদ্ধেই পরাজয় বরণ করা অজাতশত্রুর পক্ষে অসম্ভব! অন্যদিকে, পিতৃঘাতী অজাতশত্রুর সম্বন্ধে প্রসেনজিতের মনে পুঞ্জীভূত ঘৃণা। সম্ভব হলে যুদ্ধক্ষেত্রে ওই কলঙ্কিত মগধ-সম্রাটকে হত্যা করতেও তিনি বদ্ধপরিকর।

কিন্তু হত্যার প্রয়োজন হ'ল না। অতি নিপুণ সেনাপতি বন্ধুলের সুচতুর রণকৌশলে যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হলেন অজাতশত্রু। কোশলের নিকট মগধকে শোচনীয়ভাবেই পরাজয় বরণ করতে হ'ল।

যার বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত আক্রোশ সেই অজাতশত্রুর সঙ্গে বাক্যালাপে রত হয়ে প্রসেনজিৎ উপলব্ধি করলেন, পিতৃহত্যার জন্য তিনি প্রকৃতই অনুতপ্ত। কেবল অজাতশত্রুর সহোদরার-ই মৃত্যু হয়নি, শোকে-দুঃখে-লজ্জায় অজাতশত্রুর জননী বাসবী দেবীও প্রাণত্যাগ করেছেন।

প্রসেনজিতের মনে পড়লো সুগত বুদ্ধের উক্তি—হিংসার দ্বারা হিংসার মূল উৎপাটন করা যায় না।

মন পরিবর্তন করলেন প্রসেনজিৎ। তিনি মুক্ত করে দিলেন অজাতশত্রুকে। কাশী জনপদের রাজস্বের অধিকারও প্রত্যর্পণ করলেন। সর্বশেষে নিজের কনিষ্ঠা কন্যা বজ্রাকে সমর্পণ করলেন অজাতশত্রুর মহিষীরূপে।

কোশল এবং মগধের মধ্যে পুনর্বার সংযোগসেতু স্থাপিত হ'ল।

॥ ২২ ॥

জেতবনবিহারে এবার বুদ্ধের পুনরাগমন শ্রাবস্তীতে কেবল হর্ষই সৃষ্টি করেনি, তার সঙ্গে সৃষ্টি করেছে এক অভাবিত বিস্ময়।

কোশলরাজ্যের নির্মমতম দস্যু অঙ্গুলিমালের অঙ্গে ভিক্ষুর পীত চীবর, হস্তে ভিক্ষাকরঙ্ক!

অবিশ্বাস্য ঘটনা! প্রত্যক্ষ করবার পরেও যেন বিশ্বাস হয় না! যে হৃদয়হীন দস্যু এযাবৎকাল অজস্র নরহত্যায় রক্তাক্ত করেছে হস্ত, নিহত ব্যক্তিগণের একটি করে অঙ্গুলি ছেদন করে গ্রথিত মালা কণ্ঠে দিয়ে যে নরপিশাচ অঙ্গুলিমাল নামে কুখ্যাত হয়েছে, সে কিনা চীবরাবৃত দেহে, ভিক্ষাপাত্র হস্তে নতমস্তকে বুদ্ধের অনুসরণ করে নগরে প্রবেশ করছে!

অভিভূত প্রসেনজিৎ একদিন বললেন, হে সুগত! কোন্ অলৌকিক শক্তিদ্বারা এই অসম্ভবকে আপনি সম্ভব করলেন? অলৌকিক শক্তি ভিন্ন এ-কার্য যে অসম্ভব!

বুদ্ধ বললেন, সম্রাট, আমি সর্বদাই বলি, আমার কোনো অলৌকিক শক্তি নেই। এ-ঘটনা সম্পূর্ণই লৌকিক। অহিংসা, করুণা এবং মৈত্রীর দ্বারা অঙ্গুলিমালের জীবনসম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা আমি দূর করেছি। আমি আশা করি, অতঃপর মনুষ্য তো দূরের কথা, সে সম্ভবত একটি পিপীলিকারও প্রাণনাশ করবে না। তার হৃদয়ে করুণা এবং মৈত্রীভাবনার উদ্বোধন ঘটেছে।

প্রসেনজিৎ আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, সার্থক আপনার ধর্ম!

উত্তরবায়ুপ্রবাহের দুঃসহ হিমশীতল তাড়নে প্রকৃতি এবং জীবজগৎ ম্রিয়মান।

শিশিরঋতুর পূর্বেই শ্রাবস্তীতে এসে উপনীত হতে পেরেছিলেন বুদ্ধ। সারীপুত্র এবং মৌদগল্যায়নকে এবার রাজগৃহের শ্রমণসংঘের তত্ত্বাবধানের জন্য নিয়োজিত করে এসেছেন। সর্বক্ষণের সঙ্গী আনন্দ এবং অন্যান্য কয়েকজন রাজগৃহ থেকে তাঁর সঙ্গে এসেছেন।

একদিন বুদ্ধ আনন্দকে বললেন, আনন্দ! আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি। তবে জরাগ্রস্ত হইনি। কিন্তু জরাও অবশ্যই যথাসময়ে আগমন করবে। সম্ভবত আমার নির্বাণসময় আসন্নপ্রায়।

আনন্দ রুদ্ধস্বরে বললেন, শাস্তা, আমি জানি যে দেহ বিনাশধর্মী। তথাপি আপনার মুখে এমন কথা শুনলে হৃদয় কেমন যেন বিহ্বল হয়ে যায়।

সস্নেহ হাস্যে বুদ্ধ বললেন, হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করো, আনন্দ! আমার বিশ্বাস,

নির্বাণলাভের পূর্ব পর্যন্ত আমি কর্মক্ষম থাকবো। বোধিলাভের পর এই ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ পর্যন্ত নিরলস পরিব্রাজন করেছি। এখনো পারবো তবে গতিবেগ অবশ্যই পূর্বাপেক্ষা মন্থর। আমার আরব্ধ কর্মও প্রায় সমাপ্ত হতে চলেছে! তুমি সর্বদাই আমার সঙ্গী। সেই কারণেই, তোমাকে বিশেষভাবে বলছি, চিত্তকে প্রশান্ত করো। সর্বদাই স্মরণ রাখবে, জীবদেহ বিনাশধর্মী।

উদ্গত ক্রন্দনাবেগ সম্বরণের উদ্দেশ্যে বুদ্ধের অনুমতি নিয়ে আনন্দ দ্রুত স্থানত্যাগ করলেন।

একদিন পঞ্চশ্রমণী এক বিশেষ আবেদন সহ বুদ্ধের সমীপে উপনীতা হলেন। তাঁরা সকলেই স্থবিরা পটাচারার নিকট উপসম্পদা লাভ করেছেন। পঞ্চশ্রমণীর মধ্যে উত্তরা এবং উত্তমা কুমারীজীবনেই যোগদান করেছেন শ্রমণী সংঘে। শ্রমণী চন্দ্রা নিঃসন্তানা অবস্থায় পতিবিয়োগের পর উপসম্পদা গ্রহণ করেছেন। এঁরা তিনজনই যুবতী। বিমলা এবং পদ্মাবতী প্রান্তযৌবনা। এঁরা দুজনেই পূর্বে ছিলেন বহুভোগ্যা পণ্যাঙ্গনা।

উত্তরা বললেন, শাস্তা! সম্প্রতি শ্রদ্ধেয়া স্থবিরা পটাচারার নিকট একটি প্রার্থনা জ্ঞাপন করেছিলাম। কিন্তু তিনি সে-প্রার্থনা অনুমোদন করেননি। বলেছিলেন, আপনার আগমনের পর ইচ্ছা হলে আপনার নিকটে সে-প্রার্থনা আমরা জ্ঞাপন করতে পারি। আজ তাঁর অনুমতি গ্রহণ ক'রে আমরা আপনার সমীপে এসেছি।

—কী সে প্রার্থনা ভগিনী?

—কিছুকাল নির্জনবাস।—বিনম্র স্বরে বললেন উত্তমা।

—ভগিনীবৃন্দ! তোমাদের প্রার্থনায় সম্মতিদান না করে অর্হৎ পটাচারা সুবিবেচনার পরিচয়ই দান করেছেন।

—শাস্তা! স্থবিরা পটাচারাকে আমরা পূর্ণ শ্রদ্ধা করি।—বললেন চন্দ্রা।—তাঁর নিষেধাজ্ঞায় আমরা ক্ষুণ্ণ হইনি। কিন্তু একটি প্রশ্ন জাগরিত হয়েছে।

—অর্হৎ পটাচারা আমারও শ্রদ্ধেয়া।—বললেন বুদ্ধ।—আমি এই দুঃখময় জগৎ সম্বন্ধে চিন্তাব্যাকুল হ'য়েই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম; দুঃখ-শোকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ক্ষতবিক্ষত হইনি। কিন্তু পটাচারা এই জীবনের প্রত্যেকটি রূঢ়, নির্মম দুঃখ-শোকের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উত্তীর্ণা হয়ে তারপর পরমপ্রশান্তিতে আত্মসমাহিত হয়েছেন।

কয়েকমুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইলেন বুদ্ধ। আয়ত নেত্র নিমীলিত।

কিছুক্ষণ পরে দৃষ্টি উন্মীলন করে বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের নাম-পরিচয় প্রকাশ করো। তারপর অসঙ্কোচে ব্যক্ত করো, অর্হৎ পটাচারার অননুমোদন সত্ত্বেও কী সে প্রশ্ন তোমাদের মনে উদিত হয়েছে যার মীমাংসার আশায় তোমরা আমার নিকট আগমন করেছ?

সকলের নাম এবং পূর্বপরিচয় জ্ঞাপন করলেন পদ্মাবতী। তারপর তাঁদের মুখপাত্রীস্বরূপ শ্রমণী উত্তরা বললেন, শাস্তা! অষ্টাঙ্গমার্গিক সাধনার সম্পূর্ণতার জন্য আপনি শ্রমণগণের ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে কিছুকাল নির্জনবাসের বিনয় প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু শ্রমণীগণের ক্ষেত্রে নির্জনবাসের বিনয় নিষিদ্ধ। এতে কি পুরুষ এবং নারীর ক্ষেত্রে বিধানের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না? এইটিই আমাদের প্রশ্ন।

স্মিত হেসে বুদ্ধ বললেন, ব্যতিক্রম অবশ্যই লক্ষিত হয় ভগিনী। কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে অসুবিধার কথা চিন্তা করেই শ্রমণীর পক্ষে এই নিষেধাত্মক বিধান আমি প্রচলন করেছি।

উত্তরা এই উত্তরে সন্তুষ্টা হতে পারলেন না। তিনি নম্রস্বরে বললেন, শাস্তা! আমার প্রশ্নে কোনো ধৃষ্টতা থাকলে মার্জনা করবেন। শ্রমণীর পক্ষে এই নিষেধাত্মক বিধানের ফলে তাঁরা অষ্টাঙ্গমার্গিক সাধনার সব কয়টি অঙ্গের আচরণ থেকে বঞ্চিতা হচ্ছেন না কি?

—না ভগিনী, নির্জনবাস অষ্টাঙ্গমার্গিক সাধনার অবশ্য পালনীয় অংগ নয়। চিত্ত যদি কোনো কারণে বিক্ষিপ্ত বা প্রলোভিত হয় সেই সময়ে লোকালয় থেকে দূরে নির্জনবাসের সাহায্যে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনরায় সংহত করবার উদ্দেশ্যেই ওই বিধান। আমি এককালে মধ্যে মধ্যে নির্জনবাস করেছি এবং আনাপানস্মৃতিসমাধিতে এক-পক্ষকাল এমন কি ষট্‌পক্ষকাল সময়ও অতিবাহিত করেছি। আজ আমি বৃদ্ধ। এই বয়সে নির্জনবাসে বাস্তব প্রতিকূলতা আছে বলেই তা ত্যাগ করেছি। আমার পক্ষে বার্ধক্য অন্তরায়। শ্রমণীগণের পক্ষে তাদের নারীদেহই অন্তরায়। ভগিনী উত্তরা, কুমারী অবস্থাতেই তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছ। তুমি বর্তমানে পূর্ণ যুবতী বলে প্রাকৃতিক নিয়মেই তোমার দেহ-মনে কামতৃষ্ণা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু চিত্ত-শক্তির দ্বারা সেই তৃষ্ণাকে জয়ের সাধনা করছ তুমি। সেক্ষেত্রে নির্জন অরণ্যে তোমাকে দেখে যদি কোনো কামাসক্ত ব্যক্তি তোমাকে লাঞ্ছিতা করে, তখন তুমি নিজেকে অশুচি বোধ করবে না কি?

মৃদুস্বরে উত্তরা বললেন, হ্যাঁ, শাস্তা।

—তোমার দেহে যদি সেই পুরুষকে প্রতিহত করবার যথোপযুক্ত শক্তি থাকতো তাহ'লে তুমি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হতে। কিন্তু প্রাকৃতিক বিধানে নারীর দৈহিক শক্তি সচরাচর পুরুষ অপেক্ষা ন্যূন থাকে। শ্রমণীর পক্ষে নির্জনবাসে এটি বাস্তব প্রতিকূলতা।

উত্তরা বিনম্র স্বরে বললেন, আমি আপনার উক্তি হৃদয়ঙ্গম করেছি!

উত্তমা বললে, আমিও।

—ভগিনী চন্দ্রা, তুমি?

—হ্যাঁ,শাস্তা! আমি বিবাহিত জীবন যাপন করেছি। কামতৃষ্ণার স্বরূপ আমার অজ্ঞাত নয়। এখন আমি শ্রমণী। লাঞ্ছিতা হ'লে আমারও নিজেকে অপবিত্র মনে হবে।

—ভগিনী বিমলা এবং পদ্মাবতী! তোমাদের অতীতকে বিস্মৃত হও। বর্তমান মানসিক পরিণতির কথা চিন্তা ক'রে অকপটে বলো, অনুরূপ অবস্থায় তোমাদের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হবে?

উত্তর দিলেন পদ্মাবতী।-একদা যখন গণিকাজীবন যাপন করেছি তখন এই দেহ পরম অশুচি ছিল। এখন যদিও আমাদের দেহে যৌবন প্রায় অপগত হতে চলেছে তৎসত্ত্বেও অনুরূপ অবস্থায় এই দেহকে পুনরায় অপবিত্র মনে হবে।

বুদ্ধ বললেন, আশা করি, এখন তোমরা অনুধাবন করতে পারছ, পটাচারা কেন তোমাদের প্রার্থনা অনুমোদন করেননি। কিন্তু ভগিনীবৃন্দ, নারী বলে তোমরা কদাপি নিজেদের হীন মনে করো না। অর্হত্ত্বলাভের ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীর

কোনো ভেদ নেই। চিত্তশক্তির দৃঢ়তায় নারীও পুরুষ অপেক্ষা অধিক সাফল্য অর্জন করতে পারে। তোমরা প্রসন্নচিত্তে সাধনা করো।

করাঞ্জলিপুটে বুদ্ধের চরণে প্রণিপাত নিবেদন করলেন পঞ্চশ্রমণী।

জেতবনবিহারে একদিন এক আজীবিক শ্রমণ এলেন।

আগন্তুক শ্রমণ নিয়তিবাদী ধর্মাচার্য মক্ষরি গোশালের শিষ্য। কয়েকবর্ষ পূর্বে মক্ষরি গোশাল দেহত্যাগ করেছেন। তার পর থেকে বিভ্রান্তের ন্যায় শ্রমণ ইতস্তত পরিভ্রমণ করে চলেছেন।

বুদ্ধকে যথারীতি সম্ভ্রম জ্ঞাপন করে শ্রমণ বললেন, ভদন্ত! আপনি কি জ্ঞাত আছেন যে, নির্গ্রন্থ নাটপুত্র কয়েকবর্ষ পূর্বে দেহত্যাগ করেছেন?

—হ্যাঁ শ্রমণ, তিনি নির্বাণলাভ করেছেন, সে-সংবাদ আমি জ্ঞাত আছি।

—আপনি কি এ সংবাদ জ্ঞাত আছেন যে আমাদের আচার্য মক্ষরি গোশাল এবং নির্গ্রন্থ নাটপুত্র উভয়ে ভিন্ন দার্শনিক মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন কিন্তু পরিশেষে তাঁদের মধ্যে তীব্র বিবাদ এবং তার অত্যন্ত করুণ পরিণতি হয়েছে?

—না শ্রমণ, সে-বিষয়ে আমি কিছু অবগত নই।

—ভদন্ত! এই শ্রাবস্তী নগরেই সে-ঘটনা ঘটেছিল। যাঁরা একত্রে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছেন তাঁদেরই মধ্যে একদিন বিবাদ উপস্থিত হ'ল, কে যথার্থ জিন। নাটপুত্র তাচ্ছিল্যভরে আমাদের আচার্য মক্ষরি গোশালের জিনত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করলেন। প্রচণ্ডরূপে অসম্মানিত বোধ করায় আচার্য গোশালও অস্বীকার করলেন নাটপুত্রের জিনত্বকে। তিনি বললেন, পরম জিন পার্শ্বনাথ-ই জৈন ধর্ম-দর্শনের প্রবর্তক, তুমি একজন সংস্কারক মাত্র। তাঁর প্রবর্তিত চাতুর্যামসংবরবাদ তত্ত্বের সঙ্গে আর একটি মাত্র যামকে যুক্ত করে নিজেকেই শ্রেষ্ঠতম জিন রূপে প্রচার করছ! কিন্তু আমি একটি মৌলিক তত্ত্বের প্রচারক—আমার তত্ত্ব নিয়তিবাদ। সুতরাং আমার সঙ্গে নিজেকে সমপর্যায়ভুক্ত জ্ঞান করো না। প্রচণ্ড ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন নাটপুত্র। উভয়েই উভয়কে অনর্গল কটূক্তি করতে লাগলেন। অবশেষে ক্রোধান্ধ আচার্য গোশাল অভিসম্পাত দান করলেন, আজ থেকে ছয়মাসের মধ্যে তুমি কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে! তখন নাটপুত্রও অভিসম্পাত দান করলেন, তুমিও আজ থেকে সপ্তমদিবসে প্রাণত্যাগ করবে!—ভদন্ত! এই কি ধর্মাচার্যের উপযুক্ত আচরণ?

বুদ্ধ বললেন, শ্রমণ! এঁরা উভয়েই শ্রদ্ধেয়। কিন্তু কঠোর তপশ্চর্যা সত্ত্বেও ক্রোধরূপ আসব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সক্ষম হননি।

—আপনার এ অভিমত যথার্থ। আমি নিতান্ত সাধারণ এক তপস্বী। কিন্তু আমারও মনে হয়েছিল, এ-জাতীয় ক্রোধের প্রকাশ প্রকৃত জিনের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। ভদন্ত! আমি কিন্তু এই সংবাদটি জ্ঞাপন করবার জন্যই আসিনি। আমার অন্য একটি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। নাটপুত্র সর্বদা ঘোষণা করেছেন, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা এবং পূর্ণজ্ঞানী। আপনিও কি নিজেকে সেইরূপই ঘোষণা করেন?

—না শ্রমণ। আমি সর্বজ্ঞও নই, সর্বদ্রষ্টাও নই। আমি ত্রিবিধ মৌলিক জ্ঞান অর্জন করেছি মাত্র। সেই ত্রিবিধ জ্ঞানের দ্বারাই বোধিলাভ করেছি।

—কিন্তু নাটপুত্র আপনাকে সর্বদাই অক্রিয়বাদী উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রান্ত শ্রমণরূপে অভিহিত করেছেন। সেই কারণেই আমার মনে এই প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে যে আপনি যদি অক্রিয়বাদীই হন তবে আপনার প্রচারিত অষ্টাঙ্গমার্গিক সাধনার তাৎপর্য কী?

স্মিত প্রশান্ত হাসি হেসে বুদ্ধ বললেন, আমাকে অক্রিয়বাদীরূপে প্রচারের বিবিধপ্রয়াস সম্বন্ধে আমি উত্তমরূপেই অবগত আছি। আমি কঠোরতম কৃচ্ছ্রসাধন-ভিত্তিক তপশ্চর্যাবিধিকে পরিত্যাগ করেছি বলে নিগ্রন্থ নাটপুত্র আমাকে অক্রিয়বাদী-রূপে প্রতিপন্ন করবার প্রয়াসে প্রয়াসী ছিলেন। আমি সর্বতোভাবে কর্মবাদে আস্থাশীল। সেই কারণে আমার প্রচারিত অষ্টাঙ্গমার্গিক সাধনা সম্পূর্ণ ক্রিয়াবাদ-ভিত্তিক। পূর্বজন্ম ছিল কিনা, পূর্বজন্মে কোনো পাপাচরণ করেছিলাম কিনা, সে পাপাচরণের স্বরূপ কী ছিল তার কিছুই কি আমরা এই জন্মে জানি? সুতরাং সেই কল্পিত পূর্বজন্মকে অবিসম্বাদী সত্যরূপে ধারণা করে নিয়ে এই দেহ-মনকে কেন নির্মমভাবে নিগ্রহ করবো? যেহেতু আমি কর্মবাদকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করি সেই হেতু আমি এই তত্ত্বই প্রচার করি যে, জীবমাত্রেই কর্মস্বকীয়, কর্মদায়াদ, কর্মযোনি, কর্মবন্ধু এবং কর্মপ্রতিশরণ। প্রত্যেক জীবের ক্ষেত্রে কর্মই তার একমাত্র স্বকীয় অর্থাৎ সে কর্মসর্বস্ব। প্রত্যেকেই কর্মদায়াদ কারণ, সুকৃতির সুফলভোগ এবং দুষ্কৃতির দুঃখময় ফলভোগের দায়িত্ব তার নিজস্ব। জীবকে আমি কর্মযোনি বলি কারণ কর্মহেতুই জীবের জন্ম। জীবমাত্রেই কর্মবন্ধু। সংকটে নিজস্ব কর্মই তার একমাত্র বান্ধব। অধিকন্তু, কর্মই জীবজগৎকে রক্ষা করে সেই কারণেই সকল জীবই কর্মপ্রতিশরণ।

আগন্তুক শ্রমণ গভীর মনোনিবেশে বুদ্ধের কথা শুনছিলেন। সবিস্ময়ে তিনি বললেন, এই যদি আপনার তত্ত্বের ভিত্তি হয় তবে আপনিই তো সর্বোত্তম শ্রমণ! সেক্ষেত্রে স্বয়ং নাটপুত্র এবং তাঁর অনুগামীবৃন্দ বারম্বার আপনাকে অক্রিয়বাদীরূপে নির্দেশ করেছেন কেন তা আমি উপলব্ধি করতে পারছি না। বৈশালি, সাকেত, রাজগৃহ এবং এই শ্রাবস্তীতেও আমি লক্ষ্য করেছি, পথিপার্শ্বস্থ বিভিন্ন প্রাচীর-গাত্রে অঙ্গারদ্বারা আপনার নামে অতি কুৎসিত ইঙ্গিতপূর্ণ নানারূপ মন্তব্য লিখিত আছে। শুনেছি, সেগুলি প্রধানত নিগ্রন্থী এবং তীর্থিকগণের দ্বারা লিখিত। কিছু কিছু আমারই স্ব-সম্প্রদায়ের আজীবিকও লিখেছেন।

—আমি দেখেছি।—বললেন বুদ্ধ।

—আপনি বিচলিত বোধ করেননি?

—না আমি মনে করি এরূপ কার্যের দ্বারা তাঁরা নিজেরাই লোকচক্ষে নিজেদের সম্ভ্রম নষ্ট করেন।

—আপনার অনুগামী শ্রমণগণ ক্রুদ্ধ হননি?

—কেউ কেউ হয়েছেন। কিন্তু আমি তাদের সর্বদাই এ-বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকতে বলি। কারণ, যার যে পন্থাই হোক, ভিন্ন পন্থার আচার্যের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপনকে আমি অতীব নিন্দনীয় কর্মরূপে জ্ঞান করি। সদ্ধর্মের শ্রমণ-শ্রমণীবৃন্দ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কটূক্তি নীরবে সহ্য করেন কিন্তু অপরের প্রতি কখনো বর্ষণ করেন না।

কয়েকমুহূর্ত নির্বাক হয়ে ব'সে রইলেন আজীবিক। তারপর সশ্রদ্ধ বিনম্র কণ্ঠে বললেন, ভদন্ত! আমি আচার্য মক্ষরি গোশালের অনুগামী অতএব নিয়তিবাদী

দর্শনে বিশ্বাসী। আমাদের দর্শন অনুযায়ী জীবের শুদ্ধি অথবা অশুদ্ধির কোনো হেতু নেই এবং কর্মদ্বারা শুদ্ধি অর্জনের প্রচেষ্টাও অর্থহীন। আমাদের আচার্যের মতে, জীবমাত্রেই নিয়তি, সংগতি এবং স্বভাবের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পরিণতিলাভ করে। নিজের প্রচেষ্টায় জীবনে সুখ-দুঃখকে হ্রাস অথবা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। নিয়তি-নির্দিষ্ট উপায়ে সংসারের সকল চক্রগুলিকে অতিক্রম করবার পরেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। সুতরাং আপনার ক্রিয়াবাদী দর্শনের বিপরীত দর্শন-ই আমাদের আদর্শ। আমি এখনো পর্যন্ত এই দর্শনেই বিশ্বাসী আছি। তৎসত্ত্বেও আপনার কর্মবাদী দর্শন আজ আমাকে নতুনভাবে চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করছে। ভবিষ্যতে মনে কোনো সংশয় দেখা দিলে আমি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী হতে পারি?

—আমার নিকট সকলেরই অবারিত দ্বার। তোমার যখনই প্রয়োজন হবে তুমি স্বচ্ছন্দে আগমন করতে পারো।

কয়েকজন ভিক্ষুর মাধ্যমে অর্হৎ ভদ্রা কাত্যায়না অর্থাৎ যশোধরা বুদ্ধের সমীপে এক বিশেষ সংবাদ প্রেরণ করেছেন। নিজের নির্বাণকাল আসন্নপ্রায় অনুভব করে কয়েকজন ভিক্ষুণীসহ তিনি বৈশালি থেকে শ্রাবস্তীর উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। বর্তমানে তাঁরা নগরের নিকটবর্তিনী। ভদ্রা কাত্যায়নার একান্ত অভিলাষ, নির্বাণের পূর্বে শেষবারের মতো বুদ্ধের দর্শনলাভ এবং তাঁর চরণে শেষ প্রণাম জ্ঞাপন।

অপরদিকে রাজগৃহ থেকে সারীপুত্র এবং মৌদগল্যায়ন সংবাদপ্রেরণ করেছেন, রাজগৃহের ভিক্ষুসংঘে এক অভাবিতপূর্ব বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়েছিল।

হঠাৎ লক্ষ্য করা গেল, প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক অসুস্থ ব্যক্তি এসে ভিক্ষুসংঘে যোগদান করছে এবং ভিষগাচার্য জীবকের চিকিৎসায় সুস্থ হওয়ার পর সংঘ ত্যাগ করে গৃহী-জীবনে প্রত্যাবর্তন করছে। কারণ অনুসন্ধানে জানা গেল, নগরের রোগপীড়িত অধিকাংশ ব্যক্তিই জীবকের চিকিৎসা লাভে ব্যাকুল। কিন্তু সে-সুযোগলাভ অধিকাংশ গৃহীর পক্ষেই কঠিন। সেই কারণেই এই কৌশলের আশ্রয়-গ্রহণ। জীবক রাজভিষক হলেও শ্রমণ-গৌতমের সংঘের সকল ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর চিকিৎসা করেন এবং সেজন্য কোনো দক্ষিণা গ্রহণ করেন না। সুতরাং সংঘে যোগদান করলে অতি সহজেই জীবকের চিকিৎসার সুযোগলাভ সম্ভব। তারপর সুস্থ হ'য়ে সংঘ ত্যাগ করে পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেই হল।

আকস্মিকভাবে সংঘে শ্রমণ-শ্রমণী সংখ্যাবৃদ্ধির এই প্রকৃত কারণ অবগত হওয়ার পর অসুস্থ ব্যক্তিকে সংঘে গ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তন করেছেন সারীপুত্র এবং মৌদগল্যায়ন। এই নিষেধাজ্ঞাসূচক সংঘ-বিনয় সম্বন্ধে শাস্তার অনুমোদন প্রার্থনা করেছেন তাঁরা।

অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু রাজগৃহের নর-নারী রোগ-মুক্তির জন্য ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এই মিথ্যাচরণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা সংঘের বিনয়-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা।

সকল পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে এই নতুন সংঘ-বিনয় অনুমোদন করলেন বুদ্ধ।

*   *   *   *

কোশলরাজ প্রসেনজিতের কনিষ্ঠা মহিষী বাসবক্ষত্রিয়া সেদিন কিঞ্চিৎ অসুস্থা রাজবৈদ্যের নির্দেশ অনুযায়ী প্রাসাদে নিজ কক্ষে তিনি বিশ্রামরতা। একান্ত কিংকরীদ্বয় তাঁকে ব্যজন করছে। কক্ষ অগুরুচন্দনগন্ধে সুরভিত।

কিছুক্ষণ পূর্বে রাত্রির সূচনা হয়েছে।

আপনমনে বিভোর হয়ে নিজের কথা চিন্তা করছিলেন বাসবক্ষত্রিয়া কপিলবাস্তুর মহানাম শাক্যের দাসীগর্ভজাতা কন্যা কোথায় একদিন নগণ্যা গৃহ পরিচারিকা আর কোথায় আজ তিনি কোশলসম্রাট প্রসেনজিতের মহিষী! কেবল তাই নয়, তাঁর পুত্র বিরূঢ়ক আজ কোশলসাম্রাজ্যের যুবরাজ। ভবিষ্যতে সে-ই হবে কোশলসম্রাট।

উদ্বেলিত আনন্দে বর্তমানের রাজমহিষী এবং ভবিষ্যতের রাজমাতা অধিকাংশ সময়েই ভবিষ্যতের সেই স্বপ্নে বিভোর থাকেন। কিন্তু সেই সুনিবিড় আনন্দের মধ্যেও অতি সংগোপন একটি বেদনা-কন্টক প্রতিনিয়ত তাঁর হৃদয়কে বিদ্ধ করতে থাকে। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে প্রবল জাত্যাভিমানী শাক্যগণ সুচতুর ছলনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রে তাঁকেই বিশুদ্ধ শাক্যবংশীয়া কন্যা পরিচয়ে সম্রাটের হস্তে সম্প্রদান করেছিল। বাসবক্ষত্রিয়ার প্রকৃত জন্ম-পরিচয় আজ পর্যন্ত সম্রাটের অজ্ঞাত প্রিয়তম স্বামীর সঙ্গে নিরুপায়ভাবে তাঁকেও ছলনা করে আসতে হয়েছে এতদিন জন্মঘটিত সত্যকে আমরণ প্রকাশ না করবার জন্য পিতা মহানাম শাক্যের নিকট তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধা! নিজেকে মহাঅপরাধিনী মনে হয় বাসবক্ষত্রিয়ার। কিন্তু প্রকৃত সত্যপ্রকাশ ক'রে বক্ষের গুরুভার বেদনাকে লাঘব করবার কোনো উপায় নেই!

উৎকণ্ঠিত, ব্যগ্রপদে কক্ষে প্রবেশ করলো অপর এক কিংকরী।—দেবি! যুবরাজ আপনার দর্শনপ্রার্থী।

—যুবরাজ তো মৃগয়ার উদ্দেশ্যে কয়েকদিন পূর্বে নগর পরিত্যাগ করেছিল সে কবে ফিরেছে?

—আজই কিছুক্ষণ আগে। সম্ভবত আপনার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

—কত মাতৃভক্ত পুত্র আমার! যা, তাকে আসতে বল্!

অল্পক্ষণ পরেই কক্ষে প্রবেশ করলেন যুবরাজ বিরূঢ়ক। তাঁর চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার চেয়েও অস্বাভাবিক এক গাম্ভীর্যই অধিক।

সোচ্ছ্বাসে শায়িত অবস্থা থেকে উঠে বসলেন বাসবক্ষত্রিয়া।

মাতৃপদে প্রণাম করে বিরূঢ়ক বললেন, নগরে এসেই শুনলাম, তুমি অসুস্থ। এখন কেমন আছ মা?

স্নেহাকুল আবেগে বাসবক্ষত্রিয়া বললেন, ব্যস্ত হওয়ার মতো কিছু হয়নি বৎস। সামান্য অসুস্থতা। হয়তো দু-এক দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠবো এই তো পুত্রমুখ দর্শনে এরই মধ্যে আমি কত সুস্থবোধ করছি। কিন্তু বৎস বলে গিয়েছিলে ফিরতে বিলম্ব হবে। এত সত্ত্বর ফিরে এলে যে? শরীর সুস্থ তো?

—হ্যাঁ, মা। শরীর আমার সুস্থই আছে। কিংকরীগণকে কিছুক্ষণের জন্য এখান থেকে যেতে বলো। তোমার সংগে আমার বিশেষ কথা আছে।

কিংকরীগণ কক্ষ থেকে প্রস্থান করবার পর বাসবক্ষত্রিয়া বললেন, কী বিশেষ কথা, বৎস?

বিরূঢ়ক নির্বাক। তার বুকের ভেতর অশান্ত ঝড় উঠেছে।

—বৎস, তোমার মুখ এত গম্ভীর কেন?

বিরূঢ়ক মাতৃপদে আর একবার প্রণাম জানিয়ে বললেন, মা! তুমি আমাকে জন্মদান করেছ, তোমার হৃদয়-উৎসারিত অপত্যস্নেহে আমাকে বিবর্ধিত করেছ। তুমি আমার দেবী! কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজ ব্যাকুলচিত্তে আমি এমন একটি প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, যার উত্তর কেবল তোমার মুখ থেকেই আমি পাবো!

অজ্ঞাত অমংগলের আশংকায় কম্পিত হল বাসবক্ষত্রিয়ার বক্ষ—কণ্ঠস্বর।—কী প্রশ্ন, বৎস?

—জন্মসূত্রে তুমি শাক্যনারী অথবা কোনো শাক্যের দাসীকন্যা?

বিবর্ণ হয়ে গেল বাসবক্ষত্রিয়ার মুখ। তাঁর সমগ্র চেতনা এবং অবয়ব যেন মুহূর্তে অসাড় হয়ে গেল। এতকাল পরে নিজ পুত্রের মুখে আজ এই প্রশ্ন!

বাসবক্ষত্রিয়ার বিবর্ণ মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে বিরূঢ়ক প্রগাঢ় স্বরে বললেন, মা! তুমি আমার জন্মদাত্রী জননী। তুমি দাসীকন্যা এমন কি চণ্ডালিনীকন্যা হলেও আমার চিরপূজ্যা দেবী। তোমাকে অবমাননার জন্য এ-প্রশ্ন আমি করিনি। আমি কেবল প্রকৃত সত্য জানতে চাই। কারণ, মৃগয়ার উদ্দেশে শাক্যরাজ্যে গিয়ে আমি এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে এসেছি।

কম্পিত ক্ষীণস্বরে বাসবক্ষত্রিয়া বললেন, কী অভিজ্ঞতা, বৎস?

—সে এক করুণ, গ্লানিকর, মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা, মা। কপিলবাস্তু আমার মাতুলালয়। মহানাম শাক্য আমার মাতামহ। কিন্তু এবার কপিলবাস্তুতে আমি জ্ঞাত হলাম, আমি দাসীপুত্র ব'লে বিশুদ্ধ শাক্যক্ষত্রিয়গণের নিকট অস্পৃশ্য, ঘৃণার পাত্র। তাঁদের সে ঘৃণা তাঁরা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেননি। কিন্তু আমি যে স্থানে উপবেশন করেছি সেস্থানে দুগ্ধ এবং পবিত্র জলদ্বারা সংগোপনে ধৌত করা হয়েছে। যে-পাত্রে আমাকে আহার্য পরিবেশন করা হয়েছিল, অপবিত্র জ্ঞানে সে-পাত্র পরিত্যক্ত হয়েছে। সবই আমার অজ্ঞাতে করা হয়েছে কিন্তু আমার একান্ত সহচর অম্বরীষ ঘটনাচক্রে তাঁদের এই কর্মগুলি সম্বন্ধে অবগত হয়েছে। আমার অনুচরবর্গের কেউ কেউ রাত্রির অন্ধকারে শাক্যগণের কথোপকথনে শুনেছে, বিরূঢ়ক কোশলের যুবরাজ হলেও শাক্যক্ষত্রিয়ের নিকট ঘৃণ্য দাসীপুত্র। মা, তুমি যথার্থ রহস্য আমাকে বলো! তোমার সম্বন্ধে উদ্ধত, জাত্যাভিমানী শাক্যগণের এ উক্তি মিথ্যা অথবা সত্য?

অশ্রুবাষ্পরুদ্ধস্বরে বাসবক্ষত্রিয়া বললেন, সত্য। আমি যথার্থই দাসীকন্যা।

—তাহলে মহানাম শাক্য আমার মাতামহ নন?

—মহানাম শাক্যই তোমার মাতামহ, বৎস! তিনি আমার জন্মদাতা পিতা। কিন্তু আমি আমার পিতার ক্ষত্রিয়াপত্নীর গর্ভজাতা নই। আমার জন্মদাত্রী জননী ছিলেন আমার পিতার গৃহপরিচারিকা অক্ষত্রিয়া পার্বত্য রমণী।

বাসবক্ষত্রিয়া কোনোদিন স্বপ্নেও কল্পনা করেননি যে এতকাল পরে সেই সংগোপন কাহিনী নিজের পুত্রের নিকটেই প্রকাশ করতে হবে! অথচ অদৃষ্টের কি

পরিহাস! স্বামীর ক্ষেত্রে হলে হয়তো মহানাম শাক্যের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যেমন করেই হোক রক্ষা করতেন। কিন্তু তীব্র অপমানজ্বালায় জর্জরিত পুত্রের ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি মিথ্যাচার করতে পারলেন না।

পুত্রের দুই হাত নিজহাতে নিয়ে ব্যাকুল ক্রন্দনজড়িত স্বরে বাসবক্ষত্রিয়া বললেন, বৎস আমার! এই অভাগিনী জননীর সনির্বন্ধ অনুনয়, এ-প্রসঙ্গ বিস্মৃত হও!

—মা, তোমার অন্য যেকোনো আদেশ পালন করতে আমি এইমুহূর্তেই প্রস্তুত কিন্তু আমার একান্ত প্রার্থনা, এ-প্রসংগ বিস্মৃত হওয়ার আদেশ তুমি আমাকে দান করো না! বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্বের অহঙ্কারে শাক্যগণ স্পর্ধার সীমা অতিক্রম করেছে! কোশলরাজবংশ মাতংগজাতীয় বলে আমাদের বংশকে তারা চূড়ান্ত ঘৃণা করে। অথচ নতমস্তকে কোশলসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে নিয়ে সেই কবে থেকে করদান করে চলেছে। এই জাত্যাভিমান তাদের চূড়ান্ত ঔদ্ধত্যেরই নামান্তর! মা, আমার মাতামহী গৃহদাসী ছিলেন বলে তোমার সন্তানরূপে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। তোমার সন্তান বলে কোনো অগৌরব নেই আমার। বরঞ্চ, তোমার মতো স্নেহময়ী জননীর সন্তান বলে আমি ভাগ্যবান, গর্বিত। কিন্তু আমাকে তুমি ক্ষমা করো মা, তোমার জন্মদাতা পিতা মহানাম শাক্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে আমি অক্ষম। মহানাম শাক্য তোমাকে দিয়ে সত্যগোপনের অঙ্গীকার করিয়ে নিয়ে এতকাল ধরে তোমাকে মিথ্যাচারিণী হয়ে থাকতে বাধ্য করেছে! পিতৃসূত্রে তোমার দেহে শাক্য-রক্ত আছে, কিন্তু মাতৃসূত্রে তোমার দেহে প্রবাহিত হয়ে চলেছে এক দারিদ্র্যক্লিষ্টা অনার্য পার্বত্য নারীর রক্ত। আমার হৃদয়ে তোমার সেই পরিচয়টিই বড়ো হয়ে থাক। তোমাকে আজ আমি স্পষ্টই জানিয়ে রাখছি, একমাত্র শ্রমণ গৌতম এবং ভিক্ষু আনন্দ ভিন্ন অন্য কোনো শাক্য সম্বন্ধেই ভবিষ্যতে শ্রদ্ধা অথবা প্রীতি প্রদর্শন আমার পক্ষে সম্ভব হবে না!

—বৎস, শ্রমণ গৌতম কেবলমাত্র এক অসাধারণ শ্রমণ মাত্র নন, তিনি মহামানব — তিনি বুদ্ধ। উত্তেজনার বশে তাঁকে যেন কখনো অসম্মান করো না।

—তা যে করবো না, সে-কথা আমি আগেই বলেছি, মা। শৈশবকাল থেকেই আমার হৃদয়ে তুমি শ্রদ্ধার যে বীজ বপন করেছিলে তা থেকে আজ অঙ্কুরমাত্র নয়, বৃক্ষই পূর্ণাবয়ব লাভ করেছে। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, যে শাক্যজাতির স্বভাব এত সংকীর্ণ, সমাজজীবন এত পঙ্কিল, ভ্রান্ত জাত্যাভিমান যাদের ক্রমেই হীনবল করে চলেছে—সেই জাতির মধ্যে শ্রমণ গৌতমের জন্মই তো অতীব আশ্চর্যজনক!

—বৎস, তিনি লোকোত্তর। শাক্যকুলে জন্ম হলেও তিনি নিজেই নিজের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এক মহামানবের। তাঁর পরিচয় এখন কেবল শাক্য অভিধায় তো সীমাবদ্ধ নয়? তিনি সর্বজনের, সর্বজাতির।

—সে-কথা আমিও সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। এই জাত্যাভিমানী শাক্যেরা কত মূর্খ! তারা শ্রমণ গৌতমের বিরাটত্ব উপলব্ধি করা দূরের কথা, তাঁকে অপমান প্রদর্শনে কার্পণ্য করেনি! তুমি কি জানো মা, বুদ্ধ হওয়ার পর তিনি প্রথম যেবার কপিলবাস্তু নগরে এসেছিলেন সেবার তাঁর প্রাণবধের চেষ্টায় তোমার পিতা মহানাম শাক্য তাঁর গৃহপালিত অতি হিংস্র স্বভাবের একটি পার্বত্য সারমেয়কে নিয়োগ করতে দ্বিধা করেননি?

—জানি, বৎস। তখন আমি তাঁরই গৃহে দাসী। বৎস, এইসব চিন্তায় এখন

তুমি নিজের মনকে আর উত্তেজিত ক'রো না। ভবিষ্যতে তুমিই হবে কোশলসম্রাট। শ্রমণ গৌতমের লোককল্যাণের আদর্শকে স্মরণে রেখে প্রজাসাধারণের কল্যাণে নিজেকে যাতে নিয়োজিত করতে পারো, এখন থেকে সেইভাবে মানসিক প্রস্তুতি আরম্ভ করো!

—তোমার আশীর্বাদে সে-উদ্যমে আমি অবশ্যই সফল হবো। কিন্তু ওই একটিমাত্র ক্ষেত্রে আমি সদয় হতে পারবো না। শাক্যগণের দৃষ্টিতে বিরূঢ়ক প্রথমত হীন মাতংগবংশীয় পিতা প্রসেনজিতের পুত্র, দ্বিতীয়ত, সে অনার্যপার্বত্য নারীর গর্ভজাতা এক ঘৃণ্য গৃহদাসীর গর্ভে জন্মলাভ করেছে। সুতরাং বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকারী শাক্যজাতি নিশ্চয়ই আমার নিকট বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়সুলভ আচরণ আশা করতে পারে না।

উদ্বিগ্নস্বরে বাসবক্ষত্রিয়া বললেন, বৎস, তোমার অভিপ্রায় কী?

—শাক্যজাতির ভ্রান্ত দম্ভকে নির্মমভাবে ধূলিসাৎ করা। আমার জন্মের আগেই আমার জননীকে যারা এত হীন আচরণে অমর্যাদা করেছে, তারা আমার ক্ষমা পাবে না! তোমার দেহে শাক্যরক্ত থাকা সত্ত্বেও তোমাকে তারা শাক্যনারী রূপে গণ্য করেনি! আমি তোমার সন্তান। তোমার অপমানের প্রতিশোধ একদিন আমাকে গ্রহণ করতেই হবে!

জননীকে প্রণাম করে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন বিরূঢ়ক। স্তম্ভিতা, বিহ্বলার ন্যায় পর্যংকের উপর প্রস্তরমূর্তির মতো বসে রইলেন বাসবক্ষত্রিয়া।

*   *   *   *

দেবদত্ত প্রায় নিঃসংগ এবং পরিত্যক্ত।

রাজগৃহ থেকে আগত কয়েকজন ভিক্ষু যে সংবাদ নিয়ে এসেছেন, তা অতি শোচনীয়। সম্রাট অজাতশত্রু তাঁর সংশ্রব সম্পূর্ণ ত্যাগ করবার পর ক্রোধে, ক্ষোভে, হতাশায় দেবদত্ত সম্পূর্ণ ভগ্নহৃদয়। সারীপুত্র সংক্ষেপে দেবদত্তের যথাসম্ভব সাম্প্রতিক সংবাদ প্রেরণ করেছেন জেতবনবিহারে।

কোকিলক দেবদত্তের আবাল্য সংগী।

সংঘনেতৃত্ব অধিকারের কোনো অভিপ্রায়ই কোকিলকের ছিল না। বরঞ্চ দেবদত্তের অভিলাষ পূরণের জন্যই এতকাল তাঁর যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছেন।

সেই কোকিলকই একদিন দেবদত্তের নিকট চূড়ান্তভাবে অপমানিত হলেন।

বুদ্ধকে হত্যার চেষ্টা তিনবার ব্যর্থ হয়েছে। সম্রাট অজাতশত্রু দেবদত্তের সংগে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। বুদ্ধবিরোধী অপপ্রচারে যেসকল ভিক্ষুকে দেবদত্ত নিজের অনুগামী করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁরাও একে একে দেবদত্তের সান্নিধ্য ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন সারীপুত্র এবং মৌদগল্যায়নের পরিচালিত সংঘে। সামান্য কয়েকজন ভিক্ষু মাত্র তাঁর অনুগামী।

একটির পর একটি ব্যর্থতা এবং বিপর্যয়ে দেবদত্ত তখন উন্মাদপ্রায়। তাঁর মনে এই ধারণা দ্রুত বদ্ধমূল হচ্ছিল যে, তাঁর অবস্থাবিপর্যয়ের সুযোগে কোকিলক সংঘ-নেতৃত্ব অধিকারের জন্য অতি গূঢ় চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন।

সেই সময়েই কোকিলকের সংগে প্রচণ্ড কলহ।

মৌখিক কটূভাষণ দ্রুত রূপান্তরিত হ'ল দৈহিক সংঘর্ষে। অতর্কিতে গণ্ডদেশে দেবদত্তের চপেটাঘাতে মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন কোকিলক। দেবদত্তের উপর সবেগে ঝম্পপ্রদান করে তাঁকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। তারপর তাঁর বক্ষে মুষ্ট্যাঘাতের পর মুষ্ট্যাঘাত। ধরাশায়ী দেবদত্ত রক্তবমন করতে করতে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন।

এই ঘটনার পর দীর্ঘ নয়মাসকাল শয্যাশায়ী ছিলেন দেবদত্ত।

সেই অসুস্থ অবস্থায় দেবদত্ত নিজের সমগ্র জীবনের কৃতকর্ম সম্বন্ধে স্মৃতি-রোমন্থন করেছেন। তাঁর স্বল্পাবশিষ্ট সংগী ভিক্ষুগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে তা প্রকাশও করেছেন।

কপিলবাস্তু...দেবদহ...শাক্যসমাজ...

প্রথম যৌবন থেকেই সিদ্ধার্থ গৌতমের সম্বন্ধে তাঁর তীব্র বিদ্বেষ। কত ঘটনা... কত স্মৃতি...। কিন্তু সেই প্রথম যৌবন থেকে আজ পর্যন্ত কোনোক্ষেত্রেই গৌতমের সমকক্ষ হতে পারলেন না। প্রতি পদে পরাজয়! প্রতি উদ্যমে ব্যর্থতা! প্রথম যৌবনে যেদিন কপিলবাস্তুর প্রকাশ্য রাজপথে এক যোগীকে তিনি নগ্ন নারীদেহের সঙ্গে আলিঙ্গনাবস্থায় দর্শনের প্রমোদ চরিতার্থ করবার জন্য অর্থমূল্যে নগরের এক যুবতী পণ্যাংগনাকে নিয়োগ করে প্রমোদ-দৃশ্যের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছেন সেইসময় আকস্মিকভাবে সেস্থানে উপস্থিত হয়ে গৌতম তাঁকে সেই বিকৃত প্রমোদ-চরিতার্থতা থেকে নিবৃত্ত হতে বাধ্য করেছিলেন! সহচরগণের উপস্থিতিতে অপমানের জ্বালায় ক্ষিপ্ত দেবদত্ত অসি উত্তোলন করেও গৌতমের দেহে অসির বিন্দুমাত্র আঘাত দিতে পারেননি। গৌতমই নিমেষে দেবদত্তকে নিরস্ত্র করেছিলেন। সেই নিরস্ত্র অবস্থায় গৌতম অক্লেশে দেবদত্তকে বধ করতে পারতেন কিন্তু করেননি। পরিবর্তে দেবদত্তের হৃদয়স্থ অশুচি প্রবৃত্তিকেই দমনের উপদেশ দিয়েছিলেন। পরাজিত, হতমান দেবদত্ত সেদিন এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

...এ-অপমানের প্রতিশোধ একদিন আমি গ্রহণ করবোই! আজ হোক, কাল হোক, বর্ষ-বর্ষান্তরে হোক, আমারই হস্তে তোমার নিধন। এই আমার প্রতিজ্ঞা!.

কিন্তু প্রতিজ্ঞা তো পূর্ণ হ'ল না! বরঞ্চ তিনিই এখন মৃত্যুশয্যায়।

নির্বাণ লাভ কি হবে?

দীর্ঘশ্বাস নির্গত হয় দেবদত্তের ক্ষত বক্ষ থেকে। ঘৃণা, বিদ্বেষ, অহংকার আর ক্ষমতাপ্রমত্ততা নিয়েই অতিবাহিত হয়ে গেল জীবনের এতগুলি বর্ষ। কিন্তু তার দ্বারা কী ভাল করলেন তিনি? কেবলই অশান্তির দাহ! আর বিদ্বেষ নেই গৌতমের উপর। করুণ এই যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর পূর্বে বুদ্ধের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা ক'রে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল দেবদত্তের মন। কিন্তু তিনি তো শ্রাবস্তীর জেতবন-বিহারে। বহু দূরের পথ.... .সময় সীমাবদ্ধ।

অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল দেবদত্তের কোটরগত, শীর্ণ, নিস্তেজ চক্ষুদ্বয়। গৌতম একদিন বলেছিলেন, অশুচি এক কুৎসিত দানবের দ্বারা দেবদত্ত আচ্ছন্ন। সমগ্র জীবন সেই দানবই দেবদত্তের উপর প্রভুত্ব করে গেল।

কয়েকজন উপাসকের নিকট থেকে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করলেন দেবদত্ত। সেই অর্থে অতিজীর্ণ একখানি শিবিকায় শায়িত অবস্থায় তিনি শ্রাবস্তীর পথে যাত্রা করলেন।

সে-সংবাদ শ্রবণে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে সারীপুত্র বললেন, হায়, ভিক্ষু দেবদত্ত

এতকাল পরে অনুতপ্তচিত্তে ক্ষমা ভিক্ষার জন্য শাস্তার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। কিন্তু শাস্তার দর্শন তিনি পাবেন কি?

দর্শনলাভ সত্যই হল না।

শিবিকা যেদিন শ্রাবস্তীতে উপনীত হল সেইদিনই জেতবনবিহারের অনতিদূরে রক্তবমন করতে করতে অবশ হল দেবদত্তের দেহ। অল্পকাল পরেই সেই দেহ চিরকালের মতো হয়ে গেল নিস্পন্দ।

॥ ২৩ ॥

জেতবন পুষ্পসমারোহে সমুজ্জ্বল।

অশোক, কিংশুক, কর্ণিকার বৃক্ষ পুষ্পভারানত। উপচিত আম্রমুকুলে সমগ্র দিবসব্যাপী মধুপায়ী পক্ষীগণের কাকলি আর মধুপগুঞ্জন। কোনো পক্ষী বৃক্ষ-শাখায় মধুপানে নিরত, কোনো পক্ষী ভূমিতলে কীট-পতঙ্গাদি অন্বেষণে ব্যস্ত। কেউই একস্থানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করছে না। চাঞ্চল্য তাদের স্বভাবধর্ম।

দিবসের ভিক্ষান্ন গ্রহণের পর বিশ্রামগ্রহণকালে এক আম্রবৃক্ষতলে উপবেশন করে নিবিষ্টচিত্তে পক্ষীগণের ক্রিয়াকলাপ দর্শন করছিলেন বুদ্ধ।

—প্রভু!

বিশাখার কণ্ঠস্বরে দৃষ্টিপাত করলেন বুদ্ধ। একটু বিস্মিত হলেন। বিশাখা সচরাচর এ-সময়তো আসেন না। তাঁর দৃষ্টিও কেমন যেন ঈষৎ বেদনার্ত।

দৃষ্টিবিনিময় হতেই নতজানু হয়ে প্রণিপাত জ্ঞাপন করে বিশাখা বিনম্রস্বরে বললেন, অসময়ে এসেছি সে-জন্যে ক্ষমা করুন প্রভু! আমি সংবাদ পেলাম, মগধ-সম্রাট অজাতশত্রু নাকি আপনাকে রাজগৃহে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করে বিশেষ দূত প্রেরণ করেছেন?

—হ্যাঁ ভগিনী, আমি কয়েকদিনের মধ্যেই রাজগৃহ যাত্রা করবো।

—পদব্রজে?

—পদব্রজেই তো আমি গমনাগমন করি, ভগিনী।

—এই বয়সে এত দীর্ঘ পথ পদব্রজে যাওয়া কি সমীচীন হবে প্রভু? আপনার অনুমতি হলে আমি গো-শকটের আয়োজন করতে পারি।

—না ভগিনী। নিতান্ত অসুস্থতা ভিন্ন শ্রমণের পক্ষে শকটারোহন অনুচিত। আমি পদব্রজেই যাত্রা করবো। পূর্বাপেক্ষা এখন গতিবেগ কিঞ্চিৎ মন্থর হলেও আমার দেহ সম্পূর্ণ সক্ষম। অজাতশত্রুর আমন্ত্রণ না এলেও রাজগৃহে যাত্রা আমার ধার্য করাই ছিল। রাজগৃহ থেকে বৈশালি।

—আবার বৈশালি?—বিশাখার মুখে ফুটে উঠলো দুশ্চিন্তার উদ্বেগ।

—হ্যাঁ ভগিনী। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর প্রথম আমি বৈশালিতেই গিয়েছিলাম। সেস্থানে আর একবার যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি।

বিশাখা নীরব হয়ে রইলেন। তাঁর নীরব মুখ দেখে বুদ্ধ অনুভব করলেন, তাঁর আরো কোনো জিজ্ঞাস্য আছে।

—আর কিছু বলবে ভগিনী?

—প্রভু! সম্রাট প্রসেনজিৎ কি সম্প্রতিকালের মধ্যে কোনোদিন আপনার সমীপে আগমন করেছেন?

—না।

—আমার অপরাধ গ্রহণ করবেন না, প্রভু! সম্রাট প্রসেনজিৎ এযাবৎ সংঘের প্রতি যথেষ্ট আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন। এ-কথাও সর্বজনবিদিত যে, আপনার কুশল-কর্মভিত্তিক শিক্ষাদ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত। কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক আচরণ জনমানসে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। এই বার্ধক্যে অতি হীন হিংসাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে গুপ্তঘাতক দ্বারা সৈন্যাধ্যক্ষ বন্ধুল এমন কি, তাঁর পুত্রগণকে পর্যন্ত হত্যা করেছেন, এ-সংবাদে আমি স্তম্ভিত! তাহলে কুশলকর্মের যথার্থ শিক্ষা তিনি কণামাত্রও কি গ্রহণ করেননি?

—ভগিনী বিশাখা, যে-কোনো কর্তৃত্বমাত্রেই এক অতি উগ্র আসব। তার মধ্যে রাজকর্তৃত্ব মানুষকে সর্বাধিক উন্মত্ত করে। শুনেছি, সৈন্যাধ্যক্ষ বন্ধুল ছিলেন অসাধারণ রণকুশল। তাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা সম্ভবত এই বার্ধক্যে সম্রাটকে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছে। হয়তো আশঙ্কা হয়েছিল, অতর্কিতে তাঁকে রাজকর্তৃত্ব থেকে অপসারিত করে বন্ধুল কোশলসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসবেন।

—তাহলে বন্ধুলেরই ভাগিনেয় দীর্ঘকারায়নকে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করলেন কেন? সম্রাটের বার্ধক্যের সুযোগে তিনিও তো যে কোনোদিন সিংহাসন অধিকার করতে পারেন!

—তাও বিচিত্র নয়।

—প্রভু, সম্রাট প্রসেনজিৎ কি অতি কদর্য হিংসাবৃত্তির অস্ত্রে অহিংসাকেই নিহত করলেন না?

—আয়ুষ্মতী ভগিনী বিশাখা, হিংসার দ্বারা অহিংসাকে আঘাত করা সম্ভব হলেও নিধন করা অসম্ভব। অহিংসা অবধ্য।

—প্রভু, সম্রাটের এই হীন আচরণের পর আমার হৃদয়ে এক আশঙ্কার উদ্ভব হয়েছে!

—কী আশঙ্কা?

—আমার যৌবনকালে সদ্ধর্মের দীক্ষাগ্রহণের পর আজ এই প্রান্তপ্রৌঢ়ত্বের কাল পর্যন্ত সর্বপ্রযত্নে আমি আপনার নির্দেশিত কুশলকর্মের আচরণ করেছি। জ্ঞানত আমি কোনো ব্যক্তিকে, আমার পরিবারস্থ পুত্র-কন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী এবং আমার গৃহের দাস-দাসীর সঙ্গেও কখনো কোনো বেদনাদায়ক আচরণ করিনি। এখন আশঙ্কিত হয়ে উঠছি, বার্ধক্যে গৃহীজীবনের কর্তৃত্বলোলুপতার মোহে যদি কোনোদিন ব্রতভ্রষ্টা হই?

বিশাখার নেত্রদ্বয় অশ্রুবাষ্পে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

—ভগিনী! সাংসারিক দায়-দায়িত্ব তুমি এককভাবেই পালন করো অথবা পুত্র-বধূগণকে তার অংশভাগিনী করেছ?

—পুত্রবধূগণের উপরই বিভিন্ন দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছি।

—যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের কর্তৃত্ব কি তুমি এককভাবেই ভোগ করো?

—না প্রভু! কন্যাগণের বিবাহের পর সে-কর্তৃত্বও আমি পুত্রবধূগণকেই অর্পণ

করেছি। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা ক'রে সে-দায়িত্ব পালন করেন। প্রয়োজনে আমার অভিমত গ্রহণ করেন।

—তোমার কি কখনো মনে হয় না যে তোমার কর্তৃত্ব তাঁরা অধিকার করে নিচ্ছেন?

—না প্রভু। বরঞ্চ, আমার পুত্রবধূগণ যে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্বপালন করছেন এবং আমাকে সর্বদা চিন্তামুক্ত রাখার চেষ্টা করছেন, এতে আমি তৃপ্তিবোধ করি।

—এইবার বলো, যৌবন সমাগমের পর থেকে আজ পর্যন্ত দর্পণে নিজ মুখের প্রতিবিম্ব অসংখ্যবার দর্শন করোনি কি?

—হ্যাঁ, করেছি।

—যখন মুখমন্ডলে ব্রণ অথবা মালিন্যজ্ঞাপক কোনো অবাঞ্ছিত চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়েছে তখন তা শোধনের চেষ্টা করেছ অথবা নির্লিপ্ততা অবলম্বন করেছ?

—শোধনের চেষ্টা করেছি। ক্ষেত্রবিশেষে ঔষধ প্রয়োগ অথবা ভেষজগুণসম্পন্ন প্রসাধন প্রলেপনে সেগুলি বিদূরিত হয়েছে।

—আয়ুষ্মতী ভগিনী, চিত্তের মালিন্যও অনুরূপভাবে দূর করা যায়। প্রতি-মুহূর্তেই নিজের কর্মাচরণের দর্পণে হৃদয়কে অবলোকন করবে। অনিষ্টকারী ভাব এবং অকুশলকর্মের মালিন্য-চিহ্ন সেই দর্পণে অবশ্যই প্রতিবিম্বিত হবে। এইভাবে সদাসতর্ক থাকলেই কোনো সংকীর্ণতা তোমার হৃদয়কে প্রভাবিত করবে না। কোশলরাজ এবং তোমার চরিত্রধর্মে দুস্তর ব্যবধান। এক্ষেত্রে অনাবশ্যক তুলনার দ্বারা নিজের চিত্ত-প্রশান্তিকে বিব্রত করো না।

কিছুদিন যাবৎ-ই সম্রাট প্রসেনজিতের মনে অশান্তির দহন চলছে। সৈন্যাধ্যক্ষ বন্ধুল চিরদিনই বিশ্বস্ত এবং অনুগত। অথচ তাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধির আশঙ্কায় বন্ধুলকে তিনি হত্যা করেছেন! বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে এ তিনি কী করলেন? তাঁর আয়ু আর কতদিন? মৃত্যু যে কোনো সময়েই এসে তাঁকে চিরস্তব্ধ করে দিতে পারে। তখন কোথায় থাকবে কোশলরাজ্য, কোথায় রাজসিংহাসন, কোথায় রাজকর্তৃত্ব? ...এই ঘৃণ্য কৃতকর্মের ফলভোগ কি তাঁকে এই জন্মেই করতে হবে অথবা পরজন্মে? হয়তো একমাত্র বুদ্ধই এ-সকল প্রশ্নের উত্তরদানে সম্রাটের মানসিক দহনজ্বালা নিবারণ করতে পারেন। কিন্তু তিনি কয়েকদিন পূর্বে রাজগৃহে যাত্রা করেছেন।

বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তী থেকে কিছু দূরে এক জনপদসংলগ্ন বনে।

অকস্মাৎ একদিন রাজরথের চক্রঘর্ঘর শব্দে মুখরিত হ'ল অখ্যাত জনপদের শান্ত, নিস্তরঙ্গ পরিবেশ। অশ্বক্ষুরে উৎক্ষিপ্ত হল পথের ধূলি। অগ্রমহিষী বর্ষাকারা সহ সম্রাট প্রসেনজিৎ এসেছেন বুদ্ধ সন্দর্শনে। সঙ্গে নবনিযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ দীর্ঘকারায়ন এবং কিছু সংখ্যক সৈন্যসামন্ত। রথ এবং অন্যান্য অনুচরবর্গকে বনের বহির্দেশে দীর্ঘকারায়নের দায়িত্বে অর্পণ ক'রে কেবলমাত্র মহিষী বর্ষাকারা সহ সম্রাট বনমধ্যে পদব্রজে উপনীত হলেন বুদ্ধসমীপে। যথাবিহিত পাদবন্দনার পর সম্মুখস্থ ভূমিতলে বিসারিত শুষ্ক পত্ররাজির উপর উপবেশন করলেন সম্রাট ও মহিষী।

উপদেশ শ্রবণের পর কথঞ্চিৎ শান্তচিত্তে মহিষীসহ প্রসেনজিৎ যখন বন থেকে বহির্গত হলেন তখন নির্দিষ্ট স্থানে সৈন্যাধ্যক্ষ অনুপস্থিত। অশ্ব, রথ, অনুচরবৃন্দ সবই অদৃশ্য।

দীর্ঘকারায়নের গূঢ় অভিসন্ধির কোনো ইংগিতই প্রসেনজিতের পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না। যদিও দীর্ঘকারায়ন স্বয়ং আজ কোশলসাম্রাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ কিন্তু স্নেহশীল মাতুলের শোচনীয় মৃত্যুকে তিনি কোনোক্রমেই ভুলতে পারেননি। মাতুলের মৃত্যুর পর সম্রাট-ই তাঁকে আহ্বান করে সৈন্যাধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, এ-কথা সত্য। কিন্তু যে সম্রাট একান্ত বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষকে গুপ্তঘাতকের সাহায্যে বধ করতে পারেন তাঁকে বিশ্বাস কী? অধিকন্তু, যে অকৃতজ্ঞ সম্রাট এই ঘৃণ্য আচরণ করতে পারেন, তাঁরও প্রাপ্য কঠোরতম দণ্ড! দীর্ঘকারায়ন জানতেন, বন্ধুল-হত্যার পর সৈন্যবাহিনী, অমাত্যবর্গ এবং প্রজাসাধারণ সম্রাট প্রসেনজিৎ সম্বন্ধে নিরতিশয় ক্ষুব্ধ। সুতরাং সম্রাট বনমধ্যে প্রবেশ করবার সংগে সংগেই সুযোগ গ্রহণ করলেন দীর্ঘকারায়ন। রাজরথ, অশ্ব এবং অনুচরবর্গকে নিয়ে তিনি দ্রুত ধাবিত হ'লেন শ্রাবস্তীর উদ্দেশে। নগরে উপস্থিত হয়ে অধিকাংশ অমাত্যের সম্মতি গ্রহণ করে যুবরাজ বিরূঢ়কের হাতে তুলে দিলেন কোশলের রাজদণ্ড। অভিষেক হল যুবক সম্রাটের। যুবরাজ বিরূঢ়ক হলেন কোশলসম্রাট।

পথিমধ্যে এ-সংবাদ জ্ঞাত হলেন প্রসেনজিৎ।

লোলচর্ম প্রাক্তন কোশলসম্রাটের চক্ষু বেয়ে প্রবাহিত হ'ল অশ্রুধারা। অসহায় কণ্ঠে বর্ষাকারাকে বললেন, আজ আমি এই দরিদ্র জনপদবাসী অপেক্ষাও দরিদ্র! শ্রাবস্তী নগরে প্রত্যাবর্তন আর সম্ভব নয়। দীর্ঘকারায়ন হয়তো নগরবহির্দেশেই আমাকে হত্যা করবে! হয়তো কৃতকর্মের এই ফল-ই ছিল আমার বিধিলিপি! কিন্তু এখন কোথায় যাবো? কোথায় লাভ করবো একটু আশ্রয়?

বর্ষাকারা অশ্রুবাষ্পরুদ্ধস্বরে বললেন, কোশলরাজ্যের কোনো স্থানেই বাস করা আর নিরাপদ হবে না। এখন হয়তো একমাত্র মগধরাজ্যেই আমরা আশ্রয়লাভ করতে পারি। আশা করি, কন্যা বজ্রা এবং জামাতা অজাতশত্রু আমাদের আশ্রয় দান করবেন।

—কোনো উপায়ই যখন নেই তখন সেই আশাতেই মন শক্ত করতে হবে! কিন্তু মহিষী, রাজগৃহ যে বহু দূরের পথ!

—আর মহিষী বলে সম্বোধন ক'রো না আর্যপুত্র!

—তাই তো, আমারই ভ্রম। আমার পুত্র এখন কোশলসম্রাট আর আমি পথের ভিক্ষুক!

—আর্যপুত্র! অনুশোচনা করো ক্ষতি নেই, কিন্তু প্রভু বুদ্ধেব উপদেশকে যদি কিছুমাত্র হৃদয়ংগম করে থাকো তাহলে আসক্তিকে আর হৃদয়ে স্থান দিয়ো না। তোমারই পুত্র তো এখন কোশলসম্রাট। সে আমাদের স্নেহের ধন ; তাকে আশীর্বাদ করো। এই যে জনপদগুলি আমরা একে একে অতিক্রম করছি, এর অধিবাসী কেউ তো সম্রাট নয়! তুমি সম্রাটের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলে বলেই পিতার মৃত্যুর পর নিজে সম্রাট হয়েছ। আজ তোমারই পুত্র সম্রাট হয়েছে। সুদীর্ঘকাল তুমি রাজ্যশাসন করেছ, রাজকীয় সুখ-সম্পদ ভোগ করেছ। এখন সেই আসক্তিকে হৃদয় থেকে নির্মূল করে সহজ হওয়ার প্রচেষ্টা করো!

—বর্ষাকারা! ভগবান বুদ্ধের উপদেশ তুমিই সার্থকভাবে উপলব্ধি করেছ।

আমি পারিনি! আমি চেষ্টা করবো। কিন্তু আমি কিছুতেই বিস্মরণ হতে পারছি না যে, আমি কোশলসম্রাট প্রসেনজিৎ!

দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে করতে চলেছেন কোশলরাজ্যের প্রাক্তন সম্রাট এবং অগ্রমহিষী। সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত দেহ ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়েছে। যে বস্তুকে কোনোদিন আহার্য বলে জানতেন না তেমন বস্তুও উদরস্থ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হচ্ছে।

একদিন প্রসেনজিৎ বললেন, বর্ষাকারা! ভগবান বুদ্ধ এবং আমি প্রায় সমবয়সী। কয়েকযোজন পথ অতিক্রম করতেই নিজেকে আমার কত ক্লান্ত, অসহায় মনে হচ্ছে। অথচ তিনি এই বয়সেও অক্লেশে কত পথ অতিক্রম ক'রে চলেছেন!

—আর্যপুত্র! তিনি ব্রহ্মচারী, মিতাহারী, বিলাসব্যসনমুক্ত। তাঁর দেহ-মন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। জরা তাঁর দেহেও দেখা দিয়েছে কিন্তু তাঁর দৃষ্টি এবং দেহজ্যোতি অম্লান। তাঁর সংগে নিজের তুলনা করো না।

রাজগৃহের প্রায় নিকটবর্তী হয়েছেন বৃদ্ধ দম্পতি। দূরে নগরপ্রাচীরস্বরূপ পর্বত দৃশ্যমান। আর মাত্র সামান্য পথ অতিক্রম করতে পারলেই শেষ জীবনের আশ্রয়স্থান!

উল্লাসের উত্তেজনায় দীর্ঘপরিশ্রমক্লান্ত প্রসেনজিতের কোটরগত চক্ষুদ্বর্য় অধীর হয়ে উঠলো। বক্ষোস্পন্দন হ'ল দ্রুত থেকে দ্রুততর। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় দেহ কাতর। দেহে আর একটু শক্তি সঞ্চয় প্রয়োজন। আর মাত্র একটি রাত্রি পথিপার্শ্বে যাপন করে প্রত্যূষেই তো নগরদ্বার অভিমুখে যাত্রা করতে হবে!

দেহে শক্তিসঞ্চয়ের অধীর উত্তেজনায় পথিপার্শ্বস্থ ভূমি থেকে অজ্ঞাত-পরিচয় একটি সুদর্শন মূলক উৎপাটন করে আহার করলেন প্রসেনজিৎ। পার্শ্ববর্তী জলাশয় থেকে অঞ্জলি ভরে জলপান করলেন।

মূলকটি ছিল অপাচ্য এবং জলাশয়ের জল ছিল দূষিত।

সেইরাত্রেই প্রবল বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হয়ে পরদিন প্রত্যূষে প্রাণত্যাগ করলেন প্রাক্তন কোশলসম্রাট। রাজগৃহে আশ্রয়গ্রহণের প্রয়োজন তাঁর আর রইলো না। মৃত স্বামীর পার্শ্বে স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলেন একদা কোশলের অগ্রমহিষী।

কয়েকজন পথিকের মাধ্যমে নগরে সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন বর্ষাকারা। মহিষী বজ্রা সহ অজাতশত্রু যখন সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলেন তখন দিবা দ্বিপ্রহর। মগধমহিষী বজ্রা দেখলেন, পথের ধূলিতে শায়িত পিতার মৃতদেহ। পার্শ্বে উপবিষ্টা শতচ্ছিন্ন জীর্ণবাসপরিহিতা তাঁর জননী।

বজ্রার আকুল ক্রন্দনধ্বনি বায়ুপ্রবাহে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

॥ ২৪ ॥

জীবক অকস্মাৎ গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হলেন।

বহুক্ষণ যাবৎ গভীর অভিনিবেশে তিনি অসুস্থ সারীপুত্রের নাড়ী পরীক্ষা করেছেন। তাঁর মুখমণ্ডল ক্রমশই গম্ভীর হয়ে উঠছিল। শায়িত সারীপুত্র স্থিরভাবে ভিষগাচার্য জীবকের মুখমণ্ডলে সকল অভিব্যক্তিই লক্ষ্য করছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে চিন্তামগ্ন জীবকের উদ্দেশে তিনি বললেন, ভিষগাচার্য! আপনার উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই। নিজের দেহের অবস্থা আমি নিজেও অনুভব করছি। আমার মৃত্যুকাল অতি সন্নিকট। আর ঔষধসেবনে প্রয়োজন কী?

জীবক বললেন, আপনি অর্হৎ—নির্লিপ্ত থাকা আপনার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু ভিষকের পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা অধর্ম।

রোগশীর্ণ মুখে ম্লান হাসির সঙ্গে সারীপুত্র বললেন, ভিষকরূপে আপনার বক্তব্য যথার্থ। কিন্তু আপনি কি মনে করেন সারীপুত্রের কোনোদিন মৃত্যু হবে না?

—না অর্হৎ, কোনো ব্যক্তিই চিরজীবী নয়। আমি চিকিৎসা দ্বারা কত ব্যক্তিকে প্রত্যাসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করছি, এই আমাকেও তো একদিন মৃত্যু এসে গ্রাস করবে! তাই বলে আমি তো কর্তব্যপালনে শিথিল হতে পারি না। আমি আপনার এ-ব্যাধিও নিরাময় করতে পারি। কিন্তু কেবল এই কারণেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছি যে, আপনার এই ব্যাধি নিরাময়ের জন্য প্রতুদ নামক এক বিশেষ জাতীয় পক্ষীর মেদ এবং এক প্রকার কণ্টকগুল্মের মূল প্রয়োজন। উভয় দ্রব্যই আমার ভাণ্ডারে ছিল, এখন নিঃশেষিত। সমস্যা এই যে, এর প্রথমটি দাক্ষিণাত্য ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যত্র দুর্লভ এবং দ্বিতীয়টি কেবলমাত্র গন্ধার, কম্বোজ ইত্যাদি অঞ্চলে শিলাকঙ্করময় ভূমিতে লভ্য। সুদূর উত্তরে গন্ধার এবং সুদূর দক্ষিণে দ্রবিড়দেশ থেকে এই দুই উপাদান কত সত্বর সংগ্রহ করা সম্ভব, তাই ভেবেই আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছি।

সারীপুত্র সেই একইপ্রকার ম্লান স্মিত হাস্যের সঙ্গে বললেন, কল্পনা করা যাক, আপনি দুই পক্ষকালের মধ্যেই সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন। সেই ঔষধ প্রয়োগের পর কি প্রতিশ্রুতি দান করতে পারবেন যে, ভিক্ষু সারীপুত্রের দেহ বিনাশধর্ম থেকে চিরমুক্ত হল?

—সেরূপ প্রতিশ্রুতিদান যে অসম্ভব, সে-কথা আপনি আমার অপেক্ষাও গভীরভাবে জ্ঞাত!

—ভিষগাচার্য জীবক! আপনি দুশ্চিন্তাদ্বারা আপনার মনকে পীড়িত করবেন না। শাস্তা আমাদের সর্বদাই স্মরণে রাখতে বলেন যে, তোমরা এই সত্যপঞ্চক সম্বন্ধে অনুক্ষণ সচেতন থাকবে—আমি জরাধর্মী, আমি ব্যাধিধর্মী, আমি মরণধর্মী, প্রিয়জনের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ অনিবার্য এবং আমি কর্মসর্বস্ব। আমি স্পষ্ট অনুভব করছি, মৃত্যু সমাসন্ন। আমার শেষ অভিলাষ, নালকগ্রামে যেগৃহে আমার জন্ম হয়েছিল, মৃত্যুও সেই গৃহেই হোক! শাস্তাকে আমার এই নিবেদন জ্ঞাপন করবেন এবং আপনিও প্রসন্নচিত্তে অনুমতি দান করুন!

জীবক বিষণ্ণ দৃষ্টিতে নীরব রইলেন।

পরদিবসেই নিকটবর্তী নালকগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করলেন দুর্বলদেহী সারীপুত্র। সংঘের অধিকাংশ ভিক্ষুই তাঁকে গৃহ পর্যন্ত উপনীত করে দেবার জন্য সঙ্গী হলেন। মৌদগল্যায়ন তখন ঋষিগিরিশিখরে কয়েকজন ভিক্ষুসহ অবস্থান করছেন। সারীপুত্র ইচ্ছাকৃতভাবেই আবাল্যসঙ্গীকে এ-বিষয়ে কোনো সংবাদ দিলেন না।

রাজগৃহ থেকে উত্তরে নালকগ্রামের দূরত্ব এক যোজনের অধিক নয়। কিন্তু সেই পথটুকু অতিক্রম করতেই অপরাহ্ণ হয়ে এলো। গ্রামে উপস্থিত হয়ে পাবারিকা

আম্রকাননে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করলেন সারীপুত্র। সংগী ভিক্ষুগণকে বললেন, রাজগৃহ গমনাগমনকালে এই সুস্নিগ্ধ আম্রকাননে শাস্তা কতবার বিশ্রামগ্রহণ করেছেন! তাঁর পবিত্র স্পর্শপূত এই কাননের ভূমিতে আমি আমার শেষ প্রণতি জ্ঞাপন করে যাচ্ছি। তিনি অচিরেই রাজগৃহে আগমন করবেন। কিন্তু তাঁকে দর্শনলাভে ধন্য হওয়ার সুযোগ আমার আর থাকবে না! ভিক্ষুবৃন্দ! জ্ঞানত আমি তোমাদের সঙ্গে কদাপি অপ্রিয় আচরণ করিনি। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে যদি কখনো কারো মনে বিন্দুমাত্র আঘাত দিয়ে থাকি, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি!

দীর্ঘকাল পরে পুত্রকে নিকটে পেয়ে বৃদ্ধা সুরূপসারী উল্লাসে আত্মহারা। একমাত্র পুত্র এবং কন্যাত্রয় সকলেই সংসার ত্যাগ করেছে। সকলেই শ্রমণ গোতমের সংঘে। একদা তিনি শ্রমণ গোতমের প্রতি ক্ষিপ্তা ছিলেন। আজ আর ক্ষোভ নেই। তাঁর একমাত্র পুত্র সংসারত্যাগ করলেও নিজের পরিচয়ের সঙ্গে মাতৃপরিচয়ই যুক্ত রেখেছে। সুরূপসারীর পুত্র সারীপুত্র! তাঁর পুত্র আজ সর্বজনশ্রদ্ধেয়!

পুত্রের নিকটে সদ্ধর্মের উপসম্পদা গ্রহণ করলেন সুরূপসারী।

একদা-উপতিষ্য গৃহের যে কক্ষে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেই কক্ষেই অল্পকয়েকদিন পরে নির্বাণলাভ করলেন পরবর্তীকালের অর্হৎ সারীপুত্র।

সারীপুত্রের নির্বাণলাভের সংবাদ কর্ণগোচর হওয়া মাত্র ঋষিগিরি থেকে অবতরণ করলেন মৌদগল্যায়ন। শৈশবে একসঙ্গে তাঁরা একই আচার্যের নিকট অধ্যয়ন করেছেন। প্রথম যৌবনে একই সঙ্গে বিক্ষেপবাদী শ্রমণাচার্য সঞ্জয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তারপর একই সঙ্গে বুদ্ধের নিকট গ্রহণ করেছিলেন সদ্ধর্মের উপসম্পদা!

সারীপুত্রের নির্বাণলাভের দুই পক্ষকাল পরেই নির্বাণলাভ করলেন মৌদগল্যায়ন।

* * * *

ঊনাশীতিতম বর্ষ বয়ঃক্রমের প্রথমভাগে পুনর্বার রাজগৃহে আগমন করলেন বুদ্ধ।

সংঘের দুই প্রধান স্তম্ভ অর্হৎ সারীপুত্র এবং অর্হৎ মৌদগল্যায়ন নির্বাণলাভ করেছেন। আনন্দ বেদনার্ত কিন্তু বুদ্ধ অচঞ্চল। জীবকের বিশেষ অনুরোধে এবার তিনি গৃধ্রকুটশিখরে আরোহন করেননি। সে-অনুরোধ রক্ষা করেছেন বুদ্ধ। জীবক তাঁর সুরম্য আম্রকানন পূর্বেই বুদ্ধ এবং সংঘের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। কখনো বেণুবনে কখনো আম্রকাননে দিন যাপন করেন তিনি। সম্রাট অজাতশত্রু মহামন্ত্রী বর্ষকার এবং মহিষীগণ সহ বুদ্ধ সমীপে এসে তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্ভ্রম প্রদর্শন করে গেছেন।

কয়েকদিনের জন্য বুদ্ধের দেহ কিঞ্চিৎ অসুস্থ হয়েছিল। তিনটি বিশেষ শ্রেণীর পদ্মের আঘ্রাণ এবং তৎসহ কিছু ভেষজের দ্বারা বুদ্ধের সে-অসুস্থতা দূর করেছেন জীবক।

বুদ্ধের আগমনের অল্পকাল পরেই সংঘের এক ভিক্ষুর ব্যাধি নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা আরম্ভ করবার আগে জীবক বিষম সংকটে পড়লেন। ব্যাধি অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে তিনি বৃক্ষ-লতা-গুল্মের চূর্ণীকৃত মূল, পত্ররস, বল্কল, স্বর্ণ, রৌপ্য,

হীরক, তীক্ষ্ণ ইত্যাদি খনিজ পদার্থ ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করেছেন। এমন কি, পক্ষী, সরীসৃপের দেহজাত ঔষধও তাঁকে প্রয়োগ করতে হয়েছে। কিন্তু সেসব ঔষধের কোনোটিই ব্যাধিগ্রস্ত এই ভিক্ষুর পক্ষে প্রযোজ্য নয়। এ-ব্যাধির একমাত্র অব্যর্থ ঔষধ জীবকের জ্ঞাত। কিন্তু সে ঔষধ কেমন করে প্রয়োগ করবেন?

আম্রকাননেই তখন অবস্থান করছেন বুদ্ধ।

চিন্তাক্লিষ্ট জীবক তাঁর সমীপে গিয়ে বিনীতভাবে বললেন, ভগবন্! অসুস্থ এই ভিক্ষুপ্রবর সম্বন্ধে আমি কঠিন সংকটে পড়েছি। এ-ব্যাধি বিরলদৃষ্ট। তক্ষশিলা অবস্থানকালে এই ব্যাধিগ্রস্ত এক ব্যক্তিকে আমার শ্রদ্ধেয় আচার্য আরোগ্য করেছিলেন এবং আমাকে এই ব্যাধি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেছিলেন।

—তাই যদি হয় তবে তোমার সংকট কেন?

—এই ব্যাধির ঔষধ সম্বন্ধেই আমার সংকট।

—সে ঔষধ কি দুষ্প্রাপ্য?

—না ভগবন্! ব্যাধিটি অতি বিরল জাতীয় কিন্তু এর একমাত্র ঔষধ সহজলভ্য।

—তবে অবিলম্বে প্রয়োগ করো।

—ভগবন্! সে ঔষধ হল সদ্যকর্তিত শূকর-রক্ত এবং মাংস।

—এই ঔষধ প্রয়োগে রোগ নিরাময় হবে?

—আশা করি, হবে। অন্তত সপ্তদিবস রোগীকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ওই রক্ত এবং অপক্ক মাংস গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে তারপরেও কয়েকদিবস গ্রহণ করতে হতে পারে।

—জীবক! রোগসন্তপ্তের চিকিৎসায় চিকিৎসকের বিধানই চূড়ান্ত। ভিক্ষুপ্রবরকে ব্যাধিমুক্ত করবার জন্য চিকিৎসকরূপে তুমি যে ঔষধ প্রয়োগ অপরিহার্য মনে করছ, নির্দ্বিধায় সেই ঔষধই প্রয়োগ করো!

বিস্মিত কণ্ঠে জীবক বললেন, ভগবন্! আমি কল্পনা করতে পারিনি, এ-বিষয়ে একবাক্যে আপনার অনুমোদন লাভ করবো!

—কেন জীবক, ভিক্ষুগণের ব্যাধি নিরাময়ের জন্য এর পূর্বে তুমি ছাগ, মেষ, সর্প, কূর্ম, কুম্ভীর, কপোত, বায়স এবং অন্যান্য নানাবিধ চতুষ্পদ, সরীসৃপ এবং পক্ষীর মেদ বা দেহাংশ প্রয়োগকালে কি আমার অনুমোদন লাভ করোনি?

—কিন্তু ভগবন্! সে-সকল ক্ষেত্রে জীবটি নিহত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ ক'রে নানাবিধ রসায়ন সহযোগে ঔষধ প্রস্তুতের পর প্রয়োগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঔষধ সদ্যকর্তিত জীবের উষ্ণ শোণিত এবং মাংস!

—জীবক! সদ্য কর্তিত একটি শূকর এবং সদ্য উৎপাটিত একটি লতা কিম্বা গুল্মের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমন স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে প্রাণশক্তিসম্পন্ন নতুন জীবের সৃষ্টি হয়, বৃক্ষলতা-গুল্মের ক্ষেত্রেও ঠিক একই উপায়ে স্ত্রীপুষ্পের সঙ্গে পরাগের সংযোগে যে ফল এবং বীজ উৎপন্ন হয়, সেই বীজ থেকেই প্রাণশক্তিসম্পন্ন বৃক্ষলতাগুল্ম জন্মলাভ করে। জীবের ন্যায় উদ্ভিদও বৃদ্ধিলাভ করে। প্রাণশক্তি আছে বলেই তা সম্ভব। সুতরাং, জীবহনন এবং বৃক্ষউৎপাটন—উভয়ক্ষেত্রেই কি প্রাণবধের পাপ সংঘটিত হচ্ছে না?

জীবক বললেন, ভগবন্! আমি লজ্জিত।

—জীবক! হিংসামূলক প্রাণহননকে আমি সর্বাপেক্ষা গর্হিত পাপকর্মরূপে গণ্য করি। তুমি জ্ঞাত আছ, স্থবিরা ভদ্রা কুণ্ডলকেশা অতীতে তাঁর পতিকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই কর্মকে আমি হিংসামূলক পাপকর্মরূপে মনে করি না। কারণ, দুশ্চরিত্র, অকৃতজ্ঞ, নিষ্ঠুরস্বভাব সেই পতির হস্তে নিজের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর ভয়ে বিচলিতা হয়ে আত্মরক্ষার জন্য নিতান্ত নিরুপায়ভাবে সেই কর্ম তাঁকে করতে হয়েছিল। অহিংসা আমার বিচারে সর্বোত্তম ধর্ম। কিন্তু কোনো নির্দোষ ব্যক্তি যদি সহসা দস্যু, তস্কর অথবা নিগ্রহকারীর দ্বারা আক্রান্ত হয়, সে কি তখনো অহিংসাধর্মের রক্ষার্থে আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট থাকবে? আমি সেরূপ উপদেশ দান করি না। সেই কারণে পরিব্রাজনরত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীকে আত্মরক্ষার উপযোগী একখানি কুঠার সংগে রাখার নির্দেশ আমি দান করেছি। আমি কেবলমাত্র ভাব-প্রবণতা এবং তত্ত্ববিশুদ্ধির স্বার্থে অবাস্তব অথবা অকার্যকর নিয়মাবলী আরোপের পক্ষপাতী নই। বাস্তব অবস্থার সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কুশলকর্ম সম্পাদনই আমার নির্দেশ। সংসারত্যাগী শ্রমণ-শ্রমণীর ক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্যপালন অবশ্য পালনীয় ধর্ম। কিন্তু গৃহী উপাসক-উপাসিকার ক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্যপালনের নির্দেশদান অবাস্তব। তাদের ক্ষেত্রে আমি এইরূপ উপদেশ দিয়ে থাকি যে, তোমরা যথাসম্ভব সংযমপালন দ্বারা তৃষ্ণাকে নিয়ন্ত্রণ করবে ; নিজেকে তৃষ্ণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দিয়ো না। পতি-পত্নীকে উপদেশ দান করি, তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না। মাতাকে বলি, সর্বপ্রযত্নে সন্তানপালন করবে কারণ মাতৃস্নেহই সন্তানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা নির্ভরস্থল। জীবক! আমি হিংসামূলক জীবহত্যাকে সর্বাপেক্ষা গর্হিত পাপরূপে বিবেচনা করলেও জীবহত্যা তো বন্ধ হয়নি। বিপণি-বীথিতে প্রত্যহই আহারের জন্য প্রচুর সংখ্যক জীবকে নিধন করা হচ্ছে। সুতরাং ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুর জন্য সেইস্থানেই তোমার ঔষধ পাওয়া যাবে। সকল দিক বিবেচনা করে বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতেই তোমার প্রস্তাবিত ঔষধ আমি অনুমোদন করেছি।

জীবক বললেন, আপনার অনুমোদনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

কয়েকদিন পরেই রাজগৃহ ত্যাগ করে বৈশালির উদ্দেশে যাত্রা করবেন বুদ্ধ।

রাজগৃহ ত্যাগের পূর্বে আর একবার গৃধ্রকূট শিখরে আরোহণের আগ্রহ তাঁর। জীবক একটু চিন্তিতভাবেই তাঁর দেহ পরীক্ষা করলেন। এই বয়সে শিখরে আরোহণ সমীচীন হবে কিনা, সে-বিষয়ে তিনি যথেষ্ট চিন্তিত। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখলেন, ঊনঅশীতিতম বর্ষেও বুদ্ধের দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সক্ষম। সুতরাং চিকিৎসক জীবক বুদ্ধের সে আগ্রহে বাধাদান করলেন না।

জীবকের আম্রকানন ত্যাগ করে বুদ্ধ আরোহণ করলেন গৃধ্রকূট শিখরে। নিসর্গ প্রকৃতির মনোরম স্নিগ্ধতার জন্য এই শিখর তাঁর অতি প্রিয়।

*　　*　　*　　*

মগধ এবং বৃজিগণরাজ্যের সীমানানির্ধারক হিরণ্যবতী নদীর বালুকণায় স্বর্ণ-কণিকার সন্ধান পাওয়া গেছে। সে-সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই অজাতশত্রু দ্রুত তৎপর হয়ে

উঠেছেন। হয়তো নিকটবর্তী কোনোস্থানে পর্বতগর্ভে অথবা ভূমিতলে কোনো স্বর্ণভাণ্ডার বিদ্যমান। নদীর অপর তীর বৃজিগণরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। যদি সম্ভাবিত স্বর্ণভাণ্ডার বৃজিরাজ্য সীমানার মধ্যেও থাকে, তাহলেও তার অধিকার করায়ত্ত করতেই হবে! অতএব শক্তিশালী বৃজিগণরাজ্যের সঙ্গে মগধের সংঘর্ষ অনিবার্য! বৃজিগণরাজ্য বিশেষত সে-রাজ্যের মুখ্যশাসক লিচ্ছবিগণ প্রবল শক্তিশালী। তারাও মগধের নিকট সহজে নতি স্বীকার করবে না, এ-কথা সুনিশ্চিত। তাই সহসা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত হবে কিনা, এ-বিষয়ে মনস্থির করতে পারছিলেন না তিনি।

একদিন মহামন্ত্রী বর্ষকার গৃধ্রকূট শিখরে বুদ্ধের সমীপে আগমন করলেন। সম্ভাব্য পরিস্থিতি বুদ্ধের নিকট ব্যক্ত করলেন তিনি।

ম্লান, বিষণ্ণ কণ্ঠে বুদ্ধ বললেন, যুদ্ধ মানেই উন্মত্ত হিংসার তাণ্ডব! সম্পদ প্রাচুর্যের লালসা কিভাবে হিংসার অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে! মন্ত্রীবর, আপনাদের মগধসাম্রাজ্যের সৈন্যবল, অর্থবল অবশ্যই লিচ্ছবিগণের শক্তির তুলনায় অধিক। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, মগধ রাজতন্ত্রশাসিত আর বৃজিরাজ্য গণতন্ত্রশাসিত। মগধের তুলনায় তাদের সংঘশক্তি বহুগুণে দৃঢ়। বৃজিগণ শৃঙ্খলাপরায়ণ। তাদের রাজ্যশাসনব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত। তারা নারীর সম্ভ্রম সম্বন্ধে সদাসচেতন। সার্থক গণতন্ত্রের শক্তি এবং মর্যাদা রক্ষার জন্য তারা বারম্বার সভায় মিলিত হয় এবং পরস্পর আলোচনায় লব্ধ সর্বোত্তম কর্মপন্থার অনুসরণ করে। বহুকাল পূর্বে বৈশালিতে অবস্থানকালে বৃজিনায়কগণকে আমি সপ্ত আচরণীয় বিধি পালনের উপদেশ দান করেছিলাম। আমি যতদূর অবগত আছি, নিষ্ঠাভরে সেই সপ্তবিধি পালনের দ্বারা তারা সংঘশক্তিকে সুদৃঢ় করেছে। সুতরাং মগধসম্রাট অজাতশত্রু যত শক্তিমানই হোন না কেন বৃজিগণরাজ্যকে পরাভূত করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য হবে না।

—যদি তাদের সেই সংঘশক্তিতে বিভেদ সৃষ্টি হয়?

—যেকোনো সংঘশক্তিতে বিভেদ সৃষ্টি হলেই তার শক্তিক্ষয় ঘটে। তারা যদি কোনোদিন সংঘশক্তিকে বিস্মৃত হয়ে অন্তর্কলহে লিপ্ত হয়, সেদিন তাদের পতনও অনিবার্য হবে।

বুদ্ধকে সম্ভ্রম জ্ঞাপন করে বর্ষকার প্রস্থান করলেন।

বর্ষকারের প্রস্থানের পর বেদনার্ত কণ্ঠে বুদ্ধ বললেন, আনন্দ! সেই লোভ, সেই দ্বেষ, সেই উন্মত্ত সংঘর্ষ এবং অবিরল শোণিত স্রোত! ষোড়শ গণ-শাসিত মহাজনপদের পঞ্চদশটি একে একে রাজতন্ত্রের পদানত হয়েছে। অবশিষ্ট একমাত্র বৃজিগণরাজ্য সংঘশক্তিবলে এখনো পর্যন্ত সমুন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান—সেই রাজ্যও সম্ভবত অদূরভবিষ্যতে রাজশক্তির হিংস্র আক্রমণে একটি হৃতগৌরব রাজ্যে পরিণত হতে চলেছে!

॥ ২৫ ॥

কঠোর শিশিরঋতুর সমাপ্তিতে প্রকৃতি পুনরায় নবসাজে সজ্জিতা।

নব কিশলয়ের হরিৎবর্ণে, বিবিধ পুষ্পের বিচিত্র বর্ণসুষমায় রাজগৃহ নগরের সৌন্দর্য সমুদ্ভাসিত। পশ্চাতে রইলো সেই রাজগৃহ, গৃধ্রকূট পর্বতশিখর, বেণুবন-

বিহার, জীবকের আম্রকানন। আনন্দ এবং স্বল্পসংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গীসহ বুদ্ধ যাত্রা করলেন বৈশালি অভিমুখে।

দিগন্ত বিস্তৃত রবিশস্যে সমৃদ্ধ কেদারভূমি। মধ্যে মধ্যে ইক্ষুবাট।

সূর্যালোকে উদ্ভাসিত অতসী এবং সর্ষপক্ষেত্রের উজ্জ্বল পীতাভ বর্ণের বিচ্ছুরণে দৃষ্টি ঝলসিত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম, পশুচারণযোগ্য বিবীতভূমি—এ-সকলই বুদ্ধের সমগ্র পরিব্রাজক-জীবনে অতি পরিচিত।

নালকগ্রামে অতি স্নিগ্ধ পাবারিকা আম্রকাননে দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম গ্রহণান্তে নির্বাণপ্রাপ্ত অর্হৎ সারীপুত্র সম্বন্ধে ভিক্ষুগণের উদ্দেশে এক ভাষণ দান ক'রলেন বুদ্ধ। পুনরায় পথে পদক্ষেপ।

পরদিবস উপনীত হ'লেন গঙ্গা এবং হিরণ্যবতী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটলি গ্রামে।

মগধের মহামন্ত্রী বর্ষকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সেস্থানে তখন এক বিশাল দুর্গ নির্মিত হচ্ছে। বৃজিরাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য অজাতশত্রু বদ্ধ-পরিকর। রাজগৃহ থেকে যুদ্ধপরিচালনা বাধাগ্রস্ত হ'তে পারে। সেই কারণে মগধরাজ্যের উত্তর সীমানায় পাটলিগ্রামকেই যুদ্ধ পরিচালনার প্রধান কেন্দ্ররূপে নির্বাচন করা হ'য়েছে। হিরণ্যবতীর পরপার থেকে আরম্ভ হয়েছে বৃজিগণরাজ্যের সীমানা।

বুদ্ধ বললেন, আনন্দ! যুদ্ধ অনিবার্য। এক পক্ষ রাজশক্তি আর অপর পক্ষ গণসংঘশক্তি। পরিণাম অবশ্যই করুণ, মর্মান্তিক। কিন্তু আসন্ন যুদ্ধ উপলক্ষ্যে অখ্যাত এই পাটলিগ্রামে অধুনা যে দুর্গ নির্মিত হচ্ছে, সেই দুর্গকে কেন্দ্র করেই ভবিষ্যতে এইস্থানে স্থাপিত হবে এক বিশাল নগরী এবং ভবিষ্যতে হয়তো সেই নগরীই হয়ে উঠবে মগধসাম্রাজ্যের রাজধানী।

আনন্দ প্রশ্ন করলেন, আপনার এরূপ অনুমানের কারণ কী?

বুদ্ধ বললেন, কারণ অতি সহজবোধ্য। যেকোনো রাজশক্তি সাম্রাজ্যবিস্তারের উদগ্র আকাঙ্খায় সর্বদাই উন্মাদপ্রায় হয়ে থাকে। যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে রাজধানীর অবস্থান তাই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিচারে রাজগৃহ অপেক্ষা গঙ্গাতীরবর্তী এই স্থানের গুরুত্ব সমধিক। এই কারণেই আমার অনুমান, একদিন এই পাটলিই হয়তো হয়ে উঠবে মগধের রাজধানী এবং দীর্ঘকালের রাজধানী রাজগৃহ হবে পরিত্যক্ত।

গঙ্গানদী পার হ'য়ে বৃজিরাজ্যের জনপদ কোটিগ্রামে পদার্পণ ক'রলেন বুদ্ধ। কোটিগ্রাম থেকে নাদিকগ্রাম। সেস্থান থেকে কয়েকদিবস পরেই উপনীত হ'লেন বৈশালিতে। কতকাল পরে পুনরায় সেই মহাবন, সেই কুটাগারশালা, সেই কুক্কুটারাম! ...এই মহাবনেই একদা চূড়ান্ত আত্মনিগ্রহের ব্যর্থ তপশ্চর্যা ক'রেছিলেন তিনি!

বৃজিগণরাজ্য অষ্টবৃজিগণের দ্বারা গঠিত হ'লেও বৈশালির লিচ্ছবিগণই এ-রাজ্যের প্রধানতম শক্তি। লিচ্ছবিনায়কগণকে আহ্বান ক'রে সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রলেন বুদ্ধ, হে নায়কবৃন্দ! তোমাদের রাজ্যের উপর মগধরাজ্যের আক্রমণ প্রত্যাসন্ন! তোমাদের মূল শক্তি সংঘশক্তি। সেই সংঘশক্তিকে তোমরা অক্ষিগোলকের ন্যায় সযত্নে রক্ষা ক'রবে! রাজশক্তি তোমাদের সংঘশক্তির বন্ধনকে শিথিল করবার উদ্দেশ্যে

গুপ্তচর, শৌণ্ডিক, রূপবতী গণিকা ইত্যাদি প্রেরণ ক'রতে পারে। কারণ, সচরাচর সেইরূপ প্রক্রিয়াই অনুসৃত হয়। কিন্তু তোমরা সতর্ক থাকবে! দীর্ঘকাল পূর্বে আমি তোমাদের সংঘশক্তিভিত্তিক এই গণরাজ্যের অধিকতর উন্নতিকল্পে যে সপ্ত আচরণীয় বিধির নির্দেশ দান ক'রেছিলাম, সেই সপ্ত বিধি সর্বদা স্মরণে রাখবে! তোমরা বারম্বার সভায় মিলিত হ'য়ে সম্মিলিত আলোচনা এবং বিবেচনার দ্বারা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে! পরস্পর পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাবনায় সুস্থিত থাকবে! অপরের প্ররোচনা কিম্বা অন্য কোনো কারণেই আত্মকলহে লিপ্ত হ'য়ো না! পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাবনায় ভাবিত স্বল্প জনসমষ্টির সংঘশক্তি প্রবলপরাক্রান্ত রাজশক্তি অপেক্ষাও বলশালী হয়। কিন্তু তোমরা সেই কথা বিস্মৃত হ'য়ে যদি কখনো আভ্যন্তরীণ কলহ, ঈর্ষ্যা, দ্বন্দ্বে লিপ্ত হও সেদিন তোমাদের গৌরব ভূলুণ্ঠিত হবে!

লিচ্ছবিনায়কগণের উদ্দেশে এই সতর্কবাণী উচ্চারণের পর সংঘস্থ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীকে কুটাগারশালার ধর্মদেশনাকক্ষে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দান ক'রলেন বুদ্ধ।

সমবেত ভিক্ষুগণের উদ্দেশে ব'ললেন, হে ভিক্ষুবৃন্দ! আমি বর্তমানে বৃদ্ধ হ'য়েছি। আমার দীর্ঘকালব্যাপী আরব্ধ ব্রতও সমাপ্তপ্রায়। সুতরাং তোমাদের উদ্দেশে আমার নতুন কোনো বক্তব্য নেই। আমি কদাপি ভিক্ষুসংঘের অধিনায়ক-রূপে নিজেকে চিন্তা করিনি, এখনো করি না। সদ্ধর্মমার্গে আমি তোমাদের পথ-প্রদর্শকমাত্র! ভিক্ষুসংঘ আমার উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করুক, এরূপ আমার অভিপ্রায় নয়। সমাজ-জীবনে সংঘশক্তি যেমন উন্নতির সোপানস্বরূপ, ভিক্ষুসংঘেও সংঘশক্তি সেইরূপ। বৃজি এবং লিচ্ছবিনায়কগণকে আমি সংঘশক্তির উপযোগিতা সম্বন্ধে যে উপদেশ দান ক'রেছি, সেই উপদেশগুলি তোমাদের পক্ষেও প্রযোজ্য। তোমরা বারম্বার সম্মিলিত হবে, বিচার-বিবেচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রবে, প্রয়োজনবোধে সংঘের জন্য কালোপযোগী এবং অবস্থা-উপযোগী বিনয়বিধির পরিবর্তন, পরিবর্জন কিম্বা সংযোজন ক'রবে। কিন্তু সেই সকল সিদ্ধান্ত যেন সংঘের সভায় সকলের উপস্থিতিতে বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত হয়! সর্বদা স্মরণ রাখবে সংঘশক্তিই তোমাদের ধর্মসাধনার শ্রেষ্ঠ সহায়ক, সংঘশক্তিই তোমাদের অষ্টাংগমার্গিক সাধনা এবং নিরন্তর কুশলকর্মের উন্নতিবিধায়ক!

*   *   *   *

'কন্যাকে হ'তে হবে সংঘগণের উপভোগ্যা।'

দীর্ঘকালাবধি বৈশালির লিচ্ছবিসমাজে এই রীতি প্রতিপালিত হ'য়ে আসছে। সর্বগুণসম্পন্না পরমা রূপযৌবনবতী কোনো যুবতী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হ'য়ে একমাত্র পুরুষের ভোগ্যা হ'তে পারবে না। এরূপ কন্যাকে লিচ্ছবিগণনায়কবর্গের তৃপ্তি সাধনের জন্য অবশ্যই বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত গণিকার জীবন বরণ করতে হবে! কন্যার পিতা যিনিই হোন, পূর্বাপর সুপ্রচলিত এই রীতিকে তিনি অগ্রাহ্য ক'রতে পারেন না। এই রীতির ব্যতিক্রমে সম্মত হওয়া লিচ্ছবিগণনায়কগণের পক্ষে অসম্ভব।

এই রীতিই হ'ল বৈশালির সর্বাগ্রগণ্যা অনিন্দ্য রূপবতী আম্রপালীর গণিকা জীবন বরণের পটভূমি।

প্রখ্যাত লিচ্ছবিনায়ক মহানাম আম্রপালীর পিতা। কন্যা আম্রপালী সম্বন্ধে এইরূপ একটি আশংকার উদয় হওয়ায় কন্যার যৌবনারম্ভেই তার বিবাহদানের জন্য সঙ্গোপনে সচেষ্ট হয়েছিলেন মহানাম। কিন্তু কৃতকার্য হ'তে পারেননি। দুঃখ-সন্তপ্ত চিত্তে একদিন বিদায় দান ক'রতে হ'ল আম্রপালীকে।

তারপর কয়েক বর্ষ গত হয়েছে।

আম্রপালী এখন পূর্ণযৌবনা, নৃত্যগীতবাদ্যপারঙ্গমা, কামকলা সুনিপুণা। অর্ধশত মাষক অর্থাৎ সুবর্ণমুদ্রা তার পণ। হাস্যে, লাস্যে, বিলোল কটাক্ষে, উত্তপ্ত আশ্লেষে পণীকৃত গণনায়কগণকে সে বিবশ, কামমোহিত করে। অতীত কুমারীজীবন এবং গৃহস্বপ্নকে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃতা হ'য়েছে আম্রপালী।

কিন্তু তার একটি বিশেষ আচরণে লিচ্ছবিগণনায়কবৃন্দ থেকে অতি সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলেই বিস্মিত। বৈশালি নগরের উন্নতিকল্পে আম্রপালী পর্যাপ্ত অর্থ দান করে। প্রচুর অর্থাগমের পর যখন সে নগরের সমৃদ্ধিকল্পে প্রথম কয়েক সহস্র কার্ষাপণ দান ক'রেছিল তখন সকলেই বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়েছিল। তারপর নাগরিকবৃন্দ ভেবেছিল, সে-দান অহংকৃতা গণিকার সাময়িক মানস-বিলাস মাত্র! আম্রপালীর পূর্বে নগরের কোনো গণিকা সর্বসাধারণের উন্নতিকল্পে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে সহস্র কার্ষাপণ তো দূরের কথা, একটি কার্ষাপণ কিম্বা নিষ্কও ব্যয় করেনি। সেক্ষেত্রে আম্রপালীর দান অভিনব এবং অপ্রত্যাশিত! বৈশালিবাসী আরো বিস্মিত হ'ল, আম্রপালীর দান সাময়িক মানস-বিলাস মাত্র নয়। প্রতি মাসে লিচ্ছবি গণ-সংঘে সে প্রভূত পরিমাণ অর্থ দান করে। আম্রপালীর দানে নগরের বহুতর সমৃদ্ধিসাধন সম্ভব হ'য়েছে।

গণিকা আম্রপালী সংঘনায়কগণের দেহসম্ভোগের পাত্রী কিন্তু সাধারণ নাগরিকের শ্রদ্ধার পাত্রী।

দিবা দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম গ্রহণ ক'রছিলেন আম্রপালী।

জনৈকা পরিচারিকা কক্ষে প্রবেশ ক'রে ব'ললে, ভদ্রে! একটি সুসংবাদ জ্ঞাপনের জন্যই অসময়ে এসে আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলাম। তার জন্য আমাকে মার্জনা করুন!

আম্রপালী ব'ললেন, মার্জনার কথা পরে হবে। কী সুসংবাদ, বল্!

—ভদ্রে! আপনি বিভিন্ন সময়ে এইরূপ ব'লেছেন যে, আপনি বুদ্ধনামে খ্যাত শ্রমণ গৌতমের দর্শনলাভে একান্ত অভিলাষিণী। তিনি দীর্ঘকাল পরে এই নগরে আগমন ক'রেছেন।

—আগমন ক'রেছেন!

শায়িতা আম্রপালী তীব্র আনন্দ-উত্তেজনায় শয্যার উপর উঠে ব'সলেন।—কোথায় তিনি? কোথায় গেলে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে আমি ধন্যা হ'তে পারি?

পরিচারিকা ব'ললে, তিনি মহাবনের কুটাগারশালাতেই অবস্থান ক'রছেন। কিন্তু আজ নগরের অপর একটি উপান্তে ধর্মোপদেশ দান ক'রবেন।

—কখন? কখন তিনি ধর্মোপদেশ দান ক'রবেন?—অধৈর্যভাবে প্রশ্ন করলেন আম্রপালী।

—দিবা তৃতীয় প্রহরের প্রারম্ভে।

—আমার রথ সজ্জিত ক'রতে বল! কানন থেকে শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি পুষ্প চয়ন ক'রতে বল্! আমার অর্ঘ্য তিনি গ্রহণ করবেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি তাঁর পাদবন্দনার জন্য অর্ঘ্যপুষ্প সঙ্গে নিয়ে যাবো!

বৈশালি নগর উপান্তে মহাবনসংলগ্ন একটি স্থানে ধর্মদেশনা ক'রছেন বুদ্ধ।

কিছুক্ষণ পরেই দূরে আম্রপালীর রথ এসে গতিসম্বরণ ক'রলো। পুষ্পার্ঘ্য হাতে নিয়ে ভীরু, কম্পিত বক্ষে ধীরপদে অগ্রসর হ'য়ে ভূমিতলে উপবেশন ক'রলেন আম্রপালী। তন্ময় হ'য়ে শুনতে লাগলেন কুশলকর্মের তাৎপর্যসম্বলিত বুদ্ধের উপদেশ।

দিবা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হওয়ার অল্পকাল পরেই ধর্মদেশনা সমাপ্ত হ'ল।

আম্রপালীর যে পদ্মপলাশলোচনদ্বয় কটাক্ষবাণ নিক্ষেপেই অভ্যস্ত, সেই লোচনদ্বয় অশ্রুসজল। যৌবনমদমত্ততায় যে দেহ উত্তাল, সেই দেহ সংকুচিত।

নতমস্তকে অতি ধীর পদে বুদ্ধের সম্মুখে অগ্রসর হ'য়ে কম্পিত, অশ্রুবাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আম্রপালী বললেন, ভগবন্! আমি এই নগরের এক গণিকা। আমার নাম আম্রপালী। আমি জানি, আমি অপবিত্রা। কিন্তু এই পুষ্পরাজি অকলংক। আমি যদি এই পুষ্পার্ঘ্যে আপনার পাদবন্দনা করি, আপনি কি তা গ্রহণ ক'রবেন?

—ভগিনী! তোমার আনত মুখ উত্তোলন ক'রো—স্বচ্ছন্দ দৃষ্টিপাত করো আমার প্রতি। দাও তোমার পুষ্প উপহার! কুশলকর্মের আচরণদ্বারা তুমিও একদিন এই অকলংক, শুভ্র পুষ্পের ন্যায় বিকশিত হ'য়ে উঠতে পারো!

বিস্ময়বিহ্বল নয়নে দৃষ্টিপাত করলেন আম্রপালী।—তা কেমন ক'রে সম্ভব? আমি যে পণ্যাঙ্গনা—আমি বহু জনভোগ্যা গণিকা!

—ভগিনী আম্রপালী! স্থবিরা উৎপলবর্ণা এই নগরেই শ্রমণীসংঘে বাস করেন। তাঁর নাম কি শুনেছ?

—ভগবন্! তাঁর নামই কেবল শুনিনি, তাঁকে আমি দর্শনও ক'রেছি। তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়া শুদ্ধচরিত্রা মহীয়সী নারী!

—উৎপলবর্ণাও প্রথম যৌবনে নিরুপায় অবস্থায় গণিকাজীবন যাপনে বাধ্য হ'য়েছিলেন। তিনি তাঁর সাধনায় আজ সর্বজন শ্রদ্ধেয়া হ'য়েছেন।

আবেগে, কম্পনে, শিহরণে কেমন যেন এক বিচিত্র অনুভূতি অভিভূত ক'রে দিল আম্রপালীকে। ভূমিতলে নতজানু হ'য়ে গভীর আবেগে তিনি বললেন, ভগবন্! আপনি যদি আমাকে ঘৃণা না করেন তবে আমার একটি নিবেদন জ্ঞাপন করি! আগামী কল্য সকল ভিক্ষুগণসহ আমার গৃহে যদি আপনি আহার্যগ্রহণ করেন তবে আমি নিজেকে ধন্যা জ্ঞান ক'রবো! আমি এই অপবিত্র হস্তে রন্ধন ক'রবো না, সৎকুলজাত পাচক দ্বারা রন্ধনের ব্যবস্থা ক'রবো!

—স্বহস্তে রন্ধন ক'রেই তুমি আমাদের ভিক্ষাদান ক'রো ভগিনী!

অভিভূতা আম্রপালী যেন নির্বাক হ'য়ে গেলেন! এ-ও কি সম্ভব? শ্রমণ

গৌতম সম্বন্ধে তাঁর কল্পিত যে ধারণা ছিল, বাস্তবের নিকট সে কল্পিত ধারণা নিতান্ত ম্লান!

আম্রপালীর নিমন্ত্রণ জ্ঞাপনের অব্যবহিত পরেই লিচ্ছবিগণের নায়ক-প্রধান এবং অন্যান্য কয়েকজন নায়ক সেইস্থানে উপস্থিত হ'লেন। নায়কপ্রধান ব'ললেন, ভগবন্! আজ কয়েকদিবস হ'ল আপনি বৈশালিতে আগমন ক'রেছেন অথচ আমার পক্ষ থেকে আপনাকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করা হয়নি, এ-জন্য আমি লজ্জিত। আপনি অনুগ্রহ-পূর্বক আগামীকল্য আমার গৃহে অন্ন গ্রহণ করবেন, এই আমার প্রার্থনা!

বুদ্ধ ব'ললেন, ভদন্ত! আগামীকল্য যে আমি এই ভগিনী আম্রপালীর আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রেছি।

বিস্মিত নায়কগণ এবং নায়কপ্রধান ভূমিতলে উপবিষ্টা আম্রপালীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রলেন। নায়কপ্রধান ব'ললেন, আম্রপালী! তুমি অগ্রে নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেছ তা আমি জ্ঞাত ছিলাম না। এখন আমার অনুরোধ, তোমার নিমন্ত্রণের দিন পরিবর্তন করো!

—অসম্ভব!—মৃদু অথচ দৃপ্ত কণ্ঠে ব'ললেন আম্রপালী।

—তুমি নায়কপ্রধানের অধীনস্থা হ'য়েও তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক'রছো?—ব'ললেন অপর নায়ক।

নায়কপ্রধান ব'ললেন, আম্রপালী! আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য তুমি সহস্র সুবর্ণমুদ্রায় পুরস্কৃতা হবে! কেবলমাত্র দিনটি পরিবর্তন ক'রে অন্যদিন তোমার আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করো!

—হে নায়কপ্রধান! ভগবান বুদ্ধ যদি স্বয়ং দিন পরিবর্তন করেন সে তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু আমাকে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা কেন, রাজকোষের সকল অর্থ এমনকি এই বৈশালি নগরী দান করলেও আমার নিমন্ত্রণ আমি প্রত্যাহার ক'রবো না! আপনি ভগবানকেই বলুন!

নায়কপ্রধান কিছু বলবার পূর্বেই ধীর, প্রশান্ত কণ্ঠে বুদ্ধ ব'ললেন, ভদন্ত! আমি ভগিনী আম্রপালীকে অগ্রে সম্মতিদান ক'রে তাঁর নিকট সত্যবদ্ধ হ'য়েছি। আমাকে অন্যরূপ অনুরোধ জ্ঞাপন নিরর্থক।

পরদিবস ভিক্ষুগণসহ আম্রপালীর গৃহে ভিক্ষান্ন গ্রহণ ক'রলেন বুদ্ধ।

আহার শেষে আনন্দাশ্রুবিগলিত আম্রপালী তাঁর সুবিশাল আম্রকানন বুদ্ধ এবং সংঘের উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রে অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্যে বুদ্ধের চরণে প্রণিপাত ক'রলেন। কৃত-কৃতার্থা আজ তিনি!

কিছুক্ষণ নীরবতায় অতিবাহিত হ'ল।

তারপর বুদ্ধ ব'ললেন, সংঘের সেবায় তোমার এ-দান মর্যাদার সঙ্গেই গৃহীত হ'ল! ভগিনী আম্রপালী! গতকাল তুমি যে রাজ্যের নায়ক-প্রধানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক'রলে, এর দ্বারা ভবিষ্যতে তুমি কি তোমার কোনোরূপ বিপদাশংকা করো না?

—না, ভগবন্! অনুরোধ কেন, আদেশ ক'রলেও আমি আমার নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করতাম না!

—আমি শুনেছি, তুমি দানশীলা। নগরের উন্নতিকল্পে তুমি নিয়মিত অর্থ-সাহায্য করো। এ-কথা কি সত্য?

নতমুখে সলজ্জস্বরে আম্রপালী ব'ললেন, হ্যাঁ ভগবন্, সত্য।

—কেন দান করো ভগিনী? এই দানের দ্বারা কি তোমার ব্যক্তিগত কোনোরূপ লাভ হয়?

—না, ভগবন্! ব্যক্তিগত কোনোরূপ লাভের প্রত্যাশায় আমি দান করি না। আমি প্রভূত অর্থ উপার্জন ক'রেছি এবং করি। আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সে-অর্থের কতটুকুই বা প্রয়োজন? সেই কারণেই কিছু অর্থ ব্যয় করি যদি তার দ্বারা নগরের দরিদ্র সাধারণের কোনোরূপ উপকার হয়!

—অর্থাৎ এই দানকার্যে তুমি যথার্থ প্রীতিলাভ করো?

—হ্যাঁ, ভগবন্, আমি প্রীতিলাভ করি।

—তোমার বিত্ত-সম্পদের পরিমাণ হ্রাস হচ্ছে ব'লে তোমার আক্ষেপ হয় না?

—না, ভগবন্!

—ভগিনী আম্রপালী! বিলাসিনী গণিকার জীবন যাপন ক'রেও তুমি দানশীলা, দরিদ্রজনের কল্যাণার্থিনী। সম্পদগৌরবের অহংকার প্রকাশেও তোমার আগ্রহ নেই। তুমি তো নিজ হৃদয়ের নির্দেশেই কুশলকর্ম ক'রে চ'লেছ!

অধোবদনে নীরব রইলেন আম্রপালী।

বুদ্ধ পুনরায় ব'ললেন, প্রাকৃতিক নিয়মে প্রত্যেকেরই দেহ থেকে রূপযৌবন ক্ষয়প্রাপ্ত হ'তে হ'তে একসময় সম্পূর্ণ বিলীন হয়। তোমারও হবে। আজ যে-সকল ব্যক্তির নিকট তুমি ভোগসঙ্গিনীরূপে আদৃতা, সে-সময় তারা তোমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাতও করবে না। সেই ভবিষ্যতের কথা কখনো চিন্তা ক'রেছ?

—ভগবন্! বিগতযৌবনা, পরিত্যক্তা কয়েকজন গণিকাকে আমি দেখেছি। তাদের করুণ পরিণতির কথাও জানি। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এখনো কোনো চিন্তা করিনি। যেহেতু বার্ধক্যে গণিকার জীবন করুণ এবং মর্মান্তিক হয় সেই হেতু এখনই সেই ভবিষ্যতের চিন্তা ক'রতে অন্তর ভীত হয়।

—এখনো কি এ-জীবন করুণ এবং মর্মান্তিক নয়?

—হ্যাঁ, ভগবন্! অর্থপণের বিনিময়ে পরিচিত, অপরিচিত যে-কোনো ব্যক্তির নিকটে এই দেহ সমর্পণ ক'রতে ঘৃণা বোধ হয়। তৎসত্ত্বেও আমি বাধ্য কারণ প্রচলিত দেশজ রীতির জন্যই আমাকে গণিকা হ'তে হয়েছে!

—ভগিনী! তোমার চিত্ত নির্মল, সচেতন এবং পরদুঃখকাতর। মানসিক কুশলকর্মে তোমার হৃদয় উন্মুখ, কায়িক অকুশল কর্ম তোমাকে এই জীবনযাপনে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। তোমার সচেতন মনকে কখনো অচেতন হ'তে দিয়ো না। লোককল্যাণের জন্য তোমার সাধ্যমতো দানব্রতের দ্বারা যে কুশলকর্ম এযাবৎকাল ক'রেছ, তাই ক'রে যাও। সর্বদা মনে রাখবে, এ-জগতে দুঃখেরই আধিক্য। দুঃখী-জনের দুঃখ লাঘবের যে সৎপ্রচেষ্টায় তুমি আত্মনিয়োগ ক'রেছ, সেই প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়ো না!

—ভগবন্! এ অপবিত্র জীবন আর ভালো লাগছে না!

—কোন্ জীবন তোমার প্রার্থিত?

—তা আমি জানি না!—সুগভীর বেদনার স্পর্শে উদ্বেলিত আম্রপালীর

কণ্ঠস্বর।—গার্হস্থ্য জীবনের স্বাদলাভে আমি বঞ্চিতা। সন্তানের জননী হ'য়ে মাতৃত্বের পরিতৃপ্তি লাভ আমার নিকট দুঃস্বপ্ন! যতদিন দেহে যৌবন আছে ততদিন এই অপবিত্র জীবনই আমাকে যাপন ক'রতে হবে! আমার মুক্তি নেই!

—আম্রপালী! সন্তানের জননী হ'য়ে মাতৃত্বের স্বাদলাভ ক'রলে তোমার জীবন পরিতৃপ্ত হত ব'লে তোমার মনে হয়?

—হ্যাঁ, ভগবন্! অন্তত একটি সন্তানকেও বক্ষে ধারণ ক'রতে পারলে আমার নারীত্ব, আমার হৃদয়-মন সার্থক হ'ত! আমি এখন স্বচ্ছন্দে মাতৃত্ব অর্জন ক'রতে পারি। কিন্তু লিচ্ছবিগণনায়কগণ তাঁদের উপভোগের জন্য সংরক্ষিত আম্রপালীর মাতৃত্বলাভ কোনোরূপেই সহ্য করবেন না! উঃ, বক্ষে একটি সন্তান থাকলেও আমি সান্ত্বনা পেতাম!

—ভগিনী! যদি সেই সন্তানের অকালমৃত্যু হ'ত?

অশ্রুসজল দৃষ্টিপাত ক'রলেন আম্রপালী।—ভগবন্! আমি সন্তানই লাভ ক'রতে পারবো না, সেক্ষেত্রে তার অকালমৃত্যুজনিত শোকের কথা ভেবে লাভ কী? শুনেছি, সন্তানপ্রাপ্তির আনন্দের চেয়ে সন্তানবিয়োগের শোকাঘাত তীব্রতর। জননীকে সে-শোক উন্মাদিনী পর্যন্ত করে!

—হ্যাঁ, ভগিনী, তুমি যা শুনেছ, তা বাস্তব সত্য।

উদ্বেলিত আবেগে আম্রপালী ব'ললেন, ভগবন্! আমি যদি এই ঘৃণ্য জীবন ত্যাগ ক'রে শ্রমণী-সংঘে যোগদান ক'রে শুদ্ধা হ'তে চাই, আমার সে-প্রার্থনা কি পূর্ণ হবে?

করুণাঘন দৃষ্টিপাত ক'রলেন বুদ্ধ।

—ভগিনী আম্রপালী! আকস্মিক আবেগে অথবা উত্তেজনায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমীচীন নয়। আমি জানি, তোমার হৃদয় এখনই যেভাবে প্রস্তুত তার ফলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রলে তুমি তার যথার্থ মর্যাদা রক্ষা ক'রতে সক্ষমা হবে। তৎসত্ত্বেও আমার উপদেশ, আরো কিছুকাল চিন্তা করো, নিজের মানসিক শক্তিকে পরীক্ষা করো। তারপর যদি তোমার এই সংকল্প অটল থাকে, আমি অবশ্যই তোমাকে উপসম্পদা দান ক'রবো!

—ভগবন্! আপনি বৈশালি ত্যাগ ক'রে অন্যত্র গমন ক'রবেন না তো?—ব্যাকুল প্রশ্ন করলেন আম্রপালী।

—হ্যাঁ, গমন ক'রবো। তবে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবে। বর্ষাঋতু সমাগত প্রায়। বৈশালিরই অদূরবর্তী বেলুবা নামক গ্রামে এবার বর্ষা যাপন করবো। তারপর যাত্রা ক'রবো অন্য কোনো স্থানে। তুমি স্থির চিত্তে আরো কিছুকাল চিন্তা ক'রো। তারপর যদি দৃঢ়সংকল্প হও তখন সাক্ষাৎ ক'রো আমার সংগে। তোমার কল্যাণ হোক ভগিনী!

কোলিয় রাজ্য থেকে একটি অবিশ্বাস্য সংবাদ এসেছিল বৈশালিতে।

সংবাদটি এমনই অভাবিত যে কেউ প্রথমে বিশ্বাস ক'রতে চায়নি। কিন্তু কিছু সংখ্যক যোগী, শ্রমণ, পরিব্রাজক কোলিয় রাজ্য থেকে বৈশালিতে আগমন করবার পর যখন সংবাদটি সমর্থন ক'রলেন তখন সেই অবিশ্বাস্য সংবাদও বিশ্বাস ক'রতে হ'ল।

...কোলিয়গণের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য শাক্যেরা ব্যাপকভাবে জলে বিষপ্রয়োগ ক'রেছে!......

চিরজ্ঞাতিশত্রু কোলিয়গণ এখন অধিক শক্তিশালী। শাক্যগণের হুংকারকে আর তারা গ্রাহ্য করে না। হুংকার করবার মতো শক্তিও এখন নেই শাক্যজাতির। তাদের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্বের অহংকারটুকুই মাত্র সম্বল ; ক্ষাত্রশক্তি নিষ্প্রভ। যুদ্ধ হ'লে শাক্যজাতির চূড়ান্ত পরাজয় অবধারিত।

এই অবস্থায় শাক্যেরা রোহিণী নদীর জল যে-সকল খাতে কোলিয় রাজ্যের জলাশয় এবং কৃষিভূমিতে প্রবাহিত হয়, সেই সকল খাতমুখে পর্যাপ্ত পরিমাণে অতি তীব্র বিষ প্রয়োগ ক'রেছে। তার ফলে অকস্মাৎ ব্যাপক ব্যাধির প্রকোপ ঘ'টেছে কোলিয়গণের বিভিন্ন জনপদে। কৃষিক্ষেত্রের সতেজ হরিৎ শস্য দ্রুত বিষক্রিয়ায় পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ ক'রেছে।

কোলিয়গণ এখন ক্ষিপ্ত। অবিলম্বেই শাক্যগণের এই হীন কাপুরুষোচিত কর্মের জন্য সমুচিত দণ্ডদানে তারা কৃতসংকল্প।

করুণ বেদনামথিত দৃষ্টি বুদ্ধের নয়নে।

নির্বাকভাবে বহুক্ষণ তিনি দৃষ্টিপাত ক'রে রইলেন দূরের আকাশ এবং দিগন্ত-রেখার দিকে। তারপর সকরুণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে ব'ললেন, আনন্দ! শাক্যবংশে আমারও জন্ম, তোমারও জন্ম। আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে শাক্যশ্রমণ নামেই আমার পরিচয়। শাক্য বংশে জন্ম ব'লে আমি কোনোদিন গর্বিত-ও ছিলাম না, লজ্জিতও ছিলাম না। কিন্তু আজ এই অশীতিবর্ষ বয়সে গভীরভাবে লজ্জিত বোধ ক'রছি। একটি জাতি সংকীর্ণতা, দ্বেষ এবং হিংসার দ্বারা কিভাবে নিজেদের সর্বনাশ আহবান ক'রে আনতে পারে, শাক্যজাতি তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রছে!

আনন্দ ব'ললেন, শাস্তা! পূর্বে আপনি একবার স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে শাক্য এবং কোলিয়গণের বিরোধ নিষ্পত্তি ক'রেছিলেন। এই অবস্থায় পুনরায় কি শাক্য-রাজ্যে গমন ক'রবেন?

বুদ্ধ ব'ললেন, না, আনন্দ! আর আমার সে ইচ্ছা নেই। যে পাদুকাহীন ব্যক্তি অহমিকা চরিতার্থতার জন্য বৃথা দর্পভরে সুতীক্ষ্ম কন্টকবনে প্রবেশ করে, তার পদক্ষত অনিবার্য। কে তাকে রক্ষা ক'রবে? শাক্যজাতি সেই পাদুকাহীন ব্যক্তির ন্যায় নির্বোধ আচরণে মত্ত হয়েছে!

কয়েকদিবস পরেই অপর একটি সংবাদ!

কোশলরাজ বিরূঢ়ভ বিপুল সংখ্যক সৈন্যসামন্ত সহ কপিলবাস্তু আক্রমণ ক'রেছিলেন। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী, কিশোর, কিশোরী—এমন কি, মাতৃদুগ্ধ-পোষ্য অবোধ শিশু পর্যন্ত তাঁর ক্রোধাগ্নি থেকে পরিত্রাণ পায়নি। অসংখ্য নারী-পুরুষ নিহত হ'য়েছে—সুসমৃদ্ধ কপিলবাস্তু নগরী পরিণত হ'য়েছে ধ্বংসস্তূপে!

কোলিয়গণের আক্রমণের পূর্বেই বিরূঢ়ভের নৃশংস আক্রমণে বিধ্বস্ত শাক্যরাজ্যে ক'জন ব্যক্তিমাত্র প্রাণরক্ষায় সমর্থ হয়েছে, তাও অজ্ঞাত। কারণ, যারা জীবিত আছে তারা বিভিন্নদিকে পলায়ন ক'রেছে।

দীর্ঘকালব্যাপী পুঞ্জীভূত ঘৃণা এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্যই বিরূঢ়ভের কপিলবাস্তু আক্রমণ!

মহানাম শাক্যের দাসীকন্যা বাসবক্ষত্রিয়ার পুত্র বিরূঢ়ভ। শাক্যগণের জাত্যাভিমান বিরূঢ়ভের জন্মদাত্রী বাসবক্ষত্রিয়াকে চূড়ান্তভাবে অবমাননা ক'রেছিল, সেই আক্রোশেই শাক্যজাতির উপর অমানুষিক প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রলেন তিনি।

কোলিয়গণ বিপুলভাবে উল্লসিত। সমস্বরে তারা কোশলরাজ বিরূঢ়ভের জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছে।

সে উল্লাসেরও উৎস হিংসা, দ্বেষ!

সম্রাট অজাতশত্রু হিরণ্যবতী নদীপ্রান্তে সম্ভাবিত স্বর্ণভাণ্ডার প্রাপ্তির আশাকে উপলক্ষ্য ক'রে গণশাসিত ষোড়শ মহাজনপদের সর্বশেষ প্রদীপ্ত দীপশিখা বৃজিগণ-রাজ্যের সেই শিখাকে নির্বাপিত ক'রতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ ক'রছেন! বৃজিরাজ্য মগধের পদানত হ'লেই গণরাজ্য ব'লে একমাত্র মল্লরাজ্য ভিন্ন অন্য কোনো ভূখণ্ডেরই অস্তিত্ব থাকবে না!

দীর্ঘশ্বাস মোচন করেন বুদ্ধ।

গণশক্তি, সংঘশক্তির কি সম্ভাব্য শোচনীয় পরিণাম! ভিক্ষুসংঘে তিনি সংঘ-শক্তির উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দান ক'রেছেন। সে সংঘশক্তির দৃঢ়তা কতদিন অটুট থাকবে, কে জানে!

জীবনের সর্বশেষ বর্ষাবাস!

বেলুবাগ্রামে বর্ষাবাসকালে প্রচণ্ডভাবে অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন বুদ্ধ।

সঙ্গী ব'লতে একমাত্র আনন্দ। অন্যান্য ভিক্ষুগণকে তিনি বৈশালিতেই বর্ষাবাস যাপনের নির্দেশ দান ক'রে নিজে যাত্রা ক'রেছিলেন বেলুবাগ্রামে।

আনন্দ গভীরভাবে বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলেন। কত বর্ষ যাবৎ তিনি বুদ্ধের সর্বক্ষণের সঙ্গী। এত প্রবল অসুস্থতা তো দূরের কথা, সামান্য অসুস্থতাও কদাচিৎ লক্ষিত হ'য়েছে। যিনি অশীতিবর্ষ বয়স পর্যন্তও ব্যাধিবিহীন তাঁর এই অস্বাভাবিক অসুস্থতায় আনন্দের পক্ষে উদ্বিগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য ধীরে ধীরে সুস্থ হ'য়ে উঠলেন বুদ্ধ।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রলেন আনন্দ। একদিন অকপটে ব'ললেন, শাস্তা! সুদীর্ঘকাল যাবৎ আপনার দেহ সুস্থ, সবল দেখেই আমি অভ্যস্ত। এই আকস্মিক প্রবল অসুস্থতা দেখে আমি গৃহীর ন্যায় বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলাম। আমার এমন মানসিক অবস্থা হ'য়েছিল যে, ধর্মোপদেশগুলি পর্যন্ত স্মরণে ছিল না! এখন আমি নিশ্চিন্ত।

বুদ্ধ ব'ললেন, নিরাসক্ত শ্রমণ-জীবনে গৃহীর ন্যায় চিত্তচাঞ্চল্য তোমার পক্ষে অকর্তব্য হ'য়েছে, আনন্দ! তুমি কি বিস্মৃত হ'য়েছ যে আমার বয়স এখন অশীতিবর্ষ? তুমি কি এ-কথা বিস্মৃত হ'য়েছিলে যে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী বুদ্ধও যেকোনো জীবের ন্যায়ই মৃত্যুর অধীন? দীর্ঘ পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ যাবৎ সদ্ধর্মের প্রচার ক'রে চ'লেছি। এই দেহ ক্লান্তিহীনভাবে পরিশ্রম ক'রেছে। আনন্দ! বহু ব্যবহারে জীর্ণ শকটের যেরূপ অবস্থা হয় আমার এই জরাজীর্ণ দেহের অবস্থাও বর্তমানে সেইরূপ। একমাত্র যখন আমি নিরোধসমাধিতে মগ্ন হই সেই সময়টুকু দেহে কোনোরূপ ক্লেশবোধের অস্তিত্ব থাকে না। আমি উপলব্ধি করছি, আমার নির্বাণের কাল সমাসন্নপ্রায়।

আনন্দ বিচলিত কণ্ঠে ব'ললেন, শাস্তা! সংঘের উদ্দেশে আপনার শেষ নির্দেশ দান করবার পূর্বেই আপনি নির্বাণে প্রবেশ ক'রবেন?

—আনন্দ! সংঘের উদ্দেশে আমার শেষ নির্দেশ ব'লতে অবশিষ্ট কিছু আছে কি? সদ্ধর্ম সম্বন্ধে আমি কোনো গুপ্ত রহস্য রক্ষা করিনি। আমার উপলব্ধি, আমার জ্ঞান, আমার প্রতীতি আমি সম্পূর্ণ উন্মুক্তভাবে প্রচার ক'রেছি। তার পরেও আমার নিকট ভিক্ষুসংঘের অতিরিক্ত আর কোন্ নির্দেশ প্রার্থিত থাকতে পারে? হে আনন্দ! নিজের ধর্মসাধনায় অপরের উপর নির্ভরশীল হ'য়ো না! তোমরা এখন নিজেরাই নিজেদের উপর নির্ভর ক'রতে অভ্যস্ত হও! সংঘবন্ধনকে অটুট রাখো, নিজ উপলব্ধিকে আশ্রয় করো, সদ্ধর্মের শরণ নাও!

আনন্দ করযোড়ে নীরব রইলেন।

বুদ্ধ বললেন, দেহ বর্তমানে কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়েছে, আনন্দ! আরো সুস্থ হওয়ার পর আমি আর একবার অন্তত বৈশালি নগরে গমন করবো। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর বৈশালিতেই প্রথম আগমন করেছিলাম্ আমি। নির্বাণের পূর্বে তাই বৈশালিকে একবার দেখে যেতে চাই। আমি পূর্বেই-তোমাকে বলেছি, সংঘের শ্রমণ-শ্রমণীগণের উদ্দেশে আমার যা কিছু বক্তব্য ছিল তা বলা হয়ে গেছে। তবুও যদি অনুভব করি, তাদের প্রতি আমার আর কোনো নির্দেশ দানের প্রয়োজন আছে তাহলে তা আমি অবশ্যই করবো।

*　　*　　*　　*

—ভগবন্! আমি আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষারতা! আমাকে উপসম্পদা দানে আমার এই জীবনকে ধন্য করুন!

বুদ্ধ দেখলেন, তাঁর সম্মুখে করযোড়ে নতজানু আম্রপালী।

তার পরিধানে অতি সাধারণ বস্ত্র, দেহ আভরণবিহীন, দৃষ্টিতে যথার্থই ঐকান্তিক আকুলতা। এ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক নারী!

আম্রপালী ব'ললেন, প্রভু! এই কয়েকমাস আমি চিন্তা ক'রেছি, সংকল্পে আমি স্থির হ'য়েছি। কায়িক, বাচনিক, মানসিক সকলপ্রকার হীন কর্ম থেকে মুক্ত হ'য়ে আমি নির্মলপ্রশান্তি লাভ ক'রতে চাই!

উপসম্পদা দান ক'রলেন বুদ্ধ।

রাজগণিকা আম্রপালী রূপান্তরিত হ'ল সর্বস্বত্যাগিনী ভিক্ষুণী আম্রপালীতে।

পরিচারক-পরিচারিকাবৃন্দের প্রত্যেকজনকেই তাদের জীবনযাপনোপযোগী প্রভূত পরিমাণ অর্থ দান ক'রে পরিচর্যাকর্ম থেকে নিষ্কৃতি দান ক'রেছিলেন আম্রপালী। মূল্যবান আভরণরাজি দান ক'রলেন অনাথ-আতুর বিপন্নজনের প্রয়োজনে ব্যয় নির্বাহের জন্য। নিজের সুবিশাল হর্ম্য উৎসর্গ ক'রলেন শ্রমণী সংঘের উদ্দেশে।

বৈশালির নর-নারী অবাকবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত ক'রে রইলো, নগরের সর্বাপেক্ষা রূপযৌবনশালিনী সম্ভ্রান্ত রাজগণিকা আম্রপালীর পরিধানে ভিক্ষুণীর পীতচীবর, হস্তে-ভিক্ষাপাত্র। পরিপূর্ণ প্রশান্ত দৃষ্টিতে তিনি অন্যান্য শ্রমণীর সঙ্গে শান্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হ'য়ে চ'লেছেন বৈশালির পথে!

কয়েকটি মাস বৈশালির কূটাগারশালায় অবস্থান ক'রলেন বুদ্ধ।

আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপিত! বোধিলাভের পর এই পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষব্যাপী উপলব্ধ সত্যকে অক্লান্তভাবে প্রচার ক'রেছেন তিনি। এইবার নির্বাণের জন্য প্রতীক্ষা!

মানসপটে একাদিক্রমে অতীত স্মৃতিসমূহ ভেসে উঠ্‌ছে!

...জগতের সর্বব্যাপী দুঃখের কারণ নির্ণয় এবং দুঃখনির্বাণের উপায় অন্বেষণের উদ্দেশ্যে উদ্‌ভ্রান্ত, ব্যাকুল হৃদয়ে ঊনত্রিংশ বর্ষ বয়সে গৃহত্যাগ...মহর্ষি অলাড়-কালামের সপ্তস্তর ধ্যানসমাধি...তপস্বী রুদ্রক রামপুত্রের অষ্টসমাপত্তি তপশ্চর্যা ...কঠোরতম কৃচ্ছ্রসাধনমূলক তপস্যায় ব্যর্থতা...উরুবিল্বে সম্বোধিলাভ!

আত্মা—ঈশ্বর—স্বর্গ—নরক!

কল্পিত বিষয়ে কূটতর্কজালবিস্তারে দুঃখনিরোধের উপায় কোথায়? দুঃখের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ—বাস্তব। দুঃখনিবৃত্তির জন্য সদাচরণই শ্রেয় মার্গ!

নিজের উপলব্ধ এবং অনুভূত সত্যকে সবিস্তারে প্রচার ক'রেছেন বুদ্ধ। সদ্ধর্মের এ-সাধনায় কোনো গুহ্য মন্ত্র নেই, কোনো সাড়ম্বর অনুষ্ঠান নেই। আছে কেবল চিত্তপ্রস্তুতি, কুশলকর্মের অনুষ্ঠান, লোককল্যাণের উপযুক্ত হৃদয়ের প্রসার! শ্রমণ-শ্রমণী তাদের অষ্টাঙ্গমার্গিক সাধনায় হবে অর্হৎ, স্থবির—শ্রমণীবৃন্দ হবে অর্হৎ, স্থবিরা। গৃহী নর-নারী কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ ক'রে সমাজ-সংসারে দান ক'রবে কল্যাণের স্পর্শ!. ধর্ম কোনো বহিরঙ্গ আচারসর্বস্ব নয়—ধর্ম অন্তরঙ্গ!

কূটাগারশালার ধর্মদেশনাকক্ষে বুদ্ধের নির্দেশে সমবেত হ'লেন ভিক্ষুবৃন্দ।

ভিক্ষুগণের উদ্দেশে করুণাঘন সুগত সর্বশেষ সম্ভাষণে ব'ললেন, হে প্রিয় ভিক্ষুগণ! আমার দেহ জীর্ণ—আমার নির্বাণকাল সমাগতপ্রায়। সমগ্র জীবনব্যাপী তোমাদের নিকট আমি যা ব্যক্ত ক'রেছি তাই-ই সদ্ধর্ম—বুদ্ধের ধর্ম। তোমরা সদাসচেতন থেকে সেই ধর্মাচরণ করবে। অপরের উপর নির্ভর না ক'রে নিজের চিত্তকেই ধর্মের দ্বীপরূপে প্রস্তুত করো, সেই দ্বীপেই অবস্থান করো। সর্বদা স্মরণে রাখবে, কেবল আত্মমোক্ষই তোমাদের উদ্দেশ্য নয়—লোককল্যাণ তোমাদের ধর্ম!

বৈশালি ত্যাগের দিন নগর উপান্ত থেকে কয়েকমুহূর্তের জন্য নগরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রলেন বুদ্ধ। তারপর অগ্রসর হ'লেন সম্মুখপথে।

সকল ভিক্ষুবর্গকে তিনি বৈশালিতে অবস্থানের নির্দেশ দিয়ে সঙ্গীরূপে গ্রহণ ক'রেছেন এতবর্ষের নিত্যসঙ্গী সেই একমাত্র আনন্দকে।

বৈশালি থেকে ভাণ্ডগ্রাম, সেস্থান থেকে হস্তীগ্রাম—আম্রগ্রাম—জম্বুগ্রাম—ভোগনগর।

পথিমধ্যে সকল গ্রামেই কয়েকদিন অবস্থান ক'রেছেন বুদ্ধ। উৎসুক নর-নারীকে সেই ধর্মোপদেশই দান ক'রেছেন, যে ধর্মোপদেশ বিগত পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ পর্যন্ত দান ক'রে আসছেন।

বৃজিরাজ্যসীমা অতিক্রম ক'রেছেন তিনি। ভোগনগর মল্লরাজ্যে। এইস্থানেই

অন্যস্থান অপেক্ষা অধিক কিছুকাল অতিবাহিত ক'রলেন তিনি। বিবৃত ক'রলেন ধর্মসাধনার সুশৃংখল, ধারাবাহিক পর্যায়—অভিধর্ম।

ভোগনগর ত্যাগের পর মল্লরাজ্যের রাজধানী পাবা নগরে উপনীত হ'লেন বুদ্ধ।

কর্মকার চুন্দের গৃহে ভিক্ষাপ্রার্থী হ'লেন বুদ্ধ এবং আনন্দ। চুন্দ স্বচক্ষে কখনো বুদ্ধকে দেখেননি। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে চুন্দের হৃদয়ে ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। স্বয়ং সুগত বুদ্ধ চুন্দের গৃহে ভিক্ষার্থী! অপ্রত্যাশিত, দুর্লভ সৌভাগ্য! সেদিন আহার্য সামগ্রীর মধ্যে প্রস্তুত হ'য়েছে অতিপ্রিয় খাদ্য শূকরমর্দব। শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ শূকরমর্দব সহ অন্ন পরিবেশন করলেন চুন্দ। তাঁর মনে হ'ল জীবন এতদিনে সার্থক!

পথিপার্শ্বে এক নির্জনস্থানে চুন্দপ্রদত্ত ভিক্ষান্ন আহার ক'রে বুদ্ধ আবার যাত্রারম্ভ ক'রলেন। এবার তাঁর উদ্দিষ্ট স্থান কিঞ্চিদধিক দ্বিযোজন দূরস্থিত কুশীনগর।

কিন্তু পথিমধ্যেই প্রবলভাবে অসুস্থ হ'য়ে প'ড়লেন বুদ্ধ।

কর্মকার চুন্দ প্রদত্ত আহার্য যে এই বয়সের জরাজীর্ণ অসুস্থ দেহের পক্ষে বিপর্যয়কর হ'তে পারে তা অনুভব ক'রেও ভিক্ষুর আচরণীয় প্রথার ব্যতিক্রম করেননি তিনি। ভিক্ষাদাতা গৃহীর মনে কোনোরূপ ব্যথাদান ভিক্ষুর পক্ষে অকর্তব্য।

দেহ অতি দ্রুত দুর্বল এবং অবশ হ'য়ে আসছে!

আনন্দের ক্রন্দনোন্মুখ দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে বুদ্ধ ব'ললেন, অশ্রু সম্বরণ করো, আনন্দ! ভিক্ষুর নয়নে প্রিয়বিয়োগজনিত বেদনার অশ্রু শোভনীয় নয়। আমার কর্মসমাপ্তি হ'য়েছে। আজই আমি নির্বাণলাভ ক'রবো!

প্রবল অসুস্থদেহে আনন্দের স্কন্ধে ভর দিয়েই দক্ষিণাভিমুখে চ'লতে লাগলেন বুদ্ধ। অতিক্রম ক'রলেন হিরণ্যবতী নদী। অবশেষে, উপনীত হ'লেন কুশীনগরের প্রান্তে প্রবাহিতা ককুস্থা নামক পার্বত্য শীর্ণ নির্ঝরিণীর তীরে। ককুস্থার ওপারেই মল্লগণের বিশাল সর্জবন।

দিবাবসানকাল।

ককুস্থা অতিক্রম ক'রে সর্জবনপ্রান্তে এলেন বুদ্ধ। তখন দেহ প্রায় চলচ্ছক্তিহীন। সেই অবস্থা সত্ত্বেও সুভদ্র নামক এক ব্যাকুল ধর্মার্থীকে উপসম্পদা দিলেন তিনি। ক্ষীণ কণ্ঠে ব'ললেন, ভিক্ষু সুভদ্র! নির্বাণের পূর্বে সর্বশেষ শিষ্যরূপে তোমাকেই দান ক'রলাম উপসম্পদা!

* * * *

—আনন্দ! মল্লরাজ্যের এই সর্জবনের নাম 'উপবর্তন'। এই বনপথে আমি একাধিকবার গমনাগমন করেছি। অদূরেই দেখবে, একস্থানে যুগ্ম সর্জবৃক্ষ দণ্ডায়মান। সেই যুগ্মবৃক্ষতলে মৃত্তিকার উপরে চীবরদ্বারা আমার শয্যা রচনা করো। আজ থেকে অশীতিবর্ষ পূর্বে লুম্বিনী উদ্যানে এক সর্জবৃক্ষতলে আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম বলে শুনেছি। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। আজও সেই বৈশাখী পূর্ণিমা। আজ সেই একই তিথিতে সর্জবৃক্ষতলে সম্পন্ন হোক আমার নির্বাণ!

দিবালোক ম্লান হয়ে সায়ংসন্ধ্যা আসন্নপ্রায়।

সর্জবনের বৃক্ষশাখায় নীড়-প্রত্যাগত পক্ষীকুলের কলকাকলি। সর্জপুষ্পের সুমিষ্ট মৃদু সুরভি সমগ্র বনাঞ্চলের বায়ুকে সুরভিত করে রেখেছে। পূর্বাকাশে পূর্ণিমার সুবৃত্ত চন্দ্র উদয়োন্মুখ।

যুগ্ম সর্জবৃক্ষতলে উত্তরশিয়রে সিংহশয়ানে শায়িত হয়েছেন বুদ্ধ। দেহ নির্জীব, বিবশপ্রায়। কিন্তু মুখমণ্ডলে সেই দিব্য, প্রসন্নজ্যোতি।

—আনন্দ! পক্ষীর কলকাকলি কত সুন্দর! পার্বত্য নির্ঝরিণী কি মিষ্ট ধ্বনিতে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে! নিসর্গপ্রকৃতি চিরকাল সুন্দর ছিল, চিরকাল সুন্দর থাকবে। মনুষ্যপ্রকৃতিই বিচিত্র! জাগতিক দুঃখকে আচরণের দ্বারা সে বৃদ্ধিও করতে পারে, হ্রাসও করতে পারে। সদ্ধর্মের অনুগামীবৃন্দ ভবিষ্যতে যদি সেই দুঃখহ্রাসের ব্রতে সত্যই অবিচল থাকে তবেই আমার প্রচার হবে সার্থক!

আনন্দ রুদ্ধবাক্। অধোবদনে নিঃশব্দে রোরুদ্যমান।

—ক্রন্দন সম্বরণ করো, আনন্দ! স্মরণ করো সেই সত্যপঞ্চক—জীব জরাধর্মী, ব্যাধিধর্মী, মরণধর্মী, প্রিয়জনের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ অনিবার্য, জীব একমাত্র কর্ম-সর্বস্ব। আর শোনো, আমার অদ্যকার ভিক্ষাদাতা কর্মকার চুন্দ যেন কোনো মানসিক আঘাতে বিচলিত না হয়। তাকে ব'লো, আমার জীবনে দুটি দিবসের ভিক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ। উরুবিল্বে সেই বোধিলাভের দিবসে ভগিনী সুজাতার ভিক্ষাদান আর আজ এই নির্বাণ দিবসে কর্মকার চুন্দের ভিক্ষাদান!

আনন্দ কোনোক্রমেই অশ্রুবেগ সম্বরণ করতে পারছে না।

সিংহশয়ানে শায়িত বুদ্ধ প্রশান্ত অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে অবলোকন করছেন পূর্বাকাশের দিগন্তে ক্রমোজ্জ্বল চন্দ্রিমাকে। সদ্য বৃন্তচ্যুত সর্জপুষ্পরাজি বর্ষিত হচ্ছে তাঁর অবয়বে, বৃক্ষমূলে, ভূমিতলে। জ্যোৎস্নাদীপ্তি-সম্পাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে সুগত বুদ্ধের সর্বাবয়ব।

বৈশাখীপূর্ণিমার চন্দ্রালোক ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হ'তে লাগলো।

॥ সম্পূর্ণ ॥